



















# জন্মেছি এই দেশে

উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও শ্যাম

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

## —টীর টাকা—

[ এই গ্রন্থের রচনাকাল  
১৯৫২—১৯৫৬ ]

প্রচ্ছদপট :—

অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

রুক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিকিউকেট

মিঃ ও বোম, ১০, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে ত্রিপ্রকৃ  
বহু কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৮, কর্ণওয়ালিশ  
স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে ত্রিবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

ଓଢ଼ିଶା

ଶ୍ରୀମାନ ସବିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ

କଲ୍ୟାଣୀସ୍ତେଷୁ

## এই লেখকের

বাত্রির তপস্বী  
স্বিয়াশ্চবিদ্রম  
মনে ছিল আশা  
নববধূ  
পুরুষ ও বমণী  
বঙ্গনীগন্ধা  
স্বর্ণমুকুট  
কেতকীবন  
মিলনাস্ত  
নবযৌবন  
জ্যোতিষী  
কলকাতার কাছেই  
প্রভাতসূর্য  
বাতমোহানা  
কমা ও সেমিকোলন  
কাছে আছে যারা  
কোলাহল

সমারোহ  
দুর্ঘটনা  
প্রেবণা  
মালাচন্দন  
শ্রেষ্ঠ গল্প  
আব্ছায়া  
সাবালক  
সীমান্তরেখা  
স্ববর্ণীয় দিন  
চতুর্দোলা  
ভাড়াটে বাড়ী  
নাবী ও নিয়তি  
ছুটি



জান্নাছি এই দেশ



আড়াই শ' গজের মধ্যে তিনটে ইঞ্চি। একটা মেঘেদেব—সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে দশটা একবাব, এগাবোটা থেকে চাবটে আব একবাব,—এই ডবল্ শিকটে চলে লেখাপড়াব পালা। সন্ধ্যাবেলা একটা কনেজ ও বসছে আজ্ঞাল, যদিও বেকগ্‌নিশন্ পায নি। ছেলেদেব ইঞ্চিও দু বাব কাজ হয়—সন্ধ্যাটা কি কাজে লাগানো যায় কর্তৃপক্ষ ভাবতে শুক কবেছেন। কেবল ইন্দুমতী গদাএব হাই স্কুলে সকালটা মেঘেবা পড়ে, দুপুরে এসে ছেলেদেব ইঞ্চি। ...কিন্তু সে যাই হোক এই তিনটে ইঞ্চিই ভর্তি থাকে ছেলেমেঘেতে। নতুন কাউকে ভর্তি কবাতে গেলে শুনতে হয়, 'এ বছর তো উপায় দেখছি না। আজ-কাল আবাব ইন্দুপেস্তেব এসে মাথা গুনে নেয়। ...সামনের ডিসেম্বরে নিয়ে আসবেন, চেষ্টা ক'বে দেখব। ...অবশ্য খুব অল্পবিধা হয় তো পাঠাতে পাবেন। বসবে, ইঞ্চি করবে ঠিকই—খাতায় নামটা কেবল তুলতে পাবব না। ...মাইনে? ই্যা তাও দেবেন, ওটা আমবা টিচার্স বেনিফিট ফাণ্ডে ডোনেশন ব'লে জমা ক'রে নেব।'

এদাবে যখন এই অবস্থা—তখনও এম. ই. স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বাড়ে না কেন? এ নিয়ে বলাইবাবু বীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

অথচ এইটেই ওঁর ট্রাম্প্‌কার্ড! অর্থাৎ কিনা রঙের গোলাম।

অনেক তদ্বিবে, অনেক ষড়যন্ত্রে এই সেক্রেটারীর পদটি তিনি পেয়েছেন। অথচ কোনও প্রতিষ্ঠানে পান্না পান নি, জনগণেশের পূজাবী হওয়া (অবৈতনিক) যে এত কঠিন তা কে জানত! যদি বা দৈববলে এই চাকরীটি পেয়েছেন, সেটার একটা মূল্য স্বীকৃত না হ'লে চলবে কেন? আগামা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে দাঁড়াতেই হবে। তখন পরিচয় দেবাব মত যে আব কিছুই নেই। 'দাসপাড়া এম. ই. স্কুলের সেক্রেটারী—আপনাদের বিশ্বস্ত সেবক শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক আপনাদের ভোট প্রার্থনা করেন।' এই পোস্টার চোখ বুজলেই কল্লনানেত্রে দেখতে পান বলাইবাবু। কিন্তু যদি কেউ একবা

বলে যে, ‘দাসপাড়া এম. ই. ইন্সকুল ? সেটা আবার কি ? আছে নাকি এ নামেব কোন ইন্সকুল ?’ তখন কি বলবেন তিনি ? মোটে সাতশটি ছাত্র, সে আবার ইন্সকুল, তার আবার সেক্রেটারী ! বিশেষ ক’বে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ ( সে যে কে কে দাঁড়াবে তাও মানস-চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন বৈ কি ! ) তো একথা আগেই বলে বেড়াবে । টিটকিবি দেওয়াব এ সুরোগ কি ছেড়ে দেবে তাবা ?

এদিকে, এই মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে না দাঁড়াতে পাবলে, ওব নাম কি পৌণ-নির্বাচনে জনগণেব সেবকরূপে চিহ্নিত হ’তে না পাবলে—ভবিষ্যতে ব্যাসেমন্ট্রী ইলেকশনেই বা দাঁড়াবেন কি ক’বে ?

সুতরাং যেমন ক’বেই হোক এটায় দাঁড়াতে হবে । আব তা হ’লে পবে ইন্সকুলটাকেও দাঁড় কবাতে হবে ।

অথচ উপায়ই বা কি ? কোনও পথই তো দেখতে পান না বলাইবাবু ? ক্যান্ডাসাব নিযুক্ত করবেন ? কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন ? কিন্তু তাতে কি কোন ফল হবে ? ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রশ্ন যেখানে সেখানে কি আব বিজ্ঞাপন দেখে লোকে ভুলবে ? ঐ প’ড়ো টিনেব চালায় পুবানো ইন্সকুল, ভাঙ্গা বেঞ্চি এবং নডবডে চেযাব—দেখলেই লোকের অভক্তি হয় । তা ছাড়া লোকেব কেমন একটা ধাবণা হয়ে গেছে যে ওসব সেকলে ইন্সকুলে পড়তে দিযে মিছিমিছি সময় নষ্ট ক’বে কোন লাভ নেই । একেবারে হাই স্কুলে দেওয়াই ভাল ।

অনেক ভাবছেন বলাইবাবু—ইদানীং একবকম দিনবাতই ভাবছেন—কোথাও কোন কুলকিনাবা দেখতে পাচ্ছেন না, এমন সময় একদিন সতোন এসে বললে, ‘বলাইদা, আমাদের পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়েব কিছু একটা করুন । তাঁব এ হুর্দশা তো আর চোখে দেখা যায় না । অর্ধেক দিন ঠায় উপোস ক’রে কাটছে !’

‘কেন, তাঁর তো একটা পেন্সন ঠিক ক’রে দিযেছি ।’

‘সাত টাকা পেন্সন দেন মাসে । তাতে কি হয় বলুন তো ? আপনার দৈনিক বাজার খরচই তো তার চেয়ে বেশি ।’

‘না—তা ঠিক নয়—’ গলা বেড়ে সাফ ক’রে নেন বলাইবাবু, কণ্ঠস্বরে বেশ জোরও পান, বারণ আজই বাজার করতে যে দশটাকার নোট দিযেছিলেন ছেলেকে, তা থেকে তিনটাকা ছ পয়সা ফিরে এসেছে—‘সে ষাকগে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কোথা থেকে

দিই বলো তো ! ঐ তো ইঙ্কলের অবস্থা ! নেহাৎ সরকারী গ্র্যান্টটা আছে তাই ।’

‘সে তো জানি । অগ্র একটা কিছু কবতে হবে । আগে স্নাগে তবু টিউশনি করতেন দু তিনটে, তাতে চলত । এখন আব ঘুব ঘুব টিউশনিও করতে পারেন না । কখনও কখনও দু একটা ছাত্র ছোট্টে, বাড়ীতে এসে পড়ে । তা, তাবা আর কতই বা দেবে বলুন ? চাব পাঁচ টাকাব বেশি তো নয় । দুটো প্রায়ী—এই বাজার, শুধু মুন-ভাত খেতে কত লাগে বলুন তো !’

অকস্মাৎ যেন নিকষ কালো আঁধাবে জ্যোতির বিচ্ছুরণ হ’ল । মজ্জমান ব্যক্তি তৃণ ন্য—একটা নৌকাই দেখতে পেলেন । বলাইবাবু বলে উঠলেন, ‘থামো থামো । হয়েছে—আচ্ছা পূর্ণ মাঠাব মশাইয়েব বয়স কত হ’ল বলো তো ।’

‘বয়স ? ঠিক ষাটে বিটায়াব কবেছেন, আব সেও তো আজ দশ বছর হ’ল । পুরো সম্ভব ধকন ।’

‘ঠিক হয়েছে । ইবা—মাব দিয়া কেব্লা ! সেপ্টুয়াজেনাবী কবা যাক পূর্ণ মাঠাব মশাইয়েব । কি বলো ?’

‘অর্থাৎ—?’ সত্যেন কথাটা ঠিক বুঝতে না পেবে বোকাব মত তাকিয়ে থাকে ।

‘আবে, এটা বুঝলে না ? জাস্তী, জাস্তী—মাঠাব মশাইয়েব সম্ভব বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে এক বিবাহট জাস্তী সভাব আয়োজন কবা যাক । সেই সভায় ঠিক এক অভিনন্দন পত্র, গবদেব ধুতি-চাদব এবং একটা টাকাব পার্স দেওয়া হবে । এমনি দুঃস্থ মাঠাবেব জন্ম দু-এক টাকা চাঁদা চাইতে গেলে কেউ দেবে না ভাই, কিন্তু জবস্তী বললে লোকে বুঝবে—দেবেও ।’

‘দেবে কি ?’ সংশয়ের স্থব বাজে সত্যেনেব কণ্ঠে ।

‘আলবৎ দেবে । দেওয়াতে হবে । বেশ বড় ক’বে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এক গ্যাপীল বাব করতে হবে, দেখাতে হবে যে এত বড় মহাপ্রাণ ব্যক্তি এদিকে আর জন্মায় নি । তবে দেবে । দাদা, সবাই বড়কে দিতে চায়—সেই আলায়ে নিজেকেও আলোকিত করবে ব’লে । কেউ বিট্টু একজনেব অভিনন্দন সভায় চাঁদা দিলে হয় তো নাম বেরোবে, জানাজানি হবে—এমনি প্রাইভেট ভিক্ষে দিয়ে লাভ কি ?...না না, সে ঠিক হয়ে যাবে—তাখো না, এয়া মুস্থবিদে করব একখানা গ্যাপীল !’

উৎসাহে বলাইবাবু চোখ জলতে থাকে !

কলকাতাব উপকণ্ঠে গ্রাম—এখন প্রায় শহরই হয়ে উঠেছে। বাড়ী ভাড়াব বেট ও জিনিসপত্রের দাম কলকাতাকে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু নাগরিক জীবন-যাপনের কতকগুলো স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা এখনও হয় নি। খোলা নর্দমা'ব দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে থাকে, মশাব উৎপাতে সন্ধ্যা থেকে বসা যায় না।

তা হোক, লোক কম নেই এখানে। টাকা কি আর উঠবে না? খুব উঠবে!

বলাইবাবু নিজেকে আশ্বাস দিয়ে য্যাপীল লিখতে বসেন।

লেখবার আছেও ঢেব। যখন জায়গাটা শহর হয় নি, সেই প্রায় নব্বুই বছর আগে, ১৮৬২ সালে, প্রথম ইংবেজী পডবাব ব্যবস্থা হয় এই ইস্কুলেব পত্তনে। সেই ইস্কুলেব হেড মাষ্টাব পূর্ণবাবু বিয়াল্লিশ বছর হেডমাষ্টাবি কবাব পব অবসর নিয়েছেন। কর্মকান্ত জীবনে তবু দেশবাসী'ব সেবা বন্ধ কবেন নি, এখনও যতটা পারছেন বিছা বিতরণ ক'বে যাচ্ছেন। এখানকাব অনেক বিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিই তাঁব ছাত্র। তাঁবা সবাই জানেন, কি যত্নব সঙ্গে, কি ঐকান্তিকতা'ব সঙ্গে পূর্ণবাবু ছাত্রদের পড়াতেন। অধ্যাপনা ছিল তাঁব তপস্যা, ছাত্রবা ছিল তাঁব হঠ।

সংক্ষেপে এই।

আর যা ইতিহাস তা এতে লেখবাব নথ। তাতে স্বব কেটে যাবে। সমস্ত সত্য ইতিহাস বিবৃত কবতে গেলে বলতে হয় যে আঠাব বছর বয়সে কুড়ি টাকা মাইনেতে ঢুক ছিলেন, বিটায়ার কবেছেন পঁয়ত্রিশ টাকাতে—বিয়াল্লিশ বছর চাকবা কবার পবও। বলা চলত যে এই সেবাব পরও ওঁবা তাঁকে সাত টাকা'ব বেশি পেন্সন দিতে পারেন নি। বলা চলত যে মাটির একখানি ঘব ভবসা—তা'বও গোলপাতা পচে গেলে গেছে, বর্ষায় ভেজা ছাড়া উপায় থাকে না। সে ঘবও হেলে পড়েছে গোড়ার মাটি ধুয়ে গিয়ে—পাশে ভাগ্নে'ব প্রাসাদে ঠেকে না থাকলে পড়েই যেত। বলা যেত যে ওঁব সে ভাগ্নে ওঁর কাছেই ছেলেবেলা লেখাপড়া শিখে বড় চাকরী পেয়ে এই প্রাসাদ তৈরী ক'বেছে কিন্তু তার একখানা ঘর মামাকে ছেড়ে দিতে পারে নি—তবে মাসিক পাঁচ টাকা ক'রে সাহায্য করে।

কিন্তু এসব বললে চলবে না ।

আব যা বলা উচিত ছিল—সেটাব গুরুত্ব বলাইবাবু জানেন না । বলা চলত যে পূর্ণ মাষ্টার মশাই যখন পড়াতেন প্রতিটি ছাত্রের দাখিল বহন কবতেন নিজে । কোন একটি ছাত্রকে কি একটা ভুল অর্থ ব'লে দিয়ে একটি পুৰো বাত ঘুমাতে পাবেন নি তিনি ; পবেব দিন ভোবে উঠে আড়াই মাইল পথ হেঁটে গিয়ে ভুলটা সংশোধন ক'রে এসেছিলেন । বলা চলত যে প্রত্যেকটি বই পড়ে দেখে তবে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন কবতেন । ইদানীং কতৃপক্ষেব চাপে সব সময় নিজেব পছন্দমত বই পাঠ্য কবতে পাবতেন না । কিন্তু ভুল আছে কি না দেখে সংশোধন ক'বে তবে ছাড়তেন । একবার জিতেন্দ্রলালেব নামে প্রচলিত একটি ইংবেজী বইত in the sun-এব জায়গায় under the sun দেখে তিনদিন তিনবারি নিদ্রা ছিল না তাঁব । একদিকে লেখকের প্রস্তু খ্যাতি আব একদিকে নিজেব জ্ঞান—এই দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একদিন প্রকাশকেব কাছে ঠিকানা জোগাড় ক'বে সত্যি-সত্যিই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে জিতেন্দ্রলালের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন । তারপব যখন জিতেন্দ্রলাল সে ভুল স্বীকাব ক'রে নিলেন এবং অকপটে জানালেন যে বইটি তাঁব লেখা নয়—তিনি একবার অল্প চোখ বুলিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ওটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—তখন পূর্ণ মাষ্টার মশাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন, কখাটা বিশ্বাস কবতে প্রবৃত্তি হয় নি এবং বেরিয়ে আসবার সময় যখন জিতেনবাবু ধন্যবাদ দিয়ে ওঁব সঙ্গে কবমর্দন কবলেন তখন যে পূর্ণবাবুর চোখে জল এসেছিল তা ভাবাবেগে নয়, জিতেনবাবুর মত শিক্ষিত লোক সামান্য ক-টা টাকার জন্ত পবেব বইতে নিজেব নাম দিয়েছেন এই ভেবে ক্ষোভে ও দিক্কারেই তাঁব নিজের চোখে জল এসে গিয়েছিল । অর্থাৎ শিক্ষাকে ব্যবসা হিসাবে কখনও তিনি দেখতে পাবেন নি । অগ্র মধাদা ছিল তাব—তাঁব কাছে ।

বলাইবাবু হয় তো এত ইতিহাস জানতেন না, কিংবা জানলেও তাব এত মূল্য বঝতেন না । তিনি নিজে এ ইন্সকুলেব ছাত্র ছিলেন না কিন্তু শুনেছিলেন যে পূর্ণ মাষ্টার মশাই হাতেব লেখা নিয়ে বড় খিট খিট কবেন । আইয়েব মাথায় ফুটকী না দিলে কিংবা ছোট টি-এব মাথা না কাটলে নম্বব কাটেন । সে জন্ত তিনি আগে পাগল মনে করতেন ওঁকে, এখন করুণাব চোখে দেখেন ।

যাই হোক—গ্যাপীল লেখা হ'ল । তাতে 'পূর্ণচন্দ্র সংবর্ধনা সমিতি'র হয়ে বলাইবাবু

নিজেই সম্পাদক ব'লে সই করলেন। সমিতির সভ্য হিসাবে কয়েকটি নামও বলাইবাবু বসিয়ে দিলেন নীচে। সত্যেনকে চোখ টিপে বললেন, 'বেশ শাঁসালো দেখেই নাম দিয়েছি। সভ্যদের বাছ থেকে পাঁচ টাকাব কম নিও না—বলবে সে কি শ্রাব, আপনি সংবর্ধনা সমিতির সভ্য, এব চেয়ে কম দিল চলে কখনও?'

সত্যেন বললে, 'যদি কেউ বলে এ সমিতি কবে গঠিত হ'ল—কাবা কবলে, তখন কি বলব?'

'কেউ তা জিজ্ঞেস করবে না। আব যদিই কবে তো বলবে, অমুকদিন বলাইদাব ওখানে আমবা একদিন মীটু কবেছিলুম। আপনি শ্রাব সর্বদম্মতিক্রমে সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যস—ওতেই গলে যাবে।'

পাডাব পশুপতি প্রিটিং ওয়ার্কস্-এব মালিককে ধবে য্যাপীলখানা বিনামূল্যে ছাপিয়ে নেওয়া হ'ল। কাগজও তিনিই দিলেন। এছাড়া বিল-বুকব দাবীটাও জানানো রইল। বলাইবাবু বললেন, 'তুই তো ওঁব ছাত্রব বে পশু। এ ছাড়াও তো চাঁদা আশা করি কিছু তোব কাছে। তাঁর জুই তো ক'বে খাচ্চিস আজ।'

পশুপতি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'তা ঠিক। তবে কি জানিস্ কাগজ মেলে না, ছাপার কাজ তো একবকম বন্ধই। নেহাত খদ্দেবেব কাছ থেকে স্পয়লেজ ব'লে কিছু কিছু সরিয়ে বাখি ছ' চাব শীট, তাই এখন দিতে পাবলুম। নইলে এই কাগজ জোটানোই ভার হ'ত। তা না হ'লে দিতে কি আর অসাদ।'

য়্যাপীলেব একখানা কাগজ দৈবাৎ একদিন হাত-ফেবতা হয়ে পূর্ণ মাঠাব মশাইয়ের হাতে এসে পডল। তিনি প্রাণ ছুটতে ছুটতে এলেন বলাইবাবুব কাছে, 'ও বলাই, এ করেছ কি? ছি ছি এ বন্ধ কবো। আমাব মত সামান্য লোক—না ন', ভাবি লজ্জার কথা।'

'কি বলছেন মাঠাব মশাই। আপনাব দেশবানী যদি আপনাকে সম্মান দেখানোর উপযুক্ত মনে কবে—সে ক্ষেত্রে আপনাব আপত্তি কবাবাব কি আছে? আর আপত্তি করলেই বা শুনছে কে! ও আমবা সবাই মিলে স্থির কবেছি শ্রাব!'

পূর্ণ মাঠাব মশাই আকুল হয়ে উঠলেন, 'কিন্তু কে কি মনে করবে, সে একটা—না



না, য্যাপীল কবেছ কবেছ, ও নিয়ে আব নাডা চাড়া ক'বো না। টাকা কড়ি তুলো না, লক্ষ্মী বাপ আমাব।'

বলাই মাথা চুলকে বললেন, 'সে তো আব হয় না স্তাব—টাকা কিছু কিছু যে উঠে গেছে। এদ্বারেও সব অ্যাবেঞ্জমেন্ট বেডি। আব সত্যি কথা বলতে কি, পাডার লোকের আগ্রহও খুব। আপনি কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পূর্ণ মাঠাব মশাই আবও বাব-দুই ফাঁগ প্রতীবাদ ক'বে বিমর্ষ চিত্রে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হ'তে লাগল যে এবকম বিপন্ন জীবনে তিনি হন নি। কাকর সঙ্গে পথে ঘাটে দেখা হ'লে পাছে এ প্রশ্ন কেউ তোলে সেই ভয়ে প্রাণপণে সবাইকে এড়িয়ে যাবাব চেষ্টা করতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন সত্যেন এসে তাঁকে প্রণাম ক'বে চব্ব ম দুঃসংবাদটি দিয়ে গেল—আগামী মাসেব পাঁচ ভাবিখে যে ববিবাব, সেইদিনই ওঁকে অভিনন্দন দেবাব দিন স্থির হয়েছ। সভাপতিত্ব কববেন স্থানীয় এক অধ্যাপক। ওঁব পুঁবাতন স্কুল হলেই সভার অধিবেশন হবে।

থববটা শুনে কিছুক্ষণ যেন স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে বইলেন পূর্ণবাবু। হবে এটা ঠিক—কিন্তু এত ভাড়াভাড়ি যে হবে তা তিনি ভাবেন নি। চাঁদা তোলা ব্যাপাবটা সহজ নয়, এই ভেবে কিছুটা নিশ্চিত ছিলেন। এখন একেবাবে নির্ঘাৎ ভাবিখটি পর্যন্ত যখন জানা হবে গেল তখন আব ফাঁগ আশাও বাখতে পাবলেন না। সত্যেনকে আশীর্বাদ কববাব স্তম্ভ হাত তুললেন, ঠোট দুটোও নডল কিন্তু কঠ ভেদ ক'রে কোন স্বর বেরোল না।

৩

চাঁদা তোলা ব্যাপাবটা সত্যিই সোজা নয়। তবু হবতো আব কিছুদিন অপেক্ষা কবলে আবও কিছু টাকা উঠত, কিন্তু বলাইবাবু আব সে সময় ছিল না। মিউনিশিয়াল নিবাচন আসন্ন, আগামী মার্চেই বোধ হয় হবে। ভোটাব তালিকা তৈরী হচ্ছে।

এখন থেকে ওদিকে মন না দিলে দাঁড়ানো যাবে না, এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এখনও কি থাকা সম্ভব ?

অগত্যা যা টাকা উঠেছে তাইতেই কাজ সাবতে হবে। দেখা গেল, কাপড-চাদর কিনে আর সত্তরটি টাকা থাকে। বলাইবাবু বললেন, ‘বেশ, আমি ওতে পাঁচ টাকা দিয়ে পঁচাত্তর ক’বে দেব এখন। কি আব হবে। বৎ না হব ঘ্যানাউন্স্‌মেণ্টেব সময় একশ’ এক বললেই হবে।’

সত্যোনেব আঘ খুবই কম। তবু সে বললে, ‘আচ্ছা দিন ঠিক ককন। দেখি যদি অফিস থেকে ধার পাই তো ওটা পুঁবো ক’বেই দেব আমি।’

স্বতরাং দিন স্থির, সভাপতি নির্বাচন সব ঠিক হয়ে গেল। কিছু জলযোগেব আয়োজন করতে হবে, সেটা ঐ ইস্কুল থেকেই চাঁদা তুলে হেডমাষ্টার মশাই ব্যবস্থা করবেন স্থির হ’ল। বলাইবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেব কাজে মন দিলেন। অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায় যাবা ভোটের চাঁদা তাদেব কাছে কীর্তিটাকে যতটা সম্ভব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ব’লে বেড়াতে লাগলেন।

এদিকে নির্দিষ্টদিনের দিন দুই আগে থেকেই পূর্ণবাবু আহাব নিদ্রা ঘুচে গেল। বিয়ের দিন ঘনিষে এলে কিশোরী মেয়েদেব যে অবস্থা হব, কতকটা সেই অবস্থাই হ’ল ওঁর। আগের দিন তো সমস্ত বাত ঘুমোতে পাবলেন না !

গৃহিণীরও সেই ব্যাপার। স্কার সিদ্ধ ক’বে এক মাত্র বাবহাব-যোগ্য কাপড জামা পরিষ্কার ক’রে বেখেছিলেন, আগের দিন গিয়ে বোনপোব কাছ থেকে একটা মটকাব চাদরও চেয়ে আনলেন। এমন দিন ওঁদেব দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এতকালের মধ্যে কখনও আসে নি। স্বতরাং উত্তেজনাব কারণ আছে বৈকি !

কতকাল ইস্কুলে যান নি। বাড়ীটা চোখে দেখেন নি প্রায় ন বছর।

রিটায়ার করার পবও দিন কতক গিয়েছিলেন, নিজে থেকে কয়েকটা ক্লাসে পড়াতে গিয়েছিলেন, অযাচিত ভাবে উপদেশ দিতে গিয়েছিলেন নতুন হেডমাষ্টারকে, কিন্তু তারপব একদিন বুঝতে পাবলেন যে সে ভদ্রলোক এতে বিবক্ত হন, এমন কি ওঁর নিঃস্বার্থ ভাবে পড়ানোটাও পছন্দ করেন না। ওসব নাকি দেখলে, ব্যাক্‌ডেটেড পদ্ধতি—একালে আর ওসব চলে না।

সেই থেকে অভিমান করে আর যান নি ওদিকে। কোন কাজে ওদিকে যেতে হ’লে

মুখ অন্ধ দিকে ফিবিযে গেছেন, চোখ তুলে চেয়ে দেখেন নি।

এতকাল পবে আবাব সেই বাড়ীতে পা দেবেন !

কথা ছিল, সত্যেন এসে নিযে যবে ওঁকে। উনি সত্যেনকে ব'লে দিযেছিলেন, 'একটু ববং আগেই আদিস্ বাবা। ইন্ধুনাটা ঘূবে দেখব।' সত্যেনও অবশ্য যতটা সম্ভব আগেই এসেছিল—ঠিক ব'বে বলতে গেলে, যখন আসা উচিত তাব পূবে। একটা ঘণ্টা আগে—কিন্তু তবু সে এসে দেখলে পূর্ণ মাঠাব মশাই মেজেগুজে একেবাবে বাস্তাব ওপব দাঁড়িয়ে আছেন। পাছে বাতাসে চাদবটা, উড়ে যায় সেজ্ঞে চাদবটা গলায় ঝুলিযে তাব দুটো খুঁট এক ক'বে একটা হাতে ধবে আছেন, আব একটা হাতে প্রাচীন বালব একটা লাঠি। পাৰে ছেঁড়া একটা মোজা—চটি জুতাব সঙ্গে মোজা পবা মানায না—এমন কি মোজা পবাব কোন প্রয়োজনও নেই, এসব কথা ভেবে দেখাব যত পূর্ণ মাঠাব মশাইযেব অবস্থা নয। সত্যেনও কিছু বলতে পাবলে না, এ নিতেই হেঁট হযে প্রণাম কবতে গিয়ে দেখলে ওঁব পা দুটো কাঁপছে থব থব ক'ৰে।

বলাইবাবু বলেছিলেন, একটা গাড়ীব ব্যবস্থা কববেন, কিন্তু আজ যখন সত্যেন আসবাব সময়সে কথাটা স্মরণ কবতে গেল তখন তিনি আশাণ থেকে পড়লেন, 'গাড়ী! তাইতো। গাড়ী বোখায় পাই! সত্যেন, তুমি ভাই লক্ষ্মীটি এক কাজ কৰো—একটা বিজ্ঞা ক'বে ওঁকে নিযে এসো। এই তো এইটুকু—'

পূর্ণ মাঠাব মশাই বিজ্ঞা কবাব প্রস্তাবেও মহু আপত্তি কবলেন, 'এই তো সামান্য পথ, কি আব হবে বাবা—মিছামিছি অন্ততঃ গণ্ডা-ছযেক পয়সা খবচ—'

কিন্তু সত্যেন বেশ একটা দৃঢ়স্ববেই বললে, 'না—না, আজ আব আপনাব ওসব কথা নিযে মাথা ঘামাতে হবে না। আজ আমাদেব ওপব সব ভাব ছেড়ে দিযে নিশ্চিন্ত থাকুন দিকি !'

সে একটা বিজ্ঞা ডেকে সহযে ওঁব হাত ধবে তুলে বসিযে নিজেও পাশে বসল। ওঁব হাত ধবে তুলে বসাতে গিয়ে দেখলে, শুধু পা না—হাতও কাঁপছে থব থব ক'বে। স্নায়ুওপব আব কোন জোব নেই ওঁব।

গৃহিণী প্রিয়দ্বদা দরজাব বাছে দাঁড়িয়ে মুহূৰ্ত্তে স্মরণ কবলেন, 'হুর্গা হুর্গা !'

ইস্কুলে এসে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে তাকিয়ে বইলেন পূর্ণবাবু লাল সালুৰ ওপৰ তুলো দেওয়া ক-টা শব্দের দিকে : ‘আচার্য পূর্ণচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী।’

কাব বখা লিখেছে ওতে ? এ কিসেব উৎসব ? সত্যি-সত্যিই কি ঐ লাল সালুব ওপর ওঁর নাম লিখে পয়সা খবচ কবেছে ওবা ?...নামটায় বানান ভুল আছে। তা থাক—তবু এ যেন বিশ্বাসই হয় না।

পূর্ণ মাষ্টাব মশাই নিজেকে মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ কবলেন বলাইযেব কাছে, সত্যোনেব কাছে। তাঁব জীবনেও যে এমন লগ্ন আসবে তা কে ভেবেছিল ? ভাগ্যিস বৈঁচে ছিলেন এই ক বছর—নইলে এ দৃশ্য দেখবাব তো অস্বস্তি: সৌভাগ্য লাভ কবতে পারতেন না। ঈশ্ববকেও ধন্যবাদ ! এদিন তিনি ওঁব জগ্ন বখেছিলেন নির্দিষ্ট ক’রে।...

অফিস ঘরে ঢুকে সেই ভান্সা টেবিলটি এবং হেলে-পড়া আলমাবীটাব দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। মনে হ’ল যেন কতদিন পবে পুবোনো অতুবঙ্গ বন্ধুদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হ’ল।

এ ইস্কুল থেকে বিদা। নিয়ে চ’ল যাবাব দিনও এমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি, এমনি দু চোখ ঝাপসা ক’বে জল ভবে এসেছিল—এই আলমাবীগুলোব দিকে চেয়েই। ঐ যে দেওয়ালেব বালি খসে পড়েছে লোনা ধবে—এ সবও ওঁব পবিচিত, উনি ঠিক ক’রে ব’লে দিতে পারেন—এই ক বছবে আর কতটা বালি খসেছে, তাঁব আমলে কতটুকু ছিল।

রিটারার কবার পবও ছুটিব দিনে দুপুব বেলা এসে বাইবে থেকে বাড়ীটাকে দেখে গেছেন—দেওয়ালগুলোয় হাত বুলিয়ে গেছেন সকলেব অজ্ঞাতে। নেহাৎ যেদিন অপমান বোধ ক’বে চলে গিয়েছিলেন সেই দিন থেকেই না আব চখনও ফিয়ে তাকান নি এদিকে ! আজ যেন সে অভিমানেব জগ্নও অনুতাপ বোধ কবতে লাগলেন।

সত্যেন পিছন থেকে ডাকলে, ‘মাষ্টাব মশাই।’

‘স’য়া ?’ যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠেন। যেন স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি, অতীতের কোন্ অতলে তলিয়ে গিয়েছিল তাঁব মন। কেমন একটু বিকৃতকণ্ঠেই বললেন, ‘তুমি ষাও বাবা সত্যেন, আপনাব কাজ কবো গে—আমি, আমি একটু এখানেই বসি।’

সত্যেন তাঁর অবস্থা বুঝে ‘অচ্ছা’ ব’লে সরে গেল।

কান্নাতেই যে তাঁব কর্তব্যোধ হয়ে আসছে এটা সত্যোনের অজানা নেই।

কিন্তু মাঠাব মশাই একা থেকে তাঁব বহু পবিচিত পুৰাতন বন্ধুৰ মত এই অফিস-ঘৰটিব সান্নিধ্য অন্বেষ কববেন, বেশিৰূপ সে স্বযোগ হ'ল না। চাবিদিক থেকে ছাত্রবা ভীড় ক'বে ঘিবে দাঁডাল এসে। তু একজন মাঠাব মশাই এলেন আলাপ কবতে। অগত্যা তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে তাঁদেব সঙ্গে কথা কহিতে শুরু কবলেন।...

যথা সময়ে সভাব কাজ শুরু হ'ল। উদ্বোধন সঙ্গীত, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণেব বক্তৃতা, ছেলেদেব আবৃত্তি, কবিতা-পাঠ ও মানসতঃ পাঠেব পব স্বং মাঠাব মশাই উঠলেন অভিনন্দনেব উত্তর দিতে। বংসেব জগ্ন কর্তব্যব ক্ষণ ও কম্পিত, তবু প্রাণপণ চেষ্টায তিনি গলা পদিকাব ক'বে বলতে আবশ্য করলেন, 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ এবং কল্যাণীয ছাত্রগণ! আপনাবা আজ আমাকে যে সম্মান দেবাব জন্য আহ্বান ক'বে এনেছেন আমি যে তাব যোগ্য নই তা আপনাবাও জানেন। তবু আমি এসেছি, তাব কাণে আপনাদেব আহ্বানে আমাব প্রতি যে স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে তাকে উপেক্ষা কবাব শক্তি আমাব নেই। কিন্তু এ অকৃত্যমান আমাব পক্ষে যতই সম্মানজনক হোক, আজ আমি স্থখী নই একথাটা আপনাদেব কাছে স্বীকার না ক'বে পাবলাম না।'

এই পর্যন্ত ব'লে তিনি একটু থামলেন। সভাস্থ সকলে বিস্মিত, একটা মূহু গুঞ্জন ও উঠল চাবিদিকে; কিন্তু পূর্ণ মাঠাব মশাই তখনই আবাব শুরু কবলেন, 'দেখুন—আমি আজ কবেকটি কথা আপনাদেব ক'ছে না ব'লে পাবছি না। তাতে যে অপবাধ হবে তা আপনাবা মার্জনা কববেন। আজ আমাব সত্তব বংসব বংস পূর্ণ হ'ল ব'লে আপনাবা আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, কিন্তু আমাব মনে হচ্ছে, এত কাল আমাব বেঁচে থাকা ঠিক হয় নি—বহু পূর্বেই মবে যাওয়া উচিত ছিল। কাণে তা হ'লে আজ যা দেখলাম তা আব আমাকে দেখতে হ'ত না। এই শুধুনে আমি বিয়ামিশ বংসব কাজ কবেছি, সাধ্যমত কখনও ফাঁকি দিই নি—যে ছাত্রদেব ভাব আমাব উপব তুলে দেওয়া হয়েছিল তাদেব যাতে মঙ্গল হয়, উন্নতি হয়, প্রাণপণে আমি সেই চেষ্টাই কবেছি। কিন্তু আজ কি দেখলাম? সেই ইচ্ছা-ব এ কি অবস্থা হয়েছে! যে নিমন্ত্রণপত্রটি ছাপা

হয়েছে তার রচনার তিনটি ব্যাকরণগত এবং ছ'টি বানান ভুল। একে ঠিক ছাপার ভুল ব'লে মনে করা যায় না, এ রচনারই ভুল। ইঙ্কুলের প্রবেশ-পথে যে লাল সালুর ওপর তুলোর অক্ষর দেওয়া সংবর্ধনা-সূচক বস্তুখণ্ড টাঙ্গানো হয়েছে, তাতেও বানান ভুল। যে ছেলেগুলি আমার চার পাশে ভীড় ক'বে দাঁড়াল—গাড়ী থেকে নামতেই—তাবা সবাই আমাকে চেনে দেখলাম, তাবা সকলেই আমার বয়ঃকনিষ্ঠ এবং দু চাবজন ছাড়া কেউই ব্রাহ্মণ নয়, তবু তারা কেউ আমাকে প্রণাম ক'বা উচিত ব'লে মনে কবলে না, কেউ কেউ হাতটা একবার ক'বে কপালে ঠেকালো মাত্র। এবা ভাল ক'বে দাড়াতে শেখে নি; কথা ক'ওয়া তো দু'বের কথা। এখানে এসে দেখছি যে ছাত্রগণ শিক্ষকদের স্তুতি-সীমাব মধ্যেই প্রকাশ্যভাবে দিনেমা, ফিল্ম এবং নটীদেব কথা আলোচনা ক'বছে। তা'দেব যে সব বই বর্তমানে পাঠ্য আছে তা'ব দু চাব থানা গুল্টাতে গিয়ে নজরে পড়ল, সব বই-ই তথ্যগত এবং ছাপাব ভুলে পবিপূর্ণ। অঙ্কের বইতে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন ক'বতে গিয়ে ছাত্রদের স্থবিধা অস্থবিধাব কথা চিন্তাই ক'বা হয় নি। ভূগোলে লেখকেব অবিশ্বাস্ত অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখলাম যে তা'দেব জ্ঞান কম তো বটেই—আগ্রহ আবও কম। পড়া বোঝাব কেউ চেগাই ক'বে না, মুখস্থ ক'বার মত কিছু পেলে সেইটুকু শুধু মুখস্থ ক'বে। হাতেব লেখা অ'পাঠ্য, ভুল বানানে কণ্টকাকীর্ণ। আমাকে বৈঠ থেকে যে শিক্ষাব এই অবনতি দেখতে হ'ল, তা'ব জন্য সত্যই আমার অস্থতাপেব শেষ নেই! বনেদেব যদি এই ব্যবস্থা হয় তাহ'লে এ'ব উপব যে ইমারত গড়ে উঠবে, তা'ব কি হবে? অন্য শিক্ষায়তনেব কি হচ্ছে জানি না—কিন্তু আপনাদেব কাছে আমার বিনীত অন্তবোধ, এ শিক্ষায়তনটি তুলে দিন।'

এই ব'লে প্রায় অশ্রুক্লক কণ্ঠে বক্তব্য শেষ ক'বে কাঁপতে কাঁপতে মাঠাব মণাই বসে পড়লেন এবং একটু গবেই কোনদিকে না চেবে লাঠি ধ'বে ধ'বে বাড়ী'ব দিকে ব'গনা হলেন।

তাঁ'ব প্রণামী ব'লে টাকা'ব যে তোড়াটা দেওয়া হ'চ্ছিল, কোনমতেই সেটা তাঁকে নিতে বাজী ক'বা গেল না।

বলাইবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'ভীমবতি!'

মনেব আবেগে অনেক দূর হন হন ক'বে চলে এসেছিলেন বটে, কিন্তু দুর্বল শরীরে অতখানি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হতেও দেবি হ'ল না। আব যেমন সেটা বুঝতে পাবলেন অননি মনে হ'ল পা-হুটো যেন ভেঙ্গে আসছে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোও আব সম্ভব নয়।

বাস্তাতেই বসে পড়ছিলেন, অনেক কষ্টে একটা বাড়ীর বকে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন।...

অনেকক্ষণ ঐ অভিভূত ভাবে বসে থাকবাব পর হঠাৎ ওঁ'ব চমক ভাঙ্গল এক অতি পবিচিত কঠেব আহ্বানে, 'এই যে স্মার, আপনি এখানে বসে! আমি খুঁজে খুঁজে হাবান।'।

‘কে!’

চমকে চোখ মেলে চান পূর্ণবাব, ‘বিমল? কোথা থেকে এল বাবা! আধ, আন!’ সব দুঃখ দূরে গিয়ে খুশিতে যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

বিমল ওঁ'ব ছাত্র। ববং বলা চলে বিমলই ওঁ'ব একমাত্র গৌবব কববাব মত ছাত্র। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জলপানি পায। ম্যাট্রিকেও স্কলারশিপ পেয়েছিল। তাবপর ছোট, ছোট টিউশনি ক'বে কলেজে পড়তে হয়েছিল বলে ই-টারমিডিয়েটে আব স্কলারশিপ পেলে না। পড়বাব ইচ্ছা প্রবল ছিল ব'লে সাংসারিক বাবা সন্তেও আবাব কলেজে ঢুকল। ফলে টিউশনিব সংখ্যা বাড়তে হ'ল, কাবণ বেশি মাইনেব টিউশনি কে তাকে জোগাড় কবে দেবে? স্তবং সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স ও পবে এম-এ-তেও সেকেণ্ড ক্লাস জুটল। তবু আব কেউ না জানুফ, পূর্ণবাবু জানেন যে শিক্ষায় এমন অনুবাগ আজকালকাব দিনে দুর্লভ।

বিমল ওঁ'কে প্রণাম ক'বে পাবের ধুলো নিয়ে বললে, ‘এখন তো থাকি সেই বাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে—এবাবে আসাও হয় না, খববও বাখি না। হঠাৎ আজ খববের কাগজের এককোণে দেখি এই খবব। ছ পয়েণ্ট টাইপে তিন লাইন—সভাসমিতিব বিজ্ঞাপনেব মধ্যে। দেগেই চলে এলুম, যখন পৌছলুম তখন সভা সবে শুরু হয়েছে। তাবপর তো আপনাব এই কাণ্ড। আপনি বেবোলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ভৌড ঠেলে বাইবে এসে

দেখি আপনার চিহ্নও নেই। খুঁজে খুঁজে হারান !’

‘বোস্ বাবা বোস্।’ পূর্ণ মাঠার মশাই সেই সংকীর্ণ রকেই পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

‘না না—আপনার অবস্থা দেখে চারিদিকে ভীড় জমে গেছে। ছেলেপুলের দল হাসছে। চলুন বাড়ী চলুন। ইস্ আপনার জামাটা কি হয়েছে !’

মাটির দেওয়াল, খডেব চাল—বকটা কিন্তু সিমেন্ট বাঁধানো। বসবার সময় অত লক্ষ্য ক’রে দেখেন নি, দেখা সম্ভবও ছিল না—কোনমতে চোখ বুজে অবসন্নভাবে বসে পড়েছিলেন। জামাটা ঘামে ভিজে গিয়েছিল, মাটির দেওয়ালে ঠেস দেওয়ার ফলে পিঠে কাদার ছাপ পড়ে গেল যে—সেটাও বুঝতে পারেন নি।

বিমল একটা বিক্সা ডেকে ফোন মতে ওঁকে তুলে তাতে বসিয়ে দিলে। তাবপব নিজেও পাশে উঠে বসে বিক্সাওয়ালাকে নির্দেশ দিলে ওঁব বাড়ীতে যাবাব। সে পুরোনো ছাত্র, সে-সময় এ পাড়াতেই ভাড়া থাকত। সবই সে চেনে।

রিক্সা চলতে শুরু করাব পব কেমন একটু অপ্রতিভ ভাবে পূর্ণবাবু বললেন, ‘তুই তো শুনেছিস সব। আমি—আমি কি খুব অন্যায় বলেছি ?’

হয়তো তিনি নিজের সমর্থনই শুনতে চেয়েছিলেন বিমলের কাছে, কিন্তু সম্পূর্ণ হতাশ হলেন যখন বিমল দৃঢ়কণ্ঠে বললে, ‘ই্যা মাঠাব মশাই, সেই ঝগড়াই আমি কবতে এসেছি আপনার সঙ্গে।’

পূর্ণবাবু বিস্মিত- এবং কিঁছু স্থলিত-কণ্ঠে বললেন, ‘সে কি বে ?’

‘ই্যা। কিন্তু তার আগে নামুন তো, বাড়ী এসে গিয়েছি।’ যত্ন ক’রে হাত ধবে -নামিয়ে নেয় বিমল।



বিমলবা পাঁচ ভাই-বোন। বিমলই বড়, তাবপব তিনটি বোন ও সব শেষে একটি ভাই। মা-বাবা আছেন—এই সবস্বন্ধ সাতটি প্রাণীভর ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাব। তাব উপর বোনগুলি সবই প্রাণ বিবাহযোগ্য।

বিমলের বাবা ছিলেন সামান্য মাইনেব কেবানী। তাতে কোনমতে সংসারটা চলত। কিন্তু যে বছর বিমল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল সেই বছরেই পরীক্ষার ফল বেবোবাব অল্প ক’দিন পরে দেখা গেল যে, বেবিবেবি তাঁর ছুটি চোথকেই গ্রাস কবেছে। তাবপব কিছু কিছু চিকিৎসার চেষ্টা যে ছব নি তা নয়, কিন্তু সে আবও মাসকতক ধরন্তাবস্তিই হ’ল শুধু—সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি আব কবে পাওয়া গেল না। একটা চোখ একেবাবেই নষ্ট হ’ল—আব একটা চোখ ঝাপসা ঝাপসা দেখা চলতে লাগল, কিন্তু চিকিৎসকরা বললেন পড়াশোনার কাজ আব কোনদিনই চলবে না।

উপার্জন সেট থেকে তাঁর বন্ধট। সামান্য কিছু হোমিওপ্যাথি জানতেন, সেইটেই অবলম্বন ক’বে আছেন। এক আনা ক’বে ওষুধের পুবিয়া নেন—তাও মেয়েবা কেউ কেউ কম্পাউণ্ডের কাজ কবে কিন্তু সে আব এত সামান্য যে, কোন কোন মাসে পাঁচ টাকাও হয় না।

স্বতবাং বিমলকে উপার্জন করতেই হবে। কিন্তু কোন্ পথে যে সেটা করতে হয়—এই সামান্য তথ্যটুকু তাব জানা নেই।

ছেলেবেলা থেকে জানত যে, কোনমতে লেখাপড়া শেখাটাই জীবনের বড় উদ্দেশ্য—আব সে শিক্ষার চবম সার্থকতা হ’ল এম-এ বা এম-এস-সি পাশ করা। প্রাণপণে সেই চেষ্টাই শুধু ক’বে গেছে—আব কিছু ভাবে নি, কোন দিকে তাকাব নি। ছেলে ভাল, ভালভাবে লেখাপড়া কবেছে ব’লে কোনদিন এমন কি বাজাব পর্যন্ত করতে দেন নি বাপ-মা, ঘব-সংসারের অল্প কাজ তো দূবব কথা। তিনটি বোন থাকার জন্তে কিছু বিশেষ করতেও হয় নি কোনদিন—অসহ্য তৃষ্ণা বোধ হ’লেও জল কলসী থেকে গড়িয়ে থাবার কথা বিমল ভাবতে পারে না আজও।

স্বতরাং একমনে এক লক্ষ্যব দিকে এগিয়ে গেছে সে চিরকাল। অবশ্য টিউশনি

কবে সংসারের খবর কিছু কিছু চালাতে হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা সে গ্রাহ্য করে নি কোনদিন। যত পরিশ্রমই করুক—মনকে সে চিরদিন এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে যে, এই কটা বছর শুধু, এম পব আব কোন দুঃখ থাকবে না। এই দুঃখের কালটা কোনমতে সীতবে পাব হবে যেতে পাবলেই—ওপারে তার জগৎ অপেক্ষা ক'বে আছে সুখ আব আনন্দ, নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন। শুধু সে নয়, ও বাড়ার সবলেও তাই ভাবত। বোনেরা স্বপ্ন দেখত তাদের বিবাহের, স্বামী ও স্বশ্রাব্যের, আব বাপ-মা দেখতেন পরিশ্রমহীন ধীর মন্তব জীবন—জামাত পুত্রবধূ নাতি-নাতনি। তাই তাঁরাও সবলে মিলে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে কুচ্ছ তার স্বহৃদয় তপস্বী বয়েছেন হাসিমুখে, এত ত্রো এই ক-টা বছর, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

তারপর ?

তারপর এম-এ পাশ করার আনন্দ-উৎসব স্তিমিত হয়ে এলে প্রায়শ্চিন্ত অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সামনে এসে দাঁড়াল।

কি করবে সে এখন ?

চাকরি ত বটেই—কি চাকরি ? ক্রমশঃ মুখ শুকিয়ে উঠল বিমলের। বাপ-মাও যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এত কষ্ট ক'বে লেখাপড়া শেখানো হ'ল ( অবশ্য তাঁরা যে শেখান নি সেটা তাঁরা ভুলেই গিয়েছেন), সে কি বাড়ীতে বসে থাকার জগে ?

আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যাবা জীবনযুদ্ধে জব্বী, বেশ প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা উপদেশ দিয়ে যান—দেশ স্বাধীন হ'ল, চাবিদিকে অসংখ্য লাহন খুলে যাচ্ছে ইয়ংমানদের সামনে—এই তো মওকা। আমাদের সময়ে কিছুই ছিল না এসব। এখন আব ভাবনা কি। তাড়া-তাড়ি লেগে যাও কোথাও ! আব দেবি নয়।

এই 'কোথাও'টা যে ঠিক কোথায় তা যদি বিমলকে কেউ ব'লে দিতে পারত !

খবরের কাগজ একখানা মাত্র তাদের বাড়ীতে আসে কিন্তু পাড়ায় লাইব্রেরীতে বা ছাত্রদের বাড়ীতে পর্যায়ক্রমে সব কাগজেরই বিজ্ঞাপনের পাতা সে দেখে। চেনাশোনা যত লোক আছে—চেনা এবং শোনা, দ্রবকমেরই পবিচিত—সকলকার কাছেই গেছে অফিসে অফিসে। এম্প্রথমেন্ট এক্সচেঞ্জ নামও লিখিয়েছে, দবখাস্তও যে না কবছে তা নয়।

সব জায়গাতেই ঐ এক প্রশ্ন।

কি জান তুমি ?

ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু জান ? কলকাবখানাব কোন কাজ ? কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আছে ? যদি ডিগ্রি থাকে এসব বিষয়ের এবং বছর-কয়েকের অভিজ্ঞতা থাকে তো এগিয়ে এস ।

কেমিস্ট হ'তে পাববে ? কাজ কবেছ কোথাও ? বিসার্চ অভিজ্ঞতা আছে ?

মেটালার্জি পড়েছ ? দানবাদের খবর বাখ ?

এগ্রিকাল্চারের ডিগ্রি আছে ?

কিছুই জান না ? তবে আব কি কবতে পারি বলো । কোন দিক খোলা আছে আব ?

এম-এ পাশ কবেছ ?

ও তো ঢেব আছে । সেদিন বি গ্রেড্ কেবানীব সতেবোটা পোস্টেব জুগ দরখাস্ত এসেছিল আড়াই হাজার, তাতে এম. এ., এম এস-সি. সব ছিল । নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় পরিবহণ—মানে বাস্ চালানো হবে—তাতে কন্-ডাক্টরের জুগ দরখাস্ত এসেছে ছ হাজার, তাতেও এম.এ পাশ প্রার্থী আছে ।

না—কিছুই হবে না । যদি বয়স থাকে তো ঐ কেবানীর চাকরীর পরীক্ষা দিতে পারো । ফর্ম নিয়ে যাও, দশ টাকা লাগবে ।

শিক্ষানবীশ থাকতে চাও ?

সে বয়স আব নেই । নেভি, মিলিটারী, আই. এ. এফ. ? সাড়ে সতেবো থেকে সাড়ে উনিশ । বয়স যদি কমানো থাকে তো চলে যাও এক নম্বর গোখেল রোডে । দেখা কবো গে ।

বয়স আছে ব্যাডমিন্ট্ টেব্ সার্ভিসেব । ফাইণাল্স পরীক্ষা দিতে পার ।

সে চেপ্টাও কবেছে বিমল দু-বছর ধবে । কিস্ত চাবটে টিউশান্স থাকে করতে হয় সকাল-বিকেল (আব তাব মধ্যে তিনটেই ইস্কুলেব)—তাব পক্ষে এসব পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার কবা বাতুলতা । ব্যাডমিন্ট্ টেব্ সার্ভিসে সেবাব তেরোজন লোক নেবে—ওব স্থান হ'ল না সে তেবোজনের মধ্যে । নম্বর কিছু কম ছিল ।

বিমল চায় লেখাপড়ার কাজ করতে । দু-একজন পরামর্শ দিলেন, দিল্লীতে খোঁজ করো কিংবা পুণায়—নতুন সব স্কিম হচ্ছে । আর শুনছি আলিপুর্, যাদবপুর্ এক

হিজলীতে সরকারের নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে, একটু খোঁজ করো না।

কি ক'রে কোথায় খোঁজ করতে হয় সেইটেই তো জানা নেই। অসহায় ভাবে বিমল একে-ওকে-তাকে প্রশ্ন কবে। কেউ সহজবোধ্য দিতে পাবে না। উত্তর দেবার জ্ঞান সবকাবের কোন বিভাগ নিশ্চয়ই কোথাও আছে কিন্তু সে কোথায় তাই বা কে বলবে?

অকাবণ হাঁটাইটি করে বিমল। পায়েব দড়ি ছিঁড়ে যায় হেঁটে আব সিঁড়ি ভেঙ্গে।

সবকারী অফিসে ইচ্ছামত ঢাকা যায় না। যেখানে যেতে পাবে সেখানকাব লোক ঝাপসা ঝাপসা উত্তর দেয়, বেশী প্রশ্ন কবলে বিবস্ত হয়।

অথচ ওদের দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বাড়ীওলাব ছেলে তেবো বছবে মার্চেন্ট নেভিতে গিয়েছিল শিখতে—ডাফ্‌ব্রিঞ্জ জাহাজে—এই আঠাবো বছব বয়সেই সাড়ে চাবশো টাকা মাইনে( বিনা খরচে )ব চাকবী পেয়েছে। ওব মামাতো ভাই আই এস-সি. একবার ফেল ক'রে গত বছব কোনমতে পাশ করেছে, সেও চলে গেল ব্যাঙ্গালোবে। শোনা যাচ্ছে, বছর চাবেক পবেই সাড়ে তিনশ টাকা আয় তাব বাঁদা, খুব কম পক্ষেও। ওর মামা ঘোড়েল লোক। কিন্তু ছেলেব জ্ঞান যতটা কবা যায় ভাগ্যেব জ্ঞান ততটা কবা সম্ভব নয়, তার উপব ওব বয়স হাধে গেছে বেশি।

ম্যাট্রিক পাশ করাব পর ওকে কে পবামর্শ দিয়েছিল বেলেব মেক্যানিক্যাল য়াঞ্চারিস্‌শিপ ট্রেনিং নেবাব জ্ঞান। কিছু খবচ ওবা দেয়। পাঁচ বছব পদেই দু'শ কুড়ি টাকা বেতন। কিন্তু সে নাকি ভেতবে লোক না থাকলে হয় না। ওব সে মুকবি ছিল না, তা ছাড়া ভালও লাগেনি কথাটা তখন। হাজাব হ'ক কাবখানাব কাজ ত।

এখন অনেক কারখানাতেও খোঁজ কবল। কাজ পাওয়া যায়—মজুবেব কাজ। ভাল কাজেব জ্ঞান চাই বিশেষ শিক্ষা। সে শিক্ষা ওর নেই। ফোবম্যান ইত্যাদি ত দূরেব কথা। আজকাল কোন কারখানায় সামান্য একটু উঁচু ধরণেব কাজেব জ্ঞানও বহু শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়। ডিগ্রি ডিপ্লোমা না হ'ক, অল্প কোন ট্রেনিং-এব সার্টিফিকেট দিলেও হবে।

এম. এ. পাস?

‘কি হবে মশাই আমাদেব এম. এ. পাস লোক নিয়ে?’ বিজ্ঞপ খেলে যায় তাঁদের ঠোঁটের কোণে।

অগত্যা একমাত্র যে পথ খোলা ছিল সেই পথই বিমলকে নিতে হয়েছে।

এ. জি. বেক্সলের জুনিয়র ক্লার্ক—এখন সে পায় মাগ্‌গি ভাতা ইত্যাদি নিয়ে প্রায় একশ পঁচিশ। কোন উন্নতির পথ কে.থাও নেই। এক যদি সাব-অডিনেট ব্যাকাউন্টস্‌ দাভিস পবোক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পাবে। নইলে পচে মবতে হবে তুশো টাকায়। অবশ্য ফেক্রেটারিয়েটে গেলে কিছু বেশি সুবিধা পাওয়া যায়, কিন্তু সে আশা সুদূর-পৰাহত।

সেই কেরানীগিবি। আশাহীন আনন্দহীন, দীর্ঘকাল ধবে অবজ্ঞাত অবস্থায় কলম ঠেলে ঠেলে একদিন বিটাবাব ক'বে বস। অথবা বাবাব মত পুষ্টব অভাবে কঠিন ব্যাধিতে ভুগে ববসেব আগেই সবে দাঁড়ানো আব ভিক্ষায়ে দিন যাপন কবা।

পাথবেব মূর্তিব মত নিস্তব্ধ হয়ে বসে পূর্ণবাবু সমস্ত ইতিহাসটা শুনে যান। শুধু ব্যাকুল হয়ে ওঠেন যখন সব বক্তব্য শেষ ক'বে বিমল বলে, 'ছোট ভাইটাব এ বছবে ম্যাট্রিক দেবাব কথা ছিল, কিন্তু আমি তাব আগেই তাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে ঐ পাড়াতেই একটা কাবখানায় লাগিয়ে দিয়েছি—লেদেব কাজ শিখছে।'।

'সে কি?' প্রায় আর্তনাদ ক'বে ওঠেন পূর্ণ মাস্টাব মশাই, 'ভদ্রলোকেব ছেলে— একেবাবে সাধাবণ কাবখানায় কুলি-মজুরেব কাজ শিখবে?'

'অবজ্ঞা কববেন না স্যাব,' কঠিন হয়ে ওঠে বিমলেব গলা, 'আমাদেব ঐ পাড়াতে অনেক বস্তি আছে জানেন তো, বস্তিব অধিকাংশ লোকই নিবক্ষব, আব তাদেব বেশীব ভাগই ছোটখাট কাবখানাতে কাজ কবে, কিন্তু তাবা কেউই আমাব চেয়ে কম বোজগাব করে না!'

'কিন্তু একটা বছবেব ছন্তে—' তবুও পূর্ণবাবু আকুল হয়ে বলতে চেষ্টা কবেন, 'ম্যাট্রিকটা পাস ক'বে নিগেও তো—'

'শুধু শুধু একটা বছরই বা নষ্ট কবি কেন?'

'না না—ঐ লাইনেই যদি দিতে চাও তো কোন টেকনিক্যাল ইস্কুলে পড়িয়ে নিলে—ধবো ম্যাট্রিক পাস ক'বে যদি কোন মেক্যানিক্যাল ট্রেনিং নিত—'

'সময় নেই স্যার।' অসঙ্ক্ষিভাবে উত্তব দেয বিমল, 'আমাব বড় বোনের বয়স চব্বিশ হ'ল, মেজ বোন তেইশ, ছোট বোনও কুড়ি পেরিযেছে! তাদেব লেখাপড়া

শেখানো হয়নি, কারণ সঙ্গতি ছিল না। কোনমতে সকলে কষ্ট ক'বে আমাকেই স্বয়ংগ দিয়েছে বড় হয়ে ওঠবার। ওরা যদি সেদিন বিয়েব মত মুখ বুজে খেটে বিয়েবও স্বধম জীবন ষাপন ক'বে আমাকে নিশ্চিন্ত ও নিবাপদ না বাখত তো আমি এম. এ. পৰ্যন্ত পড়তে পারতুম না। এবাব ওদের দিকে তাকাতেই হবে। আমি যদি এর চেয়ে ভাল কাজ জীবনেও না খুঁজে পাই, ওরা আর কতকাল অপেক্ষা কববে? এখন দু' ভাইয়ে রোজগার না করলে আর চলবে না।'

অনেকক্ষণ আড্ডা হয়ে বসে থাকবার পব পূর্ণবাবু কেমন যেন অদহাষভাবে বলেন, 'কি জানি! সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তোব ভাইও ত ভাল পড়াশুনো কবত?'

'গ্যা—বরাবরই ফার্স্ট—সেকেন্ড হ'ত।'

'উঃ।' কেমন যেন এক ধবণেব আর্তনাদ ক'বে ওঠেন পূর্ণবাবু। এ যেন আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথাব চেয়েও বেশি—যেন তাঁব দেহেবই কোথাও একটা গুরুতর আঘাত লেগেছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বিমল বলল, 'এই মাত্র আপনি যে অভিযোগ ক'বে এলেন তারই আমি জবাব দিচ্ছি। আপনি চিরদিন ঐ পুর্বানো ইস্কুলেব ভাঙ্গা দেওয়াল-গুলোর মধ্যে বদ্ধ হয়ে ছিলেন, তাব বাইবের জগৎ আপনাব জানা নেই। মনে আছে 'টি'র মাথা না কাটলে কিংবা 'আই'-যে না ফুটকি দিলে আপনি নম্বব কাটতেন আব বকা-বকি কবতেন, কিন্তু তাতে ক'বে আপনি ছাত্রদেব কি ভাবে মানুষ ক'বে তুলতে চেয়েছিলেন? কি কাজেব উপযুক্ত ক'বে?'

পূর্ণবাবু বিহ্বল হয়ে যান এ প্রশ্নের সামনে। খানিকটা চুপ ক'বে থেকে বলেন, 'তা ত কোন দিন ভাবিনি বাবা। শিক্ষা না পেলে ছেলেটা মানুষ হবে না, সেই শিক্ষাব ভার আমাব হাতে—এই ভেবেই ষথাসাধ্য চেষ্টা কবেছি নিতুঁল শিক্ষা দিতে।'

'অর্থাৎ বর্তমানটাই শুধু ভেবেছেন, ভবিষ্যৎ নয়। বড় হবে ছাত্রদের একদিন বিশাল পৃথিবীব সামনাসামনি দাঁড়াতে হবে, তুলে নিতে হবে তাকে সংসাবেব ভাব নিজের কাখে। সে দায়িত্ব বহনের সে উপযুক্ত কিনা, যে যুদ্ধ তাকে করতে হবে তার সমস্ত রকম পদ্ধতি সে শিখেছে কি না, ঠিকমত হাতিয়ার পেবেছে কি না—এ সব কথা কোনদিন কি ভেবে দেখেছিলেন? যাকে চাকরী ক'বে খেতে হবে কি কাজে আসবে তার বাংলা ব্যাকরণের কচকচি আর ফুলেফুলেব জটিলতা? ইংল্যান্ডের ইতিহাস জেনেই



বা কি হবে ? কেরানীগিবি যদি কবে কর্মস প'ড়ে ? বেশ তো তখনই না হয় ভূগোল প'ড়ে নেবে । তার জন্য আট দশ বছরের বালকদের ওপর এ অত্যাচার কেন ?... আর যদি টেকনিক্যাল লাইনে যাব, যদি তাকে লোচা-পেটাব কোর্সলাই আদত্ত করত হয় তো কোন্ কাজে আসবে তাব নবঃ-নবো-নবাঃ কিংবা ভীতুর্থানাং ভবহেতু ? মিছিমিছি এ সময় নষ্ট কবা কেন ?

যেন দম নেবাব জন্যই বিমল খামে একটু । পূর্ণবাবু ঈষৎ অন্তঃস্বপ্নে স্ববে বলেন, 'আমবা জানতুম, এই পাঠ্য-পুঁথি যাঁবা তৈরী কবেছেন তাঁঁবা ভেঁবষ্ট করেছেন । তাই কোন দিন এ সমক্ষে প্রগ্ন কবিনি । তা ছাড়া, সব বকম ভবিষ্যতের জুড়ই ছাত্রদেব তৈরী ক'বে দেওয়া হয় ইষ্টুলে—এই আমবা জানি, পরে যে-পথে খুশি যেনে পাববে । মল্ল অল্প বনেদ সব দিকেই হয়ে থাকা ি ভাল নয় ?

'হ্যাঁ ! একখানা ঘর কবাবাব আপনাব ক্ষমতা, আপনি সেই সবটুকু সাধা দিয়ে তিনমহলা বাড়ী'র ভিত ফেঁদে নিঃস্ব হয়ে বসে বইলেন । তাবপর ? সে ভিতের দি ফার, আপনাবই বা ঘরের কি হবে ? তাব চেয়ে গোড়া থেকেই একটা পথ ধরে চলা কি ভাল নয় ? শুনেছি, আমেবিকাব এমন বিদ্যালয় বহু আছে—যেখানে আগে ছাত্রদের অবিকার পথ ধরানো হয়—তাব কচি ও ক্ষমতামত, তাবপর তাব আন্তঃসঙ্গিক হিসাবে কিছু কিছু বিদ্যা সে শেখে, ঠিক বেটুকু তাব প্রয়োজন । তাতে সময়ও বাঁচে, ভবিষ্যতের অনেক বার্থতা, অনেক হতাশা থেকে সে ছাত্র অব্যাহতি পায় । আব আপনি সব বকম বনেদেব কথা বলছিলেন না ? যে ছেলে ইষ্টুল থেকে বেবিষে এসে পড়তে ঢকেছে, এমন কোন সেকেণ্ড ইযাব কি থার্ড ইযাবেব ছেলেকে ভেকে কোনদিন ইতিহাসের টু-একটা প্রস্ন ক'বে দেখেছেন কি—কি অসামান্য অজ্ঞতা তাব ? আমি এই চাকবাব পরীক্ষা দিতে গিয়ে কিছু কিছু টেব পেয়েছি স্তাব । যেমন তাবা জানে ভূগোল তেমনই ইতিহাস ! পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ম্যাট্রিক পাসও কিছু কিছু ছিল । তাবা সবে ইতিহাস ভূগোল শেষ ক'বে এসেছে । নিউজিল্যান্ড আমেবিকাব রাজধানী লেখে এবং হৃদযদর্শন অশোকের পৌত্র এবং চানক্যেব পুত্র লিখে বসে থাকে ! অর্থাৎ সব দিকেই আপনাদের এই শিক্ষা বার্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে ! শিক্ষা আব তাব সঙ্গে তাদের জীবন !

• উত্তেজিতভাবেই কথা বলে যাচ্ছিল ওবা, প্রিবিশদা ইতিমধ্যে এসে ছুটি নারকেল নাড়ু এবং এক গ্লাস জল বিমলের সামনে রাখলেন । এতক্ষণ একটি কথাও বলবাব তিনি

অবকাশ পাননি, কোন প্রশ্নই করতে পারেননি। তাঁর সেই শাস্ত্র সহনশীল একান্তভাবে তদন্তপ্রাণ মূর্তিতে কি ছিল—সহসা সেদিকে চেয়ে বিমলব চোখে যেন জল এসে গেল।

প্রিয়দাদা এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন, ‘কি হ’ল বাবা বিমল ওখানে?’

‘ওবা ধূতি-চাদর এবং কিছু টাকা ঝুঁকে দিয়ে চেয়েছিল, উনি না নিয়েই চলে এসেছেন।’ অশ্রুঝঙ্কারে চাপা দিতে তাড়াতাড়ি নাবকেল নান্দুটী মুখে পুবে দোষ বিমল।

‘না নিয়েই চলে এসেছেন? কেন?’

‘শুঁকেই জিজ্ঞাসা করুন! শিক্ষার নাকি এত অদঃপতন ঘটেছে যে সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে কোন সম্মানই উনি নিতে পাববেন না। তাতে ঠাঁই সততাগ বাধবে।’

পূর্ণ মাষ্টার মশাই অপবাদীর মত মাথা হেট করে বসে বইলেন। প্রিয়দাদা এবাব স্বামীর সেই মুখেব দিকে চেয়ে বললেন, ‘সে উনি যা ভাল বুঝেছেন তাই ববেছেন বাবা। আর ক’-ই বা হ’ত, ঐ ক’টা টাকায় কি আর চিবকালের মত ছুঃখ ঘুচে যেত?’

বিমল যেন জলে ওঠে নিমেষের জন্য, ‘দেখন এটা শ্রেফ জোচ্ছুরি, ধাপ্পাবাজি। নিজে চিবকাল ঠুকেছেন, ভুল কবেছেন, অথচ এমনভাবে আপনাদের বুঝিয়েছেন যেন উনি একজন পূজনীয় মহাপুরুষ।...নিজের জীবন নষ্ট ক’বেই শুধু ক্ষান্ত হতেন ত কথা ছিল, আপনাব জীবনও উনি নষ্ট কবেছেন।’ বলতে বলতে সত্যই ওব চোখে জল এসে যায়। ওব নিজের জীবনের যা কিছু ফোঁড়, যা কিছু ব্যর্থতা, যত তিক্ততা তা এই অভিযোগেব মদ্যো, এই বটুভিবি মধ্যে বেবিষে আসে। এ চোখেব জলও সেই তিক্ততাবট বিন্দু এক এসটি।

অপ্রতিভ হয়ে প’ড়ে চোখ মুছে হেঁট হয়ে পূর্ণবাবু ও প্রিয়দাদাব পায়েব ধুলো নেব বিমল, ‘মাপ কববেন স্যার, আজ আমাব মাথাব ঠিক নেই। আরও যেন আপনাব অবস্থা দেখেই আন্যব্যালেন্সড হয়ে পড়েছি।...আপনার মত কর্তব্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী মানুষেব জীবনটা কি হ’ল বলুন তো! সব ছেড়ে যেটাকে অবলম্বন ক’বে ছিলেন সেটাও আজ আপনার খসে পড়েছে।...এ শিক্ষা যে কি শোচনীয় রকমের ব্যর্থ—তা নিজেকে দিয়েই ত বুঝতে পারছেন! আচ্ছা আসি—।’



বিনা ভূমিকা, বিনা আয়োজনে অকস্মাৎ সে একেবারে উঠে দাঁড়ায় এবং পব-মুহূর্তেই বাইবে বেবিমে সেই খররোজের মধ্যে হাঁটতে শুরু করে।

‘ও বাবা বিমল, এই এত বোদ্ধুবে—’ আবও কি বলতে যাচ্ছিলেন প্রিয়দা, কিন্তু বিমল ততক্ষণে বহুদূর পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

খানিকটা চূপ ক’বে থাকেন প্রিয়দা। প্রশ্ন করার কিছু দরকার হয় না। এতকাল এই সংসার চালিয়ে এসে, এই মাতুষের ঘর ক’বে অনেক কিছুই নিজের মন দিয়ে বুঝতে পাবেন।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে স্বামীর দিকে ফিরে বলেন, ‘মুখে-হাতে একটু জল দিয়ে নাও। যা হয় খাবে চলো দুটো।’

‘হ্যাঁ—এই যে যাই।’

কিন্তু তবুও তিনি উঠে পাবেন না। বিমলের শেষ কথাটা তাঁর অস্তরে বেদনা-জড়িত স্মৃতির সর্বোপরে প্রস্তুত এক ঢেউ তুলেছে। তাঁর মন বসে বসে সেই ঢেউ আচ্ছাদে পড়ানই শব্দ শুনতে থাকে।

৫

পূর্ণবাবু বিহ্বল হয়ে বসে বইছেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত। বলতে গেলে সাবা দিনেও সে বিহ্বলতা কাটল না তাঁর। আজকের মত দিন তাঁর এই সমস্ত বছরের জীবনে কোন-দিনই আসেনি। সকাল থেকে সেই বিশেষ মুহূর্তটি, বসন্ত বলা যেতে পারে নাটকীয় মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হ’তে গিয়ে বিষম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, এবং সে উত্তেজনা বেড়েই গিয়েছিল, নাটকের যেমন অঙ্কের পর অঙ্ক চরম পবিণতির পথে এগিয়ে গেলেও গ্রানি অঙ্ক শেষ হবার সময়ে আবাব একটি বিশেষ ধাক্কা দেয় দর্শকের মনে—সে ধাক্কাও অভাব ছিল না, আব চরম নাটকীয় পবিণতি ত তিনিই সৃষ্টি ক’বে এলেন। সুতরাং বলতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকই অভিনীত হয়ে গেল আজ তাঁর জীবনে। সে প্রতিক্রিয়া ত আছেই—তাঁর ওপর বিমল আবাব এক কী ক’বে গেল! ‘অন্যায় করেছে’ এ কথা জানবার পর কোনদিনই তিনি স্থির থাকতে পাবেন না—তাঁর

প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত । বিমল যা বলে গেল তা যদি সত্য হয় ত তিনি একটি ঘোবতর অন্যায় কবেছেন—আর বোধ কবি তার প্রতিকারেরও পথ খোলা নেই । এ কী হ'ল । এখন কী কববেন তিনি ? কে বলে দেবে তিনি ভুল করেছেন কি না !

সাবাদিন ভেবেও তিনি কুল-কিনা বা পেলেন না ভাবনা । এমনভাবে ভাবতে তিনি অভ্যস্ত নন । শিক্ষাকে এভাবে তিনি কখনও দেখেন নি । এ একেবারে নতুন কথা । সব যেন গুলিয়ে যেতে লাগল তাঁর মাথাব মধ্যে ।

আজ তাঁর বাল্যকালের কথা মনে পড়ছে । সেদিনও কম দুর্দিন নয়—এত সমস্তা হয়ত ছিল না জীবনে কিন্তু দাবিদ্রা ও অভাব ছিল যথেষ্ট । তবু সেদিনও এই শিক্ষাকে, যাকে বলে যাকাদেমিক বা পুঁথিগত শিক্ষা, তাকেও হীন ব'লে ভাবতে পাবেন নি । এই শিক্ষা বিতরণ কবা জীবনের মহত্তম ব্রত ও আদর্শ ব'লে বেছে নিয়েছিলেন অনায়াসে । শিক্ষক জীবনের পরিণাম সেদিনও তাঁর অজানা ছিল না । এত কালো চবি হয়ত দেখেন নি তিনি, তবু আর্থিক অভাব অনটনের জন্য প্রস্তুত হয়েই এই জীবন বেছে নিয়েছিলেন, আব সাবা জীবনে সে জন্য অন্ততপ্ত হ'বাবও কোন কাঁপণ অনুভব কবেন নি তিনি । যেটাকে আদর্শ ব'লে, কর্তব্য ব'লে জেনেছেন, প্রাণপণে সেটাকেই পালন ক'বে যাচ্ছেন, সেই লক্ষ্যে দিবেই এগিয়ে যাচ্ছেন—এই ত ছিল এতদিন সাক্ষ্যনা ।

অথচ আজ—

বহু কষ্টে, বহু সাধনায় যে ইম্মাবং গগনচুম্বী হয়ে উঠেছিল, এতদিন পবে প্রথম শুনলেন যে তাব ভিতরটাই নেই !

সাধনা ! শুধু কি কৃষ্ণ সাধন—শুধু কি আর্থিক অভাব ? সমস্ত বকমেব প্রয়োজনকে সঙ্কুচিত ক'বে কোন বকমে জীবনধারণ কবা ?

না—আবও অনেক আছে । আজ সেই সব কথাই মনে পড়ছে । বহুদিনেব শুকিয়ে যাওয়া ঘা-টায যেন কে খোঁচা দিবেছে—টাটকা রক্ত ঝবছে সেখান দিবে ।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে বৈকি । খুব ছেলেবেলার কথাও ।

মফস্বলে মুন্সেফ কোর্টেব উকীল—পূর্ববাব বাবা ছিলেন তাঁবই মুহুবা । সামান্য আয—সংসার খুব বড় ছিল না ব'লেই চলে যেত । ওঁরা থাকতেন সে মফস্বল শহরেবও বাইবে এক ছোট্ট গ্রামে ( গওগ্রাম নয়—অনেকেই যেটা ভুল ক'বে থাকে । পূর্ববাবুর মাস্টারী মন এই স্থিতি-মথিত আবেগের মধ্যেও মনে করে কথাটা—শুধু ছাত্র কেন, বহু

শিক্ষক ও সাহিত্যিকও এই ভুল কবেন—গাওগ্রাম বলতে অজ্ঞ-পাডাঙ্গী বোঝেন) সেখান থেকে দেড় ক্রোশ রাস্তা হেঁটে ওঁর বাবা আসতেন চাকরী কবতে, পূর্ণবাবুকেও আসতে হ'ত। প্রথম প্রথম খুব পা-ব্যথা কবত—বাবা নির্জন মাঠে পড়লে কোলে কবতেন এক-আধবার। বাবাকে আসতে হ'ত ভোববেলা—শীতকালে ত বীতিমত অন্ধকার থাকতে বেবিঘে পড়তেন—কাবণ সকাল থেকেই মক্কেলের ভীড় লাগবে, তা'ব আগে মূক্তবীব পৌছনো চাই। তিনি মনিব-বাড়ীতে খেতেন, ঐ বকমঠ বেগমজ ছিল, তা'ব কারণ অতদূর বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসা সম্ভব নয়। এখনকার কথা পূর্ণবাবু জানেন না, কিন্তু তখনকার দিনে অনেক মক্কেলও উকীলবাড়ী মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে চাটু ভাত খেয়ে নিতেন। বাব্বা কবতেন অবশ্য উকীলবাবু'ব বাড়ী'ব মেয়েবাঠ—ওঁ'ব স্ত্রী আব বিদবা'বোন, কিন্তু তবু তাঁদের বিবক্তি প্রকাশ কবাব উপায় ছিল না। ঠাকুর, গরু-বাছুর, ক্রিষণ এসব ছাড়াও বাইবে'ব অতগুলি লোকের বাব্বা—অনেকসময়ে আগে থাকতে জানাও যেত না, বাবু হঠাৎ বলে পাঠাতেন বেলা দশটা'ব সময়ে, 'আবো চাবখান। থালা বেশি পড়বে, মক্কেল খাবে।' এসব তাঁদের গা সঙ্গে গিয়েছিল ব'লে সাধাবণত তাঁ'বা প্রযোজন'ব এনটু বেশিই বোঁদতেন—হয় বাসি থাকত নয় গোক'ব ডাবাব যেত। কিন্তু তাতে ক্ষতি হ'ত না—উকীলবাবু'ব নগদ আয় তেমন কিছু বেশী না থাকলেও চাল-কড়াই আসত চাষেব—তাতে ভাত ভাল চলত। আব তাছাড কাঁই বা বাব্বা হ'ত—ভাত-ডাল-আলুভাতে, উঠোনে'ব শাক-ভাঁটা-কচু দিয়ে একটা চরুডি—বড জো'ব একটা বডি কি বড়া'ব তরকাবী। তা'ব সঙ্গে চালতা আমড়া কি নোডে'ব টক। মাছ কদাচিত আসত—হাটে। দিন কিংবা পুকু'বে জাল ফেললে—সেদিন অগ্র টক না হয়ে মাছে'বই অম্বল রান্না হ'ত। তবে একটা কথা এই যে বাড়ী'ব কর্তাও সন্কে'ব সঙ্গে বসে ঐ খাওয়াই খেতেন। বেশি'ব মধ্যে তাঁকে একবাটি দুধ দেওয়া হ'ত ভাত'ব সঙ্গেই।

পূর্ণবাবুও ওখানে খেতেন সকালবেলা। কাবণ ছেলে ছোট, কা'ব সঙ্গে আসবে সে একটা বড় সমস্যা, তা'ব ওপ'ব বাড়ীতে পড়া'বে কে? ছেলেকে এনে বৈঠকখানা-ঘবে'ব দাওয়ায় এক কোণে একটা চট পেতে বই শেলট দিয়ে বসিয়ে দিতেন ওঁ'র বাবা, আব কাজে'ব ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়া ব'লে দিতেন বা পড়া নিতেন। দশটা'ব সময় বাবা নিজে পুকু'রে স্নান করতে যেতেন, ওঁকেও নিয়ে যেতেন। ভাত খেয়ে তিনি যেতেন কাছাবী, পূর্ণবাবু যেতেন ইষ্টুল। ছুটির পরও বসে থাকতে হ'ত অনেকটা—কাজ সেবে বাড়ী

যেতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যেত এক-একদিন। এক গাল মুড়ি চিবিয়ে বসে বসে চুলতেন পূর্ণবাবু। তাবপব বাবাব হাত ধবে লঠনেব আলোষ বাড়ী ফিবতে হ'ত। ওঁব বই গেলেটেব সঙ্গে বাবাব কাগজপত্রও বইতে হ'ত তাঁকে। বাড়ী ফিবে বাবা বহুবাত্রি পর্যন্ত কাজ করতেন—হেলের জগুই সকাল ক'রে বাড়ী ফিবতে হ'ত—নইলে সব মূল্যবী রাত দশটা পর্যন্ত উকীল বাড়ী থাকে। কাজ বাড়ী এনে সেটা পুষিয়ে দিতেন ওঁব বাবা।

এই জীবন।

কষ্ট তখনই বুঝতেন পূর্ণবাবু। আব সেই সন্ধ্যোগে বাবা ওকে কেবল বোঝাতেন—  
'দেখছিন ত ! লেখাপড়া শিগেছেন বলেই উকীলবাবু আজ মনিব—আমি ওঁব মূল্যবী। নইলে কাজ ত আমিই বেশী কবি, উনি কতটুকু কবেন ? আমি ভূতের মত খাটি আব ওঁর পরমা হয়। তুই দেখে শেখ। মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে উকীল হবি—এইটে যেন দেখে যেতে পারি।'

কিন্তু সেটা দেখে যাওয়া তাঁব অদৃষ্টে ঘটে গঠেনি। তাব বহু আগে, পূর্ণবাবুব যখন মোটে দশ বছর বয়স তখনই হঠাৎ মাঝে গেলেন ওঁব বাবা। কাজাবীব সামনে ঘোড়াব গাড়ী চাপা পড়েছিল—সেই উপলক্ষ্য ক'বে ভুগতে ভুগতে মাস দশেক পরে একদিন চিবকালের মত চোখ বুজলেন।

পূর্ণবাবুদের দাঁড়াব স্থান ছিল—কাবণ বাড়ীটা পৈত্রিক—কিন্তু থাওয়াব মত কিছু ছিল না। এগাবো বিধা জমিব তিন অংশীদার—ধান চাল যা হ'ত তাতে তিন মাসও ওঁদের সংসাৰ চলবাব কথা নদ। কাকাদেব অবস্থা তথৈবচ, তা ছাড়া সদ্ভাব ছিল না কারুব সঙ্গেই। ওঁব মা নীলাজ্জসুন্দরী চো। অন্ধকাব দেখলেন। এতকাল যা কিছু জমেছিল, দশমাস চিকিৎসাৰ খবচ টানতেই শেষ হয়ে গেছে—এখন দুটি ছেলে ও মেয়েকে তিনি থাওয়াবেন কি ?

পূর্ণবাবুব দাদামশাই থাকতেন কাশীতে—খ র পেয়ে তিনিই এসে নিয়ে গেলেন। সেকালের কমিশ্যেবিষেটে চাকরী—এগাবটাকা মেন পেতেন ভদ্রলোক। বিপত্নীক—নিজেই একবেলা বেঁধে থেতেন ব'লে বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যেত। কিন্তু তার মধ্যে মেয়ে তাব তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে ঢুকলে একটু অস্থবিধা হবারই কথা। কাশীতে সেকালে খুবই সস্তা-গুণ্ডা ছিল—মাসিক দুটাকা তিনটাকা আয়ে বহু বিধবা জীবন কাটাতেন, কিন্তু তবু একটা টাকা ঘোল আনাই—কোন মতেই তাকে টেনে উনিশ

আনা এমন কি সতেরো আনাও কবা যায় না। তাব ভেতব আবার লেখাপড়া শেখেনেব  
প্রশ্ন উঠলে দস্তব-মত বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। স্মৃতবাং বাধ্য হুদেই বাহান্তব বছব ৬  
তাকৈ এক কাঠ-কয়লাব দোকানে খাতা লেখবাব কাজ নিতে হ'ল মাসিক তিনটা  
বেতনে।

একটা মাটি থেকে মূলস্বদ্ধ উঠিয়ে এনে আব একটা মাটিতে ফেলা হ'ল।

কিন্তু পূর্ণবাবুব তখনও সেটা বাল্যকাল, এমন কোন অসুবিধা হ'ল না।

কাশীতে এসেই বলতে গেলে ভাল ক'বে জ্ঞান হ'ল পূর্ণবাবুব। জন্মেব প্রথম লগ্নে  
গর্ভনিদ্রাব মে ঘোব লেগে থাকে এইবাব তা কাটল। 'ভাল ক'বে চোখ মেলে তাকালেন  
পৃথিবীর দিকে।

কাশী ছিল তখন বিচিত্র স্থান!

দনবানেনব ঐশ্বর্গ্যেব দম্ভ এবং বিলাসবাসনে উচ্ছৃঙ্খলতা মে কিছু না ছিল তা নয়—  
কিন্তু সে যেন অগ্র এক কাশী। সে কাশী ছিল দূব এক প্রান্তে সবানো—ঐ চক্বেব  
ধাবে—কোথায় যেন 'ভাল-কা-মণ্ডী'—ঐটেই নাকি থাবাশ জাবগা। আব বডলোক  
জমিদার যাব; তাবও নাকি ঐ ওপাবেব কোন কোন অঞ্চলে থাকতেন। সে কাশী পূর্ণবাবু  
কখনও চেয়ে দেখেন নি। গঙ্গাব ধাবে সে কাশীব দেখা মিলত চৈত্রমাসে 'বুঢ়ুয়া-  
মঙ্গল'ব সময়—তখন গুঁব মা এবং দাদামশাই গুঁকে গঙ্গাব ত্রি-সীমাব যেতে দিতেন না।

পূর্ণবাবু দেখেছিলেন, ববাববই দেখেছিলেন আব আজও সেই ছবিই তাঁব মনেব  
পটে আঁকা আছে—কাশীব অগ্র কপ। 'প্লেন লিভিং থ্যাও হাই থিংস' যে-কথাটা অনেক  
বড হয়ে শুনেছিলেন পূর্ণবাবু, যা আব কোথাও আছে কি না তিনি অন্তত জানেন না  
—তাব পবিপূর্ণ চেহারা দেখা যেত সে সময় কাশীতেই। অন্ধকাব সঙ্কার্গ গলিব সাবি  
—তাবই মধ্যে মধ্যে আবও অন্ধকাব ঘবে বসে চলেছে শাস্ত্র চর্চা। কাব্য-ব্যাকবণ-  
সাহিত্য-দর্শন-স্মৃতি—তাব সঙ্গে সঙ্গে, ইংবেজী-জানা লোকেবও অভাব নেই—পাশ্চাত্য  
দর্শন ও চিন্তাধারাৰ আলোচনা। টোল ঠিক না থাকলেও অধ্যাপক পরম্পবায় অব্যাহত  
শাস্ত্র-চর্চা অক্ষয় হয়ে ছিল ঐ সব প্রাধান্যকাব বাডীব কোটেবে কোটেবে। ছিল অসংখ্য  
বেদ বিদ্যালয়; এমনিও বেদ, উপনিষদ নিয়মিত পঠন-পাঠন চলত। মন্দিবে মন্দিবে

ঘেঁষবাড়ীতে ঠাকুরবাড়ীতে চলত কথকতা। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে বামায়াণ ও চণ্ডীব পন—পালা কীর্তন ও কথকতা। তা'র সঙ্গে ঐ সব ঘাটেবই সিঁড়িতে সিঁড়িতে এসে দসতেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবা, রাত আটটা নটা—গবমেব দিনে আবও গভীর বাত পর্যন্ত চলত আলোচনা ও তর্ক। যাব কিছু জ্ঞান আছে সে এসে কান পেতে শুনত ও উপকৃত হ'ত। এক একটি পণ্ডিতের দলকে কেন্দ্র করে ছোট খাট উৎস্রক শিক্ষার্থীব ভীড় জমে উঠত—সেদিকে চেয়ে চেয়ে পূর্ণবাবু মনে হ'ত ভাবীকালের নক্ষত্রবা নীহাবিকাব মত ঝাঁক বেঁধে অপেক্ষা কবছে, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতি চলছে এখানে।

আমোদ-প্রমোদও কিছু ছিল বৈকি !

কোন্ বড বড গায়ক ওখানে না আসতেন এবং গঙ্গাব ঘাটে না গাইতেন ? মহী-শূবের সভা-গায়ক, মাইহাবের সভা-বাদক থেকে শুরু ক'বে বড বড গায়ক ও বাদক—~~হিন্দু-মুসলমান~~ নিবিশেষে কোন দিন না কোন দিন ওখানে বসে গাইবেনই। বিষ্ণু দিগম্বরকে তিনি দেখেছেন ঐ গঙ্গাব ঘাটেই। একবাব যেন বাদিকাঙ্গ্রসাদ গোস্বামী'ব গানও শুনেছিলেন মনে হচ্ছে। গঙ্গাব ঘাটে না হ'লে কোন ঠাকুরবাড়ীতে আসব পেতে গানের মজলিস বসত। গবমেব দিনে হযত কোন ধনী বসিক ব্যক্তিব আন্তকুল্যে বজবাব ছাদেও বসত—দেখতে দেখতে অসংখ্য নৌকা এসে লাগত সেই বজবাব সঙ্গে, পবে যাবা আসত তা'বা লাগাত এদের সঙ্গে—এমনি ক'বে অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য নৌকা এক ভাসমান দ্বীপেব সৃষ্টি কবত। বহু বাত্রি পর্যন্ত চলত গান-বাজনা। সবস্বতী-পূজাব রাত্রে, শিবচতুর্দশীর রাত্রে—সাবাবাত ধবে গান-বাজনা চলত। পববতী জীবনে একবাব দুদিনেব জল কাশীতে আসতে হয়েছিল, ও'ব এক বোনেব শাশুভী মা'বা যান সেই উপলক্ষে—তাবই মধ্যে উনি শুনেছিলেন ইউবোপ থেকে সচপ্রত্যাগত দিলীপকুমাব বায়ের গান ঐ গঙ্গাব ঘাটে বসেই। আজও কানে বাজছে সে স্বব, পবিপূর্ণ অবসব-মুহূর্তে চোখবুজে কথাটা ভাবলেই কানে বাজে 'মলয় আসিযা কহে গেছে কানে প্রিযতম তুমি আসিবে' কিংবা 'ছিল বসি সে কুসুম কাননে।'

অনেক দেখেছেন পূর্ণবাবু। বহু পণ্ডিতকে। তখন তাদের মর্যাদা সব বোঝেননি, কিন্তু অপরে যে সন্ত্রমেব স্ববে উল্লেখ কবত এঁদের—তাতে এটুকু বুঝতেন যে, এ'বা অসাধারণ পণ্ডিত। সারা ভারতের শিরোমণি পণ্ডিত। এঁরাই সবস্বতীর বরপুত্র। পববতী জীবনে এঁদের মূল্য আবও বুঝেছিলেন, এঁদের খ্যাতি তখনও বিদ্বজ্জন সমাজে

মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন পূর্ণবাবু যে অশ্রুত এঁদের দর্শনের সৌভাগ্য তাঁব হয়েছিল।

এখনও চোখ বুজলে মূর্তিগুলো স্পষ্ট না মনে পড়ুক, আদলগুলো মনে আসে। দেখেছেন বেদান্তের ভাবতথ্যাত অধ্যাপক সুব্রহ্মণ্যম্ শাস্ত্রীকে, দেখেছেন সাংখ্যের দিকপাল পণ্ডিত বাম মিশ্র শাস্ত্রীকে। বাখালদাস জায়বহু নাকি সাক্ষাৎ ব্যাসদেবের বংশধর। সেটা কতটা সত্য তা জানেন না পূর্ণবাবু, কিন্তু বাখালদাস যে সর্বজনপূজ্য অধ্যাপক ছিলেন তা জানেন। কৈলাস শিবোমণির কথাও মনে আছে। সবচেয়ে এক-জনের কথা মনে আছে—এখন যার নামও কেউ মনে কবতে পাববে না, কিন্তু তখন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিতবাও তাঁকে সম্মম কবতেন—তিনি বামনাচাবী। চার বেদ তাঁব ছিল নখদর্পণে। এ না কি দুলভ পাণ্ডিত্য। আজ বেদ নিয়ে কে ই বা মাথা ঘামাচ্ছে। যাঁবা চর্চা কবেনও—তাঁবাও হত স্বীকাব কববেন না যে এই চাবটি পুঁথি সন্মক আয়ত্ত করতে এমন কিছু পাণ্ডিত্যেব প্রয়োজন হয়।

‘এই জ্ঞানচর্চাব মহৎ অথচ সহজ পবিবেশেই পূর্ণবাবুর বাল্যকাল এমন কি প্রথম কৈশোবও কেটেছে। কিন্তু তবু তিনি প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যালান-পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হ’তে পাবেননি, গতানুগতিক ইংবেজী শিক্ষাব—ইংবেজী ইস্কুলেব শিক্ষাব নেশাতেই উন্নত্ত হয়ে উঠে আজীবন সাধনা কবেছেন যতটা সম্ভব নিতুর্লভাবে এই শিক্ষা প্রচারেব জগ্ন।

কেন ?

তাঁব জগ্ন বোধ হয় প্রধানত দায়ী ছিলেন ওঁদেব ইস্কুলেব তাবাপদবাবু। তাবাপদ-বাবু বিচিত্র, তাবাপদবাবু অদ্ভুত।

আজও তাঁকে স্মবন কবলে হাত দুটা আপনিই ললাটে পৌছব। প্রণাম কবেন মনে মনে।

আজ জীবনে এই প্রথম সন্নেহ জাগছে মনে যে তাবাপদবাবুর শিক্ষার আদর্শ মনে-প্রাণে গ্রহণ ক’বে ভুল করেছেন কিনা। নইলে এতদিন নিশ্চিতই ছিলেন।

তবু—তাবাপদবাবুর প্রভাব মুছে ফেলা আজ বোধ হয় কিছুতেই সম্ভব নয়।

মাঝাবি চেহাবাব গাঁটোগোটা মাল্ছটি! এক গাল দাড়ি-গোঁফ, খালি পা, মালকোঁচা-মাঝা ধুতি আব উডুনি। চোখ বুজলেই এই চেহাবাটা মনের পটে ভেসে ওঠে। সেকালের ইংবেজী ইস্কুলে বাংলাব মাষ্টাব—তাও কাশীব মত জাযগায়—মাত্র পনেবোটি টাকা বুদ্ধি মাইনে পেতেন। কিছু কিছু যজমানীও ছিল অবশ্য, কিন্তু সেও—তাবাপদবাবু নিজেই ঠাট্টা ক'বে বলতেন, 'কাশীতে যজমানেব চেয়ে যাজকেব সংখ্যা বেশী। ডাকবে কে?' স্তববাং খুব কাষক্লেশে সংসাব চলত। উডুনি ছাড়া জামা কি গবম চাদবও কখনও গায়ে দেখেননি পূর্ণবাবু। বালক-স্বলভ প্রগল্ভতায় একদিন প্রশ্ন ক'বে ফেলেছিলেন তিনি, 'আপনাব শীত কবে না মাস্টাব মশাই?' তাবাপদবাবু মোদা হেসেই উত্তব দিগেছিলেন, 'কবে না আবাব! কাশীব শীত—হাডভান্সা শীত। দেখছিস্ না গায়ে কাঁটা দিচ্ছে? কিন্তু কবলেই বা উপায় কি? পাবো কোথায়? দানে ধুতি চাদব পাই—উডুনিটাই জোটে। গবম গানেব কাপড দেবাব লোক কৈ? কদাচিৎ কখনও যা পাই, ছেলেপুলেব জন্তে বাখতে হব ত!'

জুতো নাকি কখনই পায়ে দেননি। খডন পানে দিতে পাবতেন, কাবণ দানে পাওয়া যায় খুবই—চটিও যে এক আশ জোড়া না মেলে তা না কিন্তু পায়ে কিছু দিতেন না ইচ্ছা ক'রেই, বলতেন, 'ইংবেজ এদেশ থেকে গেলে তবে জুতো পায়ে দেব। এখন ন অশৌচ চলছে!'

এইটেই ছিল তাবাপদবাবুব চবিত্বেব সবচেয়ে বড কথা—ধ্যানে-জ্ঞানে-স্বপ্নে—এ এক চিন্তা। 'পাসন' বলাই উচিত। পূর্ণবাবু তাঁব এই স্বদীর্ঘ জীবনেও এতবড ইংবেজ-বিশ্বেষী লোক দেখেন নি। আবাব অমন ইংবেজ ভক্তও কেউ ছিল না।

পৃথিবীতে যেখানে যত অনায়ায অবিচাবই ঘটুক না কেন, সে দোষটা অনায়াসে ইংরেজেব ঘাডে চাপিয়ে দেবাব অসাধাবণ ক্ষমতা ছিল তাবাপদবাবুব। খবয়েব কাগজ—তখনকাব দিনে যা বাংলা সাপ্তাহিক পাওয়া যেত—মন দিয়ে পডতেন তিনি, বাজ-নীতি ছিল তাঁব বড বকমেব নেশা—আব প্রতিদিন ক্লাসে এসেই সেই সব সংবাদ সম্বন্ধে তাঁব যা ব্যাখ্যা—তা ছেলেদের বুদ্ধিবে দেবাব চেষ্টা কবতেন। ছেলেবা অনেকেই



তা বুঝত না, এসব কথা ভাল লাগত না বেশীৰ ভাগ ছেলেবই, কিন্তু তারা পদবাবু তা দেখতেন না। এমন কি পড়াতে পড়াতে কোন প্রসঙ্গ-সূত্র পেলেই বাজনীতিতে চলে আসতেন 'আব সেই উপলক্ষে যে-কোন বকমে ইংবেজের কথা এনে বিষ উল্লেখ কবতেন তাদের বিকক্ষে। পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন—উচ্চারণ ছিল বাঁকা, ব্রিটিশ পলিচি বলতে পাবতেন না—বলতেন 'ব্রিটিছ্ পলিছি'—এই পলিছি তিনি প্রত্যেকটি ঘটনায় দেখতে পেতেন। ডিকেন্সেব ডেভিড কপাবফিল্ড উপন্যাসেব মিঠাব ডিকেন্সেব যেমন সব কথায় 'বাজা চাল'সেব মাথা' এসে পড়ত—তেমনি ছিল তারা পদবাবুও—চুটী কথা বললেও তিনি তাৰ মধ্যে একবার 'ব্রিটিছ্ পলিছি'ব উল্লেখ কৰবেনই ! এই পলিছিৰ সাংঘাতিক ক্ষমতাৰ পৰিচয় তিনি প্রতিদিনকাৰ দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ থেকে শুরু ক'বে মেঘ-বৃষ্টি-বৌদ্ধের আডালেও খুঁজে বাব কবতেন।

অথচ তাঁব মত ইংবেজী শিক্ষাব এমন একান্ত সমর্থকও বেউ ছিল না। সংস্কৃত পড়াব কথা উঠলেই তেলেবেগুনে জলে উঠতেন, 'ঝ্যাটো মাবো—ঝ্যাটো মাবো। ওসব ইকুড়ি মিকুড়ি পড়ে কি হবে বাবা—সংস্কৃত পড়া হলো পৃথিবীৰ উল্টো দিকে ইটা। পৃথিবী যাচ্ছে একদিকে তোমবা চলেছো অন্য দিকে। এখন মাবা পৃথিবীটা পড়ে বেছে এই ইংবেজগুলাব পায়েব তলাব। জ্ঞান-বিজ্ঞান বণবিজ্ঞা যা কিছু বলে না কেন—ওবাই হাতেব মুঠোব পুবেছে। যেমন ব'বে হো ? ইংবেজী শিখে ঐগুলা আগে হাতাও তাবপব অন্য কথা ! সংস্কৃতে আছে কি ? সাংখ্য ? পাতঞ্জল ? বেদান্ত ?—ওবে বাবা, তাও পাবি ইংবেজী পুঁথি পড়লে। ওবা নেখনি কি ? কোন্ বিচ্ছেটা ওদেব আত্মসং কবতে বাকী আছে তাই শুনি ? প্রাণপণে ইংবেজী শেখ—পৃথিবীতে যা কিছু শেখা সব তোব কাছে সহজ হয়ে যাবে। সবসম্বতীৰ ঘবেব বপাট হল ঐ এ-বি-সি-ডি—জানিস বাবা ? ঐ দোব খুলতে পাবিস, গোটা ঘবখানাই তোব।'

শুধু জ্ঞানেব কথাই নয়—প্রয়োজনেব কথাটাই ছিল তাঁব কাছে বড়। বলতেন, 'ইংবেজী লেখাপড়া না শিখলে কোনদিন ওদেব চিনতেও পারবিনি, ওদেব সঙ্গে লড়াতেও পারবিনি। ওদেব সমান হয়ে তবে ওদেব সঙ্গে লড়াই কবতে হবে। বাবণেব মৃত্যুবাণ বাবণের ঘর থেকেই চুবি কবতে হয়েছিল। পুবাণে এসব গল্প যে তৌদেব শিক্ষা দেবাব, জনোই লেখা হয়েছে বাবা !'

প্রতিদিন শুনতে শুনতে কথাটা গভীর ভাবে মূলপ্রসাব কবেছিল পূর্ণবাবুর মনে।

ওঁর দাদামশাই রাখালদাস ন্যায়রত্নের কাছে যেতেন অবসব পেলেই—তঁার নিজের বেশি লেখাপড়ার স্ত্রয়োগ হয়নি—বোধ হয় সেইজন্যই তঁার সাধ হয়েছিল নাতি অন্তত সংস্কৃত শিখে পণ্ডিত হোক। মুখ ফুটে বললেও ছিলেন সে-কথা—পূর্ণাবু কান দেখনি। তারাপদবাবুর কথা প্রত্যহ মনেব ইম্পাতে হাতুড়ি পেটার মত ঝঙ্কার তুলত—দাগও রাখত। তাই শোনাই হয়নি। হয়ত—আজ মনে হয়—দাদামশাই সেদিন দুঃখই পেয়েছিলেন।

কিন্তু শিক্ষা চাই।

একথাটাও তাবাপদবাবু বলতেন। শিক্ষাই মানুষের জীবনে বড় কথা। পয়সা বোজগারেব জন্য কেউ যেন লেখাপড়া শিখতে এসো না। ঐ যে মাঝোয়াড়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকা বোজগাব কবছে—কাব ক-টা ডিগ্রি আছে? না, পয়সা বোজগারেব জন্যে লেখাপড়া শেখাব কোন প্রয়োজন নেই। টাকা চাও? কাঁধে ক-খানা গামছা নিয়ে দশাশ্বমেধেব ধাবে দাঁড়াও—এক টাকাব গামছা বেচলে অন্তত চাব আনা পয়সা লাভ পাবে। লেগে যাও। এক টাকাব গামছা কেনবাবও সম্ভবিত নেই? বেশ ত—রাস্তাব পাশে হাজাব হাজাব নিমডাল আছে—কেউ কিছু বলবে না, একবাশ দাঁতন ভেঙ্গে এনে বসে যাও। কিছু ত হবে—এমনি পাঁচদিন বসলেই বোজকাব খবচ চলেও একটা টাকা মূলধন জমবে। তখন গামছা কেনো। গামছা বেচতে বেচতে কাপড়—তা থেকে মূদীর দোকান। এ-ও ইস্কুলেব মতই ক্লাস ওআন থেকে ক্লাস টেন! কিন্তু সে হ'ল আলাদা পাঠ। লক্ষ্মীব পাঠ।

‘শিক্ষাব উদ্দেশ্য তা নয়। দাবিদ্রাই হ'ল শিক্ষাব গৌরব। এই ত সব মাস্টার—ভিক্ষে কবলেও হয়ত বেশী বোজগাব হ'ত এদেব—এদেব হাত দিয়ে কত বড় বড় লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। জজ মেজেষ্টার—কত কে! তাবা ত কৃতজ্ঞ, তারা ত দেখা হ'লে হাত তুলে নমস্কাব কবে, কেউ হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়েও প্রণাম করে। এই-টুকুই পুৰস্কার। শাস্ত্রে বলেছে বিদ্যাদানের চেয়ে বড় দান নেই। সামান্য দেহের দুঃখ হয়ত পাচ্ছে—কিন্তু এতবড় দান ত ক'বে যেতে পারছে অনায়াবে। সে সৌভাগ্য কি কম?’

কোন অকালপক ছেলে হয়ত প্রশ্ন ক'রে বসত, ‘মাইনে নিয়ে পড়ানোও কি দান মাস্টার মশাই?’

জলে উঠতেন তাবাপনবাবু, ‘মাইনে ? পনেরো কুড়ি—বডজোব ত্রিশ চল্লিশ—এই ত মাইনে। একে ফি ত’বে বিক্রী বলবি ? এ-ও দান। ঐ টাকাতে কাব কী হয় ? অকুতজ্ঞ হোসনি—ঐ কটা টাকা দিয়ে ভাবিসনি যে গুৰুকে কিনে নিয়েছি। এক বৰ্ণ শিখে যদি গুৰুকুপা—শিখা তাকে চিবদিন বাঁধা থাকে পায়।’

এই সব কথাই শুনেছেন পূৰ্ণবাবু—প্রতিদিন। আর শুনেছেন তাঁর বাল্য-কালে। যখন মহাজেই নবম মনে ছাপ পড়ে এসব কথাব। ‘আব নবম না হলেই বা কি ? তাবাপনবাবুর কথা ত নয়—হাতুড়ী। যে-কোন শত্রু লোহাকেও বাঁধিয়ে নিয়েছ ছাচে ফেলতে পাবতেন তিনি।

না—শিক্ষাব ক্ষেত্রে দাবিদ্বা অগৌরব নয়।

ওদের সহপাঠী বড় ছেলেই সত্বে বা ‘ছত্বে’ গেত। নাটোবেব সত্বে, বাদামাটি সত্বে, বিজামৌ সত্বে, প্রাটাব সব—নাটুকোটাদেব সত্বে। কাশীতে তখন অন্ন—শোনদাবনেব মত ডান ভাত আপ একটা নিয়ামিয তবচাবী—খুবই অনাযাস-লভ্য ছিল। বড় ছাত্র গেত—এমন কি মাস্টাব মশাইবাও কেউ কেউ গেতেন। আব তা প্রকাণ্ডে—সবাই চানত, সবাই দেখত। সেটা কিছুমাত্র অগৌরবেব ছিল না। টোলেব বড় বয়স্ক ছাত্রও এইরূপ সত্বে গেত—কাবণ সব অব্যাপকেব অন্নদান কবাব ক্ষমতা ছিল না। স্থানটাব বাবস্থা ত’ত খুব সহজেই কিস্তি থাওবাব অভাব। এসব সত্বে ছাড়া কোন কোন ঠাকুরবাড়ীতেও প্রসাদেব বন্দোবস্ত ছিল কিস্তি মে-সব বাঁধা-বাবস্থা। তাছাড়া ওখানে ত অদ্বিষ্টাংশই শিবমন্দির—শিবমন্দিবে অন্নভোগ নেই। গোপাল কি কৃষ্ণমন্দির কিংবা দেবীমন্দিবে অন্নভোগেব ববাদ আছে।

আহাব বাসস্থান বস্ত্র—সব কিছু দিয়েই দৈন্ত ছিল। খুবই টানাটানি, খুবই বুদ্ধত। তবু কী প্রসন্ন ছিল সবাই। চোখ বুজলে অতীতব যেসব ছোটখাটো দৃশ্য, যে সব আপাত-হাবিয়ে যাওয়া মুখ অকস্মাৎ থেকে থেকে মনেব পটে কটে ওঠে তাতে ঐ একটা কথাই পূৰ্ণবাবু দেখতে পান। প্রসন্ন মুখে সবপ্রকার দৈনিক অজুবিধা অবহেলা ক’বে পৰিপূৰ্ণ মিষ্টাব সন্ধে বিছাচর্চা—জ্ঞানচর্চা ক’বে যাচ্ছে। শিক্ষাই জীবনেব উদ্দেশ্য, শিক্ষাই জীবনেব পৰিপূৰ্ণতা—সার্থকতা।

শিক্ষা বলতে সাধারণ লোক যা বুঝত তখন—অবশ্য সেই শিক্ষাই।

পূৰ্ণবাবুর দাদা-মশাই বেশিদিন টেঁকেন নি। বয়স হয়েছিল চেব—দীর্ঘ দিন

পশ্চিমে ছিলেন বলেই স্বস্থ ছিলেন। পূর্ণবাবু প্রবেশিকা দেবার কিছু আগেই তিনি একদিন অকস্মাৎ মারা গেলেন। শ্রাদ্ধশ্রান্তি চুকে গেলে হিসাব কবতে বসে নীলাজস্বন্দরী দেখলেন যে, যা অবশিষ্ট আছে তাতে কাশী শহরে ছ মাস চলতে পারে, অল্প কোথাও তা-ও চলবে না। তিনি কাশীতেই বইলেন এবং অহাচ্ছ বিধবাদের দেখে দেখে তত্কালীতে স্ত্রীকে কেটে পৈতে তৈরী করতে লাগলেন। যা ছ' এক পয়সা হয়। পূর্ণবাবু ও তাঁর ভাই সত্রে পেতে লাগল। পাড়ার ছ' একটি লোক তদ্বিধ কবে বাঙ্গালাটি সত্রে ব্যবস্থা কবে দিলে। একটি দুব পডবে—তা পড়ুক। ওখানে নাকি গাওয়া ভাল।

তবু পূর্ণবাবু পড়া ছাড়েন নি। তাবাপদবাবু বলেছিলেন, 'না হয় সবাই মিলে হুগুয় ছুদিন উপোস দিবি—লেখাপড়া থববদার ছাড়িস নি। একটা বছরের জন্তে পাসটা দিবি না? একটা পাস না দিলে ভদ্রলোকের ছেলে পবিচয় দিবি কি ক'বে? আর কাছট বা কোথায় কি পাবি? কেবানীগিবি হ'ত জুটতে পাবে তাও ধববাব লোক থাকলে। কিন্তু জীবনটা নষ্ট হ'তে দিবি এমনি ক'বে?'

বলতে বলতে চোখ স্পন্দালু হয়ে ওঠে তাবাপদবাবুর, তিনি বলেই চলেন, 'ইস্কুল কি ছিল এখানে? ইস্কুল ত বসাল ওরাই—নিজেদের মৃত্যুবাণের সন্ধান দিলে নিজেবাই। এক স্বচ্ছ সাহেব—কী যেন, হ্যা—জোনাকন ডানকান তখন এখানকার বাজার, বেদিডেট—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভাবতের গবর্নর জেনারেল—ডানকান তাঁকে ধবে বাজাকে বাজী কবিঘে প্রথম ইংবেজী ইস্কুল বসালে পাত্রীদের দিয়ে। ঐ যে এখন যাকে কুইন্স্ কলেজ বলে। সে হল ১৭৯৩ সালের কথা। তাবপব অবিশ্রী বাঙ্গালীই এখানে ইস্কুল কবলেন—গিদিবপব ভূকৈলাসেব বাজাবা—জগনাবাণ ইস্কুল। সেও হ'ল ধবো ১৮১৪-ব কথা, আর আমাদের এট ইস্কুল বসল বাঙ্গালীদেরই চেষ্টায়—১৮৫৪ সালে, মিউটিনিও তিন বছর আগে। এখন ত কতই হচ্ছে, শুনিছি আবাব চিন্তামণি মুখার্জে বলে একজন কে উঠে-পড়ে লেগেছে বাঙ্গালীর জন্তে এক ইস্কুল কবাব। বেশ কবছে, যত হচ্ছে তত মঙ্গল। ইংবেজী ইস্কুল নয় বাবা—ও ইংবেজ মাববাব কামান ঢালাই হচ্ছে একটি একটি। ইংবেজ তাডাতে হ'লে ইংবেজী পডতে হবে—মানে প্রাণে ইংবেজ হতে হবে। এও তোদের বলে রাখছি বাবারা, যদি কেউ সত্যি সত্যি ইংবেজদের গুণকু নিয়েটু

ইংবেজ হয়ে উঠতে পাবে—সেই এ দেশ থেকে ইংবেজ তাড়াতে পাবে। ভেতবে ভেতবে ইংবেজ হ'লে দেখবি যে সে বাইবেটায় যতটা সম্ভব এদেশী হবে—কাবণ জাতীয়তা-বোধ আমাদের কোনদিনই ছিল না, ওটা ইংবেজদেরই। বিদ্যাসাগর অমনি মানুষ ছিলেন, তাই দেশটাকে এতটা এগিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছেন। আর একজন অমনি মানুষ চাই আমরা। তাহ'লেই কল্লা ফতো।'

ইকুলের পাট যেদিন চুকলো—সেইদিনই পূর্ণবাবুকে বোপ হয় চাকরী বা শিক্ষায় বেরোতে হত যদি না ইতিমধ্যেই ওদের অবস্থা দেখে ফেডমাষ্টার মশাই এক অসাদ্য-সাদন করতেন। অসাদ্য-সাদনই তখনকার দিনে—কাশীতে টিউশনী। একটি ধনী পরিবারের ছ'বছরের ছেলেকে পড়ানো—তাতেই পাচ টাকা মাইনে। যে কোন শিক্ষকই এমন চাকরী পেলে বেচে যেতেন কিন্তু তখন এ বেতনাজ ছিল না ব'লেই ফেড ম'জত না—ফেডমাষ্টার মশাই অনাদ্যসে টিউশনাটিকে পূর্ণবাবুকে ঢুকিয়ে দিলেন। পাচ টাকায় তখন কাশীতে দুটো লোকের চলতে পারত।

পূর্ণবাবু ভাল ভাবেই এন্ট্রান্স পাশ করলেন। আর পড়া গ্রহণ উঠত না যদি না ঈশ্বর একটু মুগ তুলে চ্যাইতেন। ঐ একবারই পূর্ণবাবুর জাপানে হিনি বোধকরি মুগ তুলে চেপেছিলেন। ওন মায় নামাতে ভাই একজন দেড়াত এসেছিলেন কাশীতে—হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে দেয়া হ'লো যাব। তাঁর অবস্থা ভাল—হিনি সব দেখে শুনে সদয় হয়ে বললেন, 'বেশ ত, পূর্ণ যদি আমার ওখানে থেকে গেয়ে পড়তে চান ত চলুক। কিন্তু তোমাদের কী হবে?'

নীলাঞ্জলিন্দরী বড়দিনই ভাবা ছেড়ে দিয়েছিলেন—হতবুদ্ধির মত এত দৃষ্টিতেই তাকিয়ে বইলেন। পূর্ণবাবু এভাবে ভেতবে ভেতবে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, এতবড় স্বযোগ সামান্য সুবিধার জুহা হাতছাড়া হয়ে যাবে? হিনি বললেন, 'ওয়ানে কি টিউশনী একটাও জুঁবে না মামা? যদি মাসে দশটা টাকাও জোড়াত পাবি ত দুটো টাকা নিজেব অন্যে বেগে আটটা টাকা এদের পাঠাবো। তাহ'লেই কাষক্রেণে এবা চালিয়ে নেবে। পাববে না মা?'

মা তেমনিই বিহ্বলভাবে ঘাড় নেড়েছিলেন।

মামা বলেছিলেন, ‘তা হ্যত আমাব অকিসেব বডবাবুকে বললে—কিংবা ‘মুগ্ধ বাবুদের বললেও ছুটো একটা জুটতে পাবে। তা যা জোটে তাই জুটবে। তোমাব হাত খবচও আমি দেব একটা টাকা মাসে। কিন্তু পাস কবতে হবে, মনে থাকে যেন। পাগ কনো, বি.এ-টাও পডাবো,’ নইলে ঐ পযন্ত। আমি এক কথাব মালুম!’

সাথ্বে ও সানন্দে বাজী হয়েছিলেন পূর্ণবাবু। এ-ত হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়া। তাব জন্মে সামান্য-মাত্রও ভয় পেলে চলবে কেন?

মামাই গাড়ী-ভাড়া দিয়ে কলকাতাব নিয়ে এলেন। প্রথমে পূর্ণবাবু ভেবেছিলেন সবটাই উদারতা, মানীও তাই মনে কবেছিলেন—সেজন্ম স্বামীব নিবুদ্ধিতায় কিছু বিবস্ত্রও হাষছিলেন কিন্তু কয়েকদিন পবেই দেখলেন যে স্বামী তাঁব শুধু-শুধুই সামান্য বিত্তে নিয়ে অকিসে অর্থকরী পদ (অর্থাৎ মাইনে ছাড়া ও যে পদে উপবি আছে) অধিকার কবেননি।—কাবণ এখানে আসাব পব একটু একটু ক’বে তাঁব নিজেব তিন-চারটি ছেলেমেয়েব পডাব ভাব সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণবাবুব ঘাড়ে তুলে দিলেন; ‘ও’ব হোব পূর্ণদাকে দেখিয়ে নে না পডাটা’—‘ও পূর্ণ তোমাব ভাইয়েব এই ঝাঁকটা দেখিয়ে দাওনা বাবা’—এই ভাবে। পূর্ণ ‘না’ বলতে পাবেন নি—বিবস্ত্রও হননি। কৃতজ্ঞতাব কিছু মূল্য তখনও মানুষেব জীবনে ছিল।

তবে বাইবেব, টিউশনীব সময় কমে গেল। মামা সকালে বিকেলে ছুটো টিউশনী জুটিয়ে দিলেন, একটি ছ’ টাকা ও একটি চাব টাকা। ছ’ টাকাব টিউশনিতে ছাট ছেলে—আব চাব টাকায় একটি। এতগুলি পড়িয়ে (মামাতো ভাই-বোনদেব নিয়ে সাতটি) আব সময় থাকত না একটুও। গভীর বাত্রে নিজেব পড়া পডাবাব সময় হ’ত। তাও আলো পাওয়া যেত না—সামান্য ‘সেজ’—এব আলোয় রাত দেড়টা দ্রুটে পযন্ত পড়তেন। আবাব ভোব বেলাই উঠতে হ’ত। তবু পূর্ণবাবু তাতে কষ্ট বোব কবেন নি কখনও—বরং মনে মনে যেন একটা আনন্দই বোধ কবতেন। পড়তে পাবছেন এই ত কত সৌভাগ্য। ছাত্রদেব অধ্যয়ন হ’ল তপস্যা। তপস্যা তি এতই সহজ? সম্পূর্ণরূপে নিজেব দেহকে ভুলে গিয়ে এই তপস্যায় আত্মনিয়োগ কবেছিলেন পূর্ণবাবু। ..

কিন্তু বোধ হয় সকল তপস্যাতেই ঈশ্বব বিদ্রষ্ট করেন। পূর্ণবাবু সামান্য

মাহুষ, সামান্য তাঁর তপস্যা—লক্ষ্য আবও ছোট, তবু ঐকান্তিকতার অভাব ছিল না ব'লেই বোধ কবি ভগবান তাঁর স্বর্গলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ বনাবীকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন ওঁর তপোভঙ্গের জ্ঞাত।

সে-ই ওঁর জীবনের একমাত্র বোম্বাস। একমাত্র আনন্দ-স্মৃতি।

পূর্ণবাবু জীবনে কোন ব্যর্থতার জ্ঞাত কখনও বেদনা অনুভব করেননি এককাল—শুধু তকবালার স্মৃতিটি কখনও কোন অবসর-মুহুর্তে মনে এগেই বেদনায় টনটন করে উঠত সমস্ত অন্তরটা।

ঐ ফোভটুককে কিছুর্তেই জয় করতে পাবেননি।

তকবালার বৃষ্টি দেবতারও আকাজ্জিত ধন।

## ৭

তকবালার সঙ্গে ওঁর প্রথম পরিচয় এফ-এ পরীক্ষার মাত্র মাস-দু'টা আগে। ওঁর চার টাকা ব্যবস্থার সে ছাত্র নবগোপাল, তকবালার তাবই দিদি। নবগোপালের দিদি আছে জানতেন তিনি, কারণ তার বাবা প্রায়ই ছাত্র-সমাজে, 'মেয়েটা আমার খুব লক্ষ্মী, জানো বাবা কিন্তু ছেলেটা যে কোথা থেকে এমন বদ হ'ল তা জানি না। আর তেমনি বেটির লেখাপড়াও চাড—একেবারে লক্ষ্মী-দলখই।'

ছেলেটা অবশ্য এমন কিছু বদ নয়—একটি বেশী চঞ্চল। কিন্তু দৈর্ঘ্য ত হওয়াই ভাল। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতেন পূর্ণবাবু সবিনয়ে।

'একটু? বীতিমত চঞ্চল। ওতে কি লেখাপড়া হয়। তুমি আমার মেথেকে ছাখোনি বাবা—ভাবি শাস্ত, আর ভাবি লক্ষ্মী।'

কিন্তু দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না—কারণ তকবালার পড়ত মহা-কালী পাঠশালায়। বাড়ীতে পড়াবার দরকারই হ'ত না। দেখা হওয়ার অল্প স্তযোগ-সুবিধাও অত স্থলভ ছিল না। তখন ভাইদের পড়ার ঘরে পুরুষ মাস্টারের সামনে গিয়ে বোনদের দাঁড়ানো—খুবই শিশু-বয়সের মেয়ে ছাড়া—দোষের ব'লে গণ্য হ'ত।

দেখা হ'তও না কোনদিন হয়ত—দূৰ থেকে ছাড়া, যদি না পূৰ্ণবাবু ভাগ্য-দেবতা ঔঁৰ জীবন নিয়ে এই নিষ্ঠূৰ গেলা গেলতে চাইতেন।

মেয়ে বড় হয়েছে, এগাবো থেকে বাবোষ পড়ল—ছকুম এল মেয়েৰ ঠাকুমাৰ কাছ থেকে—‘ইকুল ছাডিয়ে নাও, পড়াতে চাও বাড়ীতে ব্যবস্থা কৰো।’ মেয়ে কান্নাকাটি কৰলে—বলতে গেলে আহাব-নিদ্রা ছেড়ে দিলে কিন্তু ঠাকুমাৰ ছকুম পাল্টালো না। তকব বাবা ইকুল ছাডিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। বিশেষ ক’বে মেয়েৰ বিয়েৰ তাগাত আসছিল বছদিন থেকেই—নিজেৰ স্বভাব-সিদ্ধ আলস্তেৰ জগুই পেৰে ওঠনি পাত্ৰ ঠিক কৰতে—সেইটেই যথেষ্ট অপবাদ—তাব ওপৰ এ আদেশ অমাত্য কৰতে তাঁৰ সাহসে কুলোল না।

অবশ্য ভদ্ৰলোক—কী যেন নাম—মনে পড়েছে, প্ৰাণগোপালবাবু—মেয়েকে ভালবাসতেন খুবই, দিন-কতক ঘটা ক’বে নিয়ে বসলেনও পড়াতে। কিন্তু সে সদিচ্ছাটা বেশিদিন স্থায়ী হ’ল না। চিবকাল তাঁৰ অকিসেৰ কেবল জ্ঞান ক’বে সববৎ আবদ্ধ থেবে গিলে-কৰা পাঞ্জাবী গানে দিয়ে ছড়ি নিয়ে বেবোনো অভ্যাস—অন্তত পূৰ্ণবাবু বৰাবৰই তাই দেগেছেন (কোথায় যেতেন তা পূৰ্ণবাবু আত্মও জানেন না)। সে অভ্যাস তাগ কৰা গেল না। সকালে সময় হওয়া অসম্ভব, কাৰণ তিনি উঠেই আটটিব সময়।

মেয়েকে পান্নো বন্ধ হ’ল কিন্তু পড়া বন্ধ হ’ল না। নবগোপাল এসে প্ৰাণই গল্প কবত—জানেন মাস্টাৰ মশাই, দিদি নিজে নিজেই আঁক কয়লাব চেষ্টা কৰে আব য়। পাবে না তখন কেঁদে ফেলে।’

এন শুনে একদিন পূৰ্ণবাবু বলেছিলেন ছাত্ৰকে, ‘তোমাৰ দিদি কি অঙ্ক কয়তে পাবে না—আমাৰ কাছে পাঠিয়ে দিতে বুলো—আমি কমে দেবো খাতাত। পড়ে দেগে বুঝতে পাবেন না?’

সঙ্কোচেৰ বাবে আত্মক মাথা কুটছিল—এইটুকু প্ৰশ্নয়েই বোধ ভাঙল। খাতা হাতে ক’বে দিদি এফদিন নিজেই দেখা দিলে।

ওকে দেখে একদিনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পূৰ্ণবাবু।

সুখী খুবই—তবে এমন কিছু সুন্দরী নয়। কিন্তু তাব সেই বাবো বছৰেৰ বালিকা দেহটিকে ঘিৰে এমন একটি স্নিগ্ধ শান্ত লক্ষ্মীশ্ৰী বিবাজ কবত যে সেদিকে



চাইলেই নিমেষে চোখ জুড়িয়ে যেত। এত শান্ত, এত ভদ্র—এত মিষ্ট স্বভাব, পূর্ণবাবু আর কাবও মনো দেখেন নি। আর তেমনি মেধা। ইঙ্গিত মাত্রে বুঝতে পারে, বুঝতে পারলে আর কখনও ভোলে না।

পূর্ণবাবুর মনে হ'ল এ মেনেকে পড়ানোর জ্ঞান নিজের পড়া বন্ধ হ'লেও ক্ষতি নেই।

সেদিন আর কিছু বোঝেন নি। তাঁর বয়স সত্তেরো, মেয়েটির বয়স বাবো। এখনকার কালের হিসেবে বালক-বালিকা, তখনকার দিনে অবশ্য ঐ বয়সে অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও বদ্বন্ধ হয়ে পড়ত ছেলেমেয়েরা—কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পূর্ণবাবু একটু কম পাকা হ'তে পেরেছিলেন; তিনি যে ভালবেসেছিলেন তা তখন বোঝেন নি—ভাল লেগেছিল এইটুকুই জানতেন।

অন্তঃপুরে খাবড়া পৌছতে তরুণ মা নিষেধ কবলেন—শাসনও কবলেন কিছু, কিন্তু প্রাণগোপাল সম্মুখে বললেন, ‘তা কি আর হবে বড় বৌ—ছদিন পনেই ত নিয়ে হয়ে পেরে বাড়ী চলে যাবে—পড়ার শয় হবেছে মিটিয়ে নিক। মিছিমিছি অকাবণ মেয়েটাকে কাড়িও না। পূর্ণ ছেলে ভাল, আর কে-ই বা অত জানছে যে নিন্দা হবে।’

পেরে মাসে মাইনে দেবার সময় পুরো পাঁচ টাকাই দিলেন। একটু প্রসন্ন হয়ে বললেন, ‘পাগলী বেটি নাকি হোমার্দে বড় জালতন করে? তা একটু-আধটু দেখিয়ে দিও বাবা।’

এক টাকা মাত্র বেশি। কিন্তু সে এফ টাকা না পেলেই খুশী হতেন পূর্ণবাবু। তরুণালাকে পড়ানোর জ্ঞান মাইনে—ছিঃ।

তরুণালাকে পড়ানো নেণার মত পেয়ে বসল পূর্ণবাবুকে। তিনি ভুলেই গেলেন যে মাত্র ছতিন মাস পরে তাঁর নিজের পত্নীক্ষা। পড়াতে অবশ্য আর কতটাই বা সময় নেওনা যায়—কিন্তু যে চিন্তা বাকী অবসর সময়কে মোহগ্রস্ত ক'বে বাসত, অনেক সময় নিজের পড়বার বই নোনাই থাকত, পড়া হ'ত না এক পৃষ্ঠাও।

এব যা ফল হবার তাই হ'ল। এফ-এ পৰীক্ষায় পূর্ণবাবু ফেল করলেন। লেখাপড়া ঐখানেই পড়ল ইতি। মামা এক কথার মাছুষ—তিনি আব পড়া খবচ দেবেন না। কাশীতে ওদের দিন চলছে না—সেখানে আবও কিছু টাকা পাঠাতেই হবে। এখানের পড়ার খবচ চালায় কে? এই পৰীক্ষায় ফিদের টাকা জমা দিতেই বহু অগ্নীতিকব কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে ওব মামীব কাছে।

‘অত টিউশিনী ববছে, মাসে একটা ক’বে টাকা জমাতে ত এ টাকাটা জমে থাকত। তা নয়—তোমাকে যেমন বোর্ডম্বর পেয়েছে—খুব দুখে নিচ্ছে।’ ইত্যাদি—

সন্তবান উপার্জন করতেই হবে। ভাই-বোনদের প্রতিও কর্তব্য আছে। তাদের লেখাপড়া হয় ত হোক। ওব যখন হ'লই না।

কী কাজ খুঁজলেন?—কোন কাজ কববেন?

কোন দিগা ছিল না পূর্ণবাবুর মনে। মাস্টারবীই কববেন তিনি।

মামা চেয়েছিলেন তাঁব অধিসে টুবিগে দিতে। মাইনে আপাতত পনেরো টাকা হয়ত হবে কিন্তু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উপবি আছে এখন থেকেই।

এই কৃতজ্ঞতাব সূত্রে বিনা মাইনের মাস্টারটিকে চিবকাল বেঁধে রাখবাব ইচ্ছাই হয়ত এ প্রস্তাবের মূলে ছিল প্রেবণা হয়ে—কে জানে। কিন্তু পূর্ণবাবু বাজী হন নি।

‘মাস্টারবী? তুই কি পাগল হয়েছিস? মাস্টারবীতে কি আছে? চিবতীবন দুখে কাটবে। তাছাড়া কী-ই বা লেখাপড়া শিখেছিস তুই যে মাস্টারবী কববি? এফ-এটা পাস কবলেও যা হয় হত।’

কিন্তু সদানয় পূর্ণবাবু এই একটি স্থানে কঠিন হয়ে বইলেন। তাবাপদবাবুর শিক্ষা তাঁকে পিটিয়ে কঠিন কবেছিল—তিনি জানালেন, যা হবার হবে, তিনি মাস্টারবীই কববেন।

খোঁজাখুঁজি ধব-পাকডেব পব একটা মাস্টারবী পাওয়া গেল। মাসিক বুড়ি টাকা মাইনে।

সেই টাকাটাই সেদিন মনে হয়েছিল ঢেব। কুবেবেব ঐখর্য। ছেলেপড়ানো-গুলো ত রইলই।

ভাড়াটে ঘব খুঁজে মা-ভাইদের আনাবাব ব্যবস্থা কবলেন। এক কথায় শুক হ'ল তাঁর সংসার, শুক হ'ল তাঁর নিজস্ব জীবন। নিজেব পথে নিজেব ইচ্ছায় সে জীবনধারাকে চালিত কববেন তিনি।

কিন্তু সেদিন কি শুধু মামাই প্রস্তাব কবেছিলেন চাকরীর ?

তাঁর এই শিক্ষকতা কবাব ছেদ বাগতে গিয়ে কি চব্ব ম স্মার্ত্তাংগই কবেননি তিনি ?

প্রাণগোপালবাবুর বড় একটা এসব তুচ্ছ কথা বোঝাল থাকত না কিন্তু হৃদয় অদৃশ্য কোন ইঙ্গিতেই তিনি একদিন ওদের পড়াব ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হৃদয় তরুণালব মশ্রু দৃষ্টতে শ্রদ্ধা ছাড়াও কোন গভীরতব মনোভাবের ইঙ্গিত পেয়ে তরুণ মা-ই পবুদ কবেছিলেন প্রাণগোপালবাবুকে। প্রাণগোপালবাবু নিমিটপানেক মিশ্রব্দে দাড়িয়ে থেকে ছড়িটা মোটা কপাটে ঝুলিয়ে বেখে ছেন-মেয়েছে বলেছিলেন, 'তোবা একদাব ভেতবে যাতো—আমি মাস্টার মশাইবে মশ্রু কথা বলি একটু।'

শক্তি হযে পড়েছিলেন পূর্ণবাবু। কী এমন কথা। তবে কি তাঁর আচরণে কোন বৈমাদৃশ্য দেখা গেছে। বা কর্তব্যে কোন অমনোযোগ ?

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হ'নি তাঁকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণগোপালবাবু প্রশ্ন কবেছিলেন, 'তুমি না এক-এ একজামিন দিয়েছিলে বাবা ? কি হ'ল তাব ?'

মাথা নিচু ক'বে পূর্ণবাবু উত্তব দিয়েছিলেন, 'ফেল কবেছি।'

'ফেল কবেছ ? ইন্। ছেলেমানুষ—। ফেল কবলে কী ক'বে ? তোমাব ত বেশ ভালো মাথা বলেই মনে হ'ত ?'

তাবপবে আব উত্তবেব অপেক্ষা বাখেন নি। পুনশ্চ প্রশ্ন কবেছিলেন, 'তাবপব ? এগন কি কববে ?'

মাথা ছেঁট ক'বেই পূর্ণবাবু বলেছিলেন, 'একটা মাস্টারী পেয়েছি—আপাতত তাই কববা।'

'মানে পড়াশুনো আব কববে না—কেমন ত ? তা ভালই—মিছিমিছি সময় নষ্ট। সেই যখন চাকরী-বাকরীই কবতে হবে। তা মাস্টারী কেন ? ওতে কাজ

নেই, বরং ভাল একটা চাকরী ছাণো—বলো ত আমিও চেষ্টা দেখতে পাবি।’

পূর্ণবাবু মাথা হেঁট ক’বেই ছিলেন। কথা বলেন নি।

কিন্তু দিনকতক পরে যখন প্রাণগোপালবাবু চাকরীর প্রস্তাব নিয়ে এলেন—  
পঁচিশ টাকা মাইনে—পরে বাড়বে—চাই কি বড়বাবু হওয়াও বিচিত্র নয় একদিন  
—তখন আর চূপ ক’বে থাকা চলেনি। কথা বলতে হাড়েছিল।

‘আজ্ঞে, আমার মাস্টারবীঠ ভাল লাগে। অফিসের চাকরী আমি কবব না।’

‘এঃ—তুমি একটা আস্ত পাগল। চাকরী পেলে কি কেউ মাস্টারবী কবে  
নাকি? কী আছে ‘ওতে? ওসব মতলব ছাড়ো, কালই একটা দরখাস্ত লিখে দিও  
দিকি, বরং মুহূৰ্বেদেটা ‘আমিই ক’বে দেব—’

সবিনয়ে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে পূর্ণবাবু জানিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতের কোন স্বর্ণ-  
স্বপ্নেই তিনি তাঁর বেছে নেওয়া পথ ছাড়তে বাজি নন।

তখন আসল প্রলোভনটাই সামনে তুলে দিবেছিলেন প্রাণগোপালবাবু—  
জানিয়েছিলেন তাঁর কল্পনা। পূর্ণবাবু তাঁদেরই স্বজাতি—পান্টি ধব। তাঁর ইচ্ছা  
তিনি পূর্ণবাবুর সঙ্গে তরুণাবাবু বিবাহ দান। চাকরী তাঁর নিজেই ‘অফিসে,  
উন্নতিও কতকটা তাঁর হাতে—বেশি দেবী হবে না মানিক আয়টা একশ’ টাকাতে  
পৌছতে। আর কি চায় পূর্ণ। তবে একথাটাও আকাংক্ষা ইঙ্গিতে জানিয়ে  
দিবেছিলেন প্রাণগোপালবাবু যে তাঁর অত আদরের মেথেকে ইঙ্কল-মাস্টারবাবু  
হাতে তিনি দেবেন না। বিশেষত যখন ওর এই অবস্থা—না চাল না চলো—  
না কিছু।

সেদিন একটু টলেছিলেন বৈদিক পূর্ণবাবু।

সাবাবাত সেদিন ঘুমোতে পারেন নি—পাংচাবি করেচি, ঘান ছাদে। এক-  
দিকে ওর আদর্শ, তারাপদবাবুর শিক্ষা—আর একদিকে স্বীকৃতির সবচেয়ে প্রলোভন।

এ কী পরীক্ষার ফেললেন তাঁকে ভগবান। এখন কি কববেন তিনি?

তরুণাবাবু? তাঁর আত্মার আনন্দ, তাঁর প্রাণের আনাম।

কোনদিন ভুল হয় না তাব, পড়াতে গেলে প্রথমেই পাখা হাতে ক’বে এসে  
বসে বাতাস করতে, যতক্ষণ না গায়ের বায় জুড়োয়। কোনদিন ভুল হয় না তাব

পূর্ণবাবুৰ বাডী চলে আসবাব সময় প্রণাম কবতে। তাৰ সেই দীৰ্ঘ পক্ষাচ্ছাদিত চোপেৰ কী যে শ্ৰদ্ধা, কী যে প্রীতি নিযত উৎসাবিত হ'ত থাকে—তিনি যতক্ষণ তাৰ দৃষ্টিসীমায় থাকেন।

প্রতিটি কাজে তাৰ কী নিপুণতা। কোন দিন কোন উপলক্ষে জলখাবাবৰ ব্যৱস্থা থাকলে কি যত্ন ক'বে আসন পাতে, ঠাঠি কৰে এবং খাবাব এনে সাজিয়ে দে। হাতে জল ঢেলে দেওৱা খেকে, আচমনেৰ শেষে পা ধুইবো দিয়ে পা মুছিয়ে দেওৱাৰ মধ্যে শুধু কি স্নানিকা, তাৰ সঙ্গে কি ঐকান্তিকতাটো কম—নিজেৰ অন্তৰেৰ ?

সেই তকুৱালা তাৰ হৰে। তাৰই জীবনসঙ্গিনী, তাৰ গৃহিণী—? তাৰ অন্তঃপুৰে খেকে তাৰ স্তম্ভাচ্ছন্দ্যৰ বিধান কৰবে, এমনি অশ্লিত সেৱা কৰবে চিবকাল ?

হিসেব জ্ঞাত এ স্তূৰ্ণভ সৌভাগ্যেৰ সম্ভাবনা হাতে পেৰেও ছাড়বেন তিনি ? কি দিতে পাবে তাকে তাৰ আদৰ্শ ?

তবু সাবাবাত চিন্তাব পৰ সেদিন তাৰ কাণে তাৰ আদৰ্শই জ্বলি হৈছিল। এতদিনেৰ স্বপ্ন-কল্পনা, এতদিনেৰ শিক্ষা ও জীবনব্রতকে ছাড়া সম্ভব হয়নি।

তকুৱালাকেই ত্যাগ কৰেছিলেন সেদিন। সেই সঙ্গে ছেড়েছিলেন লক্ষীকে—চিবদিনেৰ মত নিজেৰ স্তম্ভাচ্ছন্দ্য-সৌভাগ্যেৰ সম্ভাবনাৰে।

‘না’ই ব’লে নিয়ে এসেছিলেন প্রাণগোপালবাবুকে, তাৰ পৰদিন খেকে আৰ পড়াত ও যাননি। বেশি দিন হাত যাওৱা সম্ভবও হ’ত না—কাৰণ এই একেবাবে দক্ষিণপাড়া চাকৰী ক’বে অতৰবে পড়াত যাওৱা পোয়াত না। তবু সেইদিন যোৱাই ছেড়েছিলেন—লোভ বড় বলবান।

থান্ন প্রথম সংগ দেখা দিয়েছে, আত্ন প্রথম মনে হৈছে—সেদিন তিনি ভুলই কৰি লেন, নিবুৰ্জ্জিতাৰ চৰম পৰিচা দিয়েছিলেন সেদিন।

সব ভুল, সব বুধা।

সে দেৱতাকে আজীবন পূজা কৰেছিলেন, বুকেৰ সমস্ত বক্ত দিয়ে—আজ তিনি শুনলেন বিমলেৰ মুখে যে সে দেৱতা সেখানে নেই। বেদীমূলে ফুল বিশ্বপন্ন দিতে দিতে নিচেৰ দিকে চোপ ছিল, ওপৰেৰ দিকে তাকিয়ে দেখেনি তাই, যে কখন সে দেৱতা অন্তহিত হৈছে। কিংবা আদৌ সে দেৱতা ছিল কিনা !

সাবাদিন ধরেই মনটা তিক্ত হয়ে বইল বিমলেন। কাৰণ আঘাত যতটা সে দিয়ে এসেছে তাৰ অনেক চেয়ে বেশি পেয়েছে সে নিজে। পূৰ্ণবাবুকে সে শ্রদ্ধা ক'বে এসেছে চিবকাল। কোন্ অলক্ষ্যে সে শ্রদ্ধা একদা প্ৰীতিৰসে দিক্ত হয়ে গিয়েছিল তা বোধ কৰি সে নিজেও টেব পাৰনি। স্বত্বাং, এমনিতেই তাঁকে আঘাত দেবাব বেদনা তো আছেই। তাছাড়া আছে নতুন ক'বে নিজৰ সম্বন্ধে সচেতনতা। যে খোঁড়া সে খুঁড়িও চলতে চলতে ক্ৰমশ নিজেৰ গঙ্গতাব কথা ভুলেই যায়। নতুন কোন আঘাতে সচেতন হ'লে শুধু যে সে আঘাতেৰ ব্যথাটা অন্তৰ্ভব কৰে তাই নহ—এত দিনেৰ সমস্ত বেদনাৰ ইতিহাসটাও নতুন ক'বে তাৰ মনে পড়ে। বিমলেন হেঁচিল হাই। জীবনেৰ ব্যৰ্থতা ও আশাভঙ্গৰ বেদনা—প্ৰত্যহেৰ নিত্যনিৰ্মিত-তাৰ ও কৰ্মব্যস্ততাৰ একবকম ভুলে ছিল, অন্তত অন্তত্বটিটা গিয়েছিল পানিৰটা। অসাড় হয়ে। আজ এই আঘাতে নিজেৰ জীবনেৰ গংগতা যেন নতুন ক'বে প্ৰিয় বেদনা নিয়ে জেগে উঠেছে ওব মনে, নতুন ক'বে সেই সমস্ত ক্ষোভ আৰ ঘানি স্ত-বিক্ষত কৰছে ওব সাৰা অন্তৰকে। কিছুতেই তাই যেন সেদিন স্থিৰ থাকতে পাৰল না ও—কোথাও। পেতে বসে উঠে গেল পাওয়া অসমাপ্ত বেগে, উত্তৰ দিল না কাবও কথাৰ, শেষ পৰ্যন্ত একটু বোদ পড়েতেই সে দেবিয়ে পড়ল, তখন থেকে বাত এগারোটা অবনি পাগলেৰ মত গুড়ে বেডাল সে। একটা অশ্রান্ত বিক্ষোভ যেন অহবহ ওকে ঠেলছে সামনেৰ দিকে—কোথাও ওব শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই।

পৰেৰ দিন স্নানাহাৰ ক'বে সে যখন অফিসে এল তখন আগেৰ দিনেৰ তিক্ততা আৰ না থাকলেও তাৰ কটু স্বাদটা যেন একেবাবে যায়নি। যেন একটা অবসাদ আজ আচ্ছন্ন করেছে তাকে, আগেৰ দিনেৰ সেই উদ্ধাব মত গতিবই প্ৰতিক্ৰিয়া বোধ হয় এটা।

কালকেৰ একটা জৰুৰী ফাইল সাৰতে হ'ল অফিসে এসেই। এটা শনিবাব দেবাব কথা ছিল, দেওয়া হ'ল। অফিসে ঢুকতেই ওদেৰ সেবশ্বনেৰ স্পাৰিন্টেণ্ডেণ্ট শবংবাবু শুনিয়ে দিলেন যে, এখুনিই খোদ ছোট সাহেব অৰ্থাৎ

ডি-এ-জি তলব কববেন ফাইলটা। ওটা ক'বেই দিতে হবে।

অভ্যস্ত হাত চলে কোনমতে। মস্তিষ্ক অবসন্ন হয়ে যেন ক্লান্ত চোখ দুটি মেলে থাকে—নিষ্কণ্ট উদ্যোগীনের মত। পনেরো মিনিটের কাজ আধ ঘণ্টায় শেষ ক'বে ফাইলটা পাঠিয়ে দিয়ে দোজাস্তজি চেগাবে তেলান দিয়ে বসে বিমল। আগেকার দিন হ'লে বাজেব একটা 'শো' তাকে বজায় রাখতে হ'ত অন্তত। এনে, অর্থাৎ স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্ব, তার আব দরকার হ'ত না। চাবিদিকেই এই ভাল, কেউ খবরের কাগজ পড়ছেন, কেউ পান-পাওয়া দাত খুঁটছেন কেউ বা পাশেব টেবিলেব সহকর্মীর সঙ্গে উচ্চকণ্ঠেই গল্প কবছেন। বাবোটার পূর্ব চা পেয়ে ওটা ফাইল খুলবেন। জু' একজন যাবা এখন কাজ কবছেন তা'বা আবাব ঐ সময়ে উঠে পড়বেন। কেউ যাবেন হাওডাব হাটে কাপড় কিনতে, কাবও বা বড়বাজার থেকে ডাল-মশলা কেনা দরকার, কেউ বা এমনিই অত্যা সেকশনে গিয়ে গল্পেব আসর জমাবেন।

শ্রান্ত বিমল এদের দিকেই তাকিয়ে বইল বটে কিন্তু এই অফিস, এই পরিবেশ—এ সবে তার মন ছিল না। ওব মন চলে গিয়েছিল বহু দূরে—ওব ছেলেবেলায়। পূর্ণবাবুব কথাই ভাবছিল সে। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন পূর্ণবাবু। মাস্টারি কবতে এসেছিলেন তিনি, আগ্রহ উত্তম অব্যবসায়—ফোনটাই তাঁব কম ছিল না, তবু তিনি যে মাস্টারিতে বেমানান ছিলেন আজ বিমল সেটা বুঝতে পাবে।

ছেলেবেলাকাব কথা হ'লেও মনে আছে বৈকি। পূর্ণবাবুব অদ্ভুত কৌতূহল ছিল কলকাজাব প্রতি। পাড়ায় প্রথম সেদিন ছাপাপানাব যন্ত্র এল, প্রথম সেদিন তেলের কল বসল—সেদিন ছেলেমানুষেব মতই আকাব নিদ্রা ত্যাগ ক'বে পূর্ণবাবুকে দাডিয়ে থাকতে দেখেছিল। কোন্ 'নাট'টির সঙ্গে কোন্ বস্তু বসল, ফোন্ লিভাবে কাকে ঠেলা দেবে—এ খুঁটিয়ে না দেখে তার তৃপ্তি ছিল না। তিনি যেন নিঃশ্বাস বোধ কবে দেখতেন। কলগুলো চালু হ'লে তবে তার নিঃশ্বাস পড়ত।...

শুধু কি তাই?

আকবাব হাতও ছিল পূর্ণবাবুব খুব ভাল। তাই ওদের ডুগি ক্লাসটা তিনি স্বেচ্ছায় নিজে নিতেন। অন্তত বিমলদের সময় পর্যন্ত নিতেন, তাবপূর্বের কথা আব

সেজ্ঞানে না। কিন্তু প্রথম প্রথম দু-একটা গেলাস প্রদীপ ছাতা আঁকানোর পবই তিনি ওদের আঁকতে দিতেন নানা রকমের কলকল্লা। কখনও গোটা কল—কখনও বা তার অংশ। রেলের ইঞ্জিন, তেলের কল থেকে গুরু ক'বে কত কি। মন থেকেই আঁকতেন তিনি, বোর্ডে এঁকে দিয়ে অনেক সময়ে বুঝিয়েও দিতেন কোনটা কি—কি করে কাজ চলে সে সব যন্ত্রের। কোন কোন ছেলে বাগ কবত—কিন্তু অধিকাংশ ছাত্ররই এগুলো বেশি ভাল লাগত। ড্রয়িং-বুকের একঘেষে আঁকা তাদের পছন্দ হ'ত না।

এ নেশা পূর্ণবাবুর নাকি আশৈশব।

পূর্ণবাবুর মুখেই শুনেছে সে। কলেজে পড়ার সময়ে গুঁব মামার বাড়ীর পাশে এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিল। সে তাদের বাইবেল ঘবে বসে নক্সা আঁকত নানা বকম। দেখে দেখে পূর্ণবাবুর আগ্রহ এত অদম্য হয়ে উঠল যে স্বাভাবিক সংকোচ দমন ক'বে একদিন সেদেই এগিয়ে গেলেন তার বাড়ী এবং আলাপ করলেন। দু-চার দিন সময় লেগেছিল গুঁব জিনিসটা বুঝতে। তারপর তিনিই সে ছাত্রটির গুরু হয়ে উঠলেন। 'ওব ভুল-ত্রুটি ত্রো দেখিয়ে দিতে লাগলেনই, তাকে সাহায্যও কবতে লাগলেন। অনেক সময় তার টাস্ক-ড্রয়িং পূর্ণবাবুই এঁকে দিতেন।

সেদিন যে-বিভা আয়ত্ত কবেছিলেন তা দীর্ঘকাল পরেও মনে ছিল। গুঁব বাড়ীর পাশে বহুব কতক আগে যাদবপুর কলেজের একটি মেস হগেছিল, ক্রমে তা দুটো তিনটে বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে। বহু ছাত্র থাকত কাছাকাছির মধ্যে। কি ক'রে তাদের ভিতরও পূর্ণবাবুর খ্যাতিটা ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু ছেলে আসত গুঁকে দিয়ে নিজেদের ড্রয়িংগুলো বুঝিয়ে নিতে বা কবিয়ে নিতে। কখনও কখনও পূর্ণবাবুই রাত্রে গিয়ে হাজির হতেন ওদের মেসে। 'ওদের সাহায্য কবতেন, বুঝিয়ে দিতেন।

আর একবার, এই বুদ্ধ বয়সে—বিমল তখন কলেজে পড়ছে—এক ইঞ্জিনীয়ার এসেছিলেন ওদের পাড়াঘ। বড় বিলাতি ফার্মে চাকরি কবেন, মোটা মাইনে। সেই ফার্ম বুঝি কোন্ একটা বড় পোল মেবামতের কনট্রাক্ট পায। বিলেত থেকে কনসাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার এসে দেখে শুনে প্ল্যান তৈরী ক'বে দিয়ে গিয়েছিলেন। সে প্ল্যানের সবটা এ ভদ্রলোকের মাথায ঢুকছিল না। কার মুখে যেন থবব পেয়ে



পূর্ণবাবু গিয়েছিলেন একদিন। যথেষ্ট সবিনয়েই প্রার্থনা কবেছিলেন প্ল্যানটা দেখবার কিন্তু তবু ভদ্রলোক প্রথমটা চটে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। ধুটতা মনে কবেছিলেন। ওঁর এই দুঃসাহসকে, প্রশ্ন কবেছিলেন সোজাসজি—‘কতদূর লেখাপড়া কবেছিলেন?’ কিন্তু পূর্ণবাবু দুই হাত জোড় কবে বাববাব এত বিনীতভাবে নিজেব আচরণেব জন্য মাপ চেয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত প্ল্যানটা ওঁকে আকিস থেকে এনে দেখাবাব প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ভদ্রলোক।

প্ল্যানটা দেখে পূর্ণবাবুও প্রথমটা কিছু বুঝতে পাবেন নি, আবাবও সবিনয়ে নিজেব ধুটতাব জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক’বে চলে এসেছিলেন, কিন্তু বাড়ীতে এসে দুদিন পরে দিনবাত ভেবে ভেবে এক সময়ে সবটা পবিস্কাব হয়ে গিয়েছিল। তাবপব—আকিনিডিসেব মত বিবস্ত্র অবস্তাব না হোক—তেল মেখে মাথায় জল ঢালবাব আগেই ছুটেছিলেন ভদ্রলোকেব বাড়ী এব’ কি কাবণে বুঝবাব তাঁব অস্থবিধা হয়েছিল সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সে ইঞ্জিনীবাব অবাচ হয়ে গিয়েছিলেন, অনেকক্ষণ তাঁব মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি। তাবপব বলেছিলেন, ‘আপনাব ইঞ্জিনীবাবি’-এ এমন মাথা, আব আপনি কি না গেলেন বাংলা ইস্কুলে গোক ঠেঙাতে। এই কবেই আমাদের দেশে ট্যালেন্ট নষ্ট হচ্ছে।’

সত্যিই আজ বিমলও তাই ভাবে—কি ট্যালেন্টটাই না অপচয় কবলেন পূর্ণবাবু। ইঞ্জিনীবাবি’-এ গেলে আজ কতদূর উন্নত পাবতেন। ওঁর ঐ ভাগ্যেব প্রাসাদে ফেলান দেওয়া মাটির ঘবে থাকতে হ’ত না, নিজেই প্রাসাদ তৈরী কবতে পাবতেন।

শুধু নিজেব হৃদয়বৃত্তিকে উৎসর্গ ক’বেই ক্ষান্ত হননি আদর্শেব চবণে, নিজেব প্রতিভাকেও বলি দিয়েছেন।

‘ক্রিমিনাল অফেন্স।’ মনে মনে গজবাতে থাকে বিমল। কালকেব ব্যাখাটা যেন নতুন কবে মাথা তোলে আবাব।

চমক ভাঙলো বিমলেব, পূর্ণিমা এসে তাব সীটে ধপাস ক’বে বসে পডাতে। ওবই পাশের টেবিলে কাজ কবে পূর্ণিমা। ঠাণ্ডা স্বভাবেব মেয়ে। দেখতে চলনসই

গোছের স্ত্রী। অনেকগুলি পোষ্য বাড়ীতে—তাই ইন্টারমিডিয়েট পাশ ক'রে বি.এ. পড়তে পড়তেই চাকরীতে ঢুকতে হয়েছে, ক-টা মাস থাকলেই পরীক্ষা দিতে পাবত, কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি।

পূর্ণিমা কখন উঠে গিয়েছিল তা বিমল টেব পাখনি। ফিবে অসাটাও টেব পেতনা—যদি না কেমন এক বকমেব হতাশ ভঙ্গীতে ধপ্ কবে বসে পড়ত। যেন পুঁটলির মত গড়িয়ে পড়ল সে।

‘কি ব্যাপার? হ'ল কি?’ সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন কবলে বিমল।

পূর্ণিমা বেচাবীর মুখ শুকনো—কাদো-কাদো কতকটা। তখনই কোন উত্তর দিতে পাবল না, চুপ ক'বে টেবিলের দোয়াতদানটার দিকে চেয়ে বসে বইল।

অর্থাৎ কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়।

‘ব্যাপার কি আপনাব? আজ আবার বকুনি গেলেন নাকি?’

ব্যাপারটা অসম্ভব ক'বে নিয়ে যতদূর সম্ভব কোমল ও অস্বচ্ছক'ই প্রশ্ন করেছিল বিমল, সহানুভূতির স্বরে।

কিন্তু সেইটেই হ'ল আরও বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমার চোখের কোণ উপ্ছে তিন-চার ফোটা জল বাবে পড়ল। তাড়াতাড়ি হ্যাণ্ড ব্যাগটার মধ্যে থেকে রুমালটা বাব ক'বে সরাব অলগে। মুছে নেবাব চেষ্টা কবতে কবতে গাঢ় কণ্ঠে বললে, ‘আজও শরীবাবু যাচ্ছে-তাই করলেন একেবাবে! ছি ছি। আমাব মবে যাওল্লই উচিত!’

একটুখানি চুপ ক'বে বইল বিমল। হৃদযাবেগেব এই সব মুহূর্তগুলোতে সামলে নেবাব জন্যে একটু সময় নিতে হয়।

খানিক পরে মুখ চোপ মুছে পূর্ণিমা একটু স্তব্ধ হয়ে বসতে আগের মতই শান্ত কোমল কণ্ঠে বিমল প্রশ্ন কবলো, ‘কিন্তু আজ আবার হ'ল কি?’

কলমটা হাতে তুলে নিয়েছিল পূর্ণিমা। সেটা আর দোবাতে ডোবানো হ'ল না। সেটা নাড়াচাড়া কবতে কবতে মাথা হেঁট ক'বে জবাব দিলে সে, ‘ঐ যে চক্রবর্তী সাহেবেব টি. এ. বিলটা। কুড়ি মাইল পথকে উনি চল্লিশ মাইল ধবে বিল ক'বে দিয়েছেন—ডেলিবাৰেট জুছুনি। ওঁর কোন দোষ হ'ল না তাতে। কিন্তু যেহেতু আমি সে জুছুবিটা লক্ষ্য কবিনি সেহেতু সব দোষ আমাব! কত কথাই বললেন

মিষ্টি মিষ্টি ক'বে—বললেন, “আব ক-টা বছর কোন মতে কাটিয়ে বিটাযাব কবতে পাবলে বাঁচি। বাপ-দাদাৰা অনেক কষ্ট ক'বে চাকরি কৰেছেন বটে কিন্তু মেয়ে কেবানীৰ পাল্লাৰ তাঁদের পড়তে হয়নি—এই এক বাঁচোৰা। তাঁরা হ'লে তিন দিনও টিকতে পাবতেন না বোৰ হব। কবে যে এই বিপদ থেকে বেহাই পাবো।” আবাব বললেন, “যব সাজাতে যেমন ফানিচাব, আফিস সাজাতে তেমনি মেয়েছেলে। ওটা শুধু শোভাবর্ধনের জ্ঞা। দবা ক'বে এইটি ক'বো। যে কাজক ববাব ফেউ চেষ্টা ক'বো না তোমবা। আমবা ববং উপবি থেটে তোমাদের কাজ ক'বে নেব সেও ভায়া।” এক ঘর লোকের সম্মানে চেষ্টিয়ে চেষ্টিয়ে কি শোনানোটাই না শোনালেন। বোজ বোজ এমনি ক'বে কেন শোনাবেন উনি!

আবাবও চোখে জল এসে যায় পূর্ণিমাৰ।

কিন্তু বিমলের মূখ কি একটা কাৰণে যেন কঠিন হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে হ'লেও কেমন একবকম নীচস কণ্ঠে বলে, ‘কিন্তু আপনিও যে বোজ বোজ ভুল কবেন এটাও ত সত্যি। একটা না একটা ত লেগেই আছে। শশীবাবু তো মিছে ক'বে বকেন না।’

মাথা আবও হেঁট হয়ে যায় পূর্ণিমাৰ, ‘সত্যি, কি যে হয় আমাব। আজকের ভুলটা সম্বন্ধে সতর্ক হই তো কাল আব একটা ভুল হয়ে বসে থাকে। এত চেষ্টা কবি—আপনি তো দেখেছেন—ফি দিনসিয়ার্লি আমি চেষ্টা কবি, কিন্তু তবু কোনমতেই যেন চাবদিকে চোপ বেখে কাজ কবতে পাবি না।’

বিমল আবাবও বললে, ‘টি এ. বিলেব কোন আইটেমকেই আমবা পৰীক্ষা না ক'বে মেনে নেব না—এই তো নিয়ম। কোম্টা কত দূৰ মিলিয়ে নেবাব ব্যবস্থা ত ছিলই।’

‘তা ছিল, কিন্তু চক্রবর্তী সাহেব যে অমন ছেলিবাবেটলি মিছে কথা লিখবেন, কুড়ি মাইলকে চল্লিশ মাইল কববেন তা কেমন ক'বে জানব। ঐটুকু গাফিলিব জ্ঞাে কিন্তু এতটা কটু কথা বলা কি ওৰ উচিত হয়েছে?’

‘বলেছেন বটে, কিন্তু বিপোটটা ত কবেননি। সেইটেই আপনাব সৌভাগ্য ব'লে মেনে নেওয়া উচিত।’

‘বিপোট ক-টা মেয়ের নামে উনি কববেন? ওব সেকশনের মণিকা, জয়ন্তী,

বেথা—কে 'ভুল কম করে তাই শুনি?' এবাব যেন পূর্ণিমা মাথা তোলে একটু-খানি।

বিমলের ঠোঁটেব কোণে হাসি দেখা দেয়, 'সুতবাং মেয়েদেব যদি উনি ফার্নিচারের মতই শুধু অফিসেব সাজ-পাট ব'লে মনে ক'বে থাকেন ত খুব দোষ দেওয়া যায় কি?'

'তা যায় না—' পূর্ণিমা কলমটা উল্টোটা ক'বে ধরে স্লিপ প্যাডেব ওপব ঘষে অগ্রমনস্কভাবে বলে, 'তবু ভাষাটা বড কানে লাগে, নয় কি? উনি কিন্তু আপনা-দেবও বেতাই দেন না। বলেন, এই ত আজও বললেন, এব চেখে সেকানো যে নন-ম্যাট্রিকবা চাকরি কবতে আসত সে ঢের ভাল ছিল। আজকালকাব গ্র্যাজুটে ছোকবাবা জালিয়ে গোলে একেবাবে। এবা কি ধান দিয়ে লেগাপড়া শেখে না কি—তাও ত বুঝি না।'

'সেটাও উনি মিছে কথা বলেন না ত।' বিমল স্বীকারই কবে, 'প্রথম প্রথম যখন আমার লেখা নোটগুলো ঢেবা মেবে কেটে দিতেন একেবাবে আছোপান্ত, তখন আমারও বাগ হ'ত। কিন্তু তাবপব ওর নিজেব লেখাব সঙ্গে মিলিয়ে দেগে বুঝতে পারতুম তফাৎটা।'

'তা বটে।' পূর্ণিমা আশ্বে আশ্বে বলে, 'আমাব এক জ্যাঠামশাই ছিলেন—এক বড মার্চেন্ট অফিসে চাকরী কবতেন। সাতচল্লিশ বছর চাকরী কবেছিলেন, মবে তবে ছাড়লেন। নইলে সাহেববা ছাড়ত না কিছুতেই। সাহেববা স্বদ্ধ নাকি তাঁকে সমীহ কবত, নতুন পাচ হাজার টাকা মাইনেব ম্যানেজাব এসে কাজ বুঝতে যেত তাঁব কাছে। অথচ ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত বিজ্ঞে ছিল তাঁব, যা কিছু শিক্ষা ঐ অফিসেই। শেষেব দিকে বি এ., এম. এ কেবানীবা যখন নতুন নতুন চিঠির ড্রাফ্ট ক'বে নিয়ে যেত সাহেবেব কাছে, সাহেববা নাকি সে ড্রাফ্ট ভিডে ফেলে আমাব জ্যাঠামশাইবেব কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একটা আত্মজীবনী গোছেব তিনি লিখতে আবস্ত কবেছিলেন—শেষ কবা হয়ে ওঠেনি। সে পাতাটা আজও আছে বাড়ীতে, সত্যিই—অপূর্ব ইংবেজি। অথচ সবটাই তিনি আয়ত্ত কবেছিলেন চাকরি কবতে কবতে। আশ্চর্য।'

দুজনেই চুপ ক'বে বইল কিছুক্ষণ।

দহসা এক সময় বিমল প্রশ্ন করলে, 'ইন্সুলে-কলেজে কেমন ছাত্রী ছিলেন আপনি ?'

'খুব ভাল।' নিমেষে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পূর্ণিমা, 'ভূগোলে আমি কখনও নস্টুইয়েব নীচে নম্ব পাইনি। ম্যাট্রিকে, আই.এ-তে আমার বাঙলায় লেটাব ছিল। ম্যাট্রিকে মাত্র ছুটি নম্ববেব জেতে হিস্ট্রিতে লেটাব পাইনি।'

বিনল একটি ছোটখাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'ভূগোল বিষয় এখানে তাব কোনটাই কাজে আসবে না। ছাত্র আনিও ভাল ছিলুম মিস বাব, তাতে কি ?'

'হু -'পূর্ণিমাব কণ্ঠে ঙ্গাব শুব, 'আপনাব ত এত ভুল হব না।'

'শুণা গলামনস্কতা ও অনবদানতাব ফল। অজ্ঞতাব ভুল নয়।'

বিন। এবাব জোব ক'লে এটা ফাইন টেনে নেব। সবকারী সময়ের অনেক অপচয় হয়েছে—আব নয়।

পূর্ণিমা বাবও বিচক্ষণ ছিব হ'বে বসে থেকে অপাঙ্গে একবার বিমলের মুখের দিকে এগিয়ে কাজে মন দিল। এ মাস্তুলটাব পাশে বসে এত দিন কাজ কবছে তবু কোন খাজও এব তল পেলে না পূর্ণিমা। অখচ এমনি তো বেশ ভদ্র, কখনও খাবাপ কথা বা ইঙ্গিত কবে না—সামান্য কাজে সাহায্যও কবে। কে জানে কেন মনো মনো কেমন এক বকমেল কঠিন হয়ে ওঠে ওব গলাব স্বব, সেই সময়টা যেন ভাঙা কবে পূর্ণিমাব।

## ৯

ছুটির পব অফিসেব বিস্তৃত সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে গতিটা কখন যে মন্থব হয়ে এসেছিল বিমলের তা সে নিজেই টেব পাবনি। এমন কি একসময় যে বেগিটায় হাত দিয়ে সে চূপ ক'বে দাঁড়িয়ে গেছে তাও বুঝতে পাবনি। একেবাবে চমক ভাস্কল—চমকেই উঠল বীতিমত—পেছন থেকে যখন পূর্ণিমা প্রশ্ন কবল, 'কী, এমন ক'বে দাঁড়িয়ে গেলেন যে ? হ'ল কী আপনাব ?'

এবার বিমল একটু অপ্রতিভ হ'ল। পূর্ণিমার দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বললে, 'না এমনিই। চলুন।'

'আজ বাড়ী যাওয়ার খুব তাড়া নেই বুঝি?' পাশাপাশি নামতে নামতে বললে পূর্ণিমা।

'না। কোনদিনই থাকে না। তবু যাই—অত্যাঁধ যাবাব জাবগা নেই ব'লে।' 'টিউশনী নেই?'

'আছে বৈ কি। ওটা না থাকলে চলবে কেন? কিন্তু সে ত সাতটার আগে নয়।'

পূর্ণিমা একটু চুপ ক'বে থেকে বললে, 'চলুন বব' একটু মাঠে গিয়ে বসি। আমাবও আজ এখনই কিবতে ভাল লাগছে না।'

'চলুন।' সংক্ষেপে বললে বিমল। অতদিন হ'লে সে বিস্মিত হ'ত একটু। কিন্তু আজ সে সত্যিই অত্মমনস্ক ছিল।

অফিস থেকে বেবিষে সহজেই গাড়ের মাঠে পড়া যায়। কিন্তু পূর্ণিমা সে পথ পেবিধে এগিয়ে চলল।

'ও কি, চললেন কোথায়?' হঠাৎ এক সময়ে খেঁখাল হয় বিমলের।

'আগে এক কাপ চা গেয়ে নিলে হ'ত না?' খমকে দাঁড়িয়ে বলে পূর্ণিমা।

'গেতে পারি। যে-যার পয়সা দেব কিন্তু।'

'আমিই না হয় আজকের পয়সাটা দিলাম।'

'না। তাতে আব একদিন আপনাকে পাওয়াবাব দায়টা থাকবে। বেশি-spare পয়সা আমাব সত্যিই থাকে না মিস্ বাথ—বিশ্বাস করুন।' একটু কট ভাবেই যেন বলে বিমল।

পূর্ণিমার মুখ বাঙা হয়ে ওঠে। সে পথের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাহ'লে চলুন, মাঠেব ঐ কোণটায় পেতলের কলসী ক'বে চা বেচে—তাই কিনে খাওয়া যাক।'

নিজেব কচতায় বিমল একটু অন্ততপ্ত হয়েছে এরই মধ্যে। সে বলে, 'তা মন্দ নয়। আচ্ছা বেশ, আপনি ঐ চা খাওয়ান। আমি একটু চিনেবাদাম কিনি। কী বলেন?'

অনেক খুঁজে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশে এসে বসে ছ'জন। চাবিদিকেই .

ভীড়—এব ভেতর বসতে এমনি যদি বা আপত্তি না থাকে, দুটি তরুণ তরুণীকে মাঠে এসে বসতে দেখলেই সকলে যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে—সেটা মনে কবতেই বিজ্ঞী লাগে বিমলেন।

তাবপব তুজনেই বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসে বসে চীনাবাদাম থায়।

কী-ট বা বলবাব আছে। একমুহুরে দুঃখের দিববণ। পাবিদাদিক ইতিহাসেব একান্ত নগ্নতা এত সল্প পবিচয়ে অপবেব কাছে উদ্ঘাটিত কবতে মন চায় না। ঘেটক বলা যায়, তা বলাও হয়ে গেছে।

‘আচ্ছা, একটা ছোটখাটো ব্যবসা কবলে কেমন হয়? অল্প মূলধনে যা কবা যায় অবশ্য।’ হঠাৎ প্রহ্লাদ ক’বে বসে পূর্ণিমা।

‘কী ব্যবসা? অল্প মূলধনে কবা বাণ? পানের দোকান চলতে পারে বটে। তাও কোন ভাল জায়গায় একটু ভোগে বা খাজে দোকান সাজাতে গেলে ভাব ভাড়া, সেলামী, মাচপাটে যা পড়বে—অত টাকা আমাদের কারও নেই। তবে হ্যাঁ, বাস্তব পাশে ঐ বকম একটা কার্যের বাণ পেতে বসতে পারেন। দেখুন—পানবেন? খদ্দেবের অভাব হবে না। তবে বেশিদিন ব্যবসা কবতে যে দেবে আপনাকে তাও মনে হয় না।’

এ দরপের ইঙ্গিত কখনও বিমলেন কথাবার্তায় থাকে না। তবে ঝাজে মনে হয় তীব্র বিদ্রূপই কবতে চায় সে। তাই ক্ষমা কবে পূর্ণিমা মনে মনে।

পূর্ণিমা বাঙা হয়ে ওঠে আবাবও।

‘ম্যেং, আমি কি তাই বলছি।’

বিমল একটুখানি চুপ ক’বে থেকে বলে, ‘আমাদের দোষ কী জানেন, ব্যবসার কথা যখনই ভাবি তখনই আমবা মনে কবি যে শুধু মূলধনের জোহেই সব আটকে আছে।’

‘কিন্তু তাই কি ঠিক নয়?’

‘না। কে বলেছে আপনাকে? ট্রেনিং কৈ? আপনাবা কি মনে কবেন যে সব প্রোফেসনেই ট্রেনিং দরকার আছে—নেই কেবল ব্যবসাতে? ডাক্তার হ’তে গেলে ডাক্তারী পড়তে হয় ছ-বছর। উকীল হ’লেও তিন বছর—তাছাড়া আর্ট-কেলড্ থাকার ব্যবস্থা আছে। মাস্টারী কবতে গেলে বি-টি পড়তে হয়। কেবল

ব্যবসা ক'বাই খুব সোজা ? শুধু মূলধন থাকলেই হ'ল, না ? আপনি জানেন না বোধ হয়—আমি নিজে দেখেছি প্রচণ্ড বড়লোকের ছেলে ব্যবসা ক'বতে গিয়ে সর্বস্বাস্ত হয়েছে। শুধু ব্যবসা। একটি ভদ্রলোককে ত জানি—তিনি পান সিগারেট পর্যন্ত খান না। কোন বিলাস নেই। পব পব চাব-পাঁচটি ব্যবসা ক'বে আজ পথের ভিখিবি।'

‘কিন্তু ব্যবসার ট্রেনিংটা কী ক'বে নেওয়া যায় বলতে পারেন ? ওব ত স্কুল-কলেজ নেই।’

‘আর্টিকেল্‌ড্‌ থাকার ব্যবস্থা হ'তে পারে। অগা উপায় আছে। তবে একটা গল্প শুনুন। আমাকে গল্পটা বলেছিলেন পাড়ার স্ববেশবাবু। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, বড়বাজারে অঞ্চলে কোথায় যেন বসেন—বিবাত সংসার ডাক্তারিতে চলে না, তাই কিছু কিছু টিউশনীও করেন। অর্থাৎ ক'বতেন, এখন শুনেছি ভাল পসার হয়েছে। স্ববেশবাবু এক ক্রোডপতি মাদোবাবীর ছেলেকে পড়াতেন। ইস্কুলেব পড়া নয়—হুকুম ছিল শুধু ইংবেজী আর অঙ্ক, তাও বীজগণিত জ্যামিতি নয়—শুধু পাটিগণিত! বছর দুই পড়িয়েছিলেন, তাবপব অগা ভাল টিউশনী পেয়ে সেটা ছেড়ে দেন। তাবও বছর-খানেক পবে একদিন ট্রামে দেখেন সেই ছেলেটি কান-খুস্কী দাত-খোঁটা আর জিভছোলা বিক্রী ক'বছে। পয়সা পয়সা। ভাবি দুঃখ হ'ল স্ববেশবাবুব। বুঝলেন যে কোন বড় গোছেব স্পেকুলেশ্যনে বা শেয়ার মার্কেটে সর্বস্বাস্ত হয়েছেন ভদ্রলোক। তাই তাব ছেলেকে আজ এই সামান্য কাজ ক'বতে হচ্ছে। সাধারণ একটা দোকান দেওয়াব মতও গাঁজি সেই। একদিন সময় ক'বে স্ববেশবাবু খবর নিতে গেলেন। হাজাব হোক এককালে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, পয়সা-কড়িও অনেক দিয়েছে। একটু সহায়ভূতি দেখানো দরকার—অথবা ওব ক্ষমতাব ভেতব যদি কোন সাহায্য ক'ববার থাকে, তাও ক'বতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু পূর্বের ঠিকানায় পৌছে দেখেন, তেমনি বড় বাড়ী, দোবে তেমনি ছপান। দামী গাড়ী, চাকর, দাবোখান—কিছুবই অভাব নেই। ভেতবে গিয়ে দেখেন ছোটো টেলিফোন ঠিক আছে, গদীতে তেমনি কর্মব্যস্ততা। কী ব্যাপার ? স্ববেশবাবু ত বেকুফ্‌। ভূতপূর্ব মনিব অবশ্য ওঁকে দেখে খুব খুশী হলেন। আদব ও অভ্যর্থনার-ক্রটি হ'ল না। একথা ওকথা পব স্ববেশবাবু তাঁব ছাত্রর খবর করলেন।



ছাত্রের বাপ বললে, ও, তাকে ত ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিবেছি। তখন স্বরেশবাবু আসল কথাটা বলেই ফেললেন, সেদিন ট্রামে দেখলুম ঠিক তাব মত কে জিভুছোলা ফিরি কবছে। ভদ্রলোক খুব সহজভাবেই বললেন, হ্যা, তাকেই দেবেচেন। স্বরেশবাবু আবও অবাক, তাব মানে? ওব বাবাও যেন বিস্মিত হলেন, তাব মানে কি, ব্যবসা শিখবে না? হাতে কলমে কাজ ফকফ, পয়দার মর্ম বুঝুক, নইলে এতবড় গদী আমাব—ও চালাবে কি ক'বে? সব উড়িয়ে দেবে যে। তখন জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হল স্বরেশবাবুর।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বগে বিমল খামল। পুণিমা বললে, 'আশ্চর্য ত।'

এমনি না ইণ্ডাটাই আশ্চর্য মিন্ বাব। আমেরিকাতে শুনেছি ক্রোবপতি বাবপানাব মালিকের ছেলে দাদাবণ শ্রমিক হিসেবে জীবন শুরু করে। আমাব জানাশোনা এক বড় প্রেসের মালিক আমাব কাছে গল্প কবেছেন যে তিনি কম্প্যাটিটাব হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। চোখ গোলা বেখে প্রাণপণে শিখতে চেয়ে কবেছেন সব কাজ—কোথায় কোথায় কাকি দেখ কর্মচারীরা, তাও শিখেছেন—তাই আজ তাব প্রেসের এত উন্নতি। ছোট প্রেস থেকে খুব তাড়াতাড়ি বড় প্রেস কবতে পেরেছেন।'

'সকলকেই কি এইভাবে জীবন শুরু কবতে হবে?'

'স্বতি কি?'

'স্বযোগ-স্ববিনা কোথায়?'

বিমল বলে, 'দকন আপনি মুদির দোকান কববেন। কোন মুদির দোকানে চাকরী নিতে পাবেন না? খুব কম মাইনেতে যদি কাজ করতে চান ত কাজের অভাব হবে কি? না হয় বিনা মাইনেতেই কবলেন ছ মাস।'

'তাতে কী এমন লাভ হবে?'

'হাব কিছু না হয়—কর্মচারীরা কীভাবে চুপি কবে সেটাও ত শিখবেন। ভবিষ্যতে সহক হবার সুবিধা হ'ল। আমাদের পাণ্ডায় মুদির দোকান যে চাকরী কবত সে-ই চাব-পাচটা সোনার আঁটি গড়িয়ে ফেলত। একজন একবছর চাকরী ক'বেই সাইকেল কিনে ফেললে। মাইনে ত পেত বাবো টাকা আব গোলাকী। ফলে দোকানটি উঠে গেল। অথচ থদেবেব তাব অভাব ছিল না।'

অন্ধকার ঘনিষে আসে মাঠে। আকাশে তাবা ফোটে একটার পব একটা। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে পূর্ণিমা। তারপর বলে, ‘আপনি সব তাইতে বড় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন।’

বিমল ঈষৎ অশ্লীলভাবে বলে, ‘তা বটে। ওটা দেখছি স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। লোককে ভেড়ুচাতে ভেড়ুচাতে মুগটাই দেকে গেছে আব নি।’

কিন্তু আপনার প্রস্তাবটা কি, নী ধবংস ব্যবসা করতে চান আপনি?’

‘ধরুন যদি একটা বেস্তোবা’ গুনি? আনি অনেক বকম পাবাব করতে পারি—তা জানেন? পদের হবে না?’

‘খদ্দেব হয়ত হবে—সাত একটু বেশিই হবে—এ দেশে ওটা নতুন ত। কিন্তু লাভ হবে না মিস বায়। অনেক বকম ফন্দি-ফিকিরে হোটেল-ওলারা লাভ করে, আপনি তাব কিছুই জানেন না। তাড়াডা সে আপনি পাববেনও না। সে শিক্ষা বা আব্হাওয়া আলাদা।’

‘যত লোক বেস্তোবা’ করে—সকলেই কি ফন্দি-ফিকির জানে?’

‘যত লোক বেস্তোবা’ করে—সকলেই কি লাভবান হয়? ক-টা বদিন টেকে তা লক্ষ্য করেছেন? একটু নজর বাগলেই দেখবেন বাব বাব তাত-বদল হচ্ছে।’

‘তা বটে। আমাদের ভবশবণবাবুব গ্যাবেজ ঘবটায কত বাব যে চাংব দোকান হ’ল। কোনটাই বেশিদিন টেকে না।’ পূর্ণিমাও স্বীকার করে।

তাৰপর একটু চুপ ক’বে থেকে বললে, ‘আপনি ত এও জানেন শোনেন—আপনি কেন চেষ্টা কবলেন না। আপনার যা বুদ্ধি, আপনি ছ’ দিনেই ফন্দি ফিকির আয়ত্ত ক’বে নিতে পাবতেন।’

‘আমাব সে অবস্থা নয় মিস বায়, এক্সপেৰিমেন্ট কবাব বা বিন্ধু নেওয়ার মত সাহস আসবে কোথা থেকে? একদিনও টাকা না আনলে চলবে না। তা ছাড়া বেস্তোবা’ কবতে গেলে যে-কটা টাকা লাগে তাও ত আমাব নেই।’

‘ধরুন যদি আমি দিই?’

‘না, সে ঝুঁকি আমি নিতে পাবব না। ধন্বাদ! চাকুবী ছেডে ব্যবসা ধব—সংসার চালাবে কে? সে দায়িত্ব কে নেবে, যদি না টেকে? মাইনে পেতে চাব-পাঁচ দিন দেবী হ’লেই ঘবে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হয়। আমার যে কোথাও কেউ নেই।’

আবারও স্তব্ধতা নেমে আসে। দু'জনে বসে থাকে স্থির হয়ে।

কত কী ভাবে হৃত দু'জনেই।

এক সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিমলা বলে, 'এবার উঠতে হবে মিস্ বাব, আমাদের টিউশ্যনীয় সময় হ'ল।'

'চলুন' বলে উঠে দাড়িয়ে পুণিমা। এবটু হেসে যেন অপ্রতিভ-স্বরে বলে, 'বাব বাব মিস্ বাব বলে ডাকেন কেন বলুন ত ? বিশ্রী শোনায় কানে। আমার নাম বাব ডাকতে আপত্তি কি। আপনি আমার চেয়ে কয়েক বছর বড়ই হবেন সম্ভবতঃ। তা যদি না-ও হয়, অতিশয় সহকর্মীরা ত-বড়ই মতই, নাম ধরে ডাকলেই পাবেন। প্রকৃত সহকর্মীরা ত নাম বলেন।'

বিমল শান্ত অগতঃ কতিন কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'এমন কি স্বাক্ষরের সহকর্মীদের মধ্যেও অস্বস্ততা কবাব মত অস্ত্র আনিব না—the sooner you understand, the better।'

যে ইটিতে এক কবচে তত্ত্বর্ণ। পুণিমাও নিঃশব্দে তার পিছন পিছন হটিয়ে লাগল। বিমল একবারও ফিরে তার দিকে তাকাল না—ফলে ওর স্পষ্ট-ভাবনের ভেতরকার কট ইঙ্গিতে যে পুণিমার চোখে চল এসে গিয়েছে, তাও সে লক্ষ্য যেতে পারলে না।

## ১০

বিমলের ছাত্র নিখিল ক্লাস এইট-এ পড়ে। ছোটখাটো এতটুক ছেলে। বয়সও কম—বছর-বাবো হবে বড় ছোব।

প্রথম যেদিন বিমল যাব নিখিলকে পড়াতে—সে প্রায় মান-আপেক্ষের কথা হ'ল, নিখিল তখন ক্লাস-সেভেনের মাঝামাঝি পৌঁছেছে—ওর বাবা দুঃখ ক'বে বলেছিলেন, 'দেখুন না মাষ্টার মশাই, ছেলেটায় কী মাথা ছিল আব কী হয়ে গেল। ওর যখন তিন বছর বয়স তখনই আমার বাবাব মুখে শুনে শুনে সমস্ত মোহমুগ্ধাব মুখস্থ ছিল। বাবা ওকে বড় বড় সব সংস্কৃত কাব্যের সর্গ মুখস্থ

কবিষেছিলেন। আধো-আধো গলায় কী নিষ্টি যে লাগত ওব মুখে সেই আৱদ্ধি, কী বলব। তাই শুনে আমি আবাব বদীক্ৰনাথেন কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলুম— ছাবাৰ শুনেই জলবৎ। দেবতাব গ্রাস ছাঁক। মুগ্ধ ব'লে যেত—একবাবও না থেমে। চাব বছৰ বয়সে ওব দ্বিতীয় ভাগ, ফাৰ্ষ্ট বুক শেষ হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম ইস্কুলেও বেশ ভাল বেজাল্ট কৰেছিল, তাবপব কী যে হ'ল—এই ক্লাস সেভেন-এ উঠে একেবাবে বেন গৰেট হয়ে গেল। কিছু মনে থাকে না, ফ্যাল ফ্যাল ক'বে চেয়ে থাকে—মাথাতো চোকে না কিছু। সেই জন্তেই আপনাব শরনাপন্ন হয়েছি। আমাব বন্ধু দেবেনবাবু বললেন যে আপনি যাকেই পড়ান খুব ইণ্টাৰেস্ট নিয়ে পড়ান, অল্প মাৰ্চাব মশাইদেব মত না—দেখুন, কী কবতে পাবেন। আমি ত খুব ছুৰ্ত্তাবনায় পড়েছি।

বিমল একটু হেসে জবাব দিয়েছিল, 'আপনাদেবই কৃতকৰ্মেব ফল, এখন আব ছুৰ্ত্তাবনায় লাভ কি বলুন।'

ভদ্রলোক একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন। বিমলেব হাসিব মাধ্যে যে তিক্ততা ছিল তা তাঁব নজব এডায়নি। প্রথম যে চাকবী কবতে এসেছে তাব পাক্ষে এ হাসি সহজও নয়—স্বাভাবিকও নয়। তিনি একটু হতচকিত ভাবেই প্রশ্ন কৰছিলেন, 'তাব মানে? আমবা কী দোষ কবলুম?'

'না—আপনাবা কেন দোষ কববেন। যত দোষ এটুকু ছেলেব। তিন বছৰেব ছেলেকে দিও লম্বা লম্বা সংস্কৃত কবিতা যখন মুগ্ধ কবিসে পাচজনেব কাছে একজিবিট ক'বে পুত্ৰগৰ্বে স্ফীত হ'তেন তখন কি একবাবও ভেবে দেখেছেন যে ছেলেব কী সৰ্বনাশ কৰছেন। একে ত খুব সবল ছিল না—তা এখনকাব চেহাৰা দেখেই বোঝা যায়—এব সেই তিন বছৰ বয়সে কী এমন মস্তিষ্ক ন'হন ডেভিলপ কৰেছিল বলুন ত। এব সেই অপবিত্ৰ অপবিত্ৰ মাথাতো এমন ভাবে ট্যান্ড কবাব কী কাৰণ ছিল? আপনাদেব একটু ভ্যানিটি চনিতার্থ কবা ছাড়া। চাব বছৰ বয়সে দ্বিতীয় ভাগ, ফাৰ্ষ্ট বুক শেষ কববাব কথা কি এব? আপনাদেব প্রথা আছে পাঁচ বছৰ বয়সে হাতেগডি দেবাব—অর্থাৎ পাঠ শুরু কবাব। য়াৱা এ প্রথাব প্রচলন কৰেছিলেন তাঁবা কি এতই নিৰোধ ছিলেন? লালখেন্দ পঞ্চ বৰ্ষাণি—চাণক্যেব এ কথাটাও কি ফেলে দেবাব মত?'

নিখিলের বাবা সত্যশরণবাবু বলেছিলেন, ‘কিন্তু মশাই আমিও ত শুনেছি ঐ মাঠে তিন বছর বয়সে পাড়া শুরু করেছিলুম, চোদ্দ বছর বয়সে পাস করেছি। স্কলারশিপও ত ছিল একটা ছোটখাটো।’

বিমল সবিনয়ে হ’লেও বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিল, ‘আপনি কি অমনি অশুভ ছিলেন? ভেবে দেখুন ত। এই সম্ভাবনার আপনার পুষ্টির কত অভাব তা কি লক্ষ্য করেনি? ওব ওব পাড়ার চাপনা দিয়ে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বেখে ভাল পাইয়ে দিন-কতক খেলে বেড়াতে দিলে ওব প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করা হ’ত। তা ছাড়া, আপনি যখন পাস করেছিলেন তখন কি এতগুলো ভাবি ভাবি বই পড়তে হ’ত আপনাকে, এতগুলো সাবস্ক্রিপ্ট ছিল? মনে ক’বে দেখুন দিকি। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত আর অঙ্ক। ছ’টা বিষয় অপগুণ্য নাহি তে হ’ত—তাও ত আপনারা অঙ্ক আর সংস্কৃত নিয়ে মেবে দিতেন। ঠিক কি না বলুন?’

সত্যশরণবাবুকে অপ্রতিভ ভাবে হেসে স্বীকার করতে হয়েছিল, ‘ঠিক। আমরাও ঐ অপগুণ্য ছিল—অঙ্ক আর সংস্কৃত।’

‘কবে? এদের কতগুলো বিষয় দেখুন ত। ইতিহাস ভূগোল ত আছেই—আরও দিয়েছেন তার সঙ্গে বিজ্ঞান। বাংলার দুটো পেপার—সব মিলিয়ে কত নম্বর পেয়েছে তার হিসেব দেখেছেন? ক্লাস মেম্বারের হাণ্ডি দিয়ে দাবাবই ত করে—ম্যাট্রিকের সব বইগুলো ঐটুকু ছেলের ঘাড়ে এখন থেকে চাপিয়ে দিলেন। মোটা মোটা ভাবি ভাবি বই—ম্যাট্রিকের ছেলেদের জন্য লেখা—দেওয়া হ’ল একটা এগারো বছরের ছেলেকে। যে কোনো এফআন বই তার হাতে ক’বে তোলাই পড়ে—পড়া ত হবে কখন। চার বছর পরে পড়ানোর অচিরাৎ ঐ ভাবি বইগুলো পড়তে দেওয়া হয় এখন থেকে। ওতে ছাপাই আছে নাইন-টেনের জন্য কিন্তু ঠিকর জানেন—ওব যা ভাষা আর লেখার দরগ—কোন ক্লাসের ছেলেদের উপযুক্ত গুণ্ডলো। বাংলা ব্যাকরণ-গান্ধী খুলেছেন কখনও? ঐ ব্যাকরণ পড়ে যদি আপনাদের পবীক্ষা দিতে হ’ত, তা হ’লে ফাস্ট ডিভিশন পেতেন কিনা সন্দেহ। আমরা ইচ্ছে করে এফ-একবার—ছেলেদের বাব ক’বে এনে পবীক্ষার হলে মাস্টার মশাইদেরই বসিয়ে দিই। দেখি তাঁরা কেমন পবীক্ষা দেন।’

‘তাই ত! ভাবিয়ে দিলেন যে। কী করব এখন?’ সত্যশরণবাবু প্রশ্ন করেছিলেন।

‘কী আর করবেন। Reap as you sow! আমি আমার যথাসাধ্য করব। তবে খুব ভাল ফল আশা করবেন না। আপনার ক্ষমতা যদি থাকে ত আমি পরামর্শ দেব গবমেব ছুটি আর পূজোব ছুটি ছোটোতেই বাইবে কোথাও নিয়ে গি য খেলে বেড়াতে দেবেন এবং পড়াব বই সঙ্গে নিয়ে যাবেন না।’

‘তাতে সব ভুলে যাবে যে।’

‘বাক। সে ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।’

‘দেখি। ছোটোয় পাবব না—একটা ছুটি হয়ত—। তাইত, আপনি—। এমন ভাবে কখনও ভেবে দেখিনি। হয়ত আপনার খিয়োবীট ঠিক। কে জানে।’

সত্যশরণ বাবু চিন্তিত মুখে বলেছিলেন।

আজ শুদেব বাতীর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই কথাটা মনে পাল বিমলেব। হাসি পেল একটু। তখনও পড়াশুনোব ওপব কিছু আস্থা ছিল ওব। মানে এই ধরণেব পড়াশুনোব ওপব। আজ—আজ হাব নেই। আজ বোব হয় কিছুব ওপবই আস্থা নেই।

পড়াব ঘবে নিগিল বই খাতা সাজিয়েই অপেক্ষা করছিল। চাড আড ছেলেটা—একটু বেশী বকাই চাড। ক্ষমতা নেই তেমন। পড়ে অনেকক্ষণ, ক্লাস্তি নেই যেন—কিন্তু কিছুই মনে থাকে না। মাথাতে ঢোকে না কিছু। ওব সেই অসহ্য দৃষ্টি, ফ্যাল ফ্যাল চাউনিব দিকে চেয়ে মাথা হয় বিমলেব। বাগ বে হয়না তা নয়—তবে বাগ প্রকাশ পেলেই নিগিলেব চোখ দুটো যেন আবণ্ড করণ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনতায় বুক ভবে যায় বিমলেব, কাছে টেনে নিয়ে আদব কবে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

অবোধ জীব যেন— তাইতেই খুশী ধবে না ওব। কৃতজ্ঞতায় চোখ স্তিমিত হবে আসে।

বিশ্বাস না থাক—চেষ্টাব ত্রুটি কবেনি বিমল এটা ঠিক। ফলও কিছু কিছু

হয়েছে। ক্লাস সেভেনের অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার কোনটাতেই সে পাস করতে পাবেনি—বার্ষিক পরীক্ষার সব কটাতেই কোন মতে পাস-মার্ক বেগেছে। ক্লাসে উঠেছে সমস্যানে। সত্যশরণাবাবু তাইতেই সন্তুষ্ট। নিজেকে থেকে পেছায় দশটি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। শুধু বিমল মনে মনে কুণ্ঠিত হয়—সে জানে এ উন্নতির কী অর্থ। কতটা অন্তঃসাবশৃঙ্খ এটা।

হঠাৎ বিমলের খেয়াল হয়, সে চূপ ক'বে বসে আছে।

‘কৈ নিখিল, পডছ না?’ সে ধমকই দেয় একটু।

নিখিল অপ্রতিভ ভাবে বলে, ‘এই যে—এইটে শ্রাব-ফিছুতেই বুঝতে পারছি না।’

‘তা কৈ, বলোনি ত এতক্ষণ।’

‘বলছিলুম শ্রাব।’ কুণ্ঠিতভাবে যেন অপরাধ তাবই এমনভাবে নিখিল বলে, ‘আপনি যে কী ভাবছিলেন। তাই আর—’

জোব কবে পড়াতে ব'সে বিমল।

‘কৈ—বাকবণের টান্‌কুগুলো কবেছ?’

‘এই যে—’ খাতা বাব ক'বে দেয় নিখিল।

‘ফিছু হয়নি। এটা কি কবেছ?’ জাগো। এত ক'বে সেন্নি বুঝিয়ে দিলুম আপনিহিতি—সেইটেই ভুল ক'বে বসে আছ।’

দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে আবার আপনিহিতি বোঝাতে শুরু করে।

এ সবস্বতীবও অসম্য বোদ হয়। এমন ক'বে ঠেলে ঠেলে আর কতদিন চলবে? খবরশ্রোতের উজ্জানে এমন ভাবে নৌকো বাওয়া।

তবু। পয়সা নিয়েছে যখন, নিতেও হবে—তখন আর এনব চিন্তা অবাস্তব।

‘শ্রাব একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?’

‘কবো।’ এই শ্রাবটা বড়ই ঞ্চতিকটু লাগে ওব। বহুবাব বলেছে দাদা বলতে কিন্তু নিখিল পাবে না। বলে, ‘সে আমাব বড লজ্জা করে। ভাবি বিস্ত্রী।’

‘বলো—কী বলবে?’ একটু অসহিষ্ণু ভাবেই আবার বলে বিমল।

‘আপনি ত বলেন, আগে এই বাংলা বাকবণের বই পডতে হ'ত না।’

‘হ'ত—তবে এত নয়। সে সামান্যই ছিল

‘ধারা এই সব লিখেছেন— তাঁরা এত জানলেন কী ক’বে। তাঁরা ত এ-বকম বই পাননি!’

‘তাঁরা পণ্ডিত লোক। তাঁদের পক্ষে এটা জানা সহজ। তাঁরা কি তোমার মত গবেট!’

‘না— তা বলছি না।’ ঘাড় হেঁট ক’বে টেবিলে পেন্সিলের দাগ কাটে নিগিল, ‘বলছিলুম যে এত ব্যাকবণ না পড়লে কি হয়?’

‘কী আবার হয়— ভাষাটা শেখা যায় না ভাল কবে। বাঙ্গালীর ছেলে বাংলা ভাষার ব্যাকবণ জানে না— এটা কি খুব গৌরবের কথা?’

লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে যায় নিগিল। তার মুখে অনেকক্ষণ কথা ফোটে না। শেষে চব্বম সাহস ভব ক’বে বলে, ‘না স্যার, আমার এক দাদা বলছিলেন কি না, তাই।’

‘কী বলছিলেন দাদা?’

‘বলছিলেন যে আগে যারা বাংলা ব্যাকবণ পড়েননি তাঁরা কি বাংলা ভাষা শেখেননি? বঙ্কিমবাবু, ববীন্দ্রনাথ। যে সব নাম-করা অন্যাপক আছেন বাংলার তাঁরাও ত বাংলা ব্যাকবণ পড়েননি। যারা এই সব মোটা মোটা বই লিখেছেন তাঁরাও ত পড়তে পাননি তখন।’

‘হ্যাঁ। তা পাননি। সেইজন্মই অনেক কষ্ট ক’বে শিখতে হয়েছে। তোমরা ত তৈরী বই পাচ্ছ। আর বঙ্কিমচন্দ্র ববীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকবণ এত ভাল জানতেন যে তাতেই কাজ চলে যেত। তাঁরাই ত বলতে গেলে ভাষা তৈরী ক’বে গেলেন। তাঁদেরই কল্যাণে বাংলা ভাষা আজ এমন জায়গায় এসেছে যে এখন আর তার নিজস্ব ভাল ব্যাকবণ না হ’লে চলে না।’

তারপরই ধমক দেব বিমল। ‘এই সব পাকা পাকা কথা কে কী বলেছে তা ত বেশ মনে রেখেছ। অথচ পড়া ত একলাইনও মনে থাকে না। পড়ো এখন।’

নিগিলের হেঁট-হওয়া মাথাটা আরও হেঁট হয়ে যায়। ভয়ে ও অসুস্থতাপে তার ছোট মুখখানি যেন বেশী ছোট দেখায়।

তাকে ধমক দেব বটে কিন্তু বিমল মনে মনে জোব পায় না। বব অসুস্থ হয়। ছাত্ররা খোলাখুলি আলোচনা কববে, সেইটেই ত বাঞ্ছনীয়। একেই ত



নিখিল একটু বেশী ভীতু স্বভাবের। তাব ওপর এমন ধমক দিলে যে একেবারেই সব গ্রন্থকে কুলুপ এঁটে বদ্ধ ক'বে বাগবে। 'একটুখানি চূপ ক'বে থেকে ঈষৎ স্নিগ্ধ কর্ত্তে বলে, 'আব কি বলেছেন তোমাব দাদা?'

নিখিল চকিতে একবার ভগ্নাত একটা দৃষ্টি মেলে তাকায় ওবদিকে। পরক্ষণেই আবার মাথা নত ক'বে বলে, 'না, আব, সে আপনি শুনলে বাগ কববেন।'

'না, না—বাগ কববে না।' তুমি বলে। 'সন্দেহটা দব হসে যাওয়াই ভাল নয় কি?'' উৎসাহ দেবাব স্তবে বলে বিমল।

'দাদা বলছিলেন যে, এই ব্যাকরণ তোদের কোনই কাজে লাগবে না। কববি ত চাকরী। আজও ইংবেঙ্গীতেই অফিসের কাজ চালাতে হয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে কিন্তু তবু ইংবেঙ্গী আমবা ছাড়িনি—ভাডলেও দবতে হবে হিন্দী। বা'লা ব্যাকরণ কী কাজে আদবে। পরীক্ষাতেও ত পচিশটা নয়ব। তাব জনো ঐ অহরহ মোটা বই? বই যাবা লিখেছেন তাঁদের সঙ্গে শিলেদাস যাবা কবেছেন তাঁদের যোগাযোগ আছে নিশ্চয়! এ শুব বই দিকী হওয়াব ফন্দী। পচিশ নয়বেব জগো এংশ পাতাব বই-ই যথেষ্ট। চলতি ভাষাব আমবা যে ভাবে কথা বলি, তাবই একশ গণ্ডা ধবনকে একটা ক'বে নামেব লেবেল এঁটে মুগ্ধ কবিযে লাভ কি?'

ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে কথাগুলো ব'লেই ফেলে নিখিল।

ধমক দিতে গিবে সামলে নো বিমল। আশ্রু আশ্রু বুঝিয়ে বলাব ভঙ্গীতেই বলে, 'চাকরী কবাই ত শুধু লেখাপড়াব উদ্দেশ্য নয়। তোমাব মাতৃভাষা সম্বন্ধে এঁটু জ্ঞান যদি না থাকে ত তোমাব মনের গর্মনটাই যে অসম্পূর্ণ বইল। বিশ্বসংসারে দাঁড়াবে হিসেব জোবে—কী ক'বে পরিচয় দেবে নিজেকে বাঙ্গালী বলে? ইংবেঙ্গবা কি ইংলিজী ব্যাকরণ পড়ে না? না—নিখিল ওটা পড়তেই হবে।'

বলে কিন্তু মনে মনে জোব পাগ না বিমল। সত্যিই কি দবকাল খুব? যেটুকু নিতান্ত দবকাল সেটুকু কি একশ' পৃষ্ঠাব একটা বইতে দেওয়া যায় না? খুব কি ক্ষতি হ'ল এই 'অপিনিহিতি'ব বিবরণ না পড়লে? এতে ক'বে কি সত্যিই খুব ভাষা শিখছে ছেলেবা? কে জানে! ভাষা শিখুক বা না শিখুক—ভাষাব যা উজ্জলতম নিদর্শন—সেই সাহিত্য থেকে যে ক্রমশঃ দুবে সবে যাচ্ছে এটা ঠিক। আগে অনেক

বেশী সাহিত্যের খবর রাখত ছেলেরা। এখন অবসর কোথায়? না ইংরেজী না বাংলা—সাহিত্যের বই পড়ে ক'টা ছেলে? খেলাধুলো, সিনেমা—অবসর বিনোদনের এই ত দুটো বড় পথ খোলাই আছে, যাবা ভাল ছেলে তারা পড়ার বইতে ডুবে আছে; যাবা তাঁ নয়—হয় বেডিও খুলে তিন হাজার মাইল দূরের ক্রিকেট খেলায় কান পেতে আছে, নয়ত খবরের কাগজের শেষের দিক থেকে খুলে পড়ছে (অর্থাৎ খেলার পাতা) নয়ত সিনেমার চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট ঘরে গিয়ে 'কিউ' দিচ্ছে বৌদ্ধ-বুষ্টি উপেক্ষা কবে। সাহিত্য—না, সাহিত্য থেকে তাবা বহুদূরে সরে আছে।

সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও ভাষাই কি খুব বেশী শিক্ষা হচ্ছে? এই সব মোটা মোটা ব্যাকরণের বইদের চলন হবার পূর্ব এই বই পড়ে যাবা শিক্ষিত হয়েছে, সাময়িক পত্র খুললে সেই সব তরুণ সাহিত্যিকদের লেখা দেখলে কান্না আসে বিমলের। শব্দের মৌলিক অর্থের সঙ্গে পয়স্তু এদের পরিচয় নেই। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে শব্দের প্রয়োগ ক'বে ভাষার তলোয়ার খেলা দেখিয়ে গবে নেচে বেড়ায় এরা। এদের কথাই বা কি? বাংলার সদ্যগ্রগণ্য অধ্যাপকই ত আকর্ষক অর্থে আকর্ষণীয় শব্দ ব্যবহার করেন পবনের কাগজের দেখা-দেখি।

পড়ানো প্রায় অসমাপ্ত বেখেই উঠে পড়ে বিমল। নিগিল একটু বিস্মিত হয় কিন্তু কিছু বলে না। ওর সঙ্গে নিচে নেমে এসে একবারে দোবের কাছাকাছি পৌছে কোনমতে প্রশ্ন করে ফেলে সে—‘আপনার শবীবটা আজ ভাল নেই। না স্ত্রাব?’

‘কেন বলো ত। সফল ক'বে উঠলুম তাই?’

‘না স্ত্রাব। তা বলছি না। মুগটা কেমন শুকনো শুকনো। গোড়া থেকেই আপনাকে যেন কী রকম দেখাচ্ছে। তাই বলছি। জব হ'য়নি ত?’

বিমল ওর মাথাটা ধরে নেড়ে দিয়ে একটু সম্মত হেসে বললে, ‘এই ত বেশ বৃদ্ধি আছে দেখছি। ঠিকই ধবেছ। জব হ'য়নি, তবে শবীবটা খুব ভালোও নেই। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।’

আজ যা মানসিক অবস্থা তাতে পড়ানোর চেষ্টা কবাই অহায হয়েছে তাব।

কেবল নানা বিকল্প চিন্তা এসে অগমনস্থ ক'রে দিচ্ছে, বার বার অপ্রস্তুত হ'তে হচ্ছে ছাত্রের কাছে। তাব চেয়ে ও-চেপ্টা না করাই ভাল।

একেই গত দু'দিনে তাব মনের ওপব দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝড় বুলি গেছে, তার ওপব আজ পূর্ণিমাব সঙ্গে আলোচনাটা যেন আবণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি কবেছে তার মাস্তকে। চিন্তাগুলো এলোমেলো ছুটোছুটি শুরু কবেছে, কিছুতেই তাদের সংযত ক'বে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।...

নিখিলদেব বাড়ী থেকে বেবিযে ঘড়ি দেখলে আটটা।

এখন বাড়ী যেতেও ইচ্ছা কবে না। গেলেও সাত শ' জবাবদিহিতে পড়তে হবে—কেন এত সকাল সকাল, শবীর খাবাপ কবেছে কি না—নানান্ প্রশ্ন। সে আবণ্ড বিবক্তিকব।

বিমল খব জোবে হেঁটে গিয়ে একটা পার্কের এক কোণে ঘাসেব ওপব বসে পড়ল। শুয়ে পড়তেই ইচ্ছা কবছিল কিছু জামাটা নষ্ট কবতে মাহস হ'ল না।

বেশ ছেলেটি এই নিখিল। এব উন্নতি হ'লে মনে মনে খুশী হবে সে। কিন্তু হবে কি ?

বড মাথা হয় বেচাবীব ওপব। মুণ্ডেব ভাসটাই যেন বেচাবী-বেচাবী।

এমনি আবণ্ড একগান। মুখ মনে প'ড়ে যায় ওব।

বাব-বাবই মনে পড়ে।

ঠিক নিখিলেব মত অন্তর্ক না হ'লও - অমনি মাজা গ্রামবর্ণ, অমনি শঙ্কিত ভীত অবোধ দৃষ্টি। বকলে ঠিক ঐ বকমই জ্ঞান হয়ে উঠত নিমেষে। তাবও পড়বাব আগ্রহ ছিল অসামবণ কিছু কিছুতেই মাখাব ঢুকত না।

সে মুখ অলপনাব—আপুব।

ওবা আগে যেখানে থাকত—পূর্ণ মাহিবমশাইদেব পাড়া—ওদেবই বাড়ীব একাংশে থাকত আপুবা। বেলে কাচ কবতেন আপব বাবা, কিছু কোণাটাব পান্ নি। বেলেব কোট ছাড়া দ্বিতীয় জামা ছিল না ভদ্রলোকের, স্টেশন কুড়িয়ে বাজাব আনতেন ব'লে দু'বেলাই অনেক দেবিতে তাদের উত্তনে আচ পড়ত। কী আসবে—মাছ পাওয়া যাবে কি না, আনাজ কী পাওয়া যাবে—কেউ জানে না।

তিনি বাড়ী ফিরলে তবে রান্না চাপত। সকালে উঠে বৌ ক'রে স্টেশনে চলে যেতেন—ডিউটি থান্ বা না থাক, ব্যাপারীদের ঝাঁক। থেকে টানাটানি ক'রে দুটো মুলো এক মুর্তো বরবটি—হ'ল বা গোটা আঠেক উচ্ছে নামিয়ে দু' পকেট বোঝাই করতেন। মাছও ঐ ভাবে আদায় হ'ত। বাড়ীতে গিয়ে যখন রুমাল খুলতেন তখন দেখা যেত হয়ত একটা চিংড়ি, তিনটে থলসেব বাচ্চা, গোটা দুই ট্যাংবা, তিনটে গুলে এবং গোটা আঠেক পুঁটি। এ ছাড়া আসত একটা ঘটিতে দেড় পো আধ সেব দুধ। তখন উছুন ধবত, চা হ'ত, বাস্না চডত। গজ গজ কবতেন আপুব মা, 'চিবিদন সমান গেল। ঠিক যেন ভিগিবীব ঝুলি ঝাড়া হ'ল! যেমন আনাজেব ছিবি, তেমনি মাছেব। ন-টা উচ্ছে—পাঁচটা মুকী কচু—একমুর্তো বরবটি। এ আমি কী রাঁধব, কাব পাতেই বা দেব?' আপুব বাবা কিন্তু একটুও দমতেন না, সোৎসাহে বলতেন, 'কেন—উচ্ছে ক-টা ভাতে দাও না। উচ্ছে আলু ভাতে বেশ ত হয়। আব ঐ বরবটি আলু কচু বেগুন সব দিয়ে একটা ঘাঁটা। মাছ কটার ঝাল করো—যাব ববাতে যা ওঠে।' কিন্তু উচ্ছে কচু সব দিয়ে স্নক্তো?'

তাবপব কারুব সঙ্গে চোপোচোপি হয়ে গেলে হেসে চোপ মটকে বলতেন—তাকে জানে বিমল, কে জানে তাব বাবা—'কতগুলি ক'বে পয়সা বাঁচছে, সেদিকে হুঁশ নেই। পয়সা থবচ ক'বে বাজাব কবতে হ'লে কি আব বোজ বাজাব হ'ত? আঙুল ঠেলে ভাত খেতে হ'ত। এ বকমাবী তবকাবী আসছে, ভালই ত। কে বোঝাবে বলুন, তবে আব বোকা মেয়েমানুষ বলেছে কেন।'

অনেকক্ষণ শোনবাব পব হয়ত আপুব মা ধমক দিতেন, 'তুমি চুপ কবো! বোকা মেয়েমানুষ পেয়েছিলে তাই, নইলে আব কেউ তোমাব ঘব কবতে পাবত না। যেন ডেযো-ডোক্লাব ঘবকন্না। আমাব বাবা কি আমাব বিয়ে দিয়েছিলেন? হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিলেন।'

ভদ্রলোক শামুকেব মত গুটিয়ে গিয়ে একটা ছেলে কি মেয়ে কোলে ক'বে আদব কবতে বসতেন।

এখনও তাঁকে মনে পড়লেই হাসি পায় বিমলের। কোন খাণ্ড-বস্তুই বোধ হয় কখনও কেনেন নি। শীতকাল হ'লে দুধেব ঘটি ছাড়া আব একটা গেলাস যেত পকেটে। তাতে আসত পয়ড়া গুড়। কোন দিন বা মোয়া। নিজের কোটগুলো

কাটিয়ে ছেলেমেয়েদের জামা ক'রে দিতেন। একদিন আপুরই পেট খারাপ হয়েছিল—ওর মা বলেছিলেন ডাব আনতে। ভদ্রলোক একটু বিমর্ষ হয়ে বলেছিলেন, 'তাই ত! মাছ ডাব দুধ এক গাড়ীতেই সব নামে যে। এটা ধরছে গেলে ওটা হয় না। ঈস্—! দুধটাই দেখছি বাদ দিতে হ'ল আজ। ব্যাটারা যা ছোটো পৌ-পৌ ক'বে। যাক্ গে—কী আর হবে, না হয় ছুন লেবু দিয়েই চা খাওয়া যাবে।'

অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলেছিলেন গৃহিনী, 'কেন, বোগা মেয়েটার জন্তে একটা ডাব একদিন তুমি কি কিনে আনতে পাবো না!'

'কিনে—? তা তা অবশ্য—কী জানো, বড্ড দাম যে। ব্যাটারা চোদ্দ পয়সা হেঁকে বসে একটা ডাব। কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে শুনেছি খুব সস্তা, ছ' পয়সা দু' আনায ডাব পাওয়া যায়। কে যায়—আবাব কলকাতা। দেখি—দুপুর বেলা এক ফাঁকে যদি ডুব দেওয়া যায়। ঐটুকু ত—যাবো আব আসব।'

হাত জোড় ক'বে বলেছিলেন গৃহিনী, 'থাক্। থাক্। ব্যাগোত্তা কবি—আর আমাব ভাবে কাজ নেই। তুমি মানুস না পিশাচ, ঢেব ঢের চসমখোব মানুষ দেখেছি তোমাব জুড়ি নেই।'

'হ্যা। তা ত ব'টেই। দেখতুম আমাব মত দেড়শ টাকা আয়ে ছ'টা ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে হ'লে কে কত টাকাব মাল গস্ত কবত বোজ! ওবারে ত বিইয়েছ শুয়োবেব পাল। সেদিকে ত কমতি নেই। অদিক সন্তান দাবিদ্বিরের লক্ষণ! এত বড সংসার সব কিনে চালাতে গেলে বাজাও ফতুব হয়ে যেত—তা জানো?'

কিন্তু একটা শখ ছিল ভদ্রলোকেব। ছেলেমেয়েদেব লেখাপড়া শেখানোব ঝোঁক ছিল খুব। মেয়েটিই বড। বিকেলে বা বাত্রে—যেদিন যেমন ডিউটি পডত—কিবেই মেয়েকে নিয়ে পডাতে বসতেন। ছেলেবাও পডত কিন্তু তাদের গৃহিনী তাঁব অল্পবিগ্ধাতেই যা হয় ক'বে পডাতে পাবতেন। মেয়ে ক্লাস সেভেন-এ উঠেছে তখন—তাকে পডানো তাঁব পক্ষে অসম্ভব। আপুব বাবাই পডাতেন মেয়েকে; কিন্তু সে সাংঘাতিক পডানো।

যেদিন নাইট-ডিউটি থাকত বা মর্নিং-ডিউটি থাকত সেদিন তবু স্তুবিধা। ঈভ্ন্নিং ডিউটি হ'লে ফিবতেন এক একদিন বাত দর্শটায়, নটা'ব আগে ত হ'তই না।

বেচারী আল্পনা তখন ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ত। কিন্তু তাহ'লে কি হয়—তখনই এসে ওর চুলের ঝুঁটি ধবে বাবা ওঠাবেন এবং বাত এগাবোটা পর্যন্ত পড়াবেন। নইলে ওঁবই বাসময় কোথা? সকালে আটটা অবধি কাটে বাজারের জোগাড়ে—তারপর ত আপুর ইস্কুলের সময়, কচি ভাই-বোনেদেরও একটু একটু দেখতে হ'ত। স্নতরাং সে সময় পড়া যায় না। অগত্যা ঐ রাত্রে। ঘুমে বিহ্বল হয়ে থাকত ওর বুদ্ধিবুদ্ধি—প্রায়ই কিছু বুঝত না, পড়াও বলতে পারত না। ফলে বাবার হাতে খেত নির্মম প্রহার। সে প্রহারের শব্দে বাড়ী-স্বদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙ্গে যেত—চোরের মার একেবাবে। অথচ তাঁবই বা উপায় কি? কত কষ্টে যে মেয়েৰ ফ্রি পড়ার ব্যবস্থা কবেছিলেন তা তিনিই জানেন—সেই খানে কি-না মেয়েটা ফেল ক'রে বসল! নেহাৎ তিনি কবিত্বকৰ্মা মানুষ তাই ফেল-কবা সঙ্গেও হাফ্‌ফ্রি বইল কিন্তু এবাব যদি সব বিষয়ে পাস কবতে না পাবে ত তাও থাকবে না। তখন পড়াবে কে? মাথা-দখা কবতে গেলে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না।

দেখে দেখে একদিন আপুব মা নিভূতে ধবেছিলেন বিমলকে। সজল নেত্রে ওর হাত দুটো ধ'বে বলেছিলেন, দেখছ ত বাবা—মেয়েটাৰ কি প্রেহানী। একে ত ঐ মেয়ে, চোবেব মার খেতে খেতে আবও ওব মাথা যায় গুলিয়ে। আর বাত্রে মাৰ খেতে হবে ব'লে সাবাদিন যেন কাঁটা হয়ে থাকে। অমন দল্‌কে দব্‌কে থাকলে কদিন বাঁচবে বলো ত? তুমি বাবা একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে ওকে? সন্ধ্যাবেলা? তোমাৰ কাছে গিয়ে বসবে? আমি তোমাকে কথা কিছু দিতে পারছি না কিন্তু যে মাসে যা পাবব তোমাকে দু-এক টাকা লুকিয়ে চুরিয়ে দিগে যাবো। মেয়েটাকে বাঁচাও বাবা।'

তখন সবে ক্লাস টেন-এ উঠেছে বিমল। তাবও পাসেব পড়া। তবু তাকে যে ভাল ছেলে ব'লেই অনুরোধ করা হচ্ছে তা বুঝতে পোবে আত্মতৃপ্তিতে ভাবি আবাম পেয়েছিল ও। তাছাড়া এমন অনুরোধ এডানোও কঠিন। ওব বাবাব একটু আপত্তি সঙ্গেও সে-ভাব নিয়েছিল বিমল। আব বিমল ওকে পড়ানোৰ ভাব নিয়েছে—এবং বিনা পাবিত্রমিকে—শুনে ওব বাবাও নিশ্চিত হলেন, কাবণ বিমল ভাল ছেলে—কে না জানে? আলপনা বাঁচল।

কিন্তু লেখাপড়া তার বিশেষ এগোয় নি। বড়ই বোকা ছিল মেয়েটা। অথবা বোকা হয়ে গিয়েছিল। ক্ষমতা বা রুচির মাপে পড়াটা হ'লে কী হ'ত বলা যায় না। হয়ত টের সহজে এবং অনায়াসে এগিয়ে যেত সে। কিন্তু এ বোকা তার পক্ষে অতিরিক্তই হয়ে পড়েছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত সে। প্রাণপণে মুখস্থ কবত। মনে করে রাখার চেষ্টা করত—অথচ সময়ে বলতে পাবত না। তখন আপনিই চোখে জল এসে যেত বেচারী। শুধু এত চেষ্টা সত্ত্বেও না বলতে পারার মানিতে, অক্ষমতার লজ্জায় সে কঁদে ফেলত। বিমল বুঝতে পাবত না—এর পবও একে মাঝে হাত ওঠে কেনন ক'বে।

হয়ত এ লজ্জা বিমলকেই বেশী তাব। কে জানে। আজ তাই মনে হয় অন্তত। নইলে—ওব মা বলতেন—‘চোবের মাঝে পেয়ে এক ফোটা কাদে না বাবা, কিন্তু তোমার কাছে আদব পেয়েও কাদে কেন মুগপুড়ী’ আবাব নিজেই উত্তর দিতেন—‘হয়ত আদব পায় বলেই কাদে। যাব কাছে যত পায় তাব কাছেই ত তত অভিমান কিনা।’

আদব অবশ্য বিমল কোন দিনই দেয় নি—তবে হ্যাঁ স্নেহ ব্যবহার হয়ত কবেছে। ওব ঐ অবোব পশুব মত ককণ চাহনি, যা মানাত্য প্রশংসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে চল-চল কবত, আবাব ঐটুকু কটিন কথায় বা ভাবই হয়ে উঠত স্নেহ স্নেহ, নিজেব অক্ষমতাব সচেতনতা। যা সন্দাই কুর্জিত এবং দীন—সে চাহনি বিমলকে স্নেহাদ্র ক'বে তুলত ঠিকই।

কিন্তু সেই স্নেহ কিংবা প্রশংসা—আলপনাব মনে ঐটুকুব জন্মই কুতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। পালিত মার্জারীমতই তাব অন্তবটি সদা সদা বিমলের পেছনে পেছনে ঘুবত—পদলেহন ক'বে। এত ভক্তি সে বেচে থাকলে তাব গুরু বা ইষ্টকেও কবতে পাবত কিনা সন্দেহ। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসেব অন্ত ছিল না তাব। এত বুদ্ধি এবং প্রতিভা (আপ্ন তাই দাবনা ছিল) যে কোন মানুষেব মনো থাকা সম্ভব—এ যেন তার কল্পনাবও অতীত। এমন অনায়াসে এত ভাবি ভাবি পড়া আয়ত্ত কবতে পাবে কেউ? এমন জটিল অঙ্ক দিনবাত ভেবেও যাব কোন হৃদিশ পায় না আপু, তাই কিনা একটু মুচুকি হেসে এক মিনিটেব ভেতব কবে ফেলে। অথচ কত মিষ্টি কথা। কত আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেয়! কী নৈয়। বার বাব বোঝানো সত্ত্বেও তার

মাথায় ঢোকে না কিছু, তাই ব'লে ত বাবার মত রেগে ওঠেনা। আবার বোঝাতে বসে। ছি ছি, এর কাছে তার কী দৈন্যই প্রকাশ পাচ্ছে। এই কথাটা ভাবলেই যখন-তখন ওই সেই অবাধ কুষ্ঠিত নয়নের কোল উপ্ছে জল ঝরে পড়ত !

তাব এ মনোভাব আজ বিমল বুঝতে পারে। সেদিনও যে কতকটা পাবে নি তা নয়। অপবিসীম আত্মগর্বে মন ভরে উঠ'ত ওর। এমন ভক্তিমতী উপাসিকা পাওয়ার গৌবব—অত অল্পবয়সেও ওকে যৎপবোনাস্তি মোহগ্রস্ত কবেছিল। আর তাইতেই না অমন কাণ্টা—।

ছি। বিমলের জীবনে ঐ একটি কলঙ্ক।

কিন্তু আজ খুব ঠাণ্ডা-মাথায় ভাবলে কাজটাকে অত খাবাপ ব'লে মনে হয় না। বেচাবীর জীবনে জমাব পাতায় ত কিছুই ছিল না। সে ত ওটাকে দেবতাব প্রসাদ মনে ক'বেই কৃতার্থ হয়েছিল। তবু—বিমল বোঝে যে—সেদিন দেবতাব আসন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সে সাধাবণ মানুষ্যের স্তবেই নেমে এসেছিল ঐ বালিকাব অন্তর-লোকে। সেটা তখনই স্পষ্ট ভাবে তাব কাছে প্রতীত না হ'লেও মনেব অবচেতনে তাই ঘটেছিল। ঘটাই স্বাভাবিক।

বিমলের স্থূল-জীবন ছিল বড় বিচিত্র। বড় মধুব, বড় ত্রিক্ত।

পূর্ণ মাষ্টাব মশাইয়ের ইন্সুল ছেড়ে হাইস্কুলে ভর্তি হ'য়ে প্রথমটা খুব সুগী হয় নি বিমল। অনেক ছেলে, শিক্ষকদেব মনোযোগ নেই—ছাত্রদেব সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কম। এ কী হাটের মাঝে এসে পড়ল সে।

ক্রমে ক্রমে সে নিজের গুণে শিক্ষকদেব চোখে পড়ল। দু-একজনের অন্তরঙ্গ হবার সুদূর্ভ সৌভাগ্য লাভ কবল সে। আজও বিমলের বিশ্বাস, ব্যক্তিগতভাবে যে ছাত্র শিক্ষকদের সাহচর্য লাভ না কবেছে, সে বড় বঞ্চিত।

তারপর তাব একটি বন্ধুগোষ্ঠিও গড়ে উঠল।

অদ্ভুত সে বন্ধুগোষ্ঠি। ভাল ছেলে ছিল ক-জন। তাবা সত্যিই ভাল ছেলে আর জনকতক ছিল ভালয়-মন্দে মিশানো। এরা লেখাপড়ায় মাঝারি, অত্যন্ত পরোপকারী, স্নেহময় বন্ধু—কিন্তু চরিত্রে কিছু গোলমাল ছিল তাদের। বেশী নয়,



জন-দুই-তিন, এদের যৌনক্ষুধা জেগেছিল সেই বয়সেই। ক্ষুধা দৈহিক যত না উগ্র হোক—মুখে এরা ঐদিক-ঘেঁষা আলোচনা ক’রে স্থখ পেত। এটাকে তারা ‘খিঁচি’ বলে স্বীকার করত না—বলত মুখ-খাবাপ কবা। গোড়াতে শ্লোড়াতে তাও বলত না—বলত মাঝে মাঝে একটু ‘ইয়ে’ না হ’লে আড্ডা জমে কখনও?

ওদেব ক্লাসে নাম-কবা বকাটে ছেলেও ছিল। ক্লাস এইটু-এই তাবা নানা! দুষ্টামিতে পবিপক্ক হয়ে উঠেছিল কিন্তু তাবা নাম-কবা ব’লেই তাদের সঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া চলত সহজে। সাবা ক্লাসে চমৎকার দুটি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। পেছনেব বেষ্টিতে ওবা বসত, জনা-ছ্যসাত ছেলে। তাদের যে লেপাপড়া হবে না তা তাবাও জানত, বাকী ছেলেবা এবং মাষ্টাবমশায়বা সবাই জানতেন—জানতেন না কেবল তাদের অভিভাবকবা। অথবা ভাগ্যকে স্বীকার কবতেন না। নানা! ছুক্ষ্যেব সময় এসে তাঁদেরই মাপ চাইতে হ’ত—বছবেব শেষে হ’ত হাতে-পায়ে ধবে পাস কবাতে। এবা কিন্তু বিপজ্জনক নয় মোটেই। শুণু দিমল নয়—আবও এমন অনেক ছেলে ছিল যাবা কখনও কথাই বলে নি ঐ-সব মার্কানাবা ছেলেব সঙ্গে। বিপজ্জনক ছিল এই সব ছেলেবা—যাদের ভাল না বেগে খাফা যায় না, অনেকখানি ভালব সঙ্গে একটু মন্দ মেশানো যাদের চবিত্র। ভাল ওপব এ আড্ডাটা ঠিক স্থলেবও নয়—এটা পাডাব আড্ডা। সহবতগীর এই-সব আদ্য পাডাগাঁয়ে পাডাব ছেলেব সখাতাটি সহবেব চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে। ওব সহপাঠীই বেশী ছিল ওব বিশেষ দলটিতে—কিন্তু ওদের শ্রেণীব এক-আব শ্রেণী নিচে বা ওপবে পড়ে, এমন ছেলেও ছিল তাব মধ্যে। তাতে কিছু ঘনিষ্ঠতা আটকায নি। অত্যন্ত মদুব ছিল এদের মদ্র ও সাহচর্য। এদের এডানো সহজও ছিল না, প্রেযও ছিল না। স্বতবাং বিমলেব এই সব আলোচনা খুব ভাল না লাগলেও তা থেকে দূবে সবে যেতে পাবে নি।

তাছাড়া ..ভাল যে লাগে নি একেবারে, তাও কি হলপ ক’বে বলতে পারে বিমল? জীবনেব এই অন্তবঙ্গ বহুশ্রম অথচ গোপন দিকটা সম্বন্ধ মানুষেব সহজাত কোতূহল কি তাবও ছিল না যথেষ্ট? আলোচনাব মধ্যে মধ্যে ভাষাটা যখন একেবারে ইতর হয়ে উঠত তখনই বিশ্রী লাগত, কান-মাথা ওব গরম হয়ে যেত—সমস্ত মুখ যে লাল হয়ে উঠেছে তা সে নিজেই টেব পেত। নইলে ভালই লাগত

বৈকি ! এই ভাবেই আরও অনেকের ভাল লেগেছে—তারা জেনেছে, অনেক সময়ে অপবকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনেছে—এবং আরও ‘ভাললাগার’ নেশায় সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল অন্বেষণ কবেছে।

সব চেয়ে মজার কথা এই—যাবা বিমলদেব এই সব ‘জ্ঞান’ দিত, তারা কী ভাবে এই অভিজ্ঞতা আহরণ করেছে তা সব ক-জনকেই জিজ্ঞাসা ক’বে জেনে নিখেছিল বিমল—পবে। সে মূল বিচিত্র। ওদেব পাডায় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক থাকতেন, হাইকোর্টের কেবাণী। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, লেখাপড়াও কিছু শিখেছিলেন, গম্ভীর-প্রকৃতি, সম্ভ্রান্তের পিতা। ইনিই নাকি কিশোর-বয়স্ক ছেলেদেব নিবিবিলা পেলো তাদের ঐসব কথা শোনাতে, আকাবে ইঙ্গিতে, তাদের কথার অর্থও বুঝিয়ে দিতেন। এটা অবশ্য শুধু জ্ঞান। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবেছে তাবা অধিকাংশই তাদের গুরুজন-স্থানীয় দাদাদেব কাছ থেকে—বা দাদাব বন্ধুদেব কাছ থেকে, যাদেব সঙ্গে তাদের বয়সের তফাৎ পাঁচ থেকে পনেরো পর্যন্ত। এই ইতিহাস সর্বত্র—পবে ওপরের ক্লাসে বা কলেজ-জীবনেও—যাদেব সঙ্গে ওব কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাদেরই প্রশ্ন ক’বে জেনেছে বিমল। অবশ্য ক্লাসেব বন্ধুবাও আছে, এবং হাতে-গড়ি অনেক জায়গায় ক্লাস-কমেই হয়েছে—এমন ইতিহাস যে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু খুব বেশী নয়। ববং প্রথম অভিজ্ঞতার পব তা ঝালাই করা হয়েছে স্থলের আনাচে কানাচে কিংবা ক্লাসেব ভিতরই—এই ইতিহাসই বেশী, ওর এম-এ ক্লাসেব এক সহপাঠী স্বীকার কবেছিল যে যখন সে মাত্র ক্লাস ফাইভ-এ পড়ে, তখনই এক ক্লাস সেভেনেব ছেলে তাব কাছে এ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক’বে সচেতন ক’বে দিমেছিল।

কিন্তু সে আপুব কথা ভাবছিল।

আপুকে যে সে পড়াচ্ছে, এবং আপু তাকে কী সম্বন্ধেব চোখে দেখে, এ কথা বন্ধু-সমাজে গল্প কবেছিল বৈকি। এতখানি আত্মপ্রসাদ কি একা-একা ভোগ করা চলে ! কথা-প্রসঙ্গে নয়, ইচ্ছে কবেই সবিস্তারে গল্প কবেছে সে বন্ধুদেব কাছে।  
মূল্যবোধ।

তাব ফলে ঠাট্টা তামাসাব অস্ত ছিল না। যেমন বন্ধুসমাজে হয়ে থাকে।

কেউ অভিযোগ কবলে, ডুবে ডুবে জল খাওয়াব।

কেউ বললে, সব ভালো-ছেলেদেবই জানা আছে। ববং ঠাট্টা এককটি  
সবসম।

কেউ বললে, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

সে সব তামাসাব আড্ডালে ইচ্ছাতুব ঈশাব অভাব ছিল না। সে ঈশা উপভোগ  
কবন সেদিন বিমল।

প্রথম ঠাট্টা-তামাসাব কোঁকটা কেটে গেলে সবাই জানতে চাইলে পূর্ণ  
বিবরণ। ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে।

মোটের গড়ায় নি শুনে কেউ কেউ কবলে অধিগ্রাস। অধিকাংশই হতাশ  
হ'ল। তা'বা তা'তাত্তে শুক কবলে, 'তুই কী বে? তুই পোনও কাজেব নোন্!  
হোঁদ একেবাবে। বোঁদাম।'

ক্রমাগতই তা'তাত্ত তা'বা। বিদ্রূপবাণে জর্জরিত কবত। কাপুরুষ বলত।  
ক্রমে ক্রমে ওব ছেলেমানুষ মন সেই উস্কানিব কাছেই হাব মান'লে। এক  
নির্জন মুহূর্তে একদিন হঠাৎ আপুকে কাছে টেনে এনে ওব মুখখানা ভুলে ধবে  
চুমো পেলে।

ইন্। সে লজ্জা, সে প্রাণিতে আজও ওব সমস্ত গা বি-বি কবে ওঠে। এই  
বাগ্গিব অন্ধকারে নিঃসঙ্গতাব মধ্যেই—আজও তা'ব মাথা বাঁ বাঁ ক'বে উঠছে,  
ঘাম দেখা দিয়েছে সবশরীরে।

আপু অবাক হয়ে চেয়েছিল। সে বিশ্বাস-বিস্মল চাহনি যেন সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচেব  
মত দিয়েছিল ওকে। আহুসঙ্গবণ ক'বে লজ্জায় মাথা হেঁট কবেছিল।

আজও সে চাহনি মনে পড়লে লজ্জা কবে ওব।

এমন কি—তাব অলক্ষণ পবে জিনিষটাব পরিপূর্ণ অর্থ এবং অল্পভূতিটা  
বোধগম্য হ'তে যে স্তম্ভে ও লজ্জায় সে মাথা ঝুট্টেবে ছিল, তা'ব শ্রামবর্ণ মুখেও যে  
বক্তিমাতা ফুটে উঠেছিল, আশাব অতীত পুণস্কাব লাভেব যে কৃতজ্ঞতা ও  
চবিতার্থতা প্রকাশ পেয়েছিল তা'ব অববোধেব ভঙ্গীতে—তা'তেও কোন সাহসনা  
পাখনি বিমল সেদিন।

সেই প্রথম ও সেই শেষ।

আপু'র দিক থেকেও কোন দাবী আসে নি বলা—বাহুল্য। অত উচ্চাশা তা'ব ছিল না। সাঁ হযত ছিল কিন্তু বুক ফাটলেও মুখ ফোঁটাব মত সাহস তা'ব হয় নি কোন দিন।

শুধু তা'ব মনোভাব বোধ কবি গোপন বইল না—যখন মাত্র সত্তেবোটি দিন টাইফয়েডে ভুগে মা'বা যা'বাব প'ব ও'ব বই-বাখা কাঠে'ব বাক্সটি থেকে বেবোল একখানা আধময়লা রুমাল আ'ব একটা বিবর্ণ গ্রুপ ছবি।

অনেকদিন আগে এই রুমালটা হাবিয়ে যা'য বিমলে'ব, কোথা'য় ফেলেছিল মনে ক'বতে পা'বে নি কিছুতেই। ছবিটাও বহুদিন আগেকা'ব। ওদে'ব পাডা'ব টীম সেবা'র কী একটা শীল্ড ফাইন্ডালে জিতেছিল, তা'বই ছবি। সেই টীমে'ব সঙ্গে বিমলে'রও ছবি উঠেছিল। বহুদিন আগেকা'ব কথা—বোগা টিংটিং-এ একব'ত্তি বিমল, আজ তা'কে চে'নাও কঠিন। ছবিটা কোথা'য় পড়েছিল ধূলা'ব গাদা'য়, বিমলে'ব মা ঝাঁট দিয়ে জঞ্জালে'ব সঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন। বিমল তুলে নিয়ে সকৌতুকে আপু'কে প্রণ ক'বেছিল, 'বলো ত কোন্টা আমি?' আপু ঠিকই দে'গিয়েছিল কিন্তু। তা'বপ'ব হাসতে হাসতে বিমল ছবিটা আ'বাব জঞ্জালে'ব গাদা'য় ফেলে দিয়ে চলে যা'য়। আপু যে কখন সেটা কুড়িয়ে স'বত্রে এনে তুলে বে'গেছিল, তা কেউ জানে না।

জীবনে'ব সমস্ত সাধ অংগ্লাদ অপূর্ণ বে'খেই—মাত্র চৌদ্দ প'নেবো বছ'ব বয়সে তা'কে বিদা'য় নিতে হ'য়েছিল এই পৃথিবী থেকে। তা'ব সেই একান্ত অন্ধকা'ব জীবনে ও'ব ঐ দুষ্ক'তি কি একবিন্দু আলো দিতে পে'বেছিল? অথবা গভী'বত'ব বেদনা'ব কা'রণ হ'য়ে বি'ধেছিল বুক। কে জানে!

নিস্তন্ধ রাত্রি'ব নিকষ-কালো আকা'শে ঐ যে তা'বাঙলো ফুটে আছে, হ'যত ও'বই ম'ধ্যে কোন এক নক্ষত্রে'ব কোন এক গ্রহে সে আ'বাব জন্ম নিয়েছে। হ'যত বা এই গ্রহেই কোন সুদূ'ব দেশে সে জন্মেছে। কিন্না বিপে'ব অনন্ত প্রাণ-সমুদ্রে মিশিয়ে গেছে তা'ব ছোট্ট একব'ত্তি ভীকু আত্মা—শেষ নিঃশ্বাসে'ব সঙ্গে সঙ্গে।

মানুষ দেহান্ত'ব গ্রহণ ক'বে কি না, তা বিমল জানে না।

যদি তা হয়—এ জন্মে যেন সে সুখী হয়। এমন বিড়স্থিত জীবন যেম তা'কে

আব ভোগ কবতে না হয় !

দূবেব বাজপথে মানুষ ও যানবাহনের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে । চমক ভেঙ্গে উঠে পড়ে বিমল ।

## ১২

পূর্ণিমা বাড়ীতে কিবে নিঃশ্বাস নেবাব অবসর পায় না । মা একটু বিবক্ত-কণ্ঠেই বলেন, ‘আপিসে ত ছুটি হয়েছে কখন ? এত বাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস আজ কাল ? শেষে একটা কেলেকাবী কববি নাকি ? ঝাক্কাবী হয়েছিল তোমাকে চাকবী কবতে দেওয়া ।’

বাবা ঠাপাতে ঠাপাতে বলেন, ‘চাকবী আব কবতে যেতে হবে না । অফিস ছাড়িয়ে নাও । আমাদের অদৃষ্টে যা আছে হবে ।’

অভিযোগটা নতুন নয়—কিন্তু ঝাঙ্কটা নতুন । পূর্ণিমা একটু অবাধ হয়ে যায় । অবশ্য আসল কথাটাও জানতে বেশি দেবি হয় না । বাবাব ঠাপানীটা হঠাৎ বেড়েছে । বুকে-পিঠে একটা বাথা কদিনই টেব পাচ্ছিলেন, তাব-ওপব এই ঠাপানী—ভবানক কষ্ট পাচ্ছেন । মা যথাসময়ে উল্লনে ‘আচ দিয়েছিলেন কিন্তু তাবপব আব বাবাকে ছেড়ে উঠতে পাবেন নি । এতক্ষণ ধবে বুকে তেল মালিশ ক’বে একটু স্বস্থ কবেছেন বটে কিন্তু ভেড়ে যা ওবাব মত এখনও হয় নি । বিশেষত ঠাপানী বাড়লে ত ওব বাবা একেবাবে ছেলেনাত্ম্য হবে পড়েন, কিছুতেই মাকে কাজছাড়া কবতে চান না ।

মা একটু যেন কুণ্ঠিত ভাবেই বললেন, ‘তাব ওপব আজ আবাব ঝি আসে নি । বাসন-কোসন এখনও সব পড়ে ।’

অর্থাৎ সোনায সোহাগা । কিন্তু এ-ও নতুন নয় । দিনবাতের লোক বাথাব ক্ষমতা নেই, ঠিকে ঝি একটি আছে, সে বাসন মেজে আব ঘব-বাবান্দা মুছে দিয়ে যায় । কিন্তু মাসে অন্তত চাবদিন কামাই সে কববেই ! তাডানোও যায় না—

কাবণ বহুদিনেব লোক ব'লেই আজও সে চাব টাকা মাইনেতে কাজ কবছে, তাকে তাড়ালে আট টাকার কম কাউকে পাওনা যাবে বলে মনে হয় না। ওপব তলায যে ঝি কাজ ক'রে সে শুধু বাসন মেজে দিয়ে যায়—সাত টাকায়! অত টাকা দেবার ক্ষমতা তাদের নেই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা বলে, 'সাদা বাসনগুলো অন্তত মালুকে দিয়ে মাজিয়ে নিতে পাবো নি মা।'

'তবেই হ'বেছে!' মা ব'লে ওঠেন, 'যেখানকাব যা তেল মবলা ঠিক লেগে থাক্ত, উটে তাব সঙ্গে জড়িয়ে দবত ছাই মাটি। একটা চাদেব পেয়লা খুতে পাবে না—তাব বাসন!'

বিবক্তিতে জুঁকুচুক ওঠে পূর্ণিমা।

'পাবে না ব'লে কি কোন কালে শিপবে না। ওকে এমন ক'বে তুমি তৈবী কবছো যেন কোন কালে ওব নিজেব ঘব-স'সাব হবে না।'

'তৈবী আব কি ক'বে কবব বাছা তাও জানি না।' মা-ও বিবক্ত হ'য়ে ওঠেন একটু, 'বুডো বয়সে কি মাবপাব কবব? এই ত তোমাব পেছনেও ত কম টিফ-টিফ কবি না। তুমিই কি এখনও জড়িয়ে কাজ কবতে শিখেছো? তোমাদের হেঁসেলের ধাবে-কাছে যেতে দিতেই ত আমাব ভদ্র কবে। না আছে এঁটো-কাঁটার বিচার, না আছে কোন ভিসেব। এলো-পাতাড়ি কাজ। নেহাৎ দায়ে পড়েই যেতে দিতে হয়।'

কী একটা উত্তব দিতে গিয়েও সামলে নেয় পূর্ণিমা। প্রাণপণে বিবক্তিটা দমন কবে এ-ঘবে এসে অফিসেব জংমা কাপড ছাড়ে। মাঠে বসাব ফলে মাটির দাগ হযেছে শাড়ীতে—অথচ এখনও তিনটি দিন চালাতে হবে। ভাল শাড়ী ওব এত কম যখন, তখন অত কাব্যি কবা ঠিক হয় নি।

মা'রই একথানা তেল চিট্‌চিটে ছেঁড়া কাপড জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বাসন মাজতে বসে পূর্ণিমা। উত্তনে ছুবাব কলা দেওয়া হযে গেছে—এব পব বান্না আব হ'তেই চাইবে না। কলতলা থেকেই ছোট বোনকে হেঁকে বলে, 'মালু ততক্ষণ একটা কাজ কববি, হাত ধুয়ে একটু ভাল চাপিয়ে দিবি? ততক্ষণ ফুটতে থাক্। তারপব আমি গিয়ে নামিয়ে চা ক'বে-দেব।'

মালু ঝাঝাব দিয়ে উঠল, 'বাবা রে বাবা। এ বাড়ীতে লেখাপড়া কববাব কোন উপায়ই নেই। কেন যে চেষ্টা কবি তাও জানি না !'

পূর্ণিমা'ব কণ্ঠসব তিক্ত হয়ে ওঠে, 'জাপ মালু, আদিখ্যেতা কবিনি। লেখাপড়া আমবাও কবেছি, ভাল ক'বেই কবেছি। সাধাবণ একটু আদটু ফান কবমাশ খাটিলে তা'ব কোন ক্ষতি হয় না। আমবা কি কখনও কিছু কবি নি ?'

মালুও সমান ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দেব, 'তোমাদেব এত ফান-কবমাস খাটিলে হয় নি--তখনও বৌদি ছিল।'

সে ছুম্ ছুম্ ক'বে পা কৈলে বাম্বাসবে গিয়ে ঢোকে। কলববেব দশ বাতি'ব আলোয় বসে বাসন মাজতে মাজতে বাগে গজবায় পূর্ণিমা, 'মা যা তৈবী কবছেন ছোট্ট মেয়েকে, টেব পাবেন এব পব। আমাব কি ?' আনি কি আব চিবকালই এইখানে পড়ে থাকব ?'

সব চেয়ে বিপদ হয়েছে এই যে—অবস্থা চিবদিনই ওদেব এত খাবাপ ছিল না। বাবা সবকাবী চাকবী কবতেন, তখনকাব দিনেব হিসেবে মাইনেও খুব কম ছিল না। গত লড়াই বাধবাব পবেই পেন্সন নিতে হ'ল। সে পেন্সনও পুরো বাগা গেল না, ওব দিদি'ব বিয়ে বাকী ছিল, অনেকখানি পেন্সন বিক্রী ক'বে তা'ব বিয়ে দেওয়া হ'ল। আয় কমে গিয়ে ভগ্নাংশে দাডাল, অথচ ব্যয় বেড়ে গেল ছ-ছ ক'বে। ভবদাব মধ্যো ছিল দাদা—সেও সবকাবী চাকবী পেয়েছিল কিন্তু মা আব একটি ভুল ক'বে বসলেন। বড মেয়ে চলে গেল, হাতেব কাজ এগিয়ে দেবাব লোক চাই—এই বাদনাতে ভেলেব বিয়ে দিলেন। কাজ তা'ব দ্বাবা কিছুই হ'ল না, বিয়ের পব বোবা গেল যে কম ক'বেও তা'ব সাত বকমেব অস্ত্র আছে, মাদেব মধ্যো বাইশ দিনই সে থাকে অস্ত্রস্থ। সাতটাব আগে তা'ব ঘুম ভাঙ্গে না—শালীনতা'ব দোহাই দিয়েও পূর্ণিমা'ব দাদা দ্বীপ সে অভ্যাস ছাড়াতে পারে নি। তাছাড়া কাজ-কর্ম সে কিছু জানতও না, শেখবাবও ইচ্ছা ছিল না।

তবু কিছুদিন সময় পেলে কী হ'ত বলা যায় না। কিন্তু বিবাহেব বছব-খানেকেব মধ্যোই তা'ব মেয়ে হয়ে গেল। কল্প কাহ্ননে মেয়ে। তাকে দেখতেই অবসব পেত না বৌদি, কাজ কর্ম কবাব সময় কৈ ? আব সেই যে শুরু হ'ল—চাব বছবে তিনটি। অভাব বেড়ে গিয়েছিল তা'ব ভেতব অনেক। খবচ-পত্র নিয়ে দাদাব

সঙ্গে মায়ের খেচাখেচিও বেড়ে চলল সেই অল্পপাতে। অবশেষে একদিন শোনা গেল দাদা শব্দববাড়ীর কাছাকাছি কোথায় যেন ঘব ভাড়া কবেছেন। দিন-কতক পরে সত্যিই তেলে গেলেন—স্ত্রী-পুত্র-কণ্ঠা-মালপত্র নিয়ে।

তখন এঁদের আয়েব মধ্যে ওপব-তলাব ভাড়া বাবদ ত্রিশটি টাকা। আব বাবাব পেন্সন সাতচল্লিশ। ভাড়াটে বহুকালেব—দিত পঁচিশ, বেড়ে তেত্রিশ কবেছে। তাব চেয়ে বাড়ানো সম্ভব নয়। তুলতে গেলে নালিশ মকদ্দমা কবতে হয়—সে খবচ দেবে কে? তাছাড়া কী বকম ভাড়াটে আসবে কে জানে। সে-ও যে ভাড়া দেবে ঠিক-মত, তাব নিশ্চয়তা কি? চক্ষু-লজ্জাও আছে একটু। আত্মীয়ের মত হয়ে গেছেন ওবা। তবু পৈত্রিক এই বাড়ীটুকু ছিল শশীবাবুব তাই বক্ষা—নইলে কী যে হ'ত। বাড়ীতে চুনকাম কবাব খবচ জোটে না, ভাড়া ক'বে থাকতে হ'লে হযত আত্মহত্যা কবতে হ'ত।

সেই সময়ই পূর্ণিমাকে কলেজের মাথা কাটিয়ে চাকবীতে ঢুকতে হ'ল। ছোট বোন আছে, ছোট ভাই আছে। ওব মাইনে যোগ কবলেও ডাল-ভাত জোটা কঠিন। তবু ত ওব এক কাঁকা আছেন দিল্লীতে, তিনি ওদের ইঙ্কলেব মাইনে, বই খাতা বাবদ কিছু কিছু পাঠান—মধ্যে মধ্যে।

বাসন মেজে গাদা ক'বে বেখে এসে কাপড় কাচতে কাচতে ডাল-পোড়া গন্ধ এল নাকে। ভিজে কাপড়টাই কোনমতে গানে জড়িয়ে বান্নাঘরে ছুটল পূর্ণিমা। সেখানে গিয়ে কাণ্ড দেখে ত পূর্ণিমাব চক্ষু স্থির। প্রায় জনদশেকের খাবাব মত ডাল চড়িয়েছে মালু ফলে একবস্ত্রি কড়াখ বেশী জল দেওয়া যায় নি, সে জল শুকিয়ে সমস্ত ডাল পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

ততক্ষণে গন্ধ পেয়ে মা-ও ছুটে এসেছেন। তিনি কিন্তু সমস্ত ঘটনাটার জ্ঞান পূর্ণিমাকেই দায়ী কবলেন। মালু কখনও কবে নি, তাব কি দোষ। পূর্ণিমা তাকে বলতেই বা গেল কেন, আব বললেও—কতটা ডাল চাপাবে ব'লে দেওয়া উচিত ছিল।

পূর্ণিমার যেন কান্না পেতে লাগল। মা'র এই পক্ষপাতিত্ব (অন্তত পূর্ণিমার



তাই বিশ্বাস ) কোন জ্বাব দিতে তাব রুচি বইল না । সে নিঃশব্দে খুস্তিব ডগা দিয়ে পোডা ডালগুলো চেকে চেকে ফেলে দিয়ে 'আবাব নতুন ক'বে ডাল চাপিয়ে ঘবে গেল কাপড ছাড়তে ।

তাবপব কর্মেব নিবন্ধ নিববসব ।

চা কবতে হ'ল । বাবা বাত ন-টাব পব খান না কিছুতেই, আগে তাঁব রুটি ক'বে, দুধ জাল দিয়ে দিতে হ'ল । বাকী গৃহস্থব এফটা তবকাবী আছে, রুটি আছে, ভাত আছে । মা ভাত খান—বাকী সকলেব রুটি ।

অবশ্য শেষেব দিকে মা এসে পড়লেন কিন্তু পূর্ণিমা'ব মনে হ'ল—না এলেই বোধ হয় ভাল হ'ত । এসে পর্যন্তই গজগজ কবতে লাগলেন, 'আটা মাথতে গিয়ে নাকি সে আটা ছড়িয়েছে চাব দিকে । তেলেব বোয়েম থেকে পলা ডুবিয়ে তেল না নিয়ে কাং ক'বে ঢেলে নিগেছে, তাবপব বোয়েমেব গা-টা মুছে নেয নি—গা বেয়ে তেল গডিয়ে তাক্কা-ময তেল হয়েছে । কুটনো কুটে ঝটতে খোসাতে আনাঙ্জে একাকাব ক'বে ফেলে বেখেছে । জলেব কলসীতে চাপা দেয নি—বাটনা'ব বেকাবীটা স্কাডি ক'বে বসে আছে—এমনি সহস্র অকর্মণ্যতা'ব নজীব ।

'অতবড মেয়ে—এফটা কাজ যদি গুছিয়ে কবতে পাবে । ...ছোট বোনকে বকবা'ব সময় ত খুব আছ । নিজে ত কত কাজেব লোক ।'

অতদিন হ'লে বাগাবাগি কবত পূর্ণিমা । সমানে মায়েব সঙ্গে কথা কাটাকাটি কবত—তেজ দেখাত । বলত, যে, 'ঐ জন্তেই ত তোমা'ব কাজ কবতে চাই না । কবেছি এই কত না ।' বলত যে, 'মানুষ কবতে কবতেই শেখে । তুমি কবতে দাও না বলেই ত এই কাণ্ড ।' কিন্তু কে জানে কেন আজ নিঃশব্দে সব শুনে গেল—একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত কবলে না ।

মাকে খেতে দিয়ে নিজেব খাবাব ঢাকা দিয়ে বেখে যখন বাব্বাঘব ধুতে শুরু কবলে, তখন মা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন কবলেন, 'কৈ তুই গেলি না ?'

এইবা'ব প্রথম মুখ খুললে পূর্ণিমা, 'আমিও ত মানুষ মা । মানুষ কেন—গাধাকেও বিশ্রাম কবতে দিতে হয় । অফিস থেকে এসেই জুতেছি তোমাদেব ঘানিগাছে, এখন একটু হাফ ছাড়তে দাও । এ অবস্থায় কি কিছু মুখে বোচে ।'

মা জ্বাব দিলেন, 'এই ঘানিগাছে আমবা চিবদিনই জুতে আছি মা—

যিশ্রামের কথা মুখেও আনিতে পারি নি। তোমরাও কোন দিন ভাবো নি।  
উনি ত ভাবেনই নি!’

‘তোমার ছপুব ছিল মা। ছপুবে ঘুমোতে পেতে, আমাদের মত অফিস  
কবতে হ’ত না।’

‘তুমিই বা আজ সকালে কি কাজ কবেছ মা? কিন্তু তাও নয়—। ছপুব  
ত তুমি আজ দেখেছ। ষোল বছরের মেয়ে এ বাড়ীতে এসেছি। নিঃশ্বাস ফেলবার  
অবকাশ পাই নি তাবপব থেকেই। ছপুব বেলা অবসব মিলত বটে কিন্তু শোবার  
ছকুম ছিল না—বসে বসে দিদিশাশুড়ীকে বামাষণ শোনাতে হ’ত। নয়ত  
পিসশাশুড়ী পাকাচুল তোলা ছিল। আমাদের কাঁচা বয়স, কাজেই বিশ্রাম কবাব  
দবকাব কি? তবে সে প্রথম ছ-বছর। তাবপবই কোলে ছেলে এসেছে। তোমাব  
যে দিদি মাঝা গেছে সেই দিদি—শুধু সে কেন আমাব সব ছেলেমেয়েই, তোমাবাই  
কি কম? কেউ ছপুবে ঘুমোত না। অথচ পাছে শাশুড়ীদেব ঘুম ভাঙ্গে সেই জন্তে  
সারা ছপুব তোমাদেব কোলে ক’বে ক’বে ঘুবেতে হ’ত। এদাবে সারা ছপুব  
ঘুমোতে না—সন্ধ্যা হ’লেই সব অজ্ঞান হয়ে পড়তে ঘুমে। ওঁরা ভাবি খুশী  
হতেন। মেজ বৌমাব ছেলেপুলেবা খুব লক্ষ্মী, সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে—বৌমা  
একটু কাজ পায়। সে সময় যদি একটু ছুটি পেতুম ত হ’ত—কিন্তু সে সময় ছুটিব  
কথা ভাবাই যায় না। তখন বাম্বাবাডা—একাল্লবতী সংসাব, এক এক বেলায়  
চল্লিশখানা পাতা পড়ত ছেলে বুড়ো মিলিয়ে। সব সেবে শুতে আসতাম বাত  
বাবোটা, সাড়ে বাবোটা, ঠিক তিনটেতে ছেলেমেয়েবা উঠে পড়ত। সব ক-টি  
সমান ছিল আমাব। যখন যে কোলে থাকত তাবই ঐ দস্তব। তখন তাকে  
ভোলাতে হ’ত, গেতে দিতে হ’ত। তাবপব নিয়ে পাখচাবী কবো, নইলে ওঁব ঘুম  
হবে না। সাবাদিন পেটেখুটে এলেন আপিস থেকে, বাতেও যদি ঘুম না হয় ত  
বাঁচবেন কি ক’বে। আমবা বাঁচব কি ক’বে সে খোজ কেউ কখনও নেয় নি মা।  
আব বেঁচেও ত আছি, সেদিন যদি মবতুম ত শাস্তি হ’ত। বুড়ো বয়স পর্যন্ত এই  
লাঙ্গনা সহীতে হ’ত না।...একদিন একবেলা কবতে হয়েছে তাতেই ত মুগনাডা  
দিচ্ছ। তাও কি বসে ছিলুম?’

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে মা আবাব ভাতেব গ্রাস মুখে তুললেন। শেষে

দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল, বহুদিনের ভুলে যাওয়া ব্যথাব সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে তাঁর। ভালমাথা ভাতও হয়ে এসেছে ঠাণ্ডা। তিনি হাত গুটিয়ে বাঁ-হাতে জলের ঘটটি মুখে তুললেন।

চোখে নিমেষে তাঁর সেই বাঁ-হাতখানা চেপে ধরে পূর্ণিমা বললে, ‘আমাব অণ্যায় হয়েছে মা, ও কথাটা বলা। তুমি কিন্তু ভাত ফেলে উঠতে পাববে না।’

মা বিস্মিত হ’লেন। এ যেন নতুন কোন পূর্ণিমা। ভালও লাগল খুব, স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে বললেন, ‘আব ভাল লাগছে না বে।’

‘না, তা হবে না। আজ আমি বেঁধেছি, তুমি যদি ভাত ফেলে উঠে যাও ত বুঝব বামা ভাল হয় নি।’

‘তবে তুইও খাবাবটা নিয়ে বোস। গল্প কবতে কবতে থাওয়া যাক—’

‘দোহাই মা। জানোই ত বামা কবলে গা না ধুয়ে আমি কিছু খেতে পাবি না। খাবো আমি ঠিক—এখন এমনই বসে গল্প কবছি।’

মা’র থাওয়া হ’লে বামাঘরের সব কাজ শেষ ক’রে সত্যিই গা ধুতে গেল পূর্ণিমা, কিন্তু তাবপবও খেতে ইচ্ছা কবল না। মা শুয়ে পড়েছেন, সবাই ঘুমিয়েছে। চাবিদিক নিস্তব্ধ নিঃস্বন। বোবহুয় এগাবোটো বাজে। সে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বামাঘরের দরজায় শেকল তুলে দিয়ে ছাদে চলে গেল।

অনেকদিন পরে ছাদে উঠল ও।

ওদের ত ছাদে ওঠাই হয় না। ভাড়াটেবাই ভোগ করে। তাবা দোতালার থাকে—কোন বাবা নেই তাদের। ওদের আসতে হয় ভাড়াটে পেরিয়ে, দিনের বেলা তাই আসতে ভাল লাগে না। মা কিছু শুকোতে দিতে বা বড়ি দিতে ওঠেন বটে মনো মনো—পূর্ণিমা কিন্তু কখনও-কোনদিন এলে বাত্রেই আসে। ভাড়াটেবা তাদের সিঁড়ির দোর বন্ধ কবলে সিঁড়িটা আলাদাই হয়ে যায়।

আ। হানটা যা নোংরা ক’রে বেখেছে। অর্ধেকটা ছাদ জুড়ে গুল দিয়েছে। ‘আব একটু হ’লে গুলেব ওপরই পা তুলে দিত পূর্ণিমা।

কোন মতে এক পাশ দিয়ে আলস্যের দাবে এসে দাডাল সে। পাডায় অবিকাংশ আলোই নিভে এসেছে। রাস্তাব আলো সহবতলীল গাছ-পালা ছাপিয়ে

ওপবে ওঠে না। অল্প একটা আব'ছা আলো মাত্র আছে—সেটা কতটা পথেব আলোব প্রতিফলন আর কতটা নক্ষত্রব, তা ঠিক ক'বে বলা কঠিন।

তবু—ভাবি আবাম বোধহয় পূর্ণিমা'ব। ঝিবঝিবে ঠাণ্ডা বাতাস আব এই অন্ধকার। তা'ব চেয়েও বড কথা এই নিঃসঙ্গ অবসর—এইটেই যেন পবম উপভোগ্য।

একটু আগেকা'ব কথাগুলো মনে পডল—এলোমেলো ভাবনা'ব মধ্যে। বোনে'ব কথা, নিজের কথা, ম'া'ব কথা। আব—আব বিমলে'ব কথাও।

ভাবতে ভাবতে মন ঘুবে ফিবে পৌছল বিমলে'ব কাছেই।

ক-দিন আগেই ত সে বলছিল।

বলছিল, 'এই ত শিক্ষা পা'য় আমাদে'ব দেশে'ব মেয়েবা। লেখাপড়া শেখা'ব অহঙ্কা'বে বাস্তাভা'ডাবে'ব ত্রি-সীমানা'য় ঘেঁষে না—সংসা'বে'ব খব'ব বা'খা যেন স্কুল-কলেজে'ব মেয়েদে'ব কাছে বড লজ্জা'ব। অথচ সব কাজ এডিয়ে যে শিক্ষা হয় তা'ব কি মূল্য, তা ত কার্যক্ষেত্রে এসেই বোঝা যায়। অফিসে'ব কাজে'বও কি কোন যোগ্যতা অর্জন কবে মেয়েবা? একটুও না। তাছাড়া—এই অযোগ্যতা বুঝেই হৌক বা নিশ্চিন্ত-নিবা'পদে পবে'ব পয়সা'য় ব'সে থাওয়া'ব লোভেই হোক, অধিকাংশ মেয়ে'বই মন ঝুঁকে থাকে বিয়ে'ব দিকে। আব বিয়ে'ব প'ব ক-টা মেয়ে চাকরী বা'থে তা'ও ত দেখতেই পাচ্ছেন।'

জয়ন্তী বাধা দিয়ে বলেছিল, 'কেন অগিমা'দি, গীতা'দি, এবা?'

বাঁ-হাতটা তুলে থামবা'ব ইঙ্গিত ক'বে বিমল উত্ত'ব দিয়েছিল, 'আপনা'দে'ব অগিমা'দি বিয়ে'ব প'বে চাকরীতে ঢুকেছেন, সংসা'বে টানাটানি দে'খে। আব গীতা ঘোষে'ব ট্রাজেডি ত জানেনই। স্পোর্টস্‌ম্যান্ স্বামী খেলা'য় পা ভেঙ্গে এল বিয়ে'ব এক মাসে'ব মধ্যে। তখন উনি ছুটি নিয়ে বসে ছিলেন, চাকরী ছেড়ে দেবা'ব ভূমিকা হিসেবে। স্বামী'ব পা যাম্পুট্ ক'বে বাদ দিতে হ'ল দেখেই না ছুটি'ব প'ব আবাব উনি অফিসে এসে ঢুকলেন। ...না গিস্ চৌধুরী, বিবাহিতা মেয়ে'বা দায়ে না পড়ে চাকরী কবে খুব কম। শতক'বা দুজন হবে কিনা সন্দেহ। ...নেহাং খুব ভাল চাকরী হ'লে টিকে থাকে। কিংবা যেস'ব মহিলা'রা বুড়ো বয়সে বিয়ে করেন তাঁ'রা থাকেন। কা'বণ তখন চাকরীটা জাবিট্ হয়ে যায়। ...অথচ দেখুন এই যে এঁ'রা বিয়ে করেন,

কী শিক্ষা নিয়ে এঁরা ঘব কবতে যান ? না জানেন গৃহস্থালী গুছোতে, না জানেন হিসেব ক'বে চাব দিকে চোখ বেগে সংসাৰ কবতে—না শেখেন ছেলে মানুষ কবতে। মাপ কববেন আপনাবা—স্বামী বিবাহ না ক'বে বক্ষিতাব কাছে গেলে যেটুকু পেতেন ততটা যত্নও পান না স্ত্রীৰ কাছ থেকে। কাৰণ তাদেব পুৰুষকে ধৰে বাগতে হয় চেষ্টা ক'বে, সেখানে শৈথিল্য কবলে চলে না। এৰা সে দায়ে নিশ্চিন্ত ! পাচসিকে দ্বোডাব ফুলেব মালাব বানান ডিঙে যাবাব জো কি ? অন্তত ভদ্রসমাজে ! Home, Sweet Home কী শুধু ইংবেজবই স্বপ্ন ? পৃথিবীৰ সব পুৰুষেবই স্বপ্ন-কল্পনা হ'ল শান্তি ও আবামেব একটা নীড—দৰণীৰ এককোণে cosy corner একটি। কিন্তু দিনেব পৰ দিন দেখছি সে স্বপ্ন কী নিষ্ঠূৰ ভাবেই না ভেঙ্গে যাচ্ছে ! কাৰণ যাদেব নিয়ে ঘব বাধাব কথা—তাঁৰা আজ আব গৃহিনী নন, তাঁৰা আজ শুধু—'

আব বলতে পাৰে নি বিমল। হত শব্দ খুঁজে পায় নি বলেই।

সেদিন ওবা সবাই বাগ কবেছিল। জগন্তী বিমল সম্বন্ধে আডালে মন্তব্য কবেছিল 'Bruto !' কিন্তু আজ পূৰ্ণিমাৰ মনে হয় যে হত বিমলেব কথাই ঠিক। ওব বোন যে কাণ্ড কবলে সেটাকে ছেলেমানুষেব আনাড়িত্ব ব'লে উডিয়ে দিলেও নিজেব ভেতৰই যে বিমলেব উক্তিৰ সমর্থন পাচ্ছে। মা ওব প্ৰতি কাজে খুঁত ধবেন ব'লে এতকাল ও বাগ কবত কিন্তু আজ মনে মনে স্বীকাৰ কবতে বাধ্য হয় যে তিনি মিছে কথা বলেন না। মা যে ক্ৰটিগুলো দেখান সেগুলো সত্যিকাৰেব ক্ৰটিই। সেগুলো না হওগাই বাস্তবীয়।...

ঠাণ্ডা বাতাসে ওব সমস্ত শৰীৰে যেন একটা তন্দ্রাব শৈথিল্য লাগে। দেহেব সন্ধে চিন্তাও আসে শিথিল হয়ে, থেই হাবিয়ে যায় ভাবনাব। তখন কী ক'রে যেন মনটা বক্তব্য ছেড়ে ব্যক্তিতে এসে পৌছয়। মনে হয় অদ্ভুত মানুষ। আজও যেন তল পাওয়া গেল না লোকটাব।

অথচ—অথচ—কেন কে জানে কী একটা অজ্ঞাত আকর্ষণও অনুভব কবে সে—দিনেৰাত্বেব নানা কাজেব ফাঁকে ফাঁকে বাব বাব বিমলেব কথাটাই মনে পড়ে।

যেন এক প্ৰচণ্ড বিক্ষোভ সবদা ওব ভেতৰে জ্বলে, সামান্য মাত্ৰ আঘাতেই সে আগুন বেৰিয়ে আসে বাব বাব। তাব বাঁজ এক এক সময় অসহ লাগে। তবু কোতুলক বেড়েই যায় লোকটাব সম্বন্ধে। আগুনেব আশ্বাদেও লোভ হয় বুঝি।

কে জানে কোন মেয়ে কোনদিন ওকে স্থখী করতে পারবে কি না ! ...সেই মেয়ের জায়গায় কোন্ এক দুর্বল মুহূর্তে নিজেকেই কল্পনা ক'বে বসে সে। তাবপব চমক ভেঙ্গে নিজেই লজ্জিত হয়—বুঝি বা সেই অন্ধকাবেই বাঙা হয়ে ওঠে।

বাত গভীর হয়ে এসেছে। সহবেব কলবব কখন একেবারেই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে তা সে লক্ষ্য কবে নি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায় পুর্ণিমা।

## ১৩

সে কী একটা ছুটির দিন। খববেব কাগজ শেষ ক'বে বিমল বসে বসে কি-য়েন ভাবছিল—পুলক এসে বললে, ‘আমাকে এই অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দেবেন বিমল দা ?’

অঙ্ক ! পুলক অঙ্ক শিখবে !

বিমল ত অবাক। বেশ খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে ছিল বিমল ওব মুখেব দিকে।

সে চাহনীর অর্থ বুঝতে পুলকের দেবী হয় নি। ওব স্বগৌব মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল লজ্জায়। মাথা নিচু ক'বে বলছিল, ‘আমি এখন একটু একটু পড়াশুনো কবছি বিমলদা। দেখলুম অন্তত অঙ্কটা একটু ভাল ক'বে না জানলে কিছুতেই কাজে উন্নতি হবে না।’

‘তুই কি পবীক্ষা দিবি ?’ অনেকক্ষণ পবে ক'বব থুঁজে পেয়েছিল বিমল।

‘দেখি। সে পবেব কথা। কিন্তু অঙ্কটা ভাল ক'বে শিখতেই হবে।’

তবু বিমলেব বিশ্বাস সেদিন কাজ কাটে নি। কাটবাব কথাও নয়।

পুলকবা ওদেব বাড়ীতেই দুখানা ঘবে ভাড়া থাকত। পুলকের বাবাব বেশী বয়স নয় কিন্তু অল্পবয়সে বিয়ে হওয়ায় অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হবে গেছে। বিবাহ সংসার, আয় কম—অধিকাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্তের যে অবস্থা। তার ওপর ওর বাবা

অভিলাষ বাবু একেবারেই লেখাপড়া শেখেন নি—ব্যাঞ্চে চাকবী কবলেও কাজটা উচুদেব নথ।

অভিলাষ বাবু নিজে লেখাপড়া শেখেন নি বলেই বোধ হয় ছেলেকে শেখাবার জন্য প্রাণান্ত কবেছিলেন। অভিলাষ বাবু বড় সম্বন্ধী মোটা মাঠনেব চাকবী কবেন—তিনি মাঝে মাঝে কিছু পাঠান ভাগ্নে-ভাগ্নীব লেখাপড়া বাবদ, ভদ্রলোক শত অভাবেও সেটাকা কখনও ছোঁ ন। ওটা ওদেব লেখাপড়াব জন্যই থবচ হয়। তুংথেব কথা এই যে—বড় ছেলে পুলকটি একেবারেই সেদিকে গেল না। ওদাবে দব-পাকড় ক'বে কোনমতে ক্লাস-প্রোমোশন পাচ্ছিল, ক্লাস এইট-এ এসে একেবারে আটকে গেল। হেডমাস্টার বললেন, 'নাইন মান ম্যাট্রিক ক্লাস, এখানে আমি একটু দেখে শুনই তুলব।'

প্রথমবার ফেল ক'বে স্তবোধ বলকেব মত ঐ ক্লাসেই টিকে ছিল আব এক বছর। আবও একবার যখন আটকাল তখন সহজেই আশা কবেছিল যে এইবার তাব এ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি মিলবে। কিন্তু অভিলাষ বাবু সে দাব দিহেই গেলেন না। তিনি কড়া হুকুম জাবি কবলেন, লেখাপড়া ছাড়তে আমি দেব না। ইঙ্কল ছেড়ে দাগা-মাঁড় হয়ে ঘাবে বেড়ানো চলবে না। কেব পড়ে একবছর।'

মা ছেলেব শুকনো মুখ দেখে প্রস্তাব কবলেন, 'অন্ত ইঙ্কলে দিলে হ'ত না? ওব সম্বন্ধী। সব টপটিপ উঠে গেল আব ও—ঐ ইঙ্কলেই থেকে গেল সেই এক কেলাসে। ওব লজ্জা কবছে বোধ হয়।'

'অত লজ্জা যদি ত মন দিয়ে পড়লেই পাবে। আজকাল ভাল ছেলেদেবই কোথাও ভর্তি কবা যায় না—ফেল ছেলে কোথায় ভতি কবব? তা ছাড়া আবাব বাড়তি থবচা। ওসব হবে টবে না—।'

এব পব ছুবুন্ধিমান ছেলে-মাত্রই যা কবে পুলকও তাই কবলে। একদিন বাড়ী থেকে বাড়তি একটি হাফ প্যাণ্ট এবং পাঁচটি মাত্র টাকা সম্বল ক'বে পালাল।

মা হা-হতাশ কবলেন, কান্নাকাটি কবলেন। কেউ কেউ পবামর্শ দিলেন থববেব কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। অভিলাষ বাবু কিন্তু অটল, 'অত পয়সা কোথায় আমাব? যা গুণেব ছেলে তাব জন্যে আবাব বিজ্ঞাপন। পড়াশুনো কবলে না মানুষ হ'লো না—সে ছেলে ঘবে থেকেই বা কি হবে। পাবে বোজগার ক'বে থাক গে।'

যাই হোক—অভিলাষ বাবুব আশা বা মা'ব আশঙ্কা কোনটাই সফল হ'ল না। মাস-দশেক পরে পুলক আবাব বাড়ীতে ফিরে এল। এব ভেতর কিন্তু ওব পবিবর্তন হয়েছে ঢের। ছেলেটা বরাবরই সুশ্রী। উজ্জল গৌর বর্ণ এবং লম্বা ছিপছিপে চেহারা ছিল। এবার দেখা গেল যেন আরও ঢ্যাঙা হয়েছে এবং ক-মাসে কিছু মাংসও লেগেছে গায়ে। ফলে আগের চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে। টেরী কাটতে দিতেন না অভিলাষ বাবু, এখন বিনা বাধায় ম্যালবার্ট শোভা পাচ্ছে মাথার আগে। হাফ প্যান্ট ছেড়ে পাজামা ধরেছে—সঙ্গে একটা স্মার্টকেস এসেছে তাতে কিছু জামা কাপড়। অর্থাৎ কিছু যে বোজগাব কবেছে ইতিমধ্যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিহাসটা কি? সবাই কৌতূহলী হয়ে যাবে ধবল। অভিলাষ বাবু আত্মসম্মানে আঘাত লাগবাব ভয়ে নিজেকে কোন প্রশ্ন কবলেন না বটে কিন্তু তাঁবও কান খাড়া বইল।

সব ছেলেবাই আজকাল যা স্বপ্ন দেখে—পুলকেবও সেই স্বপ্নই ছিল, চিত্রা-ভিনেতা হ'বাব। বাংলাব চেয়ে বোম্বেব বাজাব ভাল; এ খববটা সে পেয়েছিল সকলকাব কাছেই। স্বতবাং সোজা হাওড়াতে গিয়ে বোম্বেব গাড়ীতেই চেপে বসেছিল। সম্বল মোটে পাঁচ টাকা, কাজেই টিকিট নিয়ে মাথা ঘামানে সম্ভব ছিল না—ইচ্ছাও ছিল না বোপ হয়। বাব দুই-তিন চেকাবেব হাতে ধবাও পড়েছিল, প্রায় বালক দেখে তাঁবা বিশেষ কিছুই বলেন নি, শুধু নামিয়ে দিয়েছিলেন। পুলকও আবাব অত্ৰদিক দিয়ে ঘূবে গিয়ে অত্ৰ কামবাগ উঠেছিল। একবাব শুধু নিজের একটু অত্ৰমনস্কতাব ফলে একই চেকাবেব হাতে অল্লক্ষণেব মপ্যে দু-বাব ধবা প'ড়ে একটা গলাধাক্কা ও গাঁট্টা খেয়েছিল। কিন্তু সে কিছু নয়।

বোম্বে ত পৌছল। কোন জানাশুনো লোক নেই, কোন আশ্রয়ও নেই। ছুটো-তিনটে দিন সম্পূর্ণ পথে পথেই কাটল। সামান্য কিছু জলযোগ ক'বে নেয আব টো টো ক'বে ঘোবে।

কিন্তু কোথায় সেই স্বপ্নে-দেখা স্বপ্ন-স্বর্গ? সে যে এত সুদূর, সেথানেব গণ্ডী পাব হওয়া যে এত কঠিন তা ত কেউ তাকে বলে দেয নি। প্রথমত ঢোকা যায় না—যদি বা লুকিয়ে চুবিযে কৌশল ক'বে ঢোকে—বেবিযে আসতে হয় অল্লক্ষণ পরেই। অবাস্তালীবা হাসে, বাস্তালী যাঁবা আছেন তাঁরা ধমক দেন,—‘বাড়ী



থেকে পালিয়ে এসেছ নিশ্চয় ! আঃ—তোমাদের জন্তে আমাদের মাথা কাটা যায় এখানে । সবে পড়ো দিকি সোজা—বাড়ী গিয়ে পড়াশুনা করোগে ।’

অনেক কান্নাকাটি ক’বেও সে স্টুডিওতে একটা ঝাড়ুদারীর চাকরীও জোগাড় করতে পাবলে না । অনেকদিন আগেকার এক পাঠ্যপুস্তকে মাইকেল ফ্যাবারের কাহিনী পড়েছিল সে—ল্যাবরেটরীতে চাকরের কাজ চেয়েছিলেন ভদ্রলোক । সেটা মনে ছিল পুলকের । সে-ও এবার সর্বত্র সেই কাজই চেয়ে বেড়াতে লাগল কিন্তু তাও যে এত দুর্লভ তা কে জানত ।

অবশেষে পাঁচটাকার পুঁজি যখন পাঁচ আনায এসে ঠেকল তখন সে কাজ পেলে এক বেস্তোবাঁয় । অপরিচিত ছেলের পক্ষে বাসন মাজার কাজও আজকাল পাওয়া কঠিন—নিহাং ওব স্ত্রী চেহারা দেখেই গুজবাটী মালিক দমাদ্র হয়ে কাজটা দিলেন, বেশ একটু ঝুঁকি নিয়েই । কাপ-ডিস ধোয়ার কাজ—তা হোক, মাথার উপর একটু ছাদ এবং নির্মিত ছবেলা আহাবের জন্ত যে কোন কাজই এব কাছে তখন লোভনীয় ।

সেখানেই মাস পাঁচেক ছিল পুলক । না, চুপি বা বেইমানী সে কবে নি কোন বরম । ভবিষ্যতে তাব মত কোন অসহায় বাদ্দালী ছেলের এই ধবণের আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা সে তাব বাবহাবের দ্বারা নষ্ট ক’বে যাবে না, এটা সে আগে থেকেই ঠিক করেছিল । সে হঠাৎ চুপি ক’বে নিবাপদেই পালিয়ে যেতে পাববে কিন্তু তাবপব কি আব ঝেউ আশ্রয় নেবে এমনি কোন অপরিচিত ছেলেকে ?

এই পাঁচ মাস সে অবসব পেলেই চেষ্টা করেছে স্টুডিওতে চাকরী পাবার । কিন্তু তাবপব একটু একটু ক’বে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে তাব । বেস্তোবাঁয় বিস্তর লোক আসে যায়—এব ভেতর সে গুথানকার স্থানীয় ভাষাও আবত্ত ক’বে ফেলেছিল—তাদের কথাবার্তায় সে স্টুডিওর ভেতরের হালচাল কিছু কিছু জেনেছিল । তাবপব আব লোভ হয় নি সেখানে চাকরী কবতে যাবার । বাড়ীই ফিববে সে, কিন্তু তাব আগে দেশটা একটু ঘুরে একবার দেখে যেতে দোষ কি ? আব কি স্থযোগ মিলবে ?

গুথানকার কাজ ছেড়ে সে গিয়েছিল দিল্লী, সেখান থেকে আগ্রা, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, কাশী । দিল্লীতে গিয়েও এক বেস্তোবাঁতে কাজ পেয়েছিল সে । এবার ;

রাধুনীর কাজ—চপ কার্টলেট ভাজতে শিখেছিল সে বোম্বাইতে থাকতেই। আসবাব সময় গুজবাটী মনিবের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট নিতেও ভুল করে নি—তাই দিল্লীতে পৌছেই সে কাজ পেয়েছিল। ওখানে মাস কতক কাজ ক'বে সেই জমানো টাকাধ বাকী শহরগুলো ঘূবে আবার কলকাতাতেই ফিবে এসেছে। যদি সামান্য কাজ ক'বেই গেতে হয় ত দেশে এসেই কববে। একা নির্বান্ধব অবস্থায় পড়ে থেকে লাভ কি ?

এই হ'ল ওব অজ্ঞাতবাসেব মোটামুটি ইতিহাস।

অভিলাষবাবু এবাব আৰ ভুল কবেন নি। 'ওকে লেথাপড়া শেখাবাব বৃথা চেষ্টা না ক'বে কাকে কাকে যেন ধবে চুকিয়ে দিয়েছিলেন এক কাবথানাতে।

'বামুনেব ঘবেব গরু—লেথাপড়া শিগলি না। যা লোহা পিটগে যা। কামাবেব কাজ কবতেই ভগবান পাঠিয়েছেন, তা আমি কবব কি।'

এই কথা ব'লে অভিলাষবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।

পুলকেব লেথাপড়া হয় নি মন ছিল না ব'লে। নইলে নির্বোধ সে একেবাবেই নয়। কয়েকমাস কাবথানায় কাজ ক'বেই বুঝল যে সামান্য একট লেথাপড়া না জানা থাকলে সেখানেও উন্নতি ক'বাব কোন সম্ভাবনাই নেই। চিবদিনই তাকে সাধাবণ মিস্ত্রী হ'য়ে থাকতে হবে, অশিক্ষিত অধর্বব কতকগুলি লোকেব সঙ্গে।

সেটা বোঝামাত্রই কিছু কাগজ কিনে নিয়ে পুলক অঙ্ক কষতে লেগে গেল। যতদিনেই হোক—উন্নতি সে কববেই। ফোবম্যান-সুপাবভাইজাব না হ'তে পাবা পর্যন্ত সে থামবে না।

পুলকেব বক্তব্য শেষ হ'তে বিমল বিস্মিত হয়ে বললে, 'কিন্তু তোমাব কাজে যা লাগবে তা ত এই সাধাবণ অঙ্ক নয়। ততদূৰ পর্যন্ত পৌছতে গেলে তোমাকে অণু পড়াশুনাও কিছু কিছু কবতে হবে।'

'তাও কবব বিমলদা। যখন যা দবকাব হবে তাই পড়ে নেব। আমি ওভাব-টাইম নেওবা বন্ধ ক'বে দিয়েছি। কাবথানা থেকে ফিবে এসেই বই থাতা নিয়ে

বসি—রাত দশটা পর্যন্ত পড়াশুনো করি। খেলাধুলো বেড়ানো—সবই ছেড়েছি। আপনি যদি বলে দেন যে কী ধরনের পড়াশুনো দরকার হবে ত এখন থেকেই শুরু করি।’

খুশী হয়েছিল বিমল। শিগিযেছিল যত্ন ক’বেই। তবু এতটা উন্নতির জ্ঞান সে প্রস্তুত ছিল না। পুলক যেন লাকিয়ে লাকিয়ে চলল। যে বীজগণিত কিছুতেই তাব মাথায় ঢোকে নি ইস্কুলে পড়বার সময়, সেই বীজগণিতের অঙ্ক একবার দেগিয়ে দেবার পব এক-এক বাতে পঞ্চাশ ঘাট্টা ক’বে কয়ে ফেলত। শিগ্গিবই অর্থাৎ বছর-বানেকের মধ্যেই এমন সময় এল যে বিমলের বিজ্ঞান আর কুলোয় না। এব পব বিজ্ঞান-জানা ছাত্রের দরকার। শুবু তাই নয়, পুলক চায় কিছু কিছু কিজিক্‌স্ বা পদার্থ বিজ্ঞান পড়তে। কিন্তু তাব জন্য একটি ইংবেজী জানাও দরকার।

পুলক অদীৰ আগ্রহে শুধু বলে, ‘আমাকে বলুন শুধু কি কবতে হবে—আমি গাণব মত থাট্টতে বাজি আছি। বলেন ত গোটা ডিগ্রীনাবীটাই মুগ্ধ ক’বে ফেলব।’

গাণব মত না—ভূতের মতই থাট্টতে পাবে সে।

ইংবেজী শেখাবাব সোজা বাস্তা হিসেবে বিমল তাকে একদিন ব’লে দিয়েছিল, ইংবেজী দৈনিকগুলো থেকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ ক’বে তাকে দেগিয়ে, সেই বাংলা থেকে ইংবেজী অনুবাদ ক’বে আসলেব সঙ্গে মিলিয়ে নিতে। তাব ফলে ওবই প্রাণান্ত। প্রতিদিনকার কাগজ থেকে ছুটি ক’বে অন্তত বিবটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অনুবাদ ক’বে বাগত। সেটা মিলিয়ে দেখতেই বিমলের দেডঘণ্টা ছুই ঘণ্টা সময় লেগে যেত। প্রথম প্রথম খুবই হাস্যকর ভুল হ’ত কিন্তু শিগ্গিবই ভুল কমে এল। কিছুদিন পবে দেখা গেল যে দু-একটি শব্দ বাক্যাংশ ছাড়া মোটা-মুটি ঠিকই বুঝেছে সে। তখন বিমল হাফ্ ছেড়ে বাঁচল। ওকে বললে, ‘বাংলা আর আমাকে দেখাতে হবে না পুলক। বাংলা ক’বে তুমি তা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ইংবিজি ক’বে ফেলো—তাহ’লেই হবে।’

এব কিছুদিন পবে ওকে স্বাধীনভাবে একটি বচনা লিগতে দিয়ে চমকে উঠল বিমল—বানান ও ব্যাকরণ-গত ভুল দশ বাবোটার বেশি চোখে পড়ল না! ক্লাস টেন্-এব ফার্স্ট সেকেণ্ড ছেলেব কাছে ছাড়া এমন লেখা আশা কবা যায় না। তাও ত তাদের মুগ্ধ লেখা!

খুশি হ'ল যেমন, চিন্তিতও হ'ল। একদিন প্রকাণ্ডেই বললে বিমল, 'পুলক ভাই, আমাদের বিত্তেতে ত আব কুলোচ্ছে না। এবাব ভাল বিজ্ঞান-জানা ছাত্রেব কাছে যাওয়া দাবকাব। কিন্তু কে-ই বা বেগাব দেবে তাও ত বুঝতে পাবছি না!'

পুলক খুবই দমে গেল। ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল একেবাবে। কাবণ ইতিমধ্যে ও নতুন ক'রে ভূগোল ও ইতিহাস পডতে শুরু কবেছে, ম্যাট্রিক পবীক্ষাব জ্ঞাত তৈরী হচ্ছে, সে খবর বিমল পেয়েছিল ইতিমধ্যেই। উচ্চাশাব নেশায় পেয়েছে তাকে।

সে অনেকক্ষণ চূপ ক'বে থেকে বললে, 'বিমলদা, ওভাব টাইম ত কবি না— নইলে মাইনে দিতে পাবতুম। ওভাব-টাইম নিলে আব পডবাব সময় পাবে। না। ...আচ্ছা, এমন কাউকে ধবতে পাবেন না, যাকে এগন কিছু সামান্য টাকা দিলে চলে? পবে আমি তার যোগ্য মাইনের টাকাই কডায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেব। ... আমাদের বিশ্বাস করুন, আমি মাবব না। কিন্তু এগন—সামান্য টাকা নিতে গেলেই বাবা গোলমাল কববেন—কাবণ আমাদের আঘটা তিনি হিসেবেব মধ্যে ধবতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। তবু নিতেই হবে, যেমন ক'বে হোক। তবে সে ত ঠিক দেবাব নয়। তাই বলতে লজ্জা কবে। পাওয়া যাবে না এমন কাউকে বিমলদা, যিনি আমাদের বিশ্বাস ক'বে অপেক্ষা কববেন?'

ওব বলবাব করণ ভঙ্গীতে বিমল বিচলিত হয়েছিল। ওকে কোলেব ভেতব টেনে নিয়ে ওব মাথাটা নেড়ে 'আদব ক'বে বলেছিল, 'ওবে পাগল, লোক কি আমাদের বাক্সের মধ্যে লুকোন আছে যে বাব ক'বে দেব। দেখছিস ত বাজাব— লোকে হাঁডি চড়িয়ে তবে টিউশনী কবতে যায়। দেখি একটু ভেবে, তবে আশা কম। তুই একলব্যেব মতই মনে মনে গুরু বেগে তৈরী হ' ভাই।'

পুলক ছল-ছল চোখে জবাব দিলে, 'সে সাহস আমাদের আছে দাদা কিন্তু বড্ড যে দেবী হয়ে যাবে। আমাদের কাবধানাব পবীক্ষা দেবাব বয়স যে চলে যাবে।'

'আচ্ছা, দেখি কি কবতে পাবি।'

'চেষ্টা ক'বে দেখব' এমনি আশ্বাস মুখে দিলেও মনে মনে কোন উপায়ই খুঁজে পায় না বিমল। অথচ পুলক ওব সেই প্রায়-স্তোক-বাক্যেব ওপবই যে কতটা ভবসা ক'রে রইল তাও সে বুঝতে পারে। সেই জ্ঞাই বলতে গেলে সারাদিন কথাটা ওর

মনের মধ্যে খচ্, খচ্ কবতে লাগল। কাকব কথাই ওর মনে পড়ে না। কে এমন আদর্শবাদী আছে, যে এতখানি ত্যাগস্বীকার করবে। ভবিষ্যতের আশা? পুলককে বিমল বিশ্বাস করলেও অপরে ততটা করবে কেন? তাছাড়া ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত, বর্তমানের অভাবটা দ্রুত এবং নিশ্চিত।

বিমল কথাটা ভাবতে ভাবতেই সন্ধ্যার পর নিগিলদের বাড়ী গেল। সেখানে ঢুকতেই নিগিলের বাবাব সঙ্গে দেখা। তিনি একটু ক্ষমাপ্রার্থনাব স্বরে বললেন, ‘নিগিলকে ওর মামা নিয়ে গেছেন জোব করবে—এখনই আসবে, দুপাঁচ মিনিট বসবেন একটু অন্তর্গত ক’বে?’

না বসে উপায়ও ছিল না বিমলের। এতটা হেঁটে এসে সে ক্লান্ত হবে পড়েছে। ওর সঙ্গে ওঁদের বাইবেল ঘরে এসে বসল। নিগিলের বাবা ভিতরে গিয়ে চায়েব ফরমাশ দিয়ে এলেন। চা খেতে খেতে নানা প্রশঙ্গ উঠল। ফলে, আজকে যে কথাটা বিমলের মনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জুড়ে রয়েছে, সেই কথাটাই উঠে পড়ল। বিমল বললে, ‘একটি অদ্ভুত ছেলের কথা বলব আপনাকে। আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সবটাই সত্যি।’

এই বলে সে পুলকের কাচিনী আছোপান্ত শোনালে তাঁকে। সব। মায় আজকের কথাটা স্বল্প শেষ ক’বে বললে, ‘বিশ্বাস হয় আপনার?’

সত্যশরণ বাবু কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হলেন না, বললেন, ‘ও কি বলছেন, তবে শুনুন আর একজনের কথা। আমার এক বন্ধুর দাদা স্থলীল গুপ্ত, এখন উত্তর কলকাতার খুব বড় ডাক্তার, দিনেবাত্তে নাইবাব-পাবাব সময় নেই, চাবটে ডাক্তার ম্যাসিস্ট্র্যাণ্ট। কিন্তু আমি ত ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ইস্কুলে একেবাবে গবেট ছাত্র ছিল। তখনকার দিনে ত মশাই বিজ্ঞান ফিজ্ঞান ছিল না—যা কবে অঙ্ক, বড় জোব মেকানিক্‌স্। অঙ্কে ভাল মাথা ছিল ওর—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাংলায় পেত কেঁদে-ককিয়ে তিবিশ, আর ইংবেজিতে তেব চোদ্দ। ওর বাবা ছোটো মাস্টার বেগেছিলেন, তাবা হিমসিম পেয়ে যেত। আমার বন্ধুর বাবা দুঃখ ক’বে বলতেন, আর সব ছেলেগুলো তবু সকাল-সন্ধ্যো ছ’মুঠো গেতে পাবে—এইটেই হ’ল একেবাবে বাদব।

ওর আর কিছু হবে না।...ও মশাই, কোনমতে ত অঙ্ক আব মেকানিক্স-এব জোবে ম্যাট্রিকটা সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করলে; ইন্টারমিডিয়েটে গিয়ে একে-বারে ফার্স্ট ডিভিসন, সাগান্স আব অঙ্ক তিনটে সাবজেক্টেই লেটাৰ। ঢুকলো মেডিকেল কলেজে—বাস্ চডচড ক'বে উন্নতি, কোন পরীক্ষায় ফেল কবে নি কখনও, ফাইনালে গিয়ে মেডিসিন আব একটা কিসে মেন ফার্স্ট হয়ে বেবোল। ওব মাথা বিজ্ঞানের দিকে, তাকে নব-নবো-নবাঃ মুগ্ধ কবালে চলবে কেন বলুন! ...আপনাব এই ছেলোটো দেখবেন এব পব উন্নতি কববে।'

'তা ঠিক।' বিমলও স্বীকাৰ কবে, 'আমিও ত এই কথা বলি, জোব ক'বে গেলাতে গেলে ভাল জিনিষও বিশ্বাদ লাগে। নিজে থেকে প্রয়োজন বুঝে এগোলে কত সুবিধে হয়।'

কিন্তু তাতে আসল সমস্যাৰ কোন মীমাংসাই হয় না। আবও থানিকটা গল্প ক'বে বিমল উঠে পড়ে। নিখিল তখনও পৌছয় নি। সত্যশৰণ বাবু লজ্জিত হয়ে বাব বাব ক্ষমা প্রার্থনা কবেন, 'দেখুন ত এ কী কাণ্ড। আমাব সম্বন্ধী এধাবে এত বেস্পনসিবিলিটিব গৰ্ব কবেন, অথচ দেখুন নিজেব বেলায় কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বাব বাব বলে দিলুম, মাস্টার মশাই এত কষ্ট ক'বে আসবেন—আগে থাকতে বলা থাকলেও না হয় কথা ছিল। ছি ছি, আপনাব কাছে বড় অপবাদী হয়ে বইলুম।'

'না-না, তাতে আব কি হয়েছে' ব'লে বিমল উঠে পড়ে, 'তবু ত আপনাব সঙ্গে থানিক গল্প কবা গেল, এটুকু ত হ'ত না। যাক্—কাল শনিবাব আছে, নিজে নিজেই চালিয়ে নিতে পাববে খন নিখিল। আচ্ছা, আসি। নমস্কাৰ।'

পথে বেরিয়ে অগ্রমনস্ক ভাবে হাঁটছিল বিমল। পুলকের সমস্তাটাই মনে মনে ভাব-ছিল ব'লে, গতিও একটু মন্থৰ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কাঁধে একটা ভারী হাতের চাপড় খেয়ে চমকে ফিবে দেখলে—অপবিচিত্র একটি যুবক, প্রায় তাবই সমবয়সী

মিশ-কালো বং, বেশ জোখান গোছেব চেহাৰা। অতিশয় ময়লা একটা লং-ক্লথব পাঞ্জাবী পরা, হাতে একটা সিগারেট, ওব দিকে চেয়ে মুচকী মুচকী হাসছে।

হাসিটা দেখে চিনতে পাবল, শিশিৰ ভাৰতীয় মত অনেকখানি বিস্তৃত নিঃশব্দ হাসি। এটা অনেক কষ্টে আয়ত্ত কৰেছিল মণি, স্থলে পড়বাব সময়ই।

মণি, ওদেব সহপাঠী মণি ঘোষ।

‘চিনতে পেবেছিস তাহ’লে। চল্ এ পार्কে গিয়ে বসি একটু। কতকাল পবে দেখা বলত।’

ওব চোখেব চাউনীতে বিস্ময়তা কেটে গিয়ে বিশ্বয় ফুটে ওঠা দেখেই মণি বুঝতে পাৰে ঐ বিমল তাকে চিনতে পেবেছে। আগেব মতই তীক্ষ্ণ-দী আছে মণি। ছেলেবেলায় কোন কথা ওকে মুখে বলতে হ’ত না। মুখ দেখে অনুমান কবত।

‘উঃ সত্যিই বে মণি, কতকাল পবে বলত। চল্ চল্ বসি গে কোথাও।’

পার্কে গিয়ে থুঁজে থুঁজে বেঞ্চি পাওনা যায় না, অগত্যা ঘাসেব ওপৰই বসে ছুজন। মণি বলে, ‘তাবপৰ?’

ঠিক বিদ্যুৎ বেগেই কথাটা মাথায় খেলে যায় বিমলেব।

এ হয়ত ঈশ্বৰেবই নিৰ্দেশ। নইলে ‘আট ন’ বছৰ পবে মণিৰ সঙ্গেই বা এমন অসম্ভবীয় ভাবে দেখা হবে কেন?

মণি বিজ্ঞানেব ছাত্র এব’ বেশ ভাল ছাত্র। আই-এস-সি-তে একটা স্কলারশিপ পেয়েছিল। বি-এ-সিতে অনার্স ছিল, যদিও ফার্স্ট ক্লাস পায় নি। পায় নি তাব চৰম দাবিদ্রোব জগুই। সন্ধ্যালে কলেজে আসত, ল্যাবৰেটবীৰ কাজ সেবে বেবোতে সাতটা। সাড়ে-সাতটা—তাবও পবে টিউশনী ক’বে বাটী দিবতে কোন-দিন সাড়ে নটা, কোনদিন দশটা হবে যেহ। এব ভেতৰ শুণ্ জন ছাত্র আব কিছুই জুটত না। একদিন ক্ষিদেতে মাথা ঘূৰে গিয়েছিল—ল্যাবোৰেটবীৰ মদোষ্ট। সেদিন প্রফেচৰাব ব্যাপারটা বুঝতে পেবে খুব শ্রিসঙ্গৰ কৰেন। বলেন, ‘এই দীৰ্ঘ সময় উপবাসী থাক্লে কখনই ভাল কাজ কৰতে পাৰবে না। শবীৰটা ভেঙ্গে যাবে। অবশুই কিছু খাবাব ব্যবস্থা কৰবে। যা হোক—অন্তত চাট্টি মুড়িও।’

কিন্তু চাট্টি মুড়ি খাবাব পয়সাও ওব ছিল না। সেটা তাকে বলাতে তিনিই একটা বেশী মাইনেব টিউশনী ওকে যোগাড় ক’বে দেন। একটা স্থলেব ছাত্র—সন্তব

টাকা। তাতে অবশ্য সামান্য জল খাণ্ডাবের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পেরেছিল—কিন্তু তবু পরীক্ষার ফল ভাল হয় নি, টিউশনী ক'রে, ঘর সংসারের বাজার-হাট ক'রে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাওয়া শক্ত। মণিদের দারিদ্র্য বিমলের চেয়েও বেশী—সমস্ত কলেজ জীবনে ওর বাইরে বেরোবার একাধিক কাপড় ছিল না। সেজ্ঞ কৌন রবিবার কোথাও বেবোতে গারত না। সাবান দিয়ে কাপড়-জামা কেচে—সারাদিন বাড়ীতে বসে থাকতে হ'ত। বর্ষাকালে আরও দুর্ভোগ। নিবস্ত্র উত্তনের ধাবে দাঁড়িয়ে নেড়ে নেড়ে শুকোতে হ'ত।

এব পর আব এম-এস-সি পড়া হয় নি। টিউশনী ক'বে সংসার চালিয়ে পড়া—এই বকমই ফল হবে! তাছাড়া সংসারের অবস্থা আবও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। বাবা অশক্ত, মা পক্ষাঘাতে পঙ্গু। ছোট ছোট ভাই বোন। বাবা তাঁব শেষ ধূলি-গুঁড়ি ঝেড়ে ওব বড় বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন, সে বিধবা হয়ে এসে উঠল তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। স্বামী অফিসেব তহবিল তছরূপ কবেছিলেন—ফলে একদা তাঁকে গলায় দড়ি দিতে হয়। একটি পয়সাও ছিল না সঞ্চয়—যা ওব গায়েব গয়না কটা। দেশে কোথাও জঙ্গলের মধ্যে ভাগেব বাড়ী আছে, ওব বোন দেগেও নি। শুশুৰ এবং দেওব শ্রেফ সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিলে।

সুতরাং মণিকে চাকরী নিতে হ'ল। দেবি কবাব সময় ছিল না। পাণ্ডাব এক ইস্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষকের চাকরী পেয়ে বেঁচে গেল। যুদ্ধেব শেষেব দিক সেটা—সরকারী চাকরীতে ছাঁটাইয়ের সময়। স্বাধীনতা পাবাব পব হযত খোঁজ কবলে সবকারী চাকরী পাওয়া যেত। কিন্তু তিনটে টিউশনী ও মাষ্টারী ক'বে উত্তম থাকে না। দেখতে দেখতে বয়সও চলে গেল।

আগের দিকেব খবর কতক বিমলের শোনা ছিল। শেষেব দিকেব খবরগুলো সংক্ষেপে দিয়ে মণি বললে, 'তোব কথা বল এবাব।'

'আমাব কথা? তথৈবচ।' ম্লান হেসে বিমল বললে, 'সাধারণ সবকারী চাকরীতে ঢুকলেই বা এমন কি বাজা হতিস? আমি ত চুকেছি। চাবটে হাত বেবি-য়েছে? প্রস্পেক্টাই বা এমন কি? সেই ত টিউশনী কবতে হচ্ছে, আব হবও। তার চেয়ে এ বরং ভাল আছিস। অথও অবসব। বছবে চাব মাস ছুটি বলতে গেলে।'



মণি যেন মুহূর্তে জলে ওঠে, ‘কলিস্ নি ! বলিস্ নি ! হেলিশ !’

‘হেলিশ বলছিস কেন ?’ একটু যেন আহত হয় বিমল, ‘হাজার হোক ছোট ছোট ছেলেদেব সঙ্গ, তাব একটা আনন্দ আছে ত !’

‘You are a fool !’ যেন ঝেঁঝে ওঠে মণি, ‘সেইটেই ত বেশী হেলিশ। mischievous imps—যত সব। এত বকমেব বজ্জাতি আর বতমাইসি জানে ওরা যে তা সব লিখতে গেলে একটা পুঁকো এনসাইক্লোপিডিয়াতেও কুলোবে না। ওদের সাহচর্যে আনন্দ। তুই বলিস কি ? ছোট ছোট ছেলেপুলে দেখলে আমাব গায়ে জর দেখ। ছুচোফে দেখতে পাবি না ওগুলোকে !... ওটা তোদের একটা ফ্যাশন। যীশুখ্রীষ্টেব বাপ-মা ভোলাবাব চাল—তাই থেকে যত বাজনীতিকরা ঐটে নিয়েছে। শুনেছি বিলেতে ইলেকশনের আগে যে ক্যাণ্ডিডেটেব বৌ যত বেশী ছোট ছোট বাচ্চাদের চুমো খেতে পাবে তাব ইলেকশন্ জেতাবাব তত চান্স। ও তুই নেহেকই বলিস আব গান্ধীই বলিস—সব লোক-ভুলানো চাল। কেউ যে ঐ শয়-তানগুলোকে সত্যিই ভালবাসতে পাবে, তা আমি আদৌ বিশ্বাস কবি না !’

চপ ক’বে থাকে বিমল। কিছুক্ষণ পরে আন্তে আন্তে বলে, ‘তাহ’লে তোব এ কাজ নেওয়া একেবারেই উচিত হয় নি মণি !’

‘তা ত হয়ই নি। কিন্তু কি কবব বল ? সংসার যে ঘাড়ে চেপে আছে সেই সিদ্ধবাদ নাবিকেব ঘাডেব বোঝাব মত। আসলে কি জানিস্—মাস্টারী কেবাণী-গিবি, কোনটাই আমাব ভাল লাগে না। আমাব যা ট্যালেন্ট, অভিনয়ে—সেদিকে যদি কোন একটা চান্স পেতুম বে !’

বলতে বলতেই বোধকবি কল্লনায সেই স্মৃৎ-ছবি দেখে আনন্দে উজ্জল হয়ে ওঠে মণিব মুখ, সে কর্তে একটু জোব দিনেই বলে, ‘একটা কোথাও যে কোন বকমেব চান্স পেলে আব আমি কোন সুপারিশেব তোষাক্ষা কবতুম না।...আছে নাকি তোব ও পাডায় কোন যোগাযোগ ? বিস্তব ত ফিল্ম কোম্পানী হচ্ছে চাব-দিকে, কাকব সঙ্গে কোন আলাপ পবিচয় নেই ?’

‘তুই পাগল হবেছিস ? আমাব মত লোকের সঙ্গে ঐ লাইনের যোগাযোগ ?’

‘না—তা নয়। থাকতেও ত পাবে। আত্মীয়তাসূত্রেও থাকে অনেক সময়ে— !’

উৎসাহ কতকটা নিভে আসে মণিব। একটু থেমে আবাব সে বলে, ‘আমি

সোজা গিয়েছিলুম দু একজনের কাছে। আমল দিতে চায় না। একজন খুব ভদ্র, তিনি বুঝিয়ে বললেন, ‘দেখুন আপনার যা ফিগার আর ফেস্ কাং তা স্টেজে হযত চলে, ক্যামেরাতে চলবে না। মানে হিরো কবা চলবে না আপনাকে। ছোট খাটো সাইড-রোল পেতে পারেন কিন্তু তাতে আজকাল সংসার চালানো শক্ত। আর কমিক পার্ট’ত কবেনও নি কখনও। সে কি পাববেন?... অগত্যা চলে এলুম। আমার প্রতিভা আমি দুশ তিনশ-ফুটের সাইড-বোলে নষ্ট কবতে রাজী নই।...সত্যিই কি আমার দ্বাৰা হিবো সাজা চলবে না?’

কণ্ঠে অল্পনয়ই ফোটে মণিব।

বিমল ভালো ক’বে তাকিয়ে দেখে। কুচকুচে কালো বং—কিন্তু তাতে কিছু এসে-যেত না, চোখ দুটোও অসম্ভব ছোট। ফিগারও ভাল না—একটু বেঁটে আব চোকো গোছেব। বলতে মাথা হ’ল কথাটা। সে চুপ ক’বেই বইল।

মণি আবাবও বললে, ‘থিয়েটারে চলে। ভালই চলে। জানিস ত, শিশিব ভাহুডী আব দানী বাবুব বোল সব একচেটে আমার। বহু অফিস ক্লাবেব হয়ে প্লে ক’রে আসি পাবলিক বোর্ডে—সবাই দৃঢ় দৃঢ় কবে। এব মধ্যে একদিন প্রায় হাতে পায়ে ধবে শিশিব বাবুকেও দেখিয়েছিলুম—ওঁবই বোর্ডে প্লে ছিল একটা অফিসেব, আমি সেজেছিলুম আলমগীর। উনি দেখে-শুনে বললেন, আপনার সত্যিই খুব ট্যালেন্ট আছে। আমি নিতে পাবি আমার দলে কিন্তু টাকা-কড়ি বিশেষ পাবেন বলে মনে হয় না। বুঝতেই ত পাবছেন এখন স্টেজের অবস্থা—পয়সা সব ফিল্ম লাইনেই চলে গিয়েছে। কিবে এসে ইস্কুলেব সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা কবলুম, তিনি একেবারে সোজা এম্ফ্যাটিক ‘নো’ বলে দিলেন। পাবলিক স্টেজে প্লে কবলে অন্তত তাঁর ইস্কুলে মাস্টারী কবা চলবে না। কী কবি বল। মাস্টারী আব টিউশনী মিলিয়ে যা আয় তাইতেই সংসার চলে না—তাব থেকেও যদি কম পাই ত চালাবো কি ক’বে?’

বিমল একটুখানি চুপ ক’বে থেকে প্রশ্ন কবলে, ‘বিয়ে কবেছিস বুঝি?’

‘পাগল হয়েছিস তুই! বিধবা বোন—তাব তিনটে ছেলেমেয়ে। এখনও দুটো ভাই-বোন ইস্কুলে পড়ছে। তাছাড়া—মা আবাব বিধবা বোন, তাব ভেতর বোঁ এনে ঢোকালে অশান্তিতে একদিনও টিকতে পারব না। আইবুড়ো বোনের সঙ্গে

বৌদিদের তবু বনে—কারণ তাদের জীবনে ভবিষ্যতের আশা আছে। বিধবা বোন বাড়ী থাকলে কাকব বিয়ে কবা উচিত নয়।’

ছজনেই কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসে থাকে। বাস্তাব কোলাহল কমে আসছে। পার্কও জনবিবল হয়ে আসছে ক্রমশ। একসময় মণি বলে ওঠে, ‘আবও একটা টিউশনী ছিল। তা আজ আব হ’ল না। নিগাবেট গাবি একটা?’

‘না। ওটা এখনও ধবিনি।’

‘এখনও তেমনি গুড়ি-গুড়ি বয় আছিস।’

‘তা হয়ত ঠিক নয়। অতটা বাজে খবচেব অবস্থা নেই।’

‘এটাকে বাজে খবচ বলিস নি বিমু। সকাল সাড়ে ছটা থেকেই প্র্যাক্টিক্যালি গাধা পিটোনো শুরু কবি—বাত সাড়ে নটা পর্যন্ত। মধ্যে কতটুকুই বা ফাঁক মেলে? একটা কোন নেশা না হ’লে পাবব কেন?’

‘আমাব পাটুনী কি ওব চেয়ে কম মনে কবিস?’

‘না, তবু বৈচিত্র্য আছে। ছপবটা বকতে হয় না—কলমপেশাব কাজ। আমাদের যে একঘেয়ে কাজ।’

‘তোদের তবু একটা সান্ত্বনা আছে—তোবই দেশেব কতকগুলো ছেলেমেয়ে তোদের হাতে মানুষ হচ্ছে।’

অকস্মাৎ চাবিদিকের লোকজনকে সচকিত ক’বে পার্ক কাঁপিয়ে হো হো ক’বে হেসে ওঠে মণি। অতিকষ্টে অনেকক্ষণ পরে হাসি থামিয়ে বলে, ‘What next! আমবা ছেলে মানুষ কবি? ছাপ, ডাক্তারবা যেমন মনে মনে জানে যে বোগী ভাল হওয়াখ আসলে তাদের কোন কৃতিত্ব নেই—বোগী আপনিই ভাল হয়, তাবা কবে না—তেমনি মাস্টারবাও জানে যে ছেলেমেয়ে মানুষ হওয়াখ তাদের কোন হাতই নেই। কেউ কেউ তবুও মানুষ হয়—সে শুধু তাদের ববাত আব জয়গত কতক-গুলো ফাফাল্টি। পড়ানোব সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাহ’লে একই ইস্কুল থেকে বছব বছব ফার্স্ট হ’ত।’

‘তা না হোক, তবু কোন কোন ইস্কুলে কি বছবই মোটামুটি ভাল বেজাল্ট্, হয় ত!’

‘হ্যা—তা হয়। তবে একটু লক্ষ্য করলে দেখবি যে সে-সব ইস্কুল বা কলেজে বাছাই-করা ছেলেরাই শুধু যায়। আবার সেগুলো বডলোকের ইস্কুলও বটে, সেখানে যাবা পড়ে তাদের বাড়ীতে প্রায় সবাইকাবই ছুটো তিনটে ক’বে মাস্টার।’

বিমল তর্ক কবে কতকটা যত্নেব মতই। বলে, ‘কেন পূর্ণ মাস্টার মশাইএব মত মাস্টারও ত আছেন ছু-চাব জন।’

‘ছিলেন। এখনও আছেন কি?’ মণির কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ শোনায, ‘থাকলে ভালই। কিন্তু আমি ত দেখি না। কোথায় আছে। কে জানে।’

তাবপব বিমলের কাঁধে একটা হাত বেখে সে বলে, ‘একদিন আমাদের ইস্কুলেব টিচার্স কমন্স কমে গিয়ে বসলেই টেব পেতিস—আজকালকাব মাস্টার মশাইদেব মনোভাব কি। দিনগত পাপক্ষয় শুধু। তাবা সব কথা আলোচনা কবেন—ইউনিয়ন, গ্যাসোসিয়েশন, পলিটিক্ন্স, স’সাব, চালডাল, নেহেৰু গবর্ন-মেণ্টকে গাল দেওয়া—এভ’বিথিং বাট দেয়াব ওন্ ডিউটি। পডাশুনো কেমন হচ্ছে ছেলেদেব, কী কবলে ইম্প্রভমেন্ট হয়, কোন থিওবীতে কি বলে—এসব কথা, যদি সাতদিন পব পব গিয়ে সাবাদিন ধ’বে বসে থাকিস, তাহলেও কাকব মুখে কোনদিন শুন্তে পাবি না।’

বোধ হয় দম নেবাব জগুই কয়েকমুহূর্ত থেমে মণি আবাৰ বলে, ‘শুনবি তবে? আমাদের হেড মাস্টার মশাই আডাই শ’ টাকা মাইনে পান, এ ছাড়া থ্যালাউন্স থ্যালাউন্স ত আছেই। এ অঞ্চলে খুব কম ইস্কুলেব হেডমাস্টারবই এত বেশী মাইনে আছে। কিন্তু তবু তাঁব তাতে পোষাব’না। তাঁব বইসেব ব্যবসা আছে ভাগেব বেনামীতে, কিছু কিছু আমদানী বস্তানীব কাববাৰও কবেন। তাঁব নিজেব নামে কতকগুলো লাইসেন্স আছে। এ ছাড়া বিস্তব পাব্লিশাবেব পাঠ্য বই লিখেছেন—কতক নিজেব নামে বেবোয়, কতক অপবেব নামে। মোটা টাকায় কপিরাইট বেচে দেন। তাবা ভাবে এত বড একটা ইস্কুলেব একজন এক্স-পিরিয়েন্সড্ হেডমাস্টার বই লিখছেন—বেশী দাম দিলেও ক্ষতি নেই। অথচ বই-গুলো লেখেন আমাদের ফণীবাবুতে আৰ অটলবাবুতে। তাঁরা যৎসামান্যই পান। ইস্কুলে এসেও তাঁদেব অধিকাংশ দিন ঐ সব কাজ নিয়ে থাকতে হয়, গাদাগাদা প্রফ’ই দেখেন বসে বসে, ফলে ক্লাস নেওয়া হয় না বেশীব ভাগ দিনই। সময়

কোথা? সে ক্লাসগুলো হেডমাস্টার মশাই স্বকোশলে চালিয়ে দেন এর-ওর ঘাড়ে। আমাদেরও নিতে হয়। জেনে শুনেই নিই। জলে বাস ক'বে কুমীরকে চটাবে কে? চাকবী কবতে হবে যখন—তখন ওপবও'লাকে চটিয়ে লাভ নেই। আমাদের সেকেণ্ড টিচার অপবেশ বাবু নাকি পাঁচটা টিউশনী কবেন—সকালে দুটো, বিকেলে তিনটে। শৈলবিহারী বাবু সকালে কোন্ এক বডলোকেব বাড়ী টিউশনী কবেন--কোন্ এক বিখ্যাত গান্ধী'লাব ক্যামিনি টিউটব। থাকেন শহরতলীতে—ছাত্র বেবিয়ে আসেন। পড়ানো সেবেই ইস্কুলে আসেন—ইস্কুল শেষ হ'লে ওই ইস্কুলেবই একটা ঘবে কোচিং ক্লাস নেন। তিন শিফ্ট। খাবাব চাকব দিয়ে যায়। টিফিনেব সময় কমন-কমে বসে গেতে হয়। অপবেশ বাবু ত এসেই নাক ডাকান বীতিমত। ক্লাসে গিয়ে এঁ'বা সকলেই ঢোলেন। বিশ্রাম চাই ত—সে বিশ্রামের আব অবসব কৈ? ইস্কুলেব ছাত্রবা শোনে—প্রাইভেট ছাত্রবা শুনবে কেন?'

বিমল বোকাব মত প্রশ্ন কবে—'কর্তৃপক্ষের কানে এ সব কথা কি ওঠে না!'

'উঠবেনা কেন? তাবাই বা কি কবেন! যে আসবে লক্ষ্য সেই হবে বাবণ। তাছাড়া—থুব দোষ দেওয়াও যায় কি এদেব? কী আয় সেটা ত দেখতে হবে! দাবিদ্রা দোষ: 'গুণবাশি নাশি।'

এদাব বিমলের উত্তর হবাব পালা। সে বললে, 'বাজে কথা বলিস নি মণি। এগনকাব মাস্টার মশাইদেব যা আদ তাব চাব ভাগও ছিল না আগে।—কিন্তু তখনকাব দিনেব এক একজন শিক্ষকের কথা মনে ক'বে ছাপ্ দিকি। অত কথায় দবকাব কি, আমাদেরই দেখা পূর্ণ মাস্টার মশাইয়েব কথাটা ভেবে ছাপ্ না। তাঁব কি আ। ছিল? কিন্তু তিনি কি কোনদিন ফাঁকি দিয়েছেন? তোদেব ঐ শৈলবিহারী বাবুকে আমি চিনি। ঢাকুবে একথানা দমদমে ছুথানা বাড়ী কবেছেন উনি। মাসিক বাবোশ' টাকা ওঁব আয়—গব' ক'বে বলেন উনি ওঁব থশুব বাড়ীতে। আমাদেরই পাড়ায় ওঁব থশুব বাড়ী। ওঁব কি এখনও এত অভাব আছে যে উদবাস্ত থাটতে হবে? ঐ অপবেশ বাবুব কত আয় খোঁজ কবিস ত! অভাব নথ বকু স্বভাব! তোমাকে এগন আড়াই শ' টাকা মাইনে দিলেও তুমি এব চেখে মন দিখে পড়াবে না। ঐ ছেলেগুলোকে তখনও তেমনি মিষ্টিভাস্ ইম্প্ মনে হবে। আগে ঋণা মাস্টারী কবতেন তাঁবা দাবিদ্রা জেনেই আসতেন। আব তাব জন্ত তাঁদেব কাজে

ফাঁকি দেবার অধিকার জন্মেছে এ কথা কখনও মনে করতেন না। অথবা তার জন্য রাস্তায় বসে ধর্মঘট করা যায়—একথাও ভাবতে পাবতেন না। তাঁরা স্বর্গে গেছেন, এখানকার খবর সেখানে পৌছনোব উপায় আছে কিনা জানি না—কিন্তু মাস্টার মশাইবা স্লোগান দিয়ে রাস্তায় মার্চ করছেন আর ধর্মঘট করছেন জানলে তাঁরা সেখানে থেকেও শিউরে উঠবেন।’

‘তা আর কি করা যাবে। স্ট্রাগ্‌ল্‌ ফর একজিস্টেন্স্‌। বাঁচতে হবে তা!’  
বিবসকণ্ঠে বলে মণি।

‘তা নয় বন্ধু। এব সবটাই নির্ভর কবে তুমি কাকে বাঁচা বলো তাব ওপব। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য আর স্নাতক শেষ নেই। ওব কোন সীমাও নেই। কর্তব্যজ্ঞান আলাদা বস্তু। তখনকার দিনের সে শিক্ষকবাও বেঁচে গেছেন,—সসম্মানেই। মনে আছে পূর্ণ মাস্টার মশাইয়েব এক ছাত্র আই-সি-এস হয়েছিলেন? সতেরো বছর পবে কি একটা কাজে তিনি ঐ পাড়ায় এসেছিলেন, পথে দেখা হয় পূর্ণ মাস্টার মশাইয়েব সঙ্গে। উনি তখন বাজার ক’বে ফিরছেন—খালি পা, এক পা কাদা। সে ভদ্রলোক গাড়ী থামিয়ে রাস্তার মাঝখানে ঐ কাদামাথা পায়েই হাত দিয়ে প্রণাম করলেন যখন, তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে। সে যা অনির্বচনীয় তৃপ্তির হাসি দেখেছিলাম ওঁর মুখে, তা আর কোন দিন ভুলব না। ছাত্রটি তখন হাজার দুই টাকা মাইনে পান—ভাবত সরকারেব এক বিশিষ্ট কর্মচারী। কোন স্বাচ্ছন্দ্য বা বিলাসের উপকরণ পেয়েই ও হাসি ফুটত না তোমার মুখে।’

কথাগুলো বোদ হয় মণির মনে লাগল না। একটুখানি চুপ ক’বে থেকে সে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘চল—ওঠা যাক।’

বিমল ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওব হাত ধবে একবকম জোব ক’বেই বসিয়ে দিলে।  
‘ওবে বোস বোস—আব একটু। তোব সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।’

‘কি কথা বলত? ব্যাপার কি?’ বিস্মিত হয়ে তাকায় মণি, ‘এতকাল ত মনেই ছিল না আমাকে। অথচ এখনই এমন কি দরকারী কথা মনে পড়ে গেল?’

‘বলছি। মন দিয়ে শোন।’

ধীবে ধীবে—বেশ একটু সঙ্কোচেব সঙ্গেই—পুলকেব কথাটা খুলে বললে বিমল।  
সঙ্কোচ এই জন্তে যে—মণির মনোভাবের যে পরিচয় এতক্ষণ সে পেলে তাতে

কথাটা না বলাই উচিত। এতক্ষণ কতকটা সেই কাবণেই কথাটা পাড়ে নি—  
অনেকক্ষণ মনেব অবচেতনে লড়াই করেছে সে নিজের সঙ্গে। অথচ না বললেও  
নয়, এমন স্তম্ভোৎসব হয়ত আব আসবেই না।

সব কথা শুনে মণি একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বললে, ‘তা আমাকে কি কবতে  
হবে?’

‘ববিবাব ক’বে মধ্যে মধ্যে এক-আধ-দিন যদি একটু আশাটু সময় দিতিস—ও  
তোব বাড়ীতে গিয়ে বুঝে আসত। পাববি না? এ একটা স্পেশাল কেস্ ব’লেই  
বলছি, আব বড বিচিত্র কেস্।’

মণি থানিকক্ষণ চুপ ক’বে কি ভাবল। বললে, ‘সপ্তাহে একটা দিন ছুটি, তাও  
বিকেলের দিকে কোথাও না কোথাও বিহীন থাকেই। এক সকালটা। আবাব  
বই-পাতা নিয়ে বসে—ভাবলেই গায়ে জ্ব দেয়। তাছাড়া ও-সব পড়া ত ভুলতেই  
বসেছি। হাউ এভাবে, তোব কথা শুনে আমাবও একটু কৌতূহল হচ্ছে।  
সত্যিই স্ট্রেঞ্জ কেস্। আচ্ছা, আসছে ববিবাব তোব বাড়ীতে যাবে। আমাব  
ভাই চুপানা ঘবে বাস—শোবার জায়গা, তাই মেলে না। ওখানে বসে পড়া হবে  
না। আমিই যাবো। তবে প্রত্যেক ববিবাবে নয়, এক হপ্পা অন্তব। কিন্না মধ্যে  
অন্য ছুটি পড়লেও যেতে পারি। খব ছোট ছেলে নয়, এই একমাত্র সাস্থনা, তা’  
ছাড়া সানাসে এখনও একটু ইন্টারেস্ট আছে। এই ডাঙাই বাজী হচ্ছি!’

‘বহু ধন্যবাদ। বাঁচালি ভাই।’ বিমল ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরে।

ডুজনে উঠে বাস্তাব এসে পড়ে। মণি ওব সঙ্গে থানিকটা এগিয়ে যায়। বিদায়  
নেবার মুখে বলে, ‘আমাব কথাটা মনে বাগিস একটু—বলা ত যায় না—যদি কোন  
যোগাযোগ হয়ে যায় কোন ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে। কমিক পার্ট নেবো না—  
সিবিথাস পার্ট, মানে কাজ দেখাবাব মত যদি কিছু থাকে ত—ছোট পার্টও নিতে  
বাজী আছে। বুঝলি?’

যেতে যেতেও আব একবার ফিরে দাঁড়ায়।

‘সামনের স্ক্রুবাব স্টাব বোর্ডে একটা অফিস ক্লাবেব প্লে আছে, আমি নামব।  
আয় না, কেমন কবছি আজকাল—দেখে যাবি।’

বিমলের আদৌ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু মণিব মুখের দিকে চেয়ে আর ‘না’

বলতে পাবলে না। বললে, ‘নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু ঢুকতে দেবে ত?’

‘আলবৎ দেবে। কার্ড পাঠাবো। হ্যা—তোব ঠিকানাটা? আসলেই যে ভুল হয়ে যাচ্ছিল।’

পকেট থেকে একটা কাগজ বাব ক’বে বাস্তাব আলোতে দাড়িয়েই ঠিকানাটা লিখে দিলে বিমল।

## ১১

অফিসে পা দিতেই খবর দিলেন এক সহকর্মী, ‘শুনছেন বিমলবাবু, খবরটা?’

‘কি জানি। কী খবর বলুন ত?’ কতকটা নিবাসক্ত-কর্গেই উত্তর দেয় বিমল।  
এঁদের খবরের ওপব ওব কখনই খুব আস্তা নেই। অত্যন্ত তুচ্ছ কথাতেও এঁরা উত্তেজিত হন।

‘জোব খবর। জয়ন্তী চৌধুরী বিয়ে করছেন।’

‘ও, এই খবর।’

‘আবে শুধুনই শেষ পর্যন্ত। ববটি কে জানেন কি? আমাদের শশিবাবু।  
স্বপাবিটেণ্টেণ্ট সাহেব স্বয়ং।’

এবাব, অত্যন্ত মনে মনেও, বিমলকে মানতে হ’ল যে খবরটা জোবই বটে।  
শশিবাবুব মোট দুটি-বছর আব আছে চাকরীব, অর্থাৎ সবকারীব ভাবেই ত্রিগ্নান্ন  
বছর বয়স হয়েছে। হযত আসল বয়সটা আবও বেশী। সম্প্রতি বছর-থানেক আগে  
বিপত্নীক হয়েছেেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। বড ভেলেটি এম-এ পাশ ক’বে  
চাকরীতে ঢুকেছে—সেও আজ বছর-কতকের কথা।

আব জয়ন্তী চৌধুরী?

ওদের অফিসেব সবচেয়ে স্ত্রী মেয়ে ত বটেই, সবচেয়ে শৌগিনও। ভাল দামী  
প্রসাধন-সামগ্রী ছাড়া ব্যবহাব কবে না, নিন্য নৃতন শাড়ী পবে অফিসে আসে।  
কচিগ্জন প্রথব—সে সম্বন্ধে প্রায়ই উপদেশ দেয় সহকর্মিনীদের। ফুবফুবে মেয়ে



জয়ন্তী, দেখলেই মনে হয় লতাব মত ভঙ্গু ও ফোমল, প্রজাপতির মত স্তম্ভবিলাসী।

সেই জয়ন্তী বিয়ে করবে শশিবাবুকে ?

মুখ দিয়ে নিজেব অজ্ঞাতেই বেবিগে গেল প্রশ্নটা—‘বোগাযোগটা হ’ল কী ভাবে ? বাপ-মা—?’

‘ক্ষেপেছেন আপনি ? ঐসব মেয়ে বাপমার তোয়াক্কা বাগে ? নিজে-নিজেই সম্বন্ধ করেছেন চাকর।। কদিন ধরেই শুনছি অফিসের পুর শশিবাবুর সঙ্গে সিনেমা যাচ্ছে, একদিন আমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, নিউ এম্পায়াবেব বক্সে বসে দেখছেন ওঁরা দুটি। মানে আরও ছাপানি টিকিট কিনে নষ্ট করেছেন শশিবাবু। তাবপবে এই খবর একেবারে। পাবেন, পাবেন—আপনিও খবর পাবেন। শুনছি পাটি দেবে গ্রেট-ইন্টার্ন।’

বিমল আর কথা না বাড়িয়ে নিজেব সিট-এ গিয়ে বসল।

কিন্তু তখনই কোন কাজে মন দিতে পারলে না। বাংলা দেশে—শুধু বা লা দেশে কেন—সব দেশেই এমন হাজার হাজার মেয়ে চিবকাল প্রৌঢ় বা বুদ্ধেব লালসাব গোবাক হচ্ছে—কিন্তু সে বাধ্য হয়েই। প্রয়োজনে—বাপ-মামেব অভাবেব হাঙ্গাম। কিন্তু জয়ন্তীক কি এমন দরকার পড়ল ? সে নিজে চাকরী কবে, দেখতেও সস্তা। তাব ত কোন প্রয়োজন ছিল না এত হাডাতাডি ঐ বুদ্ধেব কাছে আত্মসমর্পণ কবাব। শশিবাবু, বোগা একহাব। শ্রামবর্ণ—নিতান্তই খ্রীহীন চেহাবা। একটাও দাঁত নেই—বাঁধানো পাটি ছুটো ও থাপ্ থাপ্ নি ঠিক, কথা বলবাব সময় অনববতই মনে হয় খুলে পড়ে যাবে। সেজন্ত একটা বিশ্রী শব্দ হ’তে থাকে, কতকটা হাঁসেব প্যাক-প্যাকানিব মত। তাব পাশে জয়ন্তী—ছিঃ।

বিমল জোব ক’বে পাশেব লাল-পেন্সিল-চিহ্নিত ফাইলটা টেনে নিলে।

কিন্তু এ-ই বা তাব অকাবণ কী চিত্তক্ষেভ। বিমলেব নিজেবই হাদি পেল খানিক পবে। তাব এতে আপত্তিব আছেই বা কি ? যাব সব চেয়ে আপত্তি কববাব কথা, সে যদি নিজেই এ কাজে অগ্রণী হয়ে থাকে ত কাব কি বলবাব আছে। এ গায়েব জ্বালাব কি তাহ’লে এই অর্থ যে জয়ন্তী চৌধুরী সম্বন্ধে তাব নিজেবও কিছু দুর্বলতা ছিল ?

না-না। প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ে বিমল নিজের মনেই। ঐ ধরণের প্রজাপতি-  
মার্কা মেয়েদের ঘূণাই করে সে। যা খুশী করুক জয়ন্তী চৌধুরী—তার কি ?

বিমল জোর ক’রে ফাইলে মন বসায়।

অফিস বসবার পূর্বো পঁয়তাল্লিশটি মিনিট পবে পূর্ণিমা এসে পৌঁছল।

দবদব ক’বে ঘামছে সে। ঘামে ওব গোটা ব্লাউজটাই ভিজে উঠেছে, ছোট্ট  
একটুখানি মেয়েলি কমাল সপ্পস্প্ কবছে ভিজে। আসনে বসে সেটাতে একবার  
মুখ মোছবার বৃথা চেষ্টা ক’বে সে সোজাসুজি আঁচলেই মুখ এবং গলা মুছে নিলে।

সেদিকে চেয়ে কী একটা বলতে গিয়েও চেপে গেল বিমল। মনে হচ্ছে  
বেচারী যেন ছুটতে ছুটতে এসেছে। এব পব আব কিছু বলা সম্ভব নব।

কিন্তু সে কিছু না বললেও পূর্ণিমা তাব অকথিত প্রশ্নবই জবাব দিলে, ‘আজও  
লেট—এই বলবেন ত। পব পব তিন দিন লেট হয়ে গেল। কিন্তু কী কবব, মাথা  
খুঁড়ে মবা ছাড়া ত আব কোন উপায় দেখছি না। আরও বাবাব এমন বাড়াবাডি  
—এক হাতে বাস্তা কবা, ডাক্তাবেব বাঁড়ী যাওয়া—সব। ডাক্তাব এনে ইন্জেকশন্  
দিইযে ভবে বেবোতে পাবলুম। স্নান বা খাওয়ার কোন চেষ্টাই তবু কবি নি।  
কিন্তু হ’লে কী হবে, ডাক্তাবও বিজি, নটাব পব তিনি এলেন। তাও আমাব প্রতি  
দয়া ক’বেই। বাস এবং ড্রাম—কোনটাতেই উঠতে পাবলুম না, সে-ও মিনিট  
দশেক বৃথা কেটে গেল। তাবপব সোজাসুজি হেঁটেই—প্রায় ছুটতে ছুটতে  
আসছি। আব কি কবতে বলেন আপনি ?’

কঠে যেন তাব বীতিমত অভিযোগ।

‘আমি কিছুই কবতে বলি না মিস্ বায়—আব বলবই বা কেন ? ওপবও’লাবা  
কিছু না বললেই হ’ল ! .’

‘সে ত তাঁরা বলবেনই। নিত্যই বলছেন। কিন্তু কী কবি আমি। কোনমতে  
মবতে পাবতুম ত বেশ হ’ত !’

দুই চোখে তাব জল ভবে আসে।

সেদিকে চেয়ে বিমল যেন হঠাৎ একটু কোমল হয়ে আসে। কথাটা ঘুরিয়ে

দেবার জন্তই বলে, ‘এদিকে খবর শুনেছেন—আপনার এক সহকর্মিনীর বিয়ে?’

‘কাব—জবস্তীব নাকি?’ সামান্য একটু কৌতূহল কণ্ঠে ফুটিলেও চমকে ওঠে না সে। ববং বেশ স্বাভাবিক স্বেই বলে, ‘শশিবাবুকে গেঁথে তুলল শেষ পর্যন্ত। না কি আব কেউ?’

‘শশিবাবুব সঙ্গে ব’লেই ত শুনলুম। আপনি জানতেন নাকি?’

‘হ্যাঁ। ও ত আমবা কিছুদিন ধবেই লক্ষ্য কবছি। আপনি শোনেন নি?’

‘না। কিন্তু মাপ কববেন—অপবেব ব্যাপাবে নাক-গলানো হবত অত্যা—  
—but why শশিবাবু?’

‘তাছাড়া উপায় কি ছিল বলুন? মাতুয়টা একটু শৌখিন—দেখেছেন ত? বিলাস ভালবাসে বললে ভুল হবে—বিলাস এখন ওব প্রযোজন হয়ে উঠেছে। ওব বান ছিলেন বড় অফিসার, মেবেকে সেট ভাবে মাতুয় কবেছিলেন। ছোট বেলা ‘ওব জন্তেই তাঁব দুশ’ আড়াইশ’ টাকা খবচ হ’ত। রপ্ ক’বে মাঝা গেলেন ভদ্রলোক—এটি পয়সা বেখে যেতে পাবেন নি, উল্টে বিস্তব দেনা বেখে গেছেন। একটি ভাই আছে, সেও সব চাকরীতে ঢুকেছে। ছোট স’সাব—কোনমতে চলে যায় তাই, কিন্তু ভাল দেখে বিবে হবে সে আশা কম। কে বিনা পয়সায় কবে বিয়ে কববে—তাই ব’লে বসে থাকবে কতদিন। কে-ই বা উল্লোগী হয়ে দেবে বলুন? এক এই অফিসেব কোন ছেলে জুট’ত পাবত কিন্তু তাতে ওব পোষাত না। সে-ই ত দাবিদ্র্য। চাকরী ও কবতে চান না কোনদিনই। তাব ওপব ওব চাই এক গাদা হাত-খবচ। শশিবাবু ছাড়া অপব কে সে খবচ জোগাবে? শশিবাবুব শুনেছি পৈতৃক দু-তিনখানা বাড়ী আছে কলকাতাতে। টাকা-পয়সাও আছে ঢেব। এ চাকরী কবেন উনি কতকটা শখ ক’বেই।’

বিমল স্তব্ব হয়ে বসে থাকে।

বিস্ময়ের বুঝি শেষ নেই। জবস্তীব চৌধুরী যা কবেছে, পুণিমা বায় তা সমর্থনই কবছে—ববং বলা চলে জবস্তীব হয়ে ওকালতি কবছে।

‘কিন্তু কিন্তু তাই ব’লে শশিবাবু। Old enough to be her father! কোন তরুণ ছেলে, মনের মত ছেলেব সঙ্গে দাবিদ্র্য ভাগ ক’বে নেওয়াও কি এব চেয়ে ভাল ছিল না?’

একটু চুপ ক'বে থাকে পূর্ণিমা, ব্লটিংটার ওপর কলম বোলায় অগ্নমনস্ক ভাবে। তারপর বলে, 'আমবা মেযেবা সাংসারিক বিষয়ে ঢেব বেণী প্র্যাক্টিক্যাল—তা জানেন ত? আমার মনে হয় জয়ন্তী ভালই করেছে। রোম্যান্টিক একটা কিছু করতে গেলে ভুলই কবত। কিন্তু ঐ সে নিজেই আসছে—'

বিমল তাডাতাড়ি মুখ তুলে তাকাল। সত্যিই জয়ন্তী আসছে। সাদা মূল্যবান ঢাকাই সাড়ী এবং উৎকৃষ্ট প্রসাদনে ফটস্ট পদ্মফুলের মতই দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু কাছে আসতে এটাও চোখে না পড়ে উপায় থাকে না—ঐ সমস্ত প্রসাদন আব বেশভূষাব মধ্যে আসল ফুলটি যেন কিছু স্নান। জয়ন্তীর চোখ-তুটোতে কেমন একটা অস্বাভাবিক বন্ধমেব দৃষ্টি, কিছু উদ্ধত—কিছু অশ্রুভাবনত। মুখেচোখেও অপবিসীম ক্লান্তিই ছাপ। অহবহ যেন সে কাব সঙ্গে সংগ্রাম ক'বে চলেছে—সেই সংগ্রামেবই ক্লান্তি তাব সর্বদেহে—উদ্ধত স্পর্ধা তাব দৃষ্টিতে।

জয়ন্তী চৌধুরী সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যত বিকল্প মনোভাবই থাক্—এই মুহূর্তে ওব মুখেব দিকে চেয়ে বিমল একটা বেদনা এবং সহানুভূতি বোধ না ক'বে পাবল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে তাব স্বভাব-বিকল্প একটু কোমল-বগ্নেই অভ্যর্থনা দানাল, 'আসুন আসুন মিস্ চৌধুরী। শরীবটা থাপাপ নাকি আপনাব?'

জয়ন্তী ওব পাশেব চেখাব-খানাত্তে এক বকম ধপ্প ক'বেই বসে পড়ে। তারপর ভূমিকা-মাত্র না ক'বেই বলে, 'শুনোছন ত সব? আমার বিয়ে।'

'হ্যাঁ, একটা কানা-ঘুমো শুনছিলাম বটে। অস্বীকার ক'বে কোন লাভ নেই। যাই হোক—let me congratulate you first!'

সেই আধা-স্পর্শিত আধা-চলোছলো চোখ-তুটো তুলে তাকায় জয়ন্তী ওব মুখেব দিকে, খাপছাড়া ভাবে বলে, 'আব—আব আমি পাবত্টিম না, এই ভ্রাজ্জাবী আব পোষাছিল না আমাব। সে ক্ষেত্রে কীই বা কবতে পাবতুম! মুক্তিব ত আব কোন উপায়ই দেখলুম না। অগ্নায় কবেছি কি?'

'অগ্নায় কববেন কেন মিস্ চৌধুরী। যাকে ভাল লেগেছে তাকে বিয়ে কবছেন। এব মর্যো অগ্নাব আব কি আছে? এটা নিতান্তই আপনাব ব্যক্তিগত পছন্দেব কথা। তবে যদি নিজেব মনেব সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'বে থাকেন ত সে আলাদা কথা।'

‘তাই বা কেন? কিসেব আলাদা কথা? আত্মরক্ষাব জন্ত সব কিছুই করা যায়—এমন কি আত্মপ্রবঞ্চনাও।’

একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বলে জয়ন্তী। তারপর বোধ কবি উত্তর এবং সেই সঙ্গে সমর্থনেও আশাষ ব্যাকুল হয়েই চায় ওব মুগ পানে।

বিমল এসব প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে মুখে একটু আনন্দ টেনে আনবাবই চেষ্টা করে, ‘তা শুভ-কার্যটা হবে?’

জয়ন্তী মাথা নামিয়ে বলে, ‘বেজেস্ট্রী হয়ে গেছে গত শুক্রবারই। আসছে শনিবার একটা পার্টি দিচ্ছি গ্রেট-ইস্টানে’। যাবেন কিন্তু।’

সে ব্যাগেব মধ্যে থেকে কতকগুলি দামী বিচিত্র বর্ণে মুদ্রিত কার্ড বাব করলে। ‘ভুইও যাস ভাই পূর্ণিমা।’

‘অবশ্য যাবো।’ বিমল বলে, ‘কিন্তু দামী উপহার যদি না দিতে পারি ত ক্ষণ হবেন না।’

‘ছি ছি। কী যে বলেন। কী আনন্দের কাজ যে দামী উপহার দেবেন।’

বলে ফেলল যেন চমকে ওঠে একটু - চপ ক’বে যায় সে।

পূর্ণিমা এতক্ষণ একেবারে চপ ক’বে ছিল। এবার সে আন্তে আন্তে বললে, ‘শনিবার ত ও-পক্ষের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে শুনেছি—যে জন্তে একাঙ্গ করলে জয়ন্তী দি—’

জয়ন্তী নড়ে চড়ে বসে একটু। তারপর গলাটা নামিয়ে বলে, ‘কাকব ওপবই কোন অবিচার হ’তে দিই নি, সেই সঙ্গে নিজের ওপবেও না। উনি আগেব ছেলেমেয়েদেব কতক কতক বিষয় ভাগ ক’বে, একেবারে লেখাপড়া ক’বে দিয়েছেন। আমার ওপবও একটা সেট্‌নমেণ্ট করেছেন—একথানা বাড়ী আর ত্রিশ হাজার টাকার ইন্সওরেন্স। ‘তাজাডা যদি বেশী দিন বাঁচেন ত পেন্সনও ত বইল।’

‘কিন্তু খব বেগী দাম পেলেন কি—আক্‌টার অল?’ কর্ণেব বিদ্রুপ এবার আর বিমলেব চাপা থাকে না, ‘ছেলেপুলে যদি হয় এবং পেন্সন যদি না থাকে ত তাদের মানুস কববার পক্ষে ও ক-টা টাকা খব বেগী নয়।’

‘ছেলেপুলে।’ যেন হঠাৎ কী একটা বেঁবে জয়ন্তী’ব গায়ে, ‘না না বিমলবাব। সব দিক হয় না। ছেলেপুলেব শখ আর নেই। ওসব বাস্তবটে যাবো না, আপনি

নিশ্চিন্ত থাকুন।’

স্নান হেসে উঠে দাঁড়াষ সে।

‘চলি।’ আবও ক-জনকে বলতে হবে।’

জয়ন্তী চৌধুরী চলে গেলে দুজনই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে বইল। তাবপব যেন আব থাকতে না পেবেই ব’লে উঠল পূর্ণিমা, ‘ইস!...এ কী কবলে জয়ন্তীদি, এ কী কবলে। কী সামান্যব জগ্গে কত কী দিলে।’

‘Sins of the fathers!’—বিমল বললে দীবে দীবে, ‘এ ওব বাবাব পাপ। তিনি যখন অকাবণ বিলাসেব মধ্যে ওকে মাস্থ্য কবেছিলেন, সে বিলাস যখন ওব মজ্জাগত কবিযে তাকে প্রযোজন ক’বে তুলেছিলেন তখন একবাবও ভেবে দেখেন নি যে কখনও ওকে বাস্তব জীবনেব মুখোমুখি এমন ক’বে দাঁড়াতে হবে। কতটুকু তাঁব ক্ষমতা, ভবিষ্যতেও এই অভ্যাস বজায় বাখাব মত যথেষ্ট টাকা তিনি বেখে যেতে পাববেন কিনা তা কি একবাবও ভেবেছিলেন? এখনকাব অবিকাংশ বাপ-মাই এই সর্বনাশ কবেন ছেলেমেয়েদেব। আগেকাব দিনে মেয়েদেব বাপ-মাব কাছে পদে পদে শুনতে হ’ত—দুদিন বাদে গবেব বাড়ী যেতে হবে, দেখানে না নিন্দে হয় কিংবা ক্ষোখাব হয়। অমুকটা কবিস নি, অমুকটা কবতে নেই। কত কি বিধি-নিষেধ মানতে হ’ত তাদের ছেলেবেলা থেকে। এখনকাব বাপ-মাবা—খাবা খুব গবীব, তাঁবাবও ব’লে থাকেন শুনি, দুদিন পবে ত পবেব বাড়ী যাবেই, যতদিন আমাব কাছে আছে একটু আবাম ক’বে নিক্। কিন্তু সেই আবাম এবং প্রশ্ন যে তাব স্বভাবটাই মাটি ক’বে দেয তা বোঝেন না। হঠাৎ লড়াই করতে গেলে কেউ কবতে পাবে না, তাব জগ্গে চাই দীর্ঘদিনেব ড়িল বা অভ্যাস। কষ্ট করা অভ্যাস থাকলে কষ্ট বোধই হয় না যে!’

পূর্ণিমাৰ চোখ দুটি ছলছল কবতে থাকে। বোধকবি জয়ন্তী স্বেচ্ছায় যে ভুল কবল তাবই পবিমাণ আব পবিণাম ভেবে। বিমলেব কথাগুলো বোধ হয় সব তার কানেও যায় না।

জয়ন্তী অল্পস্থানে পূর্ণবাবুব আব কিছু স্থবিধা না হোক—আশ্বীষ ভাগ্যটা একটু ফিবে গিয়েছিল। অর্থাৎ ওঁব যে আশ্বীষবা ওঁকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলেন—কখনও ওঁব খবর নেওয়া আবশ্যক বোধ কবেন নি, তাঁবাই এবাব যেন সচেতন হয়ে উঠলেন। সাধাবণেব তবক থেকে চাঁদা তুলে সভা ক'বে যাঁব জন্মোৎসব কবা হয়, তাঁকে অবহেলা কবাব বা আশ্বীষ ব'লে স্বীকাব না কবাব কোন কাবণই নেই—এটা তাঁবা স্পষ্ট বুঝতে পাবলেন। আশ্বীষবা দু-একজন ক'বে প্রতিদিনই খবর নিতে আসতে লাগলেন। যে ভাগ্বেব প্রাসাদে হেলান দিয়ে ওঁব মেটে-ঘবেব চালাটি কোনমতে আশ্রয়ক্ষা ক'বে ছিল—সেই ভাগ্বেই উছোগী হয়ে নতুন খুঁটি এবং গোলপাতাব ব্যবস্থা ক'বে ঘবটাকে আশ্রয়নির্ভব ক'বে দিলেন। মাসিক পাঁচটাকা ক'বে দিতেন তিনি এব আগেও, এখন সেটা বন্ধ ক'বে দিলেন বটে, তেমনি তাব বদলে চাল আটা ও চিনি—একেবাবে মাসকাবাৰি যতটা লাগে—হিসাব ক'বে পাঠাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তাঁব ঘবে একাধিক বাহাওয়ালপুৰী গাই ছিল, তিনি দৈনিক এক পোষা ক'বে দুধেবও ব্যবস্থা ক'বে দিলেন।

এতে স্থখী না হোন—কতকটা নিশ্চিন্ত হবাবই কথা। কিন্তু পূর্ণবাবু তা হ'তে পাবলেন না। ববং একটা অশ্বস্তিই বোধ কবতে লাগলেন। কেমন একটা অকাবণ কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ। সেটা কাউকে বোঝাতে পাবা ত দূবে থাক্, মুখ ফুটে বলতেই পাবেন না। এটুকু পার্থিব জ্ঞান তাঁব আছে—তিনি জানেন যে আসল কথাটা শুনলে সকলেই হাসবে।

আব হাসবাবই ত কথা।

দিমলের সঙ্গে আলোচনা হবাব পব থেকে সেই যে তাঁব মাথাব মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে সেই সংশয়েই তাঁকে না দিচ্ছে স্থিৰ থাক্তে, না দিচ্ছে আশ্বীষদেব এই সম্মান ও প্রীতিকে সহজে গ্রহণ কবতে।

তাঁব কেবলই মনে হয়—এই যে সম্মান এবা তাঁকে দেখাচ্ছে এব তিনি যোগ্য নন। এব মূলেই যে ফাঁকি থেকে গেছে। যেটাকে তিনি কর্তব্য ব'লে এতকাল

আরুড়ে ধৰে বইলেন, নিষ্ঠাব সঙ্গে পালন কববাব চেষ্টা কবলেন প্রাণপণে —  
সেইটেই যদি কৰ্তব্য না হয় ত এদেব কাছ থেকে সে নিষ্ঠাব পূৰ্ণকাব গ্রহণ কববেন  
কোন্ অধিকাৰে ?

তিনি কি ভুলই কবেছেন তাহ'লে এতকাল ?

আগাগোড়া ভুল বুঝেছেন আর বুঝিয়েছেন ?

এইটেরই মীমাংসা কবতে পারেন না তিনি । ভেতবে ভেতরে ছট্ফট্ কবেন  
আব ক্লশ দেহটাকে ক্লশতব ক'বে তোলেন ।...

এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ ওঁব এক নাংনী এসে পড়ল খণ্ডব বাড়ী থেকে ।  
নাংনী অৰ্থাৎ তাঁব এই অদ্বিতীয় ধনী ভাগ্যেব মেবে অৰুণা । অৰুণাকে পূৰ্ণবাবু  
এফট বৈশী ভালবাসতেন , তাব কাবণ শৈশব থেকেই অৰুণা তাঁব বড গ্ৰাওটো  
ছিল—নাতি-নাংনীদেব মধ্যে ও-ই একমাত্র । ওঁদেব দাবিদ্ব্যকে সে আমল দোনি  
—ববং অধিকাংশ দিনই সে ইস্কুলেব ফেবং প্ৰিয়মদাব বাছে ঝোল ভাত বা দুধ  
ভাত পেয়ে যেত । এব জন্তে গোপনে যে ওব ওপব কিছু শাসন চলে নি এমন মনে  
কববাবও কোন কাবণ নেই । তবু অৰুণা ওঁদেব বাড়ী এবং আদব কোনটাই  
ছাড়তে পারে নি ।

অৰুণাব, বলতে গেলে সম্প্ৰতি, বচব চাবেক হ'ল বিনে হয়ে গেছে । পাত্ৰটি  
ভাল , বিহাবে কী এক'নতুন-পত্ন কবা সবকাবী কাবথানায় মোটা মাইনেব  
চাকরী কবে । সাঁতাশ-আটাশ বচব বয়স, এবই মধ্যে প্ৰায় সাড়ে চাবশ' টাক  
মাসিক বেতন পায়, দেগতেও কপবান । এক কথায় অৰুণাব ববাত ভাল ।

বলাবাহুল্য বাপেব বাড়ী পৌছেই অৰুণা ছটে এল দাহুব কাছে । জগন্তীব  
কথা সে-ও শুনেছে বৈকি । খুশী হয়েছ সে-ই সবচেয়ে বৈশী । দাহুকে তাব মা-ও  
সমীহ কবছেন আজকাল, এতে অৰুণাব আনন্দেব মীমা নেই । তোমবা আজ যাকে  
চিনছ অৰুণা তাঁকে বহুদিন আগেই চিনেছে--তাব মুখেব তৃপ্ত হাসিতে এই  
কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

অৰুণাকে দেখে পূৰ্ণবাবুও এবাব বিশেষ ক'বে খুশী হয়ে উঠলেন । দামী শাড়ী,  
ঝলমলে অলঙ্কাৰেব মধ্যে স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিকে লাবণ্যবতীও মনে হচ্ছিল । কাছে  
বসিয়ে মাথায গায়ে হাত বুলিয়ে পূৰ্ণবাবু অনেক আশীৰ্বাদ কবলেন । কয়েক মাস



ধবে মনে মনে উনি নিবন্তব যে পীড়া অন্তর কবছিলেন তা যেন এই স্বাস্থ্য-  
যৌন-লাগ-আনন্দের মৃত্তিমতী প্রতিমাপানিকে সামনে পেয়ে কিছু কালের  
জগা ভুলে গেলেন। শুধু বাটবে নয়—অন্তবেও ওর সমস্ত চৈতন্য বাব বাব আশীর্বাদ  
কবতে লাগল মেয়েটিকে।

অকণা ওঁর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, ‘ইস, এ কী চেহারা ক’বে  
তুলেছেন দাচ্! আপনি মোটেই ভাল থাকছেন না নিশ্চয়।’

হেলেনাঙ্কষের মতই পূর্ণবাবু বললেন, ‘তুই ঠিকই বলেছিস দিদি, আমার শবীব  
মন বড়ই খাবাপ যাচ্ছে। আজকাল যেন কেমন দিনবাতই ক্লান্তি বোধ কবি!’

‘আপনি এবাব আমার সঙ্গে ওখানে চলুন -দিন-কতক বেড়িয়ে আসবেন।

‘দুব পাগলী, তা কি হয়।’

‘কেন হবে না। বা-বে! আমি বুঝি কেউ নই? আমার কাছে গিয়ে ক’টা দিন  
থাকতে পাবেন না?’

‘জামাই-বাড়ী গিয়ে থাকব—না না, সে ভাবি লজ্জাব কথা।’

‘জামাই-বাড়ী ত ঠিক সেটা নয়। কর্মস্থান। প্রকাণ্ড কোয়ার্টার আমাদের,  
পড়েই থাকে। আমার শশুর শাস্ত্রী কেউই ত সেখানে থাকেন না। শশুরেব অত  
বড় বাড়ী কাববার কেল তিনি যাবেনই বা কি ক’বে? চলুন দাচ্, লক্ষীট।’

প্রিয়দর্শনাও সে অন্তবোধে যোগ দেন, ‘কণু অত ক’বে বলছে, দুবেই এসে না।  
শবীব তোমার ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে একবাবে—এখনও গেলে হত খানিকটা  
সামলে যেতে পারবে।’

তব পূর্ণবাবুর সঙ্গেচ ঘোচে না, ‘জামাই কী মনে কববেন বল্ ত!’

‘ইস। ওর আবার মনে কবাকবির কী আছে। আর আমিই বা তাব কি  
ধাব বাবি। আমি সেখানে গিমি না?’

প্রিয়দর্শনাব মুখেব দিকে চেয়ে পূর্ণবাবু বলেন, ‘তুমি একা থাকতে পারবে?’

‘খব পারব। এ ত কটা দিন।’

তাবপব একটু স্নান হেসে বলেন, ‘বেশী দিন না থাকতে হয় যাতে—সেই  
জন্মেই ত যেতে বলছি।’

পূর্ণবাবু অসহায় ভাবে একবাব অকণাব মুখেব দিকে আব একবাব প্রিয়দর্শনাব

মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ‘ছাথে—তোমরা যা ভাল বোঝ। কুটুমের কাছে নিশ্চয় না হ’লেই বাঁচি। তোমার বাবা মা কিছু ভাববেন না ত ভাই রুণু?’

অন্ধাণা জোর ক’রেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

স্বাস্থ্যকর জায়গা। কারখানা হবার আগেও অপরিচিত ছিল না স্থানটা। তখনও বহু লোক এখানে আসত—স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে। বাইবে যাবার মধ্যে পূর্ণবাবুকে বার-কয়েক কাশী যাওয়া-আসা করতে হয়েছিল, তখন কয়েকবার এই দিক দিয়ে গেছেন কিন্তু সে সময় এসব জায়গা নেহাৎই অবণ্য ছিল। এখন এব চেহারা ফিবে গেছে, কাবখানাটিকে কেন্দ্রে বেখে চাবিদিকে বহুদূর পর্যন্ত শহর উঠেছে গড়ে। বড় বড় চওড়া বাস্তা বেবিযেছে। সে বাস্তায় জলছে শুভ্র বড় বড় নতুন ধবংগব বিজলী বাতি। ছদিকে স্তম্ভব স্তম্ভব কোয়ার্টার, তাদের সামনে একটু ক’বে বাগান। এব ভেতব ইস্থল, ক্লাব, খেলাব মাঠ, সিনেমা—সব বকমই আছে। পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন ছিম্ছাম শহব।

পূর্ণবাবু এখানে এসে ভাবি খুশী হ’লেন।

শুধু সেই নদ’মা এবং পোঁয়াকে পেছনে ফেলে এসেছেন, সেই ভান্ধাবাড়ী এবং অপবিসীম দাবিদ্র্যকে পেছনে ফেলে এসেছেন তাই নয়—অপবিসীম আয়গ্গানি, উচ্চি অহুচিতের প্রশ্ন, বিমলেব সমস্তা—সব কিছুই পেছনে ফেলে এসে বেঁচেছেন যেন।

নাত’জামাই সোমেশেব কোয়ার্টারবট ভাল। তিনখানা বড় বড় ঘব, বাস্তাঘব চাকরেব ঘব, দুটি বাথরুম—কলকাতাব হিসেবে বেশ বড় গৃহস্থেব থাকবাব মত জায়গা। থাকে এবা দুটি প্রাণী, অকণাব একটি শিশু এবং এক চাকব। কয়লা নাকি কিনতে হয় না, তাই সব সময়েই প্রায় উত্তন জলে। বাথরুমে গবমজলেব কলে দিনবাত এবং বাবোমাসই গবম জল মেলে। সবকার থেকে পাখা, বেডিও অনেক কিছুই দিয়েছে—আসবাবপত্র ত বটেই।

এত স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে পূর্ণবাবু তাঁব এই দীর্ঘ জীবনে একটি দিনও কার্টান নি। স্ততরাং প্রথম প্রথম ভারি একটা আরাম বোধ করলেন।

কিন্তু দিনকতক পবেই সত্যটা আবব্যা বড়নীর দৈত্যেব মত সামনে এসে দাঁড়ায় তাব বিকট চেহাৰা নিয়ে। তাহ'লে ত বিমলেব কথাটাই ঠিক হয়। এই স্বথ এবং বিলাস—এ ত কাবখানারই অঙ্গ; ব্যবস্থা হযেছে যাদের জন্ত, তাদের কাঙ্ক্ষর জীবনে 'ভীতযুথানাং ভযহেতু' কোন কাজে আসবে না কোন দিন।

সোমেশও আই-এস-সি পাশ ক'রে কোন এক কাবখানার পাঠশালায় পড়ে এখানে এসেছিল চাকবী কবতে। আর সেই জোবেই এতটাকা মাইনে পাচ্ছে, লেখাপড়াব জোবে নয।

ভাবি অস্থস্থি হয পূর্ণবাবু। বিলাসেব এই সহস্র উপকবণ তাঁকে যেন নিবস্তব বোধে।

একটু অগ্রননক্ষ হবাব স্তযোগ খোঁজেন।

সোমেশকে জিজ্ঞাসা কবেন, 'তুমি খববেব কাগজ নাও না দাড়ুভাই ?'

সোমেশ একটু অপ্রতিভ হয। মাখা চুলকে বলে, 'না। মানে কাগজ পৌছয সেই সন্ধ্যাব। তাব আগে বেডিঙতে তিনবাব খবব শোনা হযে যায়। মিছিমিছি বাজে খবচ ক'বে লাভ কি ?'

'তা বটে।' চুপ ক'বে যান পূর্ণবাবু।

কিন্তু কোন বইও নেই এদের বাড়ী। অবশ্য পড়বাব সময়ও নেই খুব। সোমেশ পৌনে সাতটায় (চাকবেব ঘবে এয়ার্ম দেওয়া থাকে ঘড়িতে—সে উঠে চা ক'বে দুম ভাঙ্গা—ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে) দুম থেকে ওঠে—মাড়ে সাতটাব ভেতব দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'বে ব্রেফলাস্ট সেবে বেবিয়ে পড়তে হয তাকে। দুপবে লাঞ্চ নিতে আসে কিন্তু সে আপঘটাব জন্ত। বিকেল চাবটেয ছুটি হবাব কথা—পাচটাব আগে কোনদিনই ফিবতে পাবে না, এক এফদিন আবও দেবী নয। এসে চা খেবেই ছোট্ট ক্লাবে। ভাবি খেলানুলোব শথ ছেলোটব—টেনিস, গল্ফ, বিলিয়ার্ড—সব বকমই জানে। ক্লাব থেকে বাড়ী ফিবতে নটা সাড়ে-নটা বাজে—তখন ক্লান্তিতে দেহ ভেঙ্গে আসে। খেবেই শুযে পড়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

অকণাব অবশ্য অথও অবসব। কিন্তু সে পড়তে ভাল বাসে না। বোনা এবং কাপড়ে ফুল-তোলায তাব ঝোঁক বেশী। এ ছাড়া মেযে আছে, বেডিঙ আছে, সিনেমা আছে—প্রতিবেশীবা আছেন। সন্ধ্যাব দিকে পালা ক'বে আড্ডা বসে

পাড়ায়। তাছাড়াও মেয়েদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে এখানে, অরুণা আবার তার সহ-সম্পাদিকা। কাজও কম নয় খুব তার।

পূর্ণবাবু তবু সসঙ্কোচে একদিন বইয়ের কথাটা তুললেন।

সোমেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল, ‘তাইত, ইন্সটিটিউটে মাসে মাসে চাঁদা দিচ্ছি, বই আসেও না কেন জানি না। ছ’খানা বই আমার পাবার কথা। ওগো শুনছ, আজই লছমনকে পাঠিয়ে ভাল বই আনিয়ে দিও ত দাহুকে। সত্যি, ওঁবই বা সময় কাটে কি ক’রে?’

‘ইঞ্জিনিয়ারিং বই কিছু পাওয়া যায় এখানে দাহুভাই?’

‘ইঞ্জিনিয়ারিং? সে ত অফিস লাইব্রেরীতেই আছে। কিন্তু’—বিস্ময় আপনিই ফুটে ওঠে তাব কণ্ঠে, ‘কিন্তু সে আপনি—। মানে আপনাব কি ও বিষয়ে পড়া আছে কিছু?’

অপ্রতিভভাবে পূর্ণবাবু বলেন, ‘না না। ওটা আমার দৃষ্টিতা ছাড়া কিছু নয়। কিছুই বুঝি না। পাতা ওলটাতেই ভাল লাগে। ও একটা হবি আব কি।’

অরুণা মাথা নেড়ে বলে, ‘উহ। আমি জানি, আপনি ত মধ্যে মধ্যে পাড়াব ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের কাছ থেকে বই এনে পড়তেন!’

‘তাই নাকি? স্ট্রেন্স!...আচ্ছা আমি এনে দেব এখন অফিস থেকে কিছু!’

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে পড়ে সোমেশ। আটটায় হাজবে, এতটা পথ যেতে হবে। আব নোটে পনেরোটি মিনিট সময় আছে।

পাড়াতে প্রবীণ লোকও ছ’ চাবজন আছেন। তাঁদের কেউ কেউ যেচে-এসেই পূর্ণবাবুর সঙ্গে আলাপ কবেন। কোথাও বা অরুণাই নিয়ে যায় তাঁকে। এভাবেই সামাজিকতায় তিনি ঠিক অভ্যস্ত নন—তবুও তিনি যান সমস্ত বকম সঙ্কোচ কাটিয়ে। বহুদিন যেন শামুকের মত একটা গোলাব মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে বেধে ছিলেন—একটু বাইরের হাওয়া লাগানো সত্যিই দরকার। কিন্তু আশে-পাশের যত কোয়ার্টারেই যান—প্রায় সর্বত্রই ঐ একটা জিনিস লক্ষ্য করেন পূর্ণবাবু—বইয়ের বালাই নেই। ছ’ এক আয়গায় গৃহিণীবা লাইব্রেরী থেকে বই আনান

বটে—কেনা-বই কাকুর বাড়ীতে দেখা যায় না। অথচ প্রচুর পয়সা খরচ করেন প্রত্যেকেই, অনাবশ্যক বিলাস দ্রব্যে অর্থব্যয়ের কার্পণ্য নেই একটুও। ফেরী-গুয়ালাব দল দুপুবে বা বিকেলে এই সব কোয়ার্টারে উজাড় ক'রে দিয়ে যায় নানা-বিধ পণ্য। ডাকেও আসে কত কি জিনিস। শুধু বই-ই আসে না কাকুর বাড়ী।

বুদ্ধদেব সঙ্গে বসে গল্প ক'রেও খুব তৃপ্তি পান না পূর্ণবাবু।

অধিকাংশ আলাপ-আলোচনাই পাবিবাবিক জীবনের পথ ধরে চলে। ছেলে-মেয়েদের অকৃতজ্ঞতা, বর্তমান যুগের মতি গতি, গৃহিণীদের নির্বুদ্ধিতা—এই সব। তা নইলেও বৈষয়িক কথাবার্তা বেশী।...শিক্ষিত লোকও আছেন এঁদের মধ্যে। তাঁদের কাছে পূর্ণবাবু সাহিত্য বা দর্শনের কথা তুলতে চেয়েছেন, দু-একজনের সঙ্গে এ সব বিষয়ে আলাপ ক'বে আনন্দও পেয়েছেন কিন্তু সেদিকে তাঁদের মন না থাকায় কিছুতেই সে পথে আলোচনাটাকে ধরে বাখতে পাবেন নি। পূর্ণবাবুকে কেমন একটা ধাবণা ছিল যে বুদ্ধ হ'লেই মানুষের মন ঈশ্বরাত্মিমুখী হয়—সে ভুলটাও এবার ঘুচল। দু-একজন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ কবেন বটে, কিন্তু সেই পাঠের অহঙ্কার ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। সে সব বইয়ের ভেতরে তাঁরা ঢুচে পাবেন নি।

এদের চেয়ে পথেব ধাবে দু একজন মজুবেব সঙ্গে কথা ক'য়ে তবু আনন্দ পেয়েছেন পূর্ণবাবু। জীবন সম্বন্ধে ধাবণা এদের খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট। এরা বিবেককে বেশী ভয় কবে, ঈশ্বরকে বেশী ভালবাসে—ঐ সব তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের চেয়ে। কিন্তু এদের সঙ্গে বেশী মিথতে আবাব পূর্ণবাবুব সাহসে কুলোয় না—কী জানি, অফিসার নাত-জানাই, সে আবাব কি ভাববে। হয়ত সে পছন্দ কবে না এই ধরণের মেলামেশা।

পূর্ণবাবু আবাবও গুটিয়ে নেন নিজেকে। সোমেশ দু একখানা ইক্সিনিয়ারিং বই এনে দিয়েছে অফিস থেকে, সেইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। এগুলোর মধ্যেই তবু আজও কিছু শাস্তি আছে।

পূর্ণিমা সেদিন এসে পর্যন্তই কেমন উসখুস কবছিল। সেটা বিমলের চোখে পুড়বার কথা নয়, কাবণ সাধারণতঃ সে যখন কাজ করে একমনেই করে এবং যখন করে না, তখন অগ্রমনস্ক হয়ে বসে থাকে। আব সে ‘অগ্র’টা ঠিক পার্শ্ববর্তিনীদেব কেউ নয়—তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেদিন বিমলের টেবিলে কাজ ছিল কম, মনটাও ছিল অনেক দিন পবে কিছু হালকা। তাই কয়েকবারই সে মাথা তুলে পূর্ণিমা বদিকে তাকাল এবং প্রত্যেকবারই লক্ষ্য কবল যে পূর্ণিমা তাব দিকে কেমন এক-রকম ভাবে চেয়ে আছে। অর্থাৎ যেন কিছু বলতে চায়—অথচ ঠিক ভবস/ ক’বে বলতে পাবছে না।

অকস্মাৎ বিমলের মনটা কোমল হয়ে উঠল। সে নিজেব কাছে অকাবণেই স্বীকাব করল যে পূর্ণিমা মেয়েটি মোটের ওপর মন্দ নয়। সাধারণ মেয়েদেব মতই হয়ত ওরও কিছু বুদ্ধিব অভাব আছে কিন্তু আন্তরিকতাব অভাব নেই। খাটিতে সে চায়, খাটেও। কাজে ভুল হয়, তবে ফাঁকি দেয় না। তাছাড়া পূর্ণিমাই অন্তত তাব সেকশনের একমাত্র মেয়ে—সংসাব চালানোব জ্ঞান চাকবী কবতে হচ্ছে বলে যে অল্পযোগ কবে না।

মনেব এই একটি বিশেষ স্থল অবস্থাব বিমলের কণ্ঠস্ববটা আশ্চর্য শিথল শোনায়। সে প্রশ্ন ক’বে বসে, ‘কী ব্যাগাব আজ আপনাব—মিস বাব ?...ফাইলে যে একেবাবেই মন বসছে না।...আপনাবও কী জযন্তী চৌধুরীব হাওয়া গাযে লাগল না কি ?’

পূর্ণিমা নিমেযে রাঙা হয়ে ওঠে। কিন্তু তাব কণ্ঠস্ববে একটু প্রচ্ছন্ন তিবস্কাবের স্বরই বেজে ওঠে। সে আস্তে আস্তে বলে, ‘ওসব চিন্তাবিলাসেব অবস্থা আমাব নয় বিমলবাবু, সে ত আপনি জানেনই।’

বিমলও বোধ করি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সচেতন হয়ে পড়েছিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রতপ্ত স্বরে বললে, ‘কিছু মনে করবেন না মিস রায, কথাটা বলঃ আমায় ঠিক হয় নি। আপনাকে অগ্রমনস্ক দেখছিলুম বলেই—’

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই বিমল একটা ‘জরুরী’-মার্কা ফাইল টেনে নেয়।

কিন্তু পূর্ণিমা যেন নিজেও বিব্রত হয়ে পড়ে। তার বড় টেবিলটার অপর প্রান্তে বসে, সে আজ আসে নি। তাবই শূন্য চেয়াব-খানাব দিকে চেয়ে সে কলমটা নিয়ে নাড়া-চাড়া কবে শুধু—কাজে মন দিতে পারে না কিছুতেই। বিমল সেটা ঠিক চোখে না দেখলেও অনুভব করতে পাবে কিন্তু আব কোন প্রশ্ন করে না, বা ওব দিকে তাকাও না। একবারেব শিক্ষাই যথেষ্ট, ‘অনধিকার চর্চা সে আব কোন-মতেই করবে না, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাই কবে বাব বাব।

এ যেন কী একটা হয়ে গেল। পূর্ণিমাব মুখে এই ভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। যে স্তরে এই মাত্র ওদের কথোপকথন হয়ে গেল—সেটার ঠিক উল্টো স্তরে কথাটা কী ক’বে শুক কবা যায়, এই কথাটাই ত ভেবেছে পূর্ণিমা—বলতে গেলে সাবা সকাল ধরে। ‘নাব যেন কান্না পায় অদৃষ্টেব এই অকারণ এব’ অকারণ পবিত্রাসে। চোখ-ছুটো ছল ছল করতে থাকে।

অনেকক্ষণ পবে, বোধ হয় প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় ক’বেই—কতকটা কঁাদো কঁাদো গলাতে সে খুব চুপি চুপি প্রশ্নটা কবে, ‘আমাব ওপবে কী বাগ কবলেন আপনি?’

কণ্ঠস্ববটা হুল বোঝাবাব উপায় নেই। চম্কে মুখ তোলে বিমল, বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন কবে, ‘সে কী! আমি বাগ কবব কেন মিস বাব। বাগ ত আপনাবই কববার কথা! আমাব অনধিকার চর্চা শুধু না—ধৃষ্টতাব।’ কিন্তু আপনি কি বসে বসে এখনও সেই কথা ভাবছেন না কি? ছি ছি, আপনি বড্ড ছেলেমানুষ!’

এবাব আব চোখেব জল বাবা মানে না। লজ্জা পেযে ভাড়াভাড়ি ব্যাগ থেকে কমাল বাব ক’বে চোখ দুটো মুছে নেয পূর্ণিমা। তাবপব ধবা ধবা গলায় বলে, ‘আমাব ববাবটাই মন্দ, যা কবতে যাই উন্টো হয়ে যায়। দেখুন না, সকাল থেকে ভাবছি আপনাব মনটা ভাল থাকলে সময বুঝে একটা অনুবোধ কবব—অথচ আপনাকেই বাগিয়ে বসে বটলুম।’

‘কী বিপদ!’ এবাব বিমলেব বিব্রত হবাব পান্না—‘আমি রাগ করলুম এটাই বা ধবে নিচ্ছেন কেন? আমি সত্যিই রাগ কবি নি। ববং লজ্জিত হয়েছি নিজেব অসতর্ক কথায়।’ আমাব ববং জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে আপনাব শরীরটা খাবাপ লাগছে কি না। যে রকম উসখুস করছিলেন—। সত্যিই শরীর

খারাপ হয় নি ত ?’

‘না না। আসলে আপনার কাছে একটা কথা পাড়বার জ্ঞান সাহস সঞ্চয় করছিলুম। বার বার চেষ্টা করছিলুম—কিন্তু ভবসায় কুলোচ্ছিল না।’

বিমল বিস্মিত হয়ে বলে, ‘কেন ? কী এমন কথা ? অসম্মানজনক কিছু ? গালাগাল দিতে চান ?’

‘কী যে বলেন—!’ হেসে ফেলে এইবার পূর্ণিমা, ‘সে সব কিছু নয়।’

তারপর আরও একটু চুপ ক’বে থেকে বলে, ‘কাল আমি নিজের হাতে এক-রকম পিঠে করেছিলুম, গোকুল পিঠে। মা দেগিয়ে দিয়েছিলেন অবশ্য—কিন্তু করেছি সব নিজের। আপনার জ্ঞান গোটা-দুই এনেছিলুম, খাবেন কিনা। এইটে প্রশ্ন করতেই সাহস হচ্ছিল না।’

এক নিঃশ্বাসে, যেন মবীয়া হয়েই ব’লে ফেললে পূর্ণিমা। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কাতে মুখ ওব বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

বিমল মুখে একটা অস্ফুট শব্দ ক’বে বলে, ‘ও হবি, এই কথা !...তা এত ভয় কেন বলুন ত, আমি কি এতই ভয়ানক লোক যে একটু মিষ্টি খাবার কথাও বলা যায় না ?’

‘কী জানি বলুন—এক কাপ চা খাওয়াতে চাইলেই আপনি কত কথা বলেন ! হয়ত বলে বসবেন যে আপনাকে এব বদলে যখন মিষ্টি ক’বে খাওয়াতে পাবব না—তখন আপনার কাছে খাবোও না !’

অন্যদিকে মুখ ক’বে বললেও পূর্ণিমা বেশ স্পষ্ট ক’বেই বলে কথাগুলো !

‘বা, আপনারও ত বেশ স্পাইট আছে দেখছি। সেদিন থেকে মনে ক’বে রেখেছেন কথাটা।...আচ্ছা, আর বলব না। দিন, কী পিঠে কবেছেন দেগি—’

নিজের হাতব্যাগটা থেকেই তাড়াতাড়ি ছোট একটা টিফিন-কোটে বাব ক’রে দেয় পূর্ণিমা। বিমল একটা পিঠেতে কামড লাগিয়ে বলে, ‘বাঃ ! চমৎকার হয়েছে ত ? এ কী সত্যিই আপনি করেছেন ?’

‘হ্যাঁ মশাই। বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞাসা কববেন চলুন।’ পূর্ণিমা কিন্তু ঐটুকু প্রশংসাতেই যেন খুশিতে বলমলিয়ে ওঠে।

‘না সত্যিই বড় ভাল হয়েছে।’ তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে,



‘আমাদের বাড়ীতে কত কাল যে এসব হয় নি। স্বাদই ভুলতে বসেছি।...আর হবেই বা কি ক’রে, ভালভাতের যোগাড় কবতেই প্রাণাস্ত, এসব আহাৰ ত এখন আমাদের কাছে বিলাস।’

‘আমাদের অবস্থাও আপনাদের চেয়ে খুব ভাল নয়। নিহাং আমার উৎসাহ দেখেই—নতুন শিখছি বলে—মা বাধা দিতে পাবেন নি। কিন্তু তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠেছে। অল্প অনেক খবচ থেকে বাঁচিয়ে এটা পূরণ কবতে হবে। তাই ত বেশী কবতে পাবি নি। গুনে-গেঁথেই কবতে হয়েছে!’

বিমল কৌটোটা ওর হাতে ফিবিযে দিয়ে বললে, ‘ধুয়ে দিয়েছি এক দফা—তবু দিতে সঙ্কোচই হচ্ছে। মেজে দেবার ত কোন উপায় নেই।’

‘পাগল হয়েছেন আপনি। আমাকে গিয়ে ত বাসনের পাজা নিয়ে বসতেই হবে।’

তাবপব কতকটা ছেলেমানুষের মতই বলে, ‘আপনার কথা আমি মিথ্যে প্রমাণ কববই। জানেন—আজ চোদ্দ দিন রি আসছে না, তাব মেযেব কলেবা। দু’বেলা সব বাসন আমি নিজে মাজি। তাছাড়া বাত্নের বাত্নাও বোজ় রাঁদি। মাকে কিছুতেই বাত্নাঘবেদ দিকে আসতে দিই না। আব তাও খেমন তেমন ক’বে নয়—মা কাল স্নীকাব কবেছেন যে—এবার আমার কাজ অনেকটা পবিস্কাব হয়ে এসেছে। আমার হাতে হৈসেল ছেডে দিতে আগে যতটা ভব কবত এখন আব তা কবে না!’

বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয় বলে, ‘এই বাড়তি খাটনিব জন্মে কিন্তু আমাকে দাবী কববেন না। আপনাবা যা, আমি তাই বর্ণনা কবেছি—অন্যবকম হ’তে বলি নি। সে ধষ্টতাও আমার নেই। তবে সত্যি কথা বলতে কি এতে কোন ক্ষতি হয় নি আপনাব, ববং কতকটা ফ্রেশই দেখাচ্ছে এই কদিনে।’

লজ্জায় খশীতে আবও বাড়়া হয়ে ওঠে পূর্ণিমা। অপাঙ্গে দ্রুত একবার নিজের হাত-পা গুলোব ওপব চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, ‘কে জানে। অত লক্ষ্য কবি নি। তবে খাবাপ কিছু লাগছে না, এটা ঠিক।’

অফিসের ফেরৎ বিমলের একটা চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। সাধারণত এ ধরনের নিমন্ত্রণে সে যায় না, কিন্তু আজ ওব না গেলেই নয়। কুমুদীশ ওব বহুকালের বন্ধু। কলেজ জীবনে যে ক-টি ছেলের সঙ্গে ওর সত্যকাব সৌহার্দ্য হয়েছিল কুমুদীশ তাদেরই একজন। ছাত্র সে খুব ভাল ছিল না কোনদিনই কিন্তু মানুষটা ভাল ছিল। কোন মতে এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাসটা পেয়ে গেল, তাব ওপব বাবাও একটা কী বড চাকরী করেন যেন—তাই তদ্বিবের ছোবে এক বেসবকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছে। বেতন বেশী নয়, এখন থেকেই টিউশনী শুরু কবতে হয়েছে, তবু কুমুদীশ স্বর্গী। সে ইচ্ছে কবলে সবকারী চাকরী পেত কিন্তু তাব নাকি এইতেই আনন্দ। ঐ কাজ পাবাব পব যেদিন প্রথম দেখা হয়, সেদিন বিমলও একটু অনুযোগ কবেছিল। তাব জনাবে কুমুদীশ বলেছিল, ‘না ভাই আমার বহুদিনেব শগ, বেশ থাকি আমি ছেলেদেব মধ্যে। সবকারী অফিসেব ফাইল ঘাঁটাৰ চেয়ে এ ঢেব ভাল। আব সম্মান কত। যখন অনেক ছাত্র হয়ে যাবে—তখন যেখানেই যাবো, কেউ না কেউ এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কববে। ভাবতেই আমার ভাল লাগে। আব কী হবে, সবকারী চাকরীতেই বা এমন কি বাজা হতুম। পৈতৃক বাড়ী আছে, বাবা যা জমিয়েছেন তাতে তাঁব শেষ বয়স কেটে যাবে ভাল ভাবেই। আমার সংসারটা আমি চালিয়ে নিতে পাবব না?’

বিমলের ভাবই লেগেছিল কথাগুলো। পড়াতে ভাল লাগে বলে পড়াতে যাব এমন মানুষ আজকাল ত পাওয়াই শক্ত।

সেই কুমুদীশেব বাড়ী নিমন্ত্রণ। উপলক্ষটা কুমুদীশ বলে নি। বলেছে, ‘চা খেতে বলছি চা খেতে আসবি। অত কাবণে দবকাব কি ? কাবণ বললেই—তা যত তুচ্ছ কারণই হোক—উপহাব কিনতে দৌড়েদি। উপহাব দেওয়াটা মধ্যে ছিল ফ্যানন, এখন হয়ে দাড়িয়েছে ব্যাদি। ক্ষমতা থাক বা না থাক—মোট টাকা দিয়ে উপহাবেব জিনিস কিনতে হবে। তাতে শেষ মাসে পয়সাব অভাবে বাজাব না হয় সে-ও ভাল। না, কারণ দবকার নেই। দখা ক’রে অকাবণেই যেও।’

অবশু উপলক্ষটা বিমল অনুমান কবতে পাবে।

চাকরী পাবাব পবই কুমুদীশেব বিধে হয়েছিল। মাস-ছয়েক আগে ছেলে

হয়েছে। সম্ভবত, সেই ছেলেরই অন্নপ্রাশন। কিন্তু কুমুদীশ যখন কারণ বলতে চায় না—ওবই বা গবজ কি? তাছাড়া—সত্যিই, উপহাস কিনতে গেলে, ওর পক্ষে যাওয়াই সম্ভব হ'ত না।

কুমুদীশেব বাড়ী গিয়ে দেখলে নিমন্ত্রণেব পবিধিটা খুব বিস্তৃত নয়। ওব কলেজেব অধ্যাপক জন-সাতেক, বিমল আব তাদের আব একজন সহপাঠী এবং কুমুদীশেব শালা। মোট এই ক-টি লোক। উপলক্ষটা কেউ-ই জানে না—অন্তত সবদাবী ভাবে। কুমুদীশ তাব ছেলের কথাটা উল্লেখ কবলে না—সামনে কেউ নিদেও এল না। বোঝা গেল যে এ বিষয়ে তাব কড়া নির্দেশ আছে। কেউ পাছে উপলক্ষটা অল্পমান ক'বে নিদেও অপ্রতিভ হয়, সেই জন্তেই এত সতর্কতা।

অনেকদিন পবে এই পার্টিতে এসে ভাবি ভাল লাগল বিমলেব। কুমুদীশেব কচিজ্ঞান আছে, 'আহাঃ'েব আয়োজনটা ছ' দিন দক্ষিণ এসে পৌছতে লাগল, তার সঙ্গে প্রতিবাবই এক প্রস্থ ক'বে চা। গল্প-গুজবেব সঙ্গে কিছু কিছু থাওয়া—এটা যে কোন বিশেষ উপলক্ষে ভোজেব আয়োজন তা কাকবই মনে হ'ল না। বহু বাহি পথন্ত যে মোখা নিয়ে সময় কেটে গেল তাও কেউ বুঝতে পাবল না।

এই মজলিশে বসে একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল বিমলেব।

কুমুদীশ নিজে কলা-বিভাগেব ছাত্র। সেই বিভাগেই সে অধ্যাপনা কবে। যে সব সহকর্মীদের সে নিমন্ত্রণ কবেছে তা'বাও বেশী'ব ভাগ ঐ বিভাগেবই লোক। কেবল একজন মাত্র বিজ্ঞানেব অধ্যাপক ছিলেন। তাঁ'ব নাম নির্মলবাবু, কেন যে তাঁকে নিমন্ত্রণ কবেছে দলেব বাইবেব লোক হওয়া সত্ত্বেও, তা পবিচয়ের সময়ই কুমুদীশ বলে দিলে, 'ভাবি আপবাইট লোক, আব তেমনি নিয়মনিষ্ঠ। ফাঁকি বলে কোন শব্দ ওব অভিযানে নেই। খুব শ্রদ্ধা কবি আমি ওকে।'

হিস্ত প্রাথমিক আলাপেব প'ব নির্মলবাবু একেবাবে চূপ ক'বে বসেছিলেন। তাঁ'ব সহকর্মীদের উচ্চ-কণ্ঠ, আলোচনা'ব মধ্যে কোন অংশই নেন নি। ওণাবে সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান, বাজনীতি, ইতিহাস—এবং বাঙ্গালী'ব যা সবচেয়ে প্রিয়-প্রসঙ্গ—কর্মজীবন নিয়ে যখন তাঁ'বা কথা'ব তুবডি ছড়িবে যাচ্ছেন—এমন কি ঝড় ওড়াচ্ছেনও বলা চলে—তখন তাঁদেরই এক পাশে বসে ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে এক-থানা বিলাতী মাসিকের পাতা ওলটাচ্ছিলেন নযত বিমলেব কোন প্রশ্নেব উত্তবে

অতি সংক্ষিপ্ত দু-একটা উত্তর দিচ্ছিলেন।

ফলে বিমলের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে উনি অত্যন্ত মিতভাবী গম্ভীর প্রকৃতির লোক।

কিন্তু হঠাৎ সে ভুলটা ভেঙ্গে গেল অভাবনীয় ভাবে।

অধ্যাপকদেব মধ্যে কে একজন ইতিমধ্যে য্যাটমবোমার কথা তুলেছিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ভুলক্ষেত্রে ‘য্যাটম’ শব্দটির প্রয়োগ কবেছিলেন।

অকস্মাৎ নির্মলবাবু যেন বোমার মত ফেটে পড়লেন, ‘ওটা য্যাটম নয়, আইসোটোপ!’

এবং তাবৎবই তিনি সবিস্তাবে ও সোংসাহে বোঝাতে লাগলেন আণবিক বোমার বিচিত্র কার্য-কাৰণ বহুত্ব। তিনি যে এত দ্রুত এত কথা বলতে পাবেন তা বিমল এতক্ষণ ধাবণাই করতে পাবে নি। বিজ্ঞানের জটিলতা বেশ দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ ভদ্রলোক সাধারণ ভাষা-ভাষা লেখাপড়া কবেন নি—বেশ ভাল ভাবে তাব গভীরেও ডুবছেন। হজম কবেছেন পুথির পাঠগুলো।

সে শুধু বিস্মিত হ’ল না—তাব একটা জ্ঞানও হ’ল আজ। বর্তমান শিক্ষার আব-একটা দিকও দেখতে পেল। যাবা বিজ্ঞান পড়ে, তাবা বিজ্ঞানের বাইরে আব কিছু জানে না,—যাবা আর্ট্‌স্-এর ছাত্র তাবা বিজ্ঞানের সাধারণ খবরগুলোও বাখে না। অথচ এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, সব কজনই অধ্যাপক। মাতৃমের জীবনে যে সব তথ্য জানা আজ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে, প্রতিনিয়ত যাদের কথা শুনতে হচ্ছে—সেই সব তথ্য বা সেই সব বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও এঁরা অনায়াসে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বলে চলে যাচ্ছেন। এটা দেশেব শিক্ষাব্যবস্থাব পক্ষে নিশ্চয়ই খুব গৌরবের কথা না।

শেষের দিকটা এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে অগ্নামনস্ক হয়ে পড়েছিল বিমল, নির্মলবাবুব পুরো কথাগুলো তাব কানেও যায় নি।

শুধু আর্ট্‌স্ বা সায়েন্সের মোটা বিভাগটাই বা কেন? একটু আগে অমিয়-বাবু, জিতেনবাবু ‘যে সব কথা আলোচনা কবছিলেন—তাবই কি সবটুকু ওব বোধগম্য? অথচ সেও আর্ট্‌স্-এর ছাত্র, বেশ ভাল রকম শিক্ষিত বলেই সে

দাবী করে নিজেকে—তার পিসীমার ভাষায় চার-চারটে পাস করেছে সে।...এ পাস করার প্রকৃত মূল্য আরও একবার বোঝা গেল আজ !

এঁদের আলোচনা থেকে একটা খবর শুনল সে। সরকারী শিক্ষা বিভাগ টেকনিক্যাল বিদ্যা-সংস্থাগুলিতে হিউম্যানিটি বলে একটা বিভাগ খোলবার ব্যবস্থা করছেন। সে বিভাগে নাকি সাহিত্য, শিল্পের একাধিক বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে। ইচ্ছামত আবশ্যিক বিষয়গুলির সঙ্গে এবং একটা নিতে পাবা যাবে। কিন্তু তাতেই কি খুব লাভ হবে? ককণাময় বাবু একটু আগেই বিদ্রূপ ক'বে যা বলছিলেন, 'অর্থাৎ কতকগুলি লোককে মোটা মাইনে দিয়ে পোষবার ব্যবস্থা হচ্ছে আর কি। যাকে ইলেক্ট্রিফ্যাল ইঞ্জিনিয়ার' শিখে ভবিষ্যৎ জীবনে ক'বে পেতে হবে, বিলিট্রী চাব্য বা ছবি আঁকা। তার কি উপকারে আসবে বাপু?' কথাটা খুব মিথ্যা না। তবে আর কি করার আছে তাও ত ভেবে পাওয়া না।

এটা সে বুঝতে পারে—বিশেষত আজ আরও ভাল ক'বে বুঝতে পারলে—হাই স্কুলের পাঠ্যক্রমটাই প্রসারিত ক'বে এমনভাবে তার পাঠ্যতালিকা তৈরী করা দরকার যাতে সেইখানে যাবা লেখাপড়া শেষ করবে, তাবা যেন বর্তমান যুগের সঙ্গে পাপ খাইয়ে চলতে পারে। দুনিয়ার খবর যাতে তাদের কাছে হিক্র বা গ্রীকের মত ছড়োয়া না ঠেকে। কিন্তু আর পাঠ্যতালিকা বাডালেও চলবে না এটাও সে বোঝে, বর্তমান যা আছে তাই ঢেব বেশী। ঢেলে সাজতে হবে এ পাঠ্যমুচী। কিন্তু কী ভাবে, তা অবশ্য ওব বোঝবার বা জানবার কথা নয়। যাঁরা ভাবতে পারেন, যাঁরা পথ দেখাতে পারেন তাঁরা ত নিবিড়। গতানুগতিক পথেই থানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাহবা পেতে চান।

নির্মলবাবুর বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। লাভের মধ্যে ওঁর কথাগুলো শোনা হ'ল না। কী সব খাবারও এসে গিয়েছিল। এই শেষ-প্রস্থ বোধ হয়। অধ্যাপকবাও ওঁর বাব জগা বাস্তব হয়ে উঠেছেন।

পূর্ণ মাঠাব মশাইয়ের মত লোক যদি ক'জন থাকত দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে !

নিজের নিবুদ্ধিতায় নিজেই হেসে ওঠে বিমল।

মণি তার কথামত ঠিক পবেব বিবাবই পুলককে পড়াতে এসেছিল। খুবই বিবক্তিব সঙ্গে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই—সেটা সে পবে একদিন নিজেব মুখেই স্বীকার করেছিল বিমলের কাছে। এমন কি, যদি ঠিক তার দু'দিন আগেই বিমল ওব অভিনয় দেখতে না যেত এবং অভিনয়ের শেষে এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'বে না আসত ত, সুবিধামত কথাটা ভুলে যেতেও বোধ কবি ওব বাপত না। নিহাং আর্টচল্লিশ ঘণ্টার আগের ব্যাপার বলেই ভোলাব সুযোগ পাওয়া গেল না। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃত্রী ছাত্রের কাছে প্রশংসা পাওয়ার মাদকতা খুব কম নয় আজও—যতই কেন না মণি মুখে উড়িয়ে দিক ডিগ্রিটাকে —, আবও কিছু প্রশংসা শোনবার লোভও বোধ কবি তার ছিল।

সে যাই হোক—পড়াতে বসে খুব কিছু খাপাপ লাগল না ওব। বরং মণি একটু বিম্মিতই হ'ল নিজেব মনোভাব দেখে। তার যেন কেমন ভালই লাগল অভিজ্ঞতাটা। আসলে মেধাবী ও মনোযোগী ছাত্রকে পড়ানোতে শিক্ষকেরও যে একটা স্বপ্ন আছে—সেটা এতদিন অসম্ভব কববার কোন সুযোগ-সুবিধাই হয় নি ওব। এই প্রথম ওব সে অসম্ভব হ'ল। সে উঠে আসবার সময় হঠাৎ কোঁকের মাথায় ব'লে এল—‘এই বুধবার আমার ছুটি আছে—তোমার কাবখানাবও ত ছুটি? আমি সে দিনও আসতে পাবি হনত।’

পুলকের বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা বটল না। সম্ভব হ'লে খুশীৰ চোটে সে খানিকটা লাফালাফিই ক'বে নিত হনত। তখন দিমল বাড়ী ছিল না, ফিরে আসতেই প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাকে সংবাদটা দিলে। বিমলও যে একটু চমকে উঠল তা বলা বাহুল্য। সে পুলকের মাথায় এমটা হাত বেগে বললে, ‘এ যে তোব কতবড ট্রামফ্—তা তুই জানিস না পুলক। যে কোন জেনাবেলের একটা বড যুদ্ধ জেতার চেয়েও কঠিন কাজ—শিক্ষায় বীতশ্রদ্ধ একজন হার্ডহাটেড্ শিক্ষককে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করা।’

মণি অবশ্য কোঁকের মাথায় কথাটা ব'লে ফেলে একটু অসুতপ্তই হয়েছিল।

এবং সন্ধ্যানাগাদ নিজেব মনকে এই বলে শাস্ত্রনা দিয়েছিল যে সে ‘হয়ত’ বলেছে—  
পুবোপূরি যাকে ‘কথা দেওয়া’ বলে—তা সে দেখে নি। স্ত্রতবাং প্রতিশ্রুতিভঙ্গ বা  
—পালনেব কোন প্রশ্ন এখানে উঠেই পাবে না। আব সে ত মাইনে নিয়ে  
পড়াচ্ছে না—পুবোপূরি প্রতিশ্রুতি দিলেও সেটা এমন কিছু অপবাদ বলে গণ্য  
হ’ত না।...সে মন স্থির ক’বেই ফেললে যে বুদবাব সে যাবে না—পবেব ববিবাবেও  
না। যেমন আগে কথা ছিল মাসে দুদিন—তাই যাবে সে। অত কিসেব ?

কিন্তু বুদবাব সকালে বাজাব-চাট চুকিয়ে, চা-জল খাবাব পেয়ে সিগারেট  
দেখলাই এবং পাশেব-ঘব-থেকে-চেয়ে-আনা খববেব কাগজখানা নিয়ে যখন নিশ্চিন্ত  
হয়ে বসল সে, তখন যেন আব ভাল লাগল না। কেমন একটু উসখুস কবতে লাগল  
মনটা। কোন এক অজ্ঞাত কাবণে বিনাপাবিশ্রমিকেব ঐ ছাত্রটি তাকে বেশ  
একটু প্রবলভাবেই আকর্ষণ কবতে লাগল। অবশেষে সে মনকে বোঝাল যে  
আজ সকালে হাতে কাজ কম আছে—এব পবেব দুই ববিবাবই হয়ত এমন কাজ  
পাডবে যে পাঁচ মিনিটও ফুরাস্ত পাওয়া যাবে না। পব পব দুদিন গিয়ে যদি সে  
মিনটে ববিবাবও না যায় ত কাকবই কিছু বলবাব থাকবে না। বব’ আজ যখন  
এক বকম ‘কথাট’ দেওয়া হয়েছে তখন মাত্র যাওয়াই ভাল। তাতে কথাব ঠিক  
বাখাব গৌববটাও পাওয়া যাবে।

এবং মনকে বোঝানোব পালাই। ভাল ক’বে শেখ হওয়াব আগেই সে এক  
সব্ব জামাটা গলিয়ে আব একটা সিগারেট ধবাতে ধবাতে বাড়ী থেকে বেবিযে  
পড়ল।

তাব পবেব ববিবাবও মগি গেল। তাব পবেব ববিবাবও।

মনকে আব বোঝাতে হব না। সে এবাব নিজেব মনের কাছেই স্বীকার  
কবেছে যে এটা যেন তাকে এক নতুন নেশাব পেয়ে বসেছে। নিহাং অভিনয়েব  
নেশাটা আবও বড়, নইলে সে হয়ত বিকলেও যেত। প্রায় প্রত্যেক ছুটির দিনেই  
বিকলে কোথাও না কোথাও বিহাঙ্গাল থাকে, তাই ওখানটায় আব কিছু কবা  
যায় না।

ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বিমলও অবাক হয়ে যায়। এক একদিন পড়াবাব  
সময় সেও বসে থাকে কাছে। মগিকে যে এটা নেশায পেয়ে বসেছে তা সে

নিজেও বুঝতে পারে। প্রচুর পারিশ্রমিক পেলেও কোন প্রাইভেট টিউটার এমন পরিশ্রম করেন কিনা সন্দেহ। বস্তুত স্কন্ধমাত্র পাবিশ্রমিকের জন্য ঠিক একাজ বোধ হয় সম্ভব নয়। বিমল নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র নয়—তবু এটা সে বোঝে যে ল্যাবরেটরী ছাড়া বিজ্ঞান পড়ানো প্রায় অসম্ভব, বিশেষ ক’বে যেখানে ল্যাবরেটরী কী বস্তু সে সম্বন্ধে ছাত্রের কোন ধারণা পর্যন্ত নেই। অথচ সেই অসম্ভবই সম্ভব কবছে মণি, শুধু নিজের কথাব দ্বারা সেই সমস্ত অভাব পূরণ ক’বে পুলককে সে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। বিমল কৃতজ্ঞ হয়, অভিভূত হয়। তবে এটাও সে বোঝে যে এটা নিছক বন্ধুকৃত্য নয়। এর কৃতিত্ব পনেবো আনাই পুলকের প্রাপ্য।

কিন্তু এইখানেই এ পর্বের শেষ হয় না। এ নেশা ধীরে ধীরে মণিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক’বে ফেলে যে সে স্থূল সম্বন্ধেও ক্রমশঃ সজাগ হয়ে ওঠে। স্থূলের কাজটা ও যে তাব পড়ানোব—সে কথাটা যেন নতুন ক’বে মনে পড়ে ওব। সে একটু একটু পবথ ক’বে দেখতে শুরু কবে। মন দিয়েই পড়ায় এক একদিন। আবও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য কবে যে ফল ভালই হয়। ছেলেগুলির বেশীভ ভাগই যে খুব বোকা এবং ‘মীমচিভাস্’ নয়—এটাও ক্রমশঃ অন্তর্ভব কবে সে। আব তাবপব থেকে যেন কাজটা অত বেশী খাবাপও লাগে না।

এ সম্বন্ধে সে তাব সহকর্মীদবও মনোযোগ খাফর্গ কবতে গিযেছিল বৈকি। কিন্তু ক্ষেত্র কঠিন, কাজটা অত সহজ হ’ল না। তাবা উভিগেই দিলেন ব্যাপাবটা। শুধু তাই নয়, বেশ একটু হাসাহাসিই পড়ে গেল ওঁদেব ভেতবে।

ফণীবাবু বললেন, ‘মবেছে বে। গবীবব যোডাবোণ ধবল বুঝি। ও মণি ভাই, এসব আবাব মাখায় ঢোকালে কে হে তোমাব ? বাবা, টিউশন ক’বে গেতে হবে। ইস্কুল ছাড়া হাফ ছাডবাব জায়গা কোথায় বলো দিকি ? ওসব কেতাবী কথা-বার্তা ছাডো দিকি বাপু !’

অপবেশ বাবু বললেন, ‘খাছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল করলে তাঁতি এঁড়ে গরু কিনে ! তাই হয়েছে তোমাব...কেন ঘ্যানোব ঘ্যানোব কবছ বলো ত বাবা ! ...যার যা, টিউশন ক’বে পেলে ত আমাদের হাঁড়ি রইল শিকেয় তোলা ; অত বার-



ফটাইতে দবকাবটা কি ? ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন বরং পণ্ডিত মশাই, ওঁর টিউশনীব বালাই নেই !’

হেড্‌ পণ্ডিত মাথা নেড়ে বললেন, ‘জ্যোটে হে জ্যোটে । আমাদেরও জ্যোটে । কেমন হে নিকুঞ্জ বলি নি তোমাকে—সেই যে সেদিন যে ছেলেটি ভর্তি হ’তে এল—গেল হুপুয় ? বললুম যে ছেলেটা শাঁসে জ্বলে আছে, ক-টা ভাল টিউশনীব মওফা এল । তুমি ত আমার সঙ্গে তর্ক কবলে খুব, বললে ক-টা আবার । বাপ ট্রানে এসেছে, সে আবার ক-টা মাষ্টার বাখবে । বড জোব পঞ্চাশ টাকার একটা মাষ্টার খুঁজবে, বলবে সব সাব্‌জেক্ট্‌ পড়াও । ..তাকে কী বকম ঘায়েল কবেছি জানো ? আমি পড়াবো সপ্তাহে তিন দিন সংস্কৃত—চল্লিশ । অটলকে ঠিক ক’বে দিগেছি ইংবেজী আর অঙ্ক, বোজ পড়াতে হবে, একশ কুড়ি । তা ছাড়া সমবেশ আছে হিস্ট্রী, সেও সপ্তাহে তিন দিন—চল্লিশ । পুর্বো ছুশোটি টাকা ।’

‘বলেন কি ?’ নিকুঞ্জব চোখ দুটো জলে ওঠে, ‘কী কবে বাপটা ? গাড়ী কেনে নি কেন ?’

‘ঐ জগ্গেই কেনে নি । দুটি ছেলেমেয়েব পেছনেই নাকি ওব সাড়ে চাবশ পাচশ টাকা চলে যায় । বাবোশ টাকা মাইনে পায়, ফাটা প্যাণ্ট পবে এসেছিল । বলে—ঐ আমার সাদনা পণ্ডিত মশাই, ওবা মাছুম হয়ে উঠুক—আমি নবাবী ক’বে কী কবব ?...চোখ মূা দেপে মালুম চিনতে হা হে, শুধু কি পোষাক দেখলে চলে ?’

তারপর একটু খেমে, মণিব মুখেব দিফে চেয়ে বলেন, ‘কী বলছিলে—ফাঁকি ? ফাঁকি আমি বড-একটা দিই নে ভাই । তবে হয়ত আরও একটু খাটলে দুটো এফটা ছেলে আর এফটু উংবে যেত—কিন্তু বী জানো ভাণা, টিউশনী বেশী নেই সত্তা কথা, তেমনি যজমানী আছে যে । শাঁকে ফুঁ কানে ফুঁ—দুটোই চালাতে হয় । তাব ওপব আছে নোট লেখা । সব বকমই বজায় দিতে হয় বে ভাই । নইলে কি আব ছেলেমেয়ে মালুম কবতে পাবতুম, না বালিগঞ্জে বাচী কবতে পাবতুম । ঐ সব ক’বে আর শরীব বব না ।’

উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যাব মণি । বলা চলত যে—ওসব ক’বেই যখন বেশী আয় হয় তখন একাজটুকুব ওপব মায়া কবাব দবকাব কি । ছেড়ে দিলেই হয় ।...কিন্তু সে কথার উত্তর মণিই জানে বেশী । এটুকু না থাকলে টিউশনী,

নোট লেখার কাজ কিছুই জুটবে না। এটাই উপলক্ষ। মণির নিজেরও ত তাই। সে থেমে যায়, বেশী বলতে গেলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে—ওদের আয় বেশী বলে মণি ঈর্ষিত।

অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করতে হয় তাকে।

ইতিমধ্যে আরও একটি বিনা মাইনের টিউশনী মণির ঘাড়ে এসে পড়ল—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

বিমলের মা বিমলকে খোঁচাচ্ছিলেন বহুদিন থেকেই। কিন্তু বিমল এক কথা ব'লেই বাব বাব তাঁকে জবাব দিয়েছে—‘ওর সে উপায় নেই মা, মিছিমিছি মুখ নষ্ট কবাই সার হবে। তাছাড়া এ বিঘেতে ল'ভই বা কি? আবও ব'ষ্টের মধ্যে পড়বে হয়ত!’

‘তা পড়ুক বে! তবু সে শস্তবাবাডী। বাপের বাডীই বা কি স্বখভোগে আছে। নিজেব বাডী গিয়ে ঝি-গিবি কবাতোও স্বখ!’

তবু বিমল বাজী হয় নি কথাটা পাড়তে। অবশেষে একদিন ওব মা নিজেই পাড়লেন। ওঁদের ঘরের সঙ্গেই বাস্তাব দিকে একটুকুও ফালি বাবান্দা ছিল, অপেক্ষাকৃত সেইটুকুই নির্জন স্থান গোটা বাডীটার মধ্যে। মণি এলে সেইখানে বসেই পুলাক পড়ত। এই সূত্রে মণির সঙ্গে এদের পবিবাবের একটা ঘনিষ্ঠতা হতে বাধ্য এবং হয়েও ছিল। বিমলের মা ইদানীং প্রায় প্রত্যহই ওব জগ কিছু না কিছু খাবাব—নাবকেল নাডু, তিলেব নাডু জাতীয়—তৈবী বাখতেন। পড়ানো শেষ হ'লে ঘবে ডেকে এনে খাবাব ও চা খাইয়ে ছাড়তেন। সেদিন সেই স্বযোগে কথাটা তুললেন ভদ্রমহিলা, ‘হ্যা বাবা তা তুমিও কি ঐ বিমুব মত চিবকাল থুবুডো থাকবে, বিঘে-থা করবে না?’

মণি একটু অগ্রমনস্ক হয়েই নাবকেল নাডুতে কামড় দিয়েছিল, হয়ত এইমাত্র পুলাককে পড়ানো পাঠ্যেব কথাই চিন্তা করছিল—বেশ একটু চমকে উঠল এই প্রশ্নে, আমতা আমতা ক'রে বললে, ‘না—মানে কাবণটা ত ঐ একই মানীমা।... ইচ্ছা থাকলেই বা উপায় কি বলুন।’

‘বিম্ব ঘাড়ে যে তিন-তিনটে আইবুড়ে বোন বাবা, তোমার ত সে ভাবনা নেই। তোমার ছোট বোন ত নিতান্তই ছোট, তাব বিয়েও কথা ভাববার এখনও ঢের দেয়ী।’

‘হ্যাঁ তা ঠিক—কিন্তু সংসারও যে ঢের বড়। এ ত তবু মেসোমশাই যা-হোক দু-পাঁচ টাকা বোজগার করছেন ঘবে বসে-বসেও; খোকাও আপনাব তার হাত-খবচার মত কিছু কিছু পাচ্ছে—আমাব যে এই একমুখো কদ্রাক্ষী। বিধবা বোন, তার ছেলেমেয়ে—না মাসিমা, এই অভাবের মধ্যে আবার খবচ বাড়াতে সাহস হয় না। স্বথের চেয়ে স্বস্তি ভাল, এটা মানেন ত?’

‘তা কি সব সময় বলা যায় বাবা। শুনেছি যাবা লড়াই করে সরকার বাহাদুর শুধু তাদের খাওয়া-দাওয়াই নয়, আমোদ-আহ্লাদেও দিকেও নজর রাখেন। ছাউনিতে ছাউনিতে বায়স্কোপ থিয়েটার দেখানোর ব্যবস্থা করেন।...এখনও জোয়ান বয়স, তাই এই ভাবে খাটতে পাবছ। এবপব ক্লান্তি আসবে। একটু আবাম, একটু স্বাচ্ছন্দ্য—একটুখানি সেবা-যত্ন চাইবে মন। জীবনে সাধ-আহ্লাদকে গলা টিপে মা বলে নিজেবও যে দম আটকে আসে বাবা।...তোমাবা ভব পাচ্ছ কিন্তু মুটে-মজুরবাবও ত বিবে কবে।’

‘হ্যাঁ, মাসিমা, তা কবে। কিন্তু তাদের জীবন আব আমাদের জীবন আলাদা। তাদের বৌবা তাদের গলগ্রহ নব—স্বামী স্ত্রী দুজনেই খাটে—খাব। তাতে তাদের লজ্জাও নেই, আপত্তিও নেই। আমাদের এই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘবে মেয়েবা জানে বিয়ে কবা মানেই বসে-গাওয়ার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা। বিয়ের পবেব দিনই ভাত কাপড়েব ভাব নিলুম বলে দিবি গালিয়ে নেন আপনাবা। তাবা ঘবে থাকবে, ছেলে মেয়ে দেখবে, দুপুবে ঘুমুবে—বডজোব বালাবাল কববে। তাও, যাদের ওবই মর্যে একটু মাঝাবি আয় তাবা সে কাজটাও কবতে চাব না। বাঁধুনী বাখাব খবচ জোটে না, কম্বাইন্ড হাও বেথে নিশ্চিন্ত।...কিছুই কবতে চাব না আমাদের মেয়েবা। সংসারের ভেতবেব দায়িত্বটাও সহজে নিতে চাব না। ...অথচ আব কোন জাতে এমন নেই। মুটে-মজুরেব কথা কি বলছেন? পশ্চিমে দেখেছি স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে দোকানদারী করছে। বেশ বড় সস্তান্ত দোকান

বিলক্ষণ ছু'পয়সা আছে, কিন্তু চাকর না বেখে ছুজনেই দোকান চালাচ্ছে। 'আমার সঙ্গে বড়-বাজার চলুন—স্বামী স্ত্রী বসে ভাগাভাগি ক'বে সাবাড়িন নাগ'বা জুতো তৈরী করছে দেগিঘে দেবো। তাদের দাবিদ্র্য সঙ্গেও বিঘে কবা শোভা পায় মা, আমাদের সাজে না।'

'সব মেয়েই কিছু পবিশ্রম-বিমুগ্ধ নয় বাবা, সাবা জীবন খাটছে এবং হাসিমুখে খাটছে, খোঁজ করলে এমন মেয়েও পাবে বৈকি। আর তাদের ঘবে নিঘে গেলে স্ববিধেই হবে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পাববে। লোকেব ত দবকাবই, মা তোমাব বুড়ো হয়েছেন—তুমিই ত বলছ অর্ধেকদিন উঠতে পাবেন না। বোন এক। তাছাড়া সে বোনেরও ছেলেমেয়ে আছে, তাবা একদিন মানুষ হয়ে উঠবে, তখন সে চাইবে আলাদা সংসার পাততে, ভাই বোন বড় হয়ে শেকল কাটবে একদিন—তখন তুমি কোথায় থাকবে বাবা ?

চুপ ক'বে থাকে মণি। খানিক পরে বলে, 'কী জানি। ভাবি ত, ভেবে যেন কুলকিনাবা পাই না।'

বিমলের মা গলাতে একটু জোব দিয়েই বলেন, 'আমি বাবা খুব নিঃস্বার্থভাবে কথাটা বলি নি, তেমনি মিছে কথাও বলি নি এটা ঠিক। কথাটা ভেবে দেগো—বা বলছি তাব দাম বুঝতে পাববে।...আমাব কনুকে তুমি নাও না বাবা। ওকে 'নিঘে তুমি অস্থগী হবে না এটা জোব ক'বে বলতে পাবি। আমাব মেঘে আমি ত বলবই—কিন্তু তুমিও ত দেখছ !'

কনু—অর্থাৎ বিমলের বড় বোন কণিকা !

চমকে ওঠে মণি।

হ্যাঁ, দেখেছে বৈকি। প্রায়ই দেখেছে। লাভণ্যবতী না হোক স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে, প্রথম যৌবনের লালিত্য আর নেই কোথাও, পবিশ্রমেব চিহ্ন হাতের উঁচু-হয়ে-ওঠা শিবাঘ, পায়ের চামড়াব কর্কশতায় এবং মুখের তামাটে বঙে পবিশ্রুট—তবু, মেয়েটিকে ভালই লাগে মণিব।... আজকাল পথ চলতে চলতে মাঝে-মাঝেই কণুব কথা মনে হয় ওব। কিন্তু তাই ব'লে ঠিক এ ভাবে—না, এসব কথা তাব কখনও মনে হয় নি।

তাকে অগ্রমনস্ক এবং নিরুত্তর দেখে বিমলের মা ধীরে ধীরে বললেন, 'থাক

বাবা, এখনই তোমাকে মন ঠিক কবতে বলি নি। ভেবে দেখো কথাটা। ভেবেই উত্তর দিও, ইচ্ছে না হয় উত্তরও দিও না। হঠাৎ কথাটা ব'লে ফেললাম। তাই ব'লে ভয় পেয়ো না, উদ্ভ্রান্ত ক'বে তুলব না !'

মণি নিঃশব্দে চায়েব কাপ নামিয়ে বেখে অপ্রতিভ ভাবে হাসে।

'না, না—তা নয়। তবে—'

কথাটা শেষ না ক'বেই উঠে পড়ে সে। ..

বিমল ফিবে এসে মাঘের মুখে সংবাদটা শুনে বলে, 'কেন বলতে গেলে মা ? মিছিমিছি হয়ত মনে কববে সেই জগ্গেই ওকে তুমি যত্ন কবো।'

'ওবে, অত শত ভাবতে গেলে আব আমাদেব চলে না। গবীবেব আবাব অত চক্ষু লজ্জা কি ?'

মুখে বলেন বটে কিন্তু তাব পবেব ববিবাব মণি আসতে তিনিও যেন আব লজ্জায় ওব সামনে বেবোতে পাবেন না। কণিকা ত ত্রিসীমানায় আসে না। মেজ্জ বোন মণিকা এসে আবক্ত মুখে চায়েব পেয়ালাটা নামিয়ে দিয়েই পালায়। সেদিন মণিও বিশেষ কথাবার্তা বলে না। পড়ানো শেষ ক'বেই তাড়াতাড়ি উঠে চলে যায় গম্ভীর মুখে। তাব সে গাম্ভীরকে, বিবক্তি ব'লেই মনে কবেন বিমলের মা, তাঁব লজ্জা ও পবিতাপেব শেষ থাকে না। বিমলেব মুখেব দিকে তিনি যেন তাকাতে পাবেন না। বিমলেব কথাই ঠিক। মিছিমিছি 'মুখ নষ্টই' সাব হ'ল।  
ছিঃ ছিঃ !

বিমলেব মা যেটাকে গাম্ভীর্য বা বিবক্তি মনে ক'বে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন, আসলে সেটা মণিব চিন্তাক্লিষ্টতা।

মণি সেদিনেব সেই সামান্য কথা ক-টাতেই যেন বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিচলিত এবং চিন্তান্বিত।

বহু সময় দেখা যায় কেউ কোন একটা অস্ত্রবিধা ভোগ কবতে থাকলেও সে সম্বন্ধে তাব কোন অমুহূতি থাকে না। কিন্তু পবেব কথায হঠাৎ এক সময়ে যখন সচেতন হয়ে ওঠে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে—তখন যেন অসহ্য বোধ হয়।

মণিবও তাই হয়েছিল। ‘একদিন ক্লান্তি আসতে পাবে’ এই কথাটা ভাবতে ‘ভাবতেই’ একসময়ে অল্পভব কবল—ইতিমধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর সে ক্লান্তির যেন সীমা-পবিসীমা নেই।

অনেক কথাই ভাবল সে। কয়েকদিন ধবে দিনরাতই ভাবল। সে বিজ্ঞানের ছাত্র, স্রবিধা অস্রবিধা নানাদিকই হিসাব ক’বে দেখল। ভাবপ্রবণতায় বিচলিত হবে না সে, এ তাব প্রতিজ্ঞা। অথবা সামান্য একটু স্রবিধাব লোভে ভবিষ্যতেব অনেক অস্রবিধাকেও ডেকে আনবে না। যতই বয়স হোক তাব, বিযেব বয়স একেবাবে পাব হয়ে যায় নি। এমন কি পাঁচ-সাত বছর পবেও অসম্ভব শোনাবে না ও প্রস্তাব। স্তরাস্তর আবও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে সে অনায়াসে; তবে—

এই ‘তবেটাই’ যেন অনেকখানি।

কণিকাকে দেখছে সে। প্রথম কৈশোবেব স্বপ্ন দেখা মানসী সে নয। কিন্তু সে সব স্বপ্নও ত আব নেই তাব মনেব ধাবে-কাছে কোথাও। এগন কণিকাকে তাব পাশে-পাশে কল্পনা কবতে এতটুকুও খাবাপ লাগে না আর। জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই মেযেটি পাবে—এবং কবেও। ওদেব বাসন মাজবাব ঠিকে-ঝিও নেই, তাও লক্ষ্য কবেছে মণি একদিন। ইঙ্কল-মাষ্টাবেব ঘবণী হবাবই উপযুক্ত মেযে। এব চেযে ভাল মেযে সে আশা বা কল্পনা কবেনা। বস্তুত এ সম্বন্ধে ত চিন্তাই কবে নি দীর্ঘকাল। শুধু ক্লান্তিটাই যেন বড বেণী অল্পভব কবে সে। ..

পনেবোদিন ধবে ভাবল মণি। আব একটা ববিবাব এসে পডল। এব আগেব ববিবাব ওদেব সাধ্যমত এডিয়ে গেছে সে। আজ আবাবও যেতে হবে ও-বাড়ীতে। প্রত্যহ কিছু ঐভাবে এডানো যাবে না। জবাব চাই একটা।

কিন্তু হঠাৎই একসময় সে মন স্থির ক’বে ফেলে। বাড়ী থেকে বওনা হয়ে ওদেব বাড়ী যাবাব পথে হাঁটতে হাঁটতেই। আব মন স্থির কবাব সঙ্গে-সঙ্গেই সে অনেকটা নিশ্চিত্ত ও প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রস্তাবটা একটু অদ্ভুত শোনাবে? তা হোক—ওব আর উপায় নেই।...

সেদিন পুলককে আর পড়ানো হয় না। চিন্তা গেছে—উত্তেজনা যায় নি। সেই উত্তেজনা ওকে স্থির থাকতে দেয় না। সে পুলকের টাস্ক-গুলো কোনমতে

দেখে দিয়ে বলে, ‘আজ এই পর্যন্তই থাক ভাই।...আমার...আমার শরীরটা আজ ভাল নেই।’

পুলক ব্যস্ত ও লজ্জিত হয়ে উঠে পড়ল। মণি খানিকটা সেইখানেই চূপ করে বসে থেকে মণিকাকে ডাকল, ‘মম্ম, মাসিমাকে একবার ডেকে দেবে?’

‘আশা ও আশঙ্কায় বিমলেব মা’ব বুক ঢিঁব ঢিঁব কবতে থাকে। কী না জানি বলবে মণি। হে ঠাকুর, হে মা কালী—স্বমতি কি হবে ওব?’

চা তখনও চাপে নি। সেটা মন্থকে আনতে ব’লে অপ্রতিভতা ঢাকতে তিনি তাড়াহাড়া কতকগুলো মুড়ি গোটা-মশলা দিয়ে মেখে এনে বসলেন।

মণি কিন্তু কুণ্ডা বা সন্ধোচেব ধাব দিয়ে গেল না। সবারি প্রশ্ন কবলে, ‘মাসিমা, কল্প—মানে কণিকা কতদূর পড়েছিল?’

‘ঐ মেয়েটাই যা হয় তবু একটু পড়তে পেয়েছিল বাবা। ক্লাস এইট, না নাইনেই উঠেছিল বুঝি। হ্যা নাইনে উঠতেই ওব চোখটা গেল, আব পড়া হ’ল না। সে যে কী দুঃখ ওব। ববাবব ও ফার্স্ট সেকেণ্ড হ’ত ওদেব ক্লাসে।’

‘নাইন হ’লে ত ভালই হয়।... শুভন মাসিমা, আপনাব কথাটা আমি এই ক’দিন ধরেই ভেবেছি। আজ সকাল অবধি ভেবেছি। বিয়ে আমি কণিকাকে কবতে পারি—কিন্তু এক সর্তে। ওকে পাশ কবতেই হবে একটা। ক্লাস নাইনে যখন উঠেছিল, তায ভাল মেয়ে বলছেন—একেবারে সব কিছুই ভুলে যায় নি। নিশ্চয়। সামনেব পবীক্ষাটায অবশ্য হবে না। পবেবটাব এখনও পুৰো চোন্দ মাস দেবী। এই চোন্দ মাস যদি ভাল ক’বে পড়ে ত পাশ কবতে পারবে। আমি ওকে পড়াতে বাজি আছি। আপনাদেব ঘবে বসে, আপনাদেব সামনেই পড়াবো—আপত্তিব কোন কাবণ থাকা উচিত নয়। বই-টই আমি যোগাড় ক’বে দেব। পাস কবাব পব ওকে বিয়ে কবতে বাজী আছি। তবে ওকেও চাকবী কবতে হবে। সে চাকবী জোগাড় কবাব ভাব আমাব। মোন্দা গলগ্রহ হয়ে থাকা চলবে না। সে অবস্থা আমাব নয়। জীবনেব সব স্তম্ভ-দুঃখ-দাখিত্ত সমান ভাগ ক’বে যে নিতে পাবে তাকেই আমি স্ত্রী মনে কবি। সে-ই অর্ধাঙ্গিনী। আপনি ভেবে দেখুন কথাটা। মেসোমশাইয়েব সঙ্গে আলোচনা করুন, বিমলকেও বলুন। মেয়েকেও ভাল ক’বে জিজ্ঞাসা করুন। বিনা মাইনেতে সাধারণ ঝিয়ের মত যে খাটতে পারে

—অর্থ উপার্জনের জ্ঞান অল্প ধবণের খাটুনিতে তাব ভয় পাবাব কথা নয়। তবু, তাকেই কথাটা ভেবে দেখতে হবে সবচেয়ে বেশি। আমাদের ঘবেব বাঙ্গালী মেয়েবা বিবাহিত জীবনের যে ছবি দেখে তাতে ছুপুবে বই বুকে ক'বে ঘুমানো এবং সপ্তাহে অন্তত একদিন সিনেমা দেখা—এইটুকু যাচ্ছন্দ্যব কথাই অঁকা থাকে। আমি তাতে বাঙ্গী নই।’

মণি আব বসে না। বিশ্বব্যভিভূত বিমলের মা কোন কথা খুঁজে পাবাব আগেই সে উঠে চলে যায়।

কণিকা প্রস্তাবটা শুনে তখনই কোন উত্তর দিতে পাবে না কিন্তু অপ্রত্যাশিত মুক্তির কল্পনাতে যে তাব দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেটা তাব মা লক্ষ্য কবেন শুধু। বিমলের বাবা সেকলে মানুষ—তিনি খুঁৎ খুঁৎ কবতে লাগলেন। এ-সব মর্ন্ত-মর্ন্ত আবার কি? এব পব, মানে পাস কবাব পব সে যদি বিয়ে না কবে? চাকবী যদি না জোটে? এই সব নানা প্রশ্ন তুললেন।

কিন্তু বিমল কথাটা শুনে লাক্ষিয়ে উঠল। মণি সামনে থাকলে সে হয়ত তাব পায়েব ধুলোই নিত। তাবই প্রবল সমর্থনে তাব বাবাব ক্ষীণ আপত্তি ভেসে গেল। সে বললে, ‘পাশ কবাব পব যদি না-ই বিয়ে কবে, ক্ষতি কি বাবা? পাসটা ত হয়ে যাবে। তখন ও নিজেব পায়ে দাঁড়াতে পাববে অন্তত, বিয়েব বাজাবেও কিছু দব হবে। এব চেয়ে ভাল প্রস্তাব ত আব কিছুই হ'তে পাবে না। এমনিতেই ত কিছু হচ্ছে না, কোন চেষ্টা পর্যন্ত আমবা কবতে পাবছি না। এ ত একটা বড মুক্তির পথ! এ কথাটা আমাবই ভাবা উচিত ছিল, যতদিন ধবে হঠাৎ-একটা-কিছু ঘটবাব অপেক্ষায় আছি, ততদিনে হবত ওবা এক-একটা পাশ কবতে পাবত।’

‘হ্যা, পারত! সময় কোথা? সংসাবেব গাথা-খাটুনী খাটবে না পডবে চাকা-পয়সা চাই না?’ অবিশ্বাস ও সংশয়ের স্বব তাঁব কণ্ঠে।

‘মণি ত সে ভারও নিতে চেয়েছে শুনলাম। তবে আব আপত্তি করছেন কেন?...আর সময়, যেমন ক'রেই হোক ক'রে নিতে হবে!’



সে মনে মনে প্রায় তখনই প্রতিজ্ঞা করে, ছোট বোন ছোটোকেও সে নিজে একটু একটু পড়াবাব চেষ্টা করবে। তাব খুব সময় নেই হাতে সত্য কথা—তবু যতটা হয়। আবও একজনব সাহায্য নিশ্চয় পাওয়া যাবে—সে পুলক। সে যা শিখেছে তাতে ওদেব এখন থানিকটা সাহায্য করতে পাববে—এব বিমলব মুখ চেয়ে করবেও, এটুকু বিশ্বাস তাব আছে।

সে পবেব দিন ভোব-বেলাই গিড়ে মণিকে ডেকে হুললে, দয়বাদ ও অভিনন্দন জানাতে। জড়িয়ে ধবে বললে, ‘ভাই তুই দেবতা!’

মণি হাসি-হাসি মুখে বললে, ‘ওবে ছাড়, ছাড়। আয় বাইবে আয়। এখানে গেল কবিস নি, এখনই আমি বাড়ীতে এ সব কথা জানাতে চাই না। ওবা হুল বুঝবে হয়ত, তা ছাড়া ইট ইজ টু আলি। কি দরকার। ...তা হ’লে তোবা যাপ্রভ্ করেছিস আমাব স্বীম?’

‘যাপ্রভ্! বলিস কি। তোকে আমাব মাথায় ক’বে নাচতে ইচ্ছে করছে।’

একটা সিগারেট দবাতে দবাতে প্রসন্ন মুখে মণি বললে, ‘তোব বোনের কিন্তু পয়ও আছে বে। কাল মন স্থিৰ ক’বে মাসিমাব সঙ্গে আলোচনা ক’বে কিবছি, বেথি বাড়ীতে কিলম্যাবণক কোম্পানীব একটি বাবু বসে। বলে আলমগাঁবে বাজসিংহ করতে হবে। আলমগাঁব করবে ওদেব বড বাবু—শখ হবোছে অথচ অভিনয়ে একেবাবে গবেট। একটা ভাল লোককে পাশে না রাখলে বইটা ঝুলে যাবে, এই সব গোসামুদে কথা। হঠাৎ কী মনে হ’ল—বলে গেলুম, বাজী আছি—তবে পঞ্চাশটি টাকা নেব। এক কথায় লোকটা বাজী হবে গেল। মায় পচিশ টাকা যাচ্ছান্সও দিয়ে গেল!’

তাবপর গলা নামিয়ে বললে, ‘তোব কাছে মিছে কথা বলব না—এব আগেও ছ-এক জায়গায় টাকা নিয়েছি—মফসল অঞ্চলে, তবে সে পনেবো বিশেষ বেশী নব। একেবাবে এত টাকা—অনখিংকেব্ল্! এত পাবলিক থিয়েটারেব বড বড অভিনেতাব চার্জ বে!’

খুশীতে ঝলমল করতে থাকে মণি।

‘আসিস দেখতে—সামনেব গুরুবাবেব পবেব গুরুবাব। তোব নাম লিখে দিয়েছি, কার্ড পাঠাবে।’

পূর্ণিমা বিমলের সামনে শব্দ ক'বে ফাইলটা ফেলে বললে, 'এবার আমাকে কী খাওয়াবেন খাওয়ান। অসাধ্য সাধন কবেছি।'

বিমল হাসিমুখে তুলে তাকাল, 'কী বকম? হঠাৎ কী এমন ক'বে বসলেন?'

'বড়বাবু কাছ থেকে কাজের সার্টিফিকেট পেয়েছি। আজ নিজে থেকেই স্বীকার কবেছেন যে আমার কাজে আব বড় একটা ভুল হচ্ছে না। ঐ যে অকণা ব'লে মেয়েটি—তাকে ডেকে আমার কাজের দৃষ্টান্ত দিলেন। বললেন, 'এই ত এ'বও আগে আগে কত ভুল হ'ত—তাবপব নিজেই কাজ বুঝে নিলেন একটু একটু ক'বে, এখন ত কৈ আব ভুল হয় না। চোখ বুজে ওব কাজে সই কবা যায়। আপনি ত ওব চেয়েও বেশী দিন আছেন—আপনার আজও এতটুকু উন্নতি হ'ল না। বেচারী মুখ চুন ক'রে চলে গেল একেবারে।'

বিমল একটু চিম্টি কেটে বললে, 'ও, তাহ'লে আপনার প্রশংসাই শুধু নয়—আবার আব একটা মেয়েব লাঞ্ছনা। এইটেতেই বোধ হয় বেশী খুশী হয়েছেন, না!'

'যান। আপনি ভাবি ইয়ে।' পূর্ণিমাব মুখ এতটুকু হয়ে যায়, 'আনন্দ ক'বে একটা খবর দিতে গেলুম—'

'বসুন বসুন। অত চটবেন না। ঘেঁটা স্বাভাবিক তাই বলছিলুম। এটা আপনিও নিশ্চয় মানবেন যে মেয়েদেব লাঞ্ছনা ও অপমানে মেয়েবা যত খুশী হয় এমন পুরুষে কখনও হয় না। মেয়েদেব সবচেয়ে বড় শত্রু মেয়েবাই।'

'তা হয়ত হবে। হ্যাঁ—কতকটা তাই বটে। কিন্তু তা ব'লে, আপনি বড় সব তাইতে—'

'ছি। একটা ত্রাসা কবছিলুম বৈ ত নয়। অত বিচলিত হবেন না। কিন্তু খাওয়াবেন ত আপনি, আমি খাওয়াবো কেন?'

'আপনি যে গেতে চান না। নইলে আপনাকেই ত খাওয়ানো উচিত। গুরুদক্ষিণা গুরুর প্রাপ্য।'

‘কী দক্ষিণা ?’

‘সত্যি বলছি বিমলবাবু, আপনি আবার হয়ত এখনই আমার কথাই উলটো ব্যাখ্যা কববেন—আপনার কথাই চাবুকে চাবুকেই আমি খানিকটা কাজ-চলার মত মালুম হয়েছি। এব যদি কোন ক্রেডিট থাকে ত সে আপনারই প্রাপ্য।’

‘এই দেখুন। এবাব সত্যিই আমাকে অপ্রতিভ কবলেন। মালুম করার মত কোন যোগ্যতা থাকলে নিজেই হতুম আগে। মিছিমিছি এসব কথা বললে ঠাট্টার মত শোনায় !’

‘আমি কিছু মোটেই ঠাট্টা কবছি না—বিধাস ককুন ! আমি জানি আপনার শক্তি কতটা—’

‘প্লিজ প্লিজ মিস বাব—ও প্রসঙ্গ থাক। তাই চেয়ে ববঃ আপনার অতিথি হওয়া সোজা—’

‘সত্যি ? কথা দিচ্ছেন ?’ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পূর্ণিমার মুখ।

বিমল তাড়াতাড়ি অপব কথা পাড়ে। বলে, ‘আপনার বন্ধু জয়ন্তী দেবী এসেছিলেন যে খানিক আগে।’

‘তাই নাকি ? কখন ? কোথায় গেল সে ? কতকাল যে তাকে দেখি নি। কেমন দেখতে হয়েছে ? কী কবছে কি আজকাল ?’

‘দাঁড়ান দাঁড়ান। একে একে প্রশ্ন ককুন।...এসেছিলেন সকালের দিকেই। আপনি তখন পেন্সনের ঘবে। দাঁড়াতে পারলেন না—বললেন অনেক কাজ ! তাই ঠিকানা বেগে গেছেন, বিশেষ ক’বে আপনাকে যেতে বলেছেন। দেখতে ভালই—*as lovely as ever*। আবার কবছেন ? এক কোম্পানী কবেছেন—ফিল্ম তুলবেন !’

‘সবনাশ ! ডুববে বে। এ বুদ্ধি আবার কে দিলে !’

‘দেবাব লোকের অভাব কি ? কে যেন ওঁকে বুঝিয়েছে যে হাজার-কতক টাকা হ’লেই ছবি তোলা শুরু হবে—তাবপব টাকা দেবাব লোকের অভাব নেই, ডিস্ট্রিবিউটারবা আছে। ওঁকে নাযিকা কববে তাবা। এ ছবি যদি সাক্সেসফুল না-ও হয়, ওঁব একটা ওপুনিং পাবেন, চিবদিনেব মত কেবিয়াব হয়ে যাবে। ওঁকে তারা বুঝিয়েছে, উনি প্রবীণ স্বামীকে বুঝিয়েছেন—কথাটা ত খুবই সোজা !’

শশীবাবুব কী সব দামী শেয়ার টেবল ছিল, তাই বেচে পনেবো হাজাব টাকা দিযেছেন। উনি এখন মহাউংসাছে তোড ছোড ক'বে বেড়াচ্ছেন। সেই উপলক্ষেই আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন, যদি আপনিও কেবিয়াব ক'বে নিতে যান ত চলে যান মোজা—সাইড বোলের নাকি অভাব নেই। এমন কি উনি আমাকেও আশ্বাস দিবে গেলেন যে—আমিও যদি দব-পাকড কবি, দু-একটা খুচুবো কাজ আমাকে দিতে পাবেন। পাচ দশ টাকা তাতেও পাবো তবে শুটিং শুরু হ'লে মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নিতে হবে।

‘ইন্স!’ মুখে শুধু একটা আওয়াজ কবে পূর্ণিমা। ‘তাবপব খানিকটা স্তর হয়ে থেকে বলে, ‘আমাব এক মামাতো ভগ্নিপতি ঐ ক'বে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। বাপ মবতে তিনচাব লাখ টাকা পেয়েছিলেন—তাছাড়া জমিজমা অনেক মিছু ছিল। তিন চাব থানা ছবি তুলে সব ডুবিয়ে এখন শুনিছি কালীবাটের কোন্ গলিতে বিস্কুট লজেন্সের দোকান খলেছেন। ঐ ত ক-টা টাকা জয়ন্তীদিব, কী-ই বা থাকবে। যে টাকার জগা নিজেব এতবড সর্বনাশ কবলে সেই টাকার যদি না থাকে—’

বিমল বললে, ‘আপনার মামাতো ভগ্নিপতির রূপসৌন্দর্য ছিল না, তাছাড়া তিনি স্ত্রীলোকও নন। মাপ কববেন—এটা জয়ন্তীদেবীর মস্ত বড ম্যাসেট্। হয়ত ওদিক দিগে সত্যিকি কিছু স্ত্রিবিদে ক'বে নিতে পাবেন।’

‘সে স্ত্রিবিদেব ত বিশ্রীবকম মূল্য দিতে হয় শুনেছি। তাছাড়া ছবি শেষ হ'লে—দেখানো হ'লে, তবে ত ওব নাম হবে। আমাব ভগ্নিপতিব মুখেই শুনেছি, পনের টাকার ভবসায় বড ছবিই খানিকটা তোলা হয়ে পড়ে আছে। শেষ হয়নি।’ মাথা হেঁট ক'বে পূর্ণিমা বলে।

‘কিন্তু এ ছাড়া ওঁ'ব যে উপায় ছিল না মিস্ বাব। যখন খুব অভাব ছিল, তখন ভেবেছিলেন শারীরিক স্বাস্থ্যের জগুই ওঁ'ব যা-কিছু কষ্ট। কিন্তু সেটাব যখন অভাব বইল না তখন দেখলেন যে অভাব যেমন নেই তেমনি জীবনে আব কোন রসও নেই। না আনন্দ, না উত্তেজনা, না আশা। সন্তান হবে না, প্রৌঢ় স্বামী—থাকল শুধু প্রসাধন ও বেশভূষা, তা প্রসাধন দেখবাবও লোক নেই একজন। যে নারী বেশভূষা করতে ভালবাসে তার পক্ষে পুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টি ছাড়া বাচাই

অসম্ভব যে। ..তাছাড়া এধারেও দেখুন, সংসাবে কোন পবিত্রতা নেই, ষি-চাকর আছে, হাতে কোন কাজ-কর্মও নেই। একা একা কর্মহীন দিনবাত্রি কাটানো— সে যে কী সাংঘাতিক dull এবং একঘেয়ে জীবন তা আপনাবা কোনদিন ভাবতেও পারবেন না। এমনি এক-আদজনকে দেখবাব স্ত্রীযোগ হয়েছে আমাব —কর্মাভাবে তাঁবা যে কী অকর্ম না কবেন তাব ঠিক নেই। শুধু ঐ monotony ভাঙ্গবাব জন্তে ! তাও তাঁদের কারবই জীবন জন্তীদেবীর মত বিবর্ণ বা আশাহীন নয়। এ যে ওঁকে কবতেই হবে। ওঁব নিবুদ্ধিতাব এই-ই স্বাভাবিক পরিণতি। এ পথে অর্থ না থাক—উত্তেজনা ত আছে।...আমবা খুব বেঁচে গিয়েছি মিসু বায়, গবীবেব জীবনে সব কিছুব অভাব আছে—উত্তেজনাব অভাব নেই। নষ্ট কববাব মত কর্মহীন প্রচুব অবসরও নেই। আপনি সহজে ওঁব ছুঃখ বুঝতে পারবেন না।’

সে একটু হেসে কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে বললে, ‘এই মিন—ওঁদেব নতুন অফিসের ঠিকানাটা। বেলা তিনটে থেকে সাতটা অবদি উনি নিজেই থাকেন।’

‘দলবাদ। তবে ও ঠিকানাব বোধ হয় কোন দলকাব হবে না।’

পূর্ণিমা অগমনস্ক হয়ে বসে বসে বহুক্ষণ পরে কাগজটাকে ছুটি পাকিয়ে এক সময় পায়ের কাছ বাগা বুড়িটায় ফেলে দিলে। তাবপর একটা ফাইল টেনে নিয়ে জোব ক’বে কাজে মন দিলে।

বিমলের সামনে ফাইল গোলাই ছিল কিন্তু সে আবও বহুক্ষণ কাজে মন বশাতে পারলে না। বেচাবী জঘন্তী, ওঁকে দেখলেই কে জানে কেন বিমলের ফুটন্ত ফুলের কথা মনে পড়ে যায়। কোথাও ওব মুখে চোখে একটা নিষ্পাপ শুভ্র পবিত্রতাৰ ভাব আছে, শত প্রসাদন এবং বিলাসিতাতেও যেটা চাপা পড়ে না। হৃদয় এব সবটাই ওব অন্তর্যমান অথবা কল্পনা—অথবা অকাবণ পক্ষপাত। তবু আজও, লাল শাড়ী এবং মূল্যবান প্রসাদনে, তাকে অভিজাত শ্রেণীৰ গোলাপেক মতই মনে হচ্ছিল।

এ কী পথে গেলে জঘন্তী, কেন গেলে !

মন থেকে একটা ক্লান্তি এবং পবিত্রতাপ যেন কিছুতেই যায় না বিমলের।

ছুটির পর সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে পূর্ণিমা পিছন থেকে কথাটা মনে করিয়ে দিল, ‘আপনি আজ আমার অতিথি, মনে আছে—কথা দিয়েছেন?’

আজও বিব্রত বোধ করে বিমল কিন্তু কে জানে কেন কোন রুঢ় বা কঠিন জবাব দিতে পারে না। বরং সবিনয়ে বলে, ‘আজ থাক না—আর একদিন হবে। কথা ত আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি না। তার চেয়ে বরং চলুন একটু মাঠে গিয়ে বসি, অনেকদিন বসা হয় নি। ভাগ্যে যদি থাকে ত চাইকি চানচুর আর কলসীর চা-ও জুটে যেতে পারে একটু।’

পূর্ণিমা আব আপত্তি কবল না। লক্ষ্য কবলে বরং দেখা যেত যে বিচিত্র এবং অজ্ঞাত কোন কাবণে একটা স্ত্রীবহি আবেশ লাগে তাব চোখে মুখে, কপোলে ঈষৎ বক্তোচ্ছ্বাসই দেখা দেয়।

বেস্তোবাঁ কি কোন খাবাবের দোকানের ভীড়ের মধ্যে কোন বকমে খাওয়াটাই হ’তে পাবে, সেখানে সাহচর্য এমন কি সান্নিধ্যের আনন্দটাও পূর্বোপূর্বি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মাঠের এই বিপুল প্রসাবতার মধ্যেই কেমন একটা অন্তবঙ্গতা হাওয়া আছে। বহুলোকের মধ্যেও অনায়াসে সেখানে ছই তিন বা চাব জনে ঘনিষ্ঠ হতে বাধে না। সেই অবাবিত অন্তবঙ্গতায় অপবাদের এই অবসন্ন আলোতে ছ’জনে সামনাসামনি বা পাশাপাশি বসে গল্প কবাব সম্ভাবনাতেই সে খুশী হয়ে উঠল। গুধু এই টুকুব জগেই ওব মন আজকাল যে উন্মুখ হয়ে থাকে সেটা ওব নিজের কাছেও আব অজানা নেই—এই কাছাকাছি বসে একান্তে একটু গল্প কবাব জগই। অথচ আজকাল এটাও যেন হু’লু’ড হয়ে উঠেছে।...

বেছে বেছে একটা পবিত্রাব জায়গা দেখে ওবা বসল। পাশাপাশি নয়, সামনাসামনি। পথে আসতে আস’ত ছোলাভাজা কিনেছে বিমল, ছোলাভাজা আব লঙ্কাবাটা মিশোনো হুন কাগজে ক’বে। নিজের রুমালখানা ঘাসে পেতে ছোলাভাজাগুলো তাতে ঢেলে দিলে সে।

‘নিম, চালান। একটা চা-ওলা দেখতে পেলেন বলবেন, ডাকব। ঐ যে যাবা কলসী ক’বে চা বেচে।’

‘ওগুলো বিষ।’

‘কে বললে আপনাকে? ঐ যে চৌবঙ্গীর ওপব বড দোকান—যার বয়বা

ফবসা জামা পবে এসে দাঁড়ায়—তাদের চা তৈরী ক'বা দেগেছেন কখনও? এক পাতা ক-বাব ফুটোয় তাবা, এবং কাপগুলো কেমন ভাবে ধোয়?...চা ক'বে ঢেকে নিয়ে এবা সেটা দীর্ঘকাল ধবে গবম কবছে—এছাড়া এদের কোন অপবাধ নেই। ভাঁড়ে দেয়, ওদের কাপের চেয়ে ঢেব ভাল।'

একটু থেমে হেসে বললে, 'বা রে, আমি বক্তৃতা কবছি আর আপনি দিবা ছোলাভাজা চালিয়ে যাচ্ছেন!'

পূর্ণিমাও হাসল। মিষ্টি প্রাণভবা হাসি। বললে, 'মন্দ বলেন নি। এ যেন সেই দুই সতীনের গল্প। জানেন সে গল্প? এক খালায় ছাত্তু মেখে দুই সতীনে খেতে বসেছিল। বড়টা চালাক, খেতে শুরু ক'বেই ছোটটাকে বললে, ও সতীন, কেমনে মলা বাপ? তোমাব বাবা কেমন ক'বে মাবা গেলেন? সে বোচরী সহানুভূতিশীল শ্রোতা মনে ক'বে মহা-উৎসাহে হাত পা নেড়ে বলছে। বলতে বলতে তাব কান্না পেয়ে গেছে, কাঁদছেও। এদিকে বড়টি খপ্‌খপ্‌ ক'বে থেয়ে যাচ্ছে...শেষে ছোট সতীন ব্যাপাবটা বুঝতে পাবে যখন পাল্টা প্রশ্ন কবলে তখন বড় কিন্তু সে দিক দিয়েই গেল না, শুধু বললে—ফুলল আব ম'ল।...এই দেখুন, আমি আবাব আপনাব চেয়ে বেশী কথা বলে ফেললুম। ঠকলুম আমিই—আপনাব কম গাওয়াটা পুষিয়ে গিয়েও বেশী গেয়ে নিলেন।'

দুজনেই হেসে উঠল আবাব। বেশ সবব হাসি।

ইতিমধ্যে এক কলসীওখালাকে দেখা গেল দবে। বিমল উঠে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। 'দু' ভাঁড় চা নিয়ে জাকিয়ে বসে বললে, 'ছোটখাটো পিকনিক একটা—কী বলেন?'

'তা বটে।' পূর্ণিমা চাবিদিকে তাকিয়ে বললে, 'আমবা কন্দি জাত বলে গণ কবি--কিন্তু এই মাঠটাকে ক বছরের মনোই কী বিশ্রী ক'বে ফেললুম বলুন ত! যুদ্ধের সময়ও এত নোংরা হয় নি এবাবটা।'

'কচিবোধেবও একটা শিক্ষা আছে মিস বায়। সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত—এসবও বুঝতে গেলে যেমন কিছু কিছু শিক্ষা লাগে—তেমনি স্তম্ভভাবে বাঁচব, কচিসম্মত পবিবেশে বাস করব—এই মনোবৃত্তিও শিক্ষা-সাপেক্ষ। শুধু তাই নয়, কোনটা সুন্দর ও কচিসম্মত তাও শেখা দবকাব। ইংবেজরা বছদিন অভাবের হাত থেকে

মুক্তি পেয়েছে, বহুকাল ধরে স্বাধীন ভাবে মাথা উঁচু ক'বে মানুষের মত বেঁচেছে  
তাদের এসব শিক্ষার অবসর ছিল। আমাদের কী ঐতিহ্য তা ভুলে যাচ্ছেন কেন ?’

‘তা শুনব না বিমলবাবু, এবই মধ্যে ঠাকুর পবিবাব এদেশে জন্মেছেন।’

‘ওটা ভগবানের আর্ধ-প্রয়োগ।’

এমনি চলে ছ’ একটা খুচরো আলাপ। পশ্চিম আকাশ থেকে শেষ বর্শা  
বিদায় নেয়। জেগে থাকে শুধু একটা বক্তাভা। চৌবঙ্গীর পথে আলোগুলো  
উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায় একটু একটু ক’বে।

তবু পূর্ণিমা উঠতে ইচ্ছা করে না। এ যেন একটা ছল’ভ অবসর। কেন  
ছল’ভ তা সেও জানে না। এই যা আলাপ ওদের হচ্ছে, তা অফিসেও হয় প্রত্যহ  
—অপ্রত্যাশিততা নেই কোথাও। তবু ভাল লাগে ওব।

অবশেষে বিমলই মনে কবিষে দেয়, ‘আপনার ত আবাব ঘরকন্না আছে—  
উঠতে হবে ত ?

‘হ্যাঁ হবে।...তবে কদিন থেকে ঝি আসছে, বাসনটা নিয়ে হযত বসতে হবে  
না আব।...এক রান্নাটা...দেবী দেগলে হযত মা-ই চড়াবেন।...উঠি এবাব।...  
প্রতিদিনই ঘড়ি ধবে দিন-বাত ছুটোছুটি, এ কী আব ভাল লাগে ? তাই  
এক-আধদিন এমনি ফ্রেক্ লীভ নিতে হয়।...আপনারও ত টিউশনী আছে ?’

• ‘আছে বৈ কি! না থাকলে কি আব চলে। ওটা বোধ হয় আমরণ  
থাকবে—’

ছুজনেই উঠে দাঁড়ায়। চলতে চলতে হঠাৎ পূর্ণিমা বলে, ‘আমাকে একটা  
টিউশনী দেগে দিতে পাবেন ? খুব ভালোতে আমার লোভ নেই, মাঝাবী গোছেব  
একটা পেলেই বেঁচে যাই। আপনারা ত নিযমিত কবেন—নিশ্চয়ই মধ্য মধ্য  
খোজ খবব আসে। দিন না একটা দেগে। নিচেব ক্লাসেব ছেলেও ত পড়াতে  
পাবি—’

‘হঠাৎ এ পেয়াল আবাব ঘাড়ে চাপল কেন ? একটু আগেই ঘড়ি ধবে ছুটো-  
ছুটি কবাব কথা বলছিলেন না ?...এ ত আবও বাড়বে। ববং সরকারী চাকরী বা  
গৃহস্থালী কাজে ফাঁকি চলে, গড়িমসিও চলে কিন্তু এঁবা যে কী চীজ তা জানেন  
না—এই প্রাইভেট ছাত্রের অভিভাবকরা।’



‘কিছু কিছু জানি বৈ কি। তাই ত এতদিন প্রাণপণে এড়িয়ে চললুম কিন্তু আব যে চলছে না। বাবা একেবারেই ইন্ড্যালিড হয়ে পড়েছেন। তাঁর যা কষ্ট, চোখে দেখাও যায় না। অস্থখ সাববে না তা জানি—তবু কতকটা বিলিফ দেবার জন্তেও ডাক্তার ডাকতে হয়—নিয়মিত ওষুধে ডাক্তারে যে কত পড়ছে তা শুনলে পাগল বলবেন আমাদের, অত খবচ কবেছি বলে। অথচ কীই বা কবি তাও ত বুঝি না। মাব বাক্সে বোধ হয় সোনার একটা কুচিও নেই। এবার বাসনে টান পড়বে। দাদা গত পূজায় তিন মাসের বোনাস পেয়ে ত্রিশটি টাকা দিয়েছিলেন—সেই যা বাড়তি আয়। তাঁরও নাকি সংসার চলছে না। মালুটা বোজগাব কবতে শুরু না কবলে বিন্দুমাত্র হাঁফ ছাড়তে পাবব না। সত্যি, দেখবেন একটু থোঁজ-খবর ক’বে? কোথাও আমাদের এমন কেউ নেই, যে এটুকুও কবে। আমি কোথায় নিজে নিজে চেষ্টা কবি বলুন ত।’

ততক্ষণে ওরা এস্প্লানেডের মোড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বিমল অনেকক্ষণ পাবে এইবার পূর্ণিমার মূণের দিকে চেয়ে দেখল। সে কেমন একটা বিহ্বল শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পথের দিকে। মেট্রোর বহু-বাতিব উজ্জ্বল আলোটার প্রতিফলন এসে পড়েছে ওর মুখে। সেই আলোতে ওকে বড় কক্ষ—বড় স্নান লাগল। সেই সঙ্গে—এই প্রথম বিমলের মনে হ’ল—সুন্দরও। চোখ দুটো ভাল ক’রে দেখা না গেলেও বেশ বোঝা যায় যে সে দুটো জলে ভবে এসেছে। হৃদয় সেই জন্তেই সে বিমলের দিকে চাইতে পাবছে না—চোখে চোখ পড়লে এখনি হৃদয় ভেঙে পড়বে—

অকস্মাৎ বিমল যেন ওর প্রতি অপবিসীম একটা মমতা বোঝ কবল। অসহায়, নিহান্ত বেচারী মেয়েটি।...

সে যে কী কবছে তা বোঝাবার আগেই পূর্ণিমার একখানা হাত নিজেব হাতের মধ্য নিয়ে সামান্য একটু চাপ দিয়ে বিমল ঈষৎ গাচ কর্তে বললে, ‘নিশ্চয়ই—আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা কবব মিস বায়। প্লীজ, প্লীজ, বি ব্রেভ।’

তারপরই—সম্ভবত নিজেব এই আকস্মিক হৃদযাবেগেব চেহারাটা নিজেব কাছে ধরা পড়েই—যেমন হঠাৎ ওর হাতখানা ধরেছিল, তেমনি হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে—বলতে গেলে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল সে।...

পূর্ণিমা সেইখানেই দাঁড়িয়ে বইল—বহুক্ষণ ধরে। কী যে হয়ে গেল তা যেন সে বুঝতেও পারলে না, শুধু একটা অসহ্য পুলক-বেদনায় সাবা দেহটা রিন রিন করতে লাগল। হাতের যেখানটা বিমল হাত দিয়ে ধরেছিল সেখানটা দপ্ দপ্ করছে, অদ্ভুত একটা উষ্ণতা সেখানে। তার তাপ কোন এক বিচিত্র উপায়ে সে মিলেই যেন অনুভব করছে। তবু কী যে ঠিক পারছে আর কী যে পারছে না—তাও সে সবটা জানে না। দাঁড়িয়েই রইল সে—তেমনি অভিভূত হয়ে। অনেকক্ষণ পরে কেউ কেউ ওব মুখের দিকে বিম্বিত এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এইটে অনুভব করাব সঙ্গে সঙ্গে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ফিরে এল।

বিশ্বের কাবণটা আবিষ্কার করতেও দেয়ী হ'ল না। গালে হাত দিয়ে দেখল জল—চোখ দিয়েই পড়েছে, হয়ত তখন থেকেই পড়েছে। সেই বিমল চলে যাওয়ার দ্রুত থেকেই। অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের আঁচলেই চোবটা মুছে ট্রামের দিকে এগিয়ে গেল সে।

ট্রামের ভীড়ে কোলাহলে ঠেলাঠেলিতে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হ'ল পূর্ণিমা। বাড়ীতে গিয়েও আর-বিন্দুমাত্র অবসব বইল না নিজের চিন্তায় নিজে ডুবে থাকাব। চিন্তাও বিলাস হ'য়ে ওঠে সময়ে সময়ে—কিন্তু তাব জন্তু নির্জন অবসব চাই। বহুকাল পবে মা'ব সেই কলিকটা উঠেছে, বাবাও একটু বেশী বিগড়েছেন আজ। মালু তাঁদেব নিধেই বিব্রত। ঝি উনুনে আঁচ দিয়ে চলে গিয়েছিল, সেটা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নতুন ক'বে আঁচ দিতে হ'ল। বাবাব নিশ্ফল উম্মা ও মা'র খেদোক্তি—এগুলো অঙ্গের ভূষণ হয়ে গেছে; কিন্তু আজ ছুটোই যেন নতুন ক'রে আঘাত কবল ওকে—নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আবাবও সচেতন ক'বে দিল। ওব এ সব সাজে না। অবসব নেওয়ার অবসব নেই।

তাবপর যথাবীতি এক হাতে কুটনো বাটনা বাব্বা বোগীর সেবা। মা'ব গবম জলের ব্যাগ, বাবাব পুবোনো ঘিয়ের মালিশ। তাঁব পথ্যও চাই ঠিক ন-টার মধ্যে। একেবারে অবসর মিলল রাত এগারোটার পর। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন একটু। বাবা আর শুতে পারেন না—বালিশে ঠেস দিয়ে তিনিও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন। মালু

টেবিল-ল্যাম্পটা আড়াল দিয়ে বসে নিঃশব্দে অঙ্ক কষছে। এইবার ওর ছুটি।

খাওয়া হয়নি। খেতে অবশ্য হবেই—কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ইচ্ছা করছে না। পূর্ণিমা আস্তে আস্তে বেবিয়ে এল ঘর থেকে। ছাদে যেতে পাবলে খুশী হ'ত কিন্তু ছাদটা বড়ই নোংরা হয়ে আছে। ভাড়াটেদেব ব'লে ব'লে কিছুতেই পারে না—এর চেয়ে বেশি বলতে গেলে ঝগড়া কবতে হয়।

খানিকটা ইতস্তত ক'রে ওপবে ওঠবার একটা সিঁড়িতেই এসে বসল সে। সকলকাল চোখের বাইরে, কোলাহলের বাইরে একটুখানি অবসব ওব চাই-ই। জীবনে কোন অপ্রত্যাশিত আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটে গেলে প্রত্যেক মানুষই চায় অন্তত খানিকক্ষণ ধবে মনে মনে সেই বিস্ময় ও আনন্দানুভূতির বোম্বুধন করতে। সে-অবসব যে পায না—তাব মনে হয় যেন কিছু একটা বড় বকমেব লোকসান ঘটল। পূর্ণিমাও আজ সেই মনোভাব, তাব তাই আজ একটুখানি নিঃশব্দ নির্জন অবসব চাই-ই। বেশি দেবি হ'লে যেন হাবিয়ে যাবে এই বৈচিত্র্য, এই অভাবনীয়তাৰ আনন্দ। বাত পোহালে চলবে না।

অথচ এই অভাবনীয়তাটা যে কী, তা নিজের মনের কাছেও প্রশ্ন ক'বে স্পষ্ট জবাব শোনবাব যেন সাহস নেই তাব। সে কি বিমলের সহানুভূতি, সে কি ওব ঐ হাতেব সামান্য স্পর্শটুকু,—সবটা জড়িয়ে—? না কি আবও কিছু? তা সে জানে না। জানতেও চায় না। শুধু আজ এই প্রথম জানল যে তাব দুঃখের কথা শোনবাব, তাব ব্যথাবেদনায় সহানুভূতি জানাবাব এটি মানুষ আছে পৃথিবীতে এবং সে ঠিক সাধারণ যে-কোন মানুষ নব। জীবনের সব কিছু সমস্যায, সব কিছু জটিলতায়, সব কিছু সংঘাতে যে লোকটিব ওপব নির্ভব কবতে চায় সে—এ সেই লোক। মানুষ দুঃখে দৈন্তে বিপদে নিজের কথা জানাতে চায় কাউকে, সহানুভূতি চায় কাকব কাছ থেকে। সে বকম যে-কাউকে পেলেই খুশী হয়, কিন্তু বিশেষ কাউকে পেলে সে খুশীৰ সীমা থাকে না—অন্তব উপ্চে ওঠে আনন্দে। ববং অনেক সময় বহুলোকের সহানুভূতি পেয়েও তাব তৃপ্তি হয় না—বিশেষ একটি লোকের সাহায্যৰ অভাবে জীবন তাব বিষাক্ত হয়ে যায়।

বিমল পূর্ণিমাৰ সেই বিশেষ লোক। কেন—তা সে জানে না। এ-ও সে

স্পষ্ট জানে না যে এতকাল এই লোকটিকে খুশী করতে, তার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সে একবকম প্রাণপণ সাধনাই করেছে।

জানে না বলেই ঘটনাটার অপ্রত্যাশিততা তাকে এত বিচলিত এবং অভিভূত করেছে। তাই তার চমকে সাবা দেহে-মনে ওব এই অদ্ভুত বিচিত্র এক অম্লভূতি—তাই সে স্মৃতির বোম্বুনে ওব এই বোমাঞ্চ।...

অনেকক্ষণ পরে সেদিন সেই স্তব্ধ অন্ধকার বাত্রে নিজের মনোভাব সম্বন্ধে একটা দারুণ সংশয় ওব মনেও হযত দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু অবচেতনার অভ্যন্তর সমুদ্র থেকে সে সংশয় পবিত্রাব কোন কপ পবিগ্রহ করার আগেই কঠিন শাসনে তাকে সেই অন্ধকাবেই ফিবিষে দিলে সে।

বিমল অসাধারণ। বিমলকে সে শ্রদ্ধা কবে, ভক্তি কবে। তাব বেশি কিছু নয়।

দুর্বাঙ্গা প্রসন্ন হয়েছেন, পাথবের দেবতা পূজা গ্রহণ কবেছেন, তাইতেই সে এত খুশী, তাইতেই তাব এত আনন্দ!

## ২০

বেয়াঙ্গা এসে খবর দিলে, এক বুড়োবাবু বড় গেটটার কাছে অপেক্ষা কবেছেন, ছুটি হ'লে বিমলবাবু যেন তাঁব খোঁজ কবেন।

বিমল যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হ'ল, একটু উৎকণ্ঠিতও হ'ল। বুড়োবাবু? কে বুড়োবাবু? বাবা নয় ত? কোন বিপদ-আপদ—?

সে বললে, 'কেমন দেখতে সে বাবু? নাম কি বললেন? এখানে নিয়ে এলে না কেন শ্রীনাথ?'

শ্রীনাথ বেয়াঙ্গা মুখটা বিকৃত ক'বে বললে, 'কালো-মত, খুব রোগা এক বাবু।' 'চোখে চশমা আছে? দেখতে পান চোখে?'

'হ্যা—হ্যা! দেখতে পান বৈ কি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফটকে লটকানো নোটশ-

গুলো পড়ছেন।...আমি ত বললুম আসতে...তিনি কিছুতে এলেন না। বললেন, অফিসের কাজের সময় বিবর্ত করা ঠিক নয়। আমি দিবা বেষ্টিতে বসে থাকব, কোন কষ্ট হবে না। দেবি হ'লেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তুমি বাবা গিয়ে একটু খবর দাও, মানে অত্ৰ কোন দোর দিয়ে না বেরিয়ে যান।'

কতকটা আশ্বস্ত হ'ল। বাবা নন। এমন কি অভিলাষ বাবুও নন নিশ্চয়ই—অফিসের সময় সম্বন্ধে তাঁর অত বিবেচনা থাকত না, তিনিও কেবাণী।

কৌতুহলের শেষ থাকে না তাব। আজই একটা খুব জরুরী কাজ হাতে বয়ে গেছে—এখনই শেষ ক'বে দিতে হবে। দিল্লী থেকে বড কৰ্তা এসেছেন, কনফারেন্স আছে। এই ফাইলটা লাগবে তাতে। স্মৃতিবাং এখন উঠে যাবার কোন উপায় নেই। অগত্যা সে কাজের ওপবই ঝুঁকে পড়ে। সাড়ে চাবটে বেঞ্জে গেছে, ছুটিবও খুব বেশি দেবি নেই। হাতের কাজ শেষ হ'লেই উঠে পড়তে পাববে।

কাজ যতই জরুরী হোক—মনেব একটা অংশ সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত পরিচিত বুদ্ধ ব্যক্তির নামেব তালিকা রচনা ক'বে যেতে লাগল। এমনও সন্দেহ হ'ল, কোন ঘটক নয়ত? সে শুনেছে বুড়ো ঘটকবা এইভাবে অফিসে অফিসে পাত্রদের তাড়া ক'বে বেড়ায়। কিন্তু অল্পমানের পিছনে পিছনে বহুদূর অবধি তার মন ছুটেই বেডাল শুধু, কোন মীমাংসাই হ'ল না। শুধু হাতের কাজটাতেই দেবি হয়ে গেল মিনিট কতক, বড সাহেবেব লোক এসে ছ'বাব ঘুবে গেল।

অবশেষে এক সময় কাজ শেষ হ'ল—ছুটিব সময়েরও বেশ খানিকটা পরে। কোনমতে খাতাপত্রগুলো গুছিয়ে বেখে বেশ একটু দ্রুত পদেই নেমে এল বিমল। কিন্তু নেমে এসে যাকে দেখতে পেল সে—এতক্ষণের এত অল্পমানের ধাবে-কাছেও তিনি ছিলেন না।

পূর্ণ মাষ্টাব মশাই!

তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে প্রণাম ক'বে বিমল বললে, 'কী ব্যাপার মাষ্টাব মশাই, হঠাৎ এমন সময়ে, এখানে? এমন ভাবে?'

পূর্ণবাবু একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ—মানে কাল বাত্রেই এসেছি। নাতনীর ওখানে কাটিয়ে এলুম অনেক-ক'মাস। তিন চার মাস।'

‘তা আমাকে খবর দিলে ত আমিই যেতে পারতুম। আপনি আবার এই শরীরে এতখানি পথ বাসে ট্রামে কেন আসতে গেলেন?’

‘না, শরীরটা আমার ওখানে গিয়ে বেশ সেরেছে। সাবে নি? আমি ত বেশ জোব পেয়েছি।...তা ছাড়া—ব্যাপারটা হ’ল কি জানিস বাবা, এত কথা বলবার আছে তোকে যে এখানে পৌঁছে আর যেন একটুও অপেক্ষা করতে পারলুম না। সকালেই যেতুম, তোব বাড়ীর ঠিকানাটা ঠিক জানি না বলেই—। যে দিন থেকে মনে ঠিক-পেলুম কথাটাব, ঠিক বিশ্বাসটি জন্মাল, সেদিন থেকে ক’টা দিন বলতে গেলে ছট্ ফট্ করেছি। এই চাব পাচ দিন যে কী ক’বে কাটিয়েছি তা আমিই জানি।...মনে হ’ত যে ছুটে চলে আসি। ঋণ আরও এক মাস থাকবার জন্মে খুবই পেড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু আমি কিছুতেই থাকতে পারলুম না। তোকে না বলা পর্যন্ত স্থির হ’তে পারছি না।’

বিমল হাসল। বললে, ‘কী এমন কথা?...তা চিঠিতে লিখলেই ত হ’ত। আর কিছুদিন ওখানে থেকে শরীরটা ভাল রকম সারিয়ে এলেই ভাল করতেন। মিছিমিছি—’

‘এই বয়সে আর কত সারবে বাবা। তাছাড়া জামাই-বাড়ী, একমাস একমাস ক’রে কতদিন হয়ে গেল। আব কি ভাল দেখায়।...তবে কি জানিস, চিঠি লেখার কথাটা মনে পড়ে নি। খুবই অবসর ছিল, লিখলে লেখা যেত।’

ততক্ষণে পথে বেবিয় পড়েছেন ওঁরা। পূর্ণবাবু বললেন, ‘একটু কোথাও বসতে হবে বাবা বিমল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।’

‘চলুন, ঐ মাঠটায় গিয়ে বসি। তা ওপবে যান নি কেন?’

‘না, না। সে ভাল নয়। অফিসের কাজেব সময় গিয়ে, কাজে বাধা সৃষ্টি করব কেন। আমি ত অফিসের কাজে যাই নি, এমন কোন জরুরী কাজও নেই। মিছিমিছি ক্ষতি করা বৈ ত নয়—’

বিমল হাসল একটু, বলল, ‘অফিসের কাজ সম্বন্ধে আপনার মত শ্রদ্ধা যদি আমাদের থাকত মাষ্টার মশাই!’

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, ‘আপনি ইদানীং কোন সরকারী অফিসেব মধ্যে গিয়ে বসেন নি—না?’

পূর্ণবাবু বিস্মিত হলেন একটু, ‘কেন বলত ? না, সেই ইন্সুল ছাড়বার পর থেকে আব যাই নি ! তখন মাঝে মাঝে যেতে হ’ত ইন্সপেক্টরের অফিসে। তাও অবিশিষ্ট থাকে অফিসের ভেতর যাওয়া বলে তা কখনও যাই নি। স্নিপ পাঠিয়ে ওঁর খাস কামরাব বাইবে অপেক্ষা করতুম, ডাক পড়লে যেতুম।’

বিমল বলল, ‘ও তাই। আপনি মনে করেন আমবা সবাই একমনে ঘাড় গুঁজে কাজ ক’রে যাই, না ? অত মনোযোগ দিয়ে কর্তব্য পালন করলে আর ভাবনা ছিল না মাষ্টার মশাই। শুধু সবকাবী অফিস কেন—প্রায় সব অফিসেই—আমবা কদিন পুরো সময় কাজ কবি বলুন ত। মাসে সাত-আটটা দিন হয় তেব। আড্ডা এমনিই এত চলে অফিসের মধ্যে যে এক-আধ দিন এক-আধ জন এলে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। লোকে কি আব খুব মিথ্যা ছুঁর্নাম দেয় ? এ-ত প্রায় সবাই জানে যে, সবকাবী কাজের মা-বাপ নেই।’

ততক্ষণে ওরা পথ পেরিয়ে একটু ঘাসের খোঁজ পেয়েছে। পূর্ণবাবুর কষ্ট হচ্ছে দেখে বিমল সেইখানেই বসে পড়ল। অফিস-ফেবং বাবুর দল দু একজন একটু অবাক হয়ে তাকাল কিন্তু ওদের দুজনের কান্নরই সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। কৌতুহলটাই বিমলের সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সে বসে পড়েই প্রশ্ন করল, ‘তাবপব ? ব্যাপাবটা কি বলুন ত ? এমন অস্থির হয়ে চলে এসেছেন, এমন কী জরুরী কথা ?’

‘বলছি।’ পূর্ণবাবু যেন দম নেবার জগাই স্থির হয়ে বসলেন। কিছু দিন আগে বিমলের শক্ত কথাগুলো যেমন তাঁর হৃদয়বেগে আলোড়ন জাগিয়েছিল, আজও তিনি তেমনি একটা আলোড়ন অনুভব করছেন। বহু দিনের বিশ্বস্ত বেদনা যেন আজও আব একবার স্থপ্তি-সমুদ্র থেকে বেবিবে আসতে চাইছে, স্থতির দুধাবে পড়ছে ঘা। হঠাৎ তখনই কথা কইতে পারলেন না পূর্ণবাবু।

বিমল স্থির হয়ে বসে বইল। তাব এই দবিত্র অবহেলিত মাষ্টার মশাইকে শুধু সে শ্রদ্ধাই কবে না—ভালও বাসে। তাই সে তাঁর চবিত্তের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং বহুস্ত জানে। কোন এক কাবণে তাঁর অন্তরবেব মর্মমূল আহত হয়েছে, তাই এভাবে ছুটে এসেছেন। আঘাত এবং আবেগ সামলাতে সময় দিতে হবে।

মিনিট কতক পরে পূর্ণবাবু চোখ খুললেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে

বসলেন। তারপর আশ্তে আশ্তে বললেন, 'সেই সেদিন—মানে যেদিন ওরা 'আমার ঐ—' বলতে বলতে থামলেন এক মুহূর্ত, বোধ করি নিজের সম্বন্ধে 'সংবর্ধনা' শব্দটা উচ্চারণ কবতেই বাধছিল তাঁর, 'ঐ সংবর্ধনা সভাব আয়োজন কবেছিল, সেদিন তুই যে কথাগুলো বলে এসেছিলি—মনে আছে ? তারপর থেকে আর সে কথাগুলো ভুলতে পাবি নি বে। কদিন না পেবেছি ভাল ক'বে থেতে, না পেবেছি ঘুমোতে। অহোবাত্র শুধু ঐ কথাগুলোই ভেবেছি।'

বিমল হাত বাড়িয়ে ঔর পায়েব ধুলো নিয়ে বললে, 'সে আমার অমার্জনীয় গুণিতা হয়েছিল মাষ্টার মশাই, আমার সেটা অপবাদ।'

পূর্ণবাবু এবার মুখ তুলে চাইলেন। হাসলেনও একটু। বললেন, 'গুণিতা বললি, অপবাদ বললি—কিন্তু ভুল বলতে পাবলি না। আমি জানি তুই তোঁক জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাসের ওপর জোব বেখে সত্যি জেনেই বলেছিলি কথাগুলো। তাই ত আমি অত অস্থির হয়েছিলুম।...তুই ত জানিস, কোন কাজ কি আচরণ ভুল বলে বা অগ্রায় বলে বুঝলে তাব সংশোধন কি প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত আমি স্থির থাকতে পারি না। তোর কথা সত্যি হ'লে আমার সমস্ত জীবনটাই যে ভুল হয়ে যায়।'

আবারও কয়েক মুহূর্ত থামলেন তিনি। হঠাৎ বা সেই সাংঘাতিক 'সম্ভাবনার পূর্ণ গুরুত্ব কল্পনামাত্র ক'বেই, শিউবে উঠলেন। তারপর বললেন, 'ভাবনার যেন কোন কুলকিনাবা ছিল না। মনে মনে জানা অজানা কত কথাই তোলাপাড়া কবেছি, সমর্থন খুঁজেছি নিজের আচরণেব। কিন্তু আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—মনে কোন জোবই পাই নি। মনে হয়েছে তোঁক কথাই ঠিক। যে লেখাপড়া শেখাটা মানুষেব জীবনে সব চেয়ে দরকারী কাজ বলে মনে হয়েছে—বুঝি তাব সত্যিই কোন মূল্য নেই। যে জীবন তাকে যাপন কবতে হবে সেই জীবনেব উপযোগী হাতিয়াব সংগ্রহই তাব দরকার। অল্পবস্তু কথটাটাই সবচেয়ে বড় কথা! কিন্তু ওখানে গিয়ে সে ভুল আমার ভেঙ্গেছে! আমি নিজের মনে জোর পেয়েছি। আজ আমি নিশ্চিত।'

পূর্ণবাবু বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু বিমল কোন উত্তর দিলে না—তাঁর দিকে বিস্তৃত চোখ মেলে নিরবে চেয়ে রইল শুধু।



খানিকপবে পূর্ণবাবুই আবার বলতে শুরু করলেন, ‘ভুলটা আমার হঠাৎই ভাঙ্গল। নাত-জামাইয়েব পাশেব কোষাটীবে একটি ছেলে পড়াতে আসে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। সে ছেলেটিব বই কেনবাব নেশা আছে, সে আমাকে একখানা ইংবেজী মাসিক পড়তে দিয়েছিল। তাতেই হঠাৎ খবরটা পড়লুম। হিসেব দিয়েছে কোন্ দেশে শতকরা কত লোক লেখাপড়া জানে, আব সে অল্পপাতে কত বই বিক্রী হয়। তাতেই জানলুম, আমেরিকাতেই সব চেয়ে বেশি লোক শিক্ষিত—অথচ সে হিসেবে সব চেয়ে ওদেশেই বই কম বিক্রী হয়। এই তোব টেকনিক্যাল শিক্ষাব মূল্য বাবা। ওতে শুধু মানুষকে পয়সা বোজগাব কবতেই শেখায়, তাব চেয়ে বড় কিছু দেয় না। যে শহবে আমি ছিলুম, সেখানে কাবখানাব কর্মচারীদের জন্তে কত ব্যবস্থাই না কবেছে। ইন্দ্রপুবীর মত শহব, ভাল ভাল কোষাটীব,—বাস্তাঘাট, আলো, ইলেকট্রিক্, জলেব কল—কিছুব অভাব নেই। ক্লাব, সিনেমা, ইঞ্চুল—সব আছে। অল্প বংসে কাজ শিখে ওখানে ঢুকে মোটা মোটা মাইনে পাচ্ছে। না আছে পাওয়া পবাব কষ্ট, না আছে বসবাসেব কোন অসুবিধে। কিন্তু বাবা—বড় বড় মোটা মাইনেব অফিসাবদেব বাংলা থেকে টাইম টেবল্ আব বুড়ী মা দিদিমা থাকলে একখানা পাজি, এ ছাড়া আব এচুটা বইও বাব কবতে পাববি না। সবস্বতী একেবাবেই বিদায় নিয়েছেন।’

বিমল আজ আব উত্তেজিত হ’ল না। বং আশ্চর্য শাস্ত কণ্ঠে উত্তব দিল, ‘সবস্বতীকে বিদায় দেওয়াই যে এতটা শোচনীয় ঘটনা এটাই যদি আমি না মানি? আপনি আমাব মূল বক্তবটা ভুলে যাচ্ছেন মাষ্টাব মশাই। লক্ষ্মী থাকাকাটাই আসল কথা—সবস্বতী না থাকলেও চলবে।’

‘কিন্তু এতে ক’বে লক্ষ্মীকেই কি ধবে বাপতে পাববি? ইংবেজেব বাজেয় স্থগ্ন অন্ত যেত না। কিন্তু সে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য কাবা গড়ে তুলেছিল? তাবা কেউই টেকনিক্যাল ট্রেনিং-এব ধাব ধাবত না। সামান্য ইংবেজী, তাব সঙ্গে যদি ছ’পাতা ল্যাটিন গ্রীক শিখতে পাবল ত সে মহা-পণ্ডিত ব’লে গণ্য হ’ত সেকালে। তাদেব এখনকাব মত চৌকস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ছিল তাদেব কল্পনাবও বাইবে। কিন্তু সেইসব মূর্খেব দল যা কবে বেখে গিয়েছিল আজ শিল্পবিজ্ঞানে পাবদর্শী ইংবেজ সব বিলিয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে বসল। বলতে পারিস বিমল—আমেরিকানেরা

পৃথিবীর মধ্যে কোথায় কি সুবিধে করতে পেরেছে? পৃথিবীর উপকার কবে বেড়াচ্ছে আর সর্বত্রই মাঝ খাচ্ছে! সব জায়গাতেই সে উপহাসাম্পদ। বোকা জমিদারদের ছেলের মতই তাব অবস্থা। ...যখন এত কল-কাবখানাব ছড়াছড়ি ছিল না, তখন ইউরোপীয়ান পণ্ডিতবা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীকে যতটা সমৃদ্ধ কবতে পেরেছেন—ততটা এখন কেউ পাবছেন কি? শুধু মাঝগায়েই তৈরী হচ্ছে রং-বেরংএব!

‘না তা ঠিক নয় মাষ্টার মশাই। পৃথিবী আজ এত এগিয়ে গেছে যে সাধারণ চলাটা আপনাব হৃদয় চোখে পড়ছে না—ছুটে চলা ছাড়া কোনটাকেই চলা বলে মনে হচ্ছে না আপনাব।’

‘তা হয়ত হবে। কিন্তু বাবা আমাদের দেশের কথা আমি ভাল ক’বেই ভেবে দেখেছি। ইংবেজের লিবারেল এডুকেশন না পেলে আমাদের খুবই ক্ষতি হ’ত। বাংলা দেশের দিকে তাকিয়ে তখন—উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাঙ্গালী কি ছিল? ভাঁড়দত্ত আর মুবাবি শীল—এই হ’ল আগেকার সাধারণ বাঙ্গালীর নমুনা। আর একটু এগুলে বাজবল্লভ, বাঘতুল্লভ, বড় জোর নন্দকুমার। নবদ্বীপের ছ’ একজন পণ্ডিত আর মহাপ্রভুকে বাদ দিলে সোজা এগিয়ে আসতে হবে উনবিংশ শতাব্দীতে। বামমোহন বিদ্যাসাগর ভূদেব মাইকেল ববীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ যাব কথাই বল না কেন, ইংবেজের লিবারেল এডুকেশন ছাড়া কেউই বিকশিত হ’তে পাবতেন কি?’

বিমল প্রশ্ন করল, ‘কিন্তু বামবৃক্ষ?’

‘বীজ ভাল ক্ষেত্রে না পড়লে ত ফসল ভাল হয় না। ঠাকুর বামবৃক্ষ সপ্তদশ শতকে জন্মালে কেউ তাঁকে চিনত না। নতুন আলো আর হাওরার মধ্যে এসে পড়েছিলেন বলেই বিকশিত ছবাব স্রোত পেয়েছিলেন তিনি। দেশের নব-জাগরণের শুভলগ্নটিতে তিনি জন্মাতে পেয়েছিলেন, এটা আমাদের কাছেও সৌভাগ্য বৈকি! আর বিবেকানন্দ। ইংবেজের শিক্ষা ছাড়া বিবেকানন্দ তৈরী হ’ত বলে আমি মনে কবি না। ঐদেব কথা বাদ দে, তাদের রাজনীতিক নেতারাও সুরেন বীড়ুয়্যে, সি আর দাশ—সবই ঐ যুগের মানুষ, ঐ ক্ষেত্রে ফসল। সে যুগের বৈশিষ্ট্য শেষ হয়ে গেল বোধ হয় নেতাজীতে। আমাদের বাল্যকালে—

তার অনেক পরেও—সুভাষবাবু যখন ছেলেমানুষ তখনও—কিশোর ছেলের, স্বপ্ন দেখত তারা সম্যাসী হবে, বিবেকানন্দ হবে, দেশের সেবা করবে। আজকের কিশোবেবা স্বপ্ন দেখে তাবা বিডলাব মত শিল্পপতি হবে নয়ত ফিল্মের অভিনেতা হবে। ঠিক কি না বল—যদিও মাষ্টারী ছেড়েছি, ছেলেদের সংসর্গ ত্যাগ কবি নি। পথেব ধাবে বসে থাকি, সব কথাই কানে যায়।...এ ছুটো আদর্শে অনেক তফাত। এখনই ত সবকাবী অফিসের কথা বলছিলি, দেখতেও ত পাচ্ছি নেতাদের কত শুভ সংকল্প নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শিব গডতে বানবে পবিত্র হচ্ছে শুধু উপযুক্ত কর্মীর অভাবে। যত দিন যাবে এ অভাব বাড়বে বাবা। সেবা কথাটাই উঠে যাচ্ছে দেশ থেকে—এটা যে কত বড় ক্ষতি, একদিন তোবা বুঝবি।’

অনেকক্ষণ চুপ ক’বে থেকে বিমল বললে, ‘আপনি কি তাহ’লে বলতে চান—আমবা পিছু হটব?’

‘পিছু হটবার কথা বলব কেন বাবা। এগোব—তবে হুল পথে নয়—এইটেই আমি বলতে চাই। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত—এগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু খাওয়া-পবা-থাকার সাধনাটাই যে মানুষের বড় সাধনা এইটে আমি কিছুতে মানতে বাজি নই। ‘আব এগুলোকে যদি বাদ দিতে না চাই, তাহলে সাধারণ শিক্ষাকে বাদ দিতে পাবব না। সংস্কৃত পড়ে চাকরী পাবো না হয়ত, তবু ওটা দবকাব, যেহেতু কালিদাসকেও আমাদের দবকাব। ইংবেজী ভাষাব মধ্য দিয়ে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে পৌছব, বিশ্বের কাব্য-দর্শন ইতিহাসে প্রবেশ করব বলেই তাদের গ্রামারও মুখস্থ করব।’

‘খাওয়া-পবাটার প্রশ্রুটিও বড় প্রশ্রু মাষ্টার মশাই! দেহটাও উপেক্ষণীয় নয়।’

‘তা জানি বাবা কিন্তু খাওয়া-পবাটা নিয়ে আমাদের কতটা মাথা ঘামানো উচিত সেটা কোন দিন ভেবে দেখেছিস? ওব কোন সীমা বেগা নেই। স্বপ্ন এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি—টানলে ক্রমাগতই বেড়ে যাবে। একশবছর আগেকার মজুববা এখনকার ঐ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনকেই সাক্ষাৎ স্বর্গ বলে মনে করত। এত সুবিধাব কথা স্বপ্নে দেখবাবও উপায় ছিল না তাদের। আজকের কেবাগীদের অর্ধেক সুবিধা পেলে তখনকার কেবাগীবা স্বপ্নে অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু আজই কি তাদের তৃপ্তি আছে? নাংজামাইয়ের ওখানে শুনে এলাম ধর্মঘট আসন্ন। আজও

পৃথিবীতে এমন দেশ আছে—স্বাধীন দেশ—যেখানে মজুরদেব হাসিমুখে দৈনিক এগারো ঘণ্টা খাটতে হয়। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। আমাদের দেশের লোক আট ঘণ্টা খেটেই বুকেব বক্ত দিচ্ছে মনে কবে। তাবা খাটবাব সময়টা আবও কমাতে চায়। আমাব তাবাপদ পণ্ডিত মশাইয়ের কুড়িগুণ মাইনে পান যে সব শিক্ষকবা, তাদের অসন্তোষ তাবাপদ বাবুব চেয়ে ঢেব বেশি। আমি এঁদের দোষ দিচ্ছি না, বিদ্রূপ ত কবছিই না। শুধু বলছি যে প্রয়োজনবোধটাকেও ইচ্ছা করলে সংহত ও সীমাবদ্ধ কবা যায়। তাহ'লে এই যে-জীবনের দিকে আমবা ছুটে চলেছি, সে জীবনটাকে আব এত একান্ত আবশ্যক বা মূল্যবান বলে মনে হবে না।’

‘আজ সারা পৃথিবীই যে এই দিকে ছুটে চলেছে মাষ্টার মশাই। তাবা কি সকলেই নির্বোধ ?’

‘গান্ধীজিই কি খুব নির্বোধ ছিলেন ? তোবাই ত তাঁকে জাতির জনক বলিস, তাঁব দৌলতেই তোবা স্বাধীনতা পেলি বলে বেডাস! অতবড হুঁদে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াই ক’বে বে জিতল সে কি তাদের চেনে নি ?...এই সভাতাব আসল চেহাবাটা ঠিকই তাঁব চোখে পড়েছিল। সেই জগ্গে তোবা যাকে বলিস ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিজেশন—তিনি তাব এত বিবোধী ছিলেন। আমাদের গ্রামেব জীবনকে ধ্বংস কবে এ এমন এক নাগরিক জীবন এনে দিচ্ছে যা আমাদের পক্ষে অর্দো শ্রেয় নয়। আমি এই ক’দিনে কথটা খুব ভেবে দেগেছি বাবা বিমল, এই কলকাবথানা পৃথিবীব এমন কোন উপকাব কবে নি—কিন্তু অপকাব কবেছে ঢেব। মালেব প্রোডাকশন যেমন বেড়েছে, অমনি দবকাব হয়েছে তাব জগ্গ বিস্তৃত বাজাব। সেই জগ্গেই প্রয়োজন হয়েছে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য অধিকাব কবা। ইংবেজ আব ফবাসী, আগে ভাগে অর্ধেক ছনিফাটা দগল কবে নিষেছিল বলেই জার্মানী আর জাপানের এত বাগ ওদেব ওপব। ইংবেজবা পোলা প্রতিযোগিতায় কোন দিন পেবে ওঠে নি এদের সঙ্গে—নিজেদের রাজত্বে জোব ক’বে দাবিয়ে বেগেছিল শুধু। ইম্পিরিয়াল প্রেফাবেন্স অনেকেবই চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল।...এই এত বড় দুটো বিশ্বযুদ্ধেব মূলেও কি ঐ বিদ্বেষ ছিল না ?...প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হ-হ ক’রে কাজ বাড়তে হয়েছিল। তার পর আমেরিকার কারখানায় যখন কাজ কম

এল—অমনি পড়ে গেল হাহাকাব, কত লোক আত্মহত্যা কবল না খেতে পেয়ে, তার সীমাসংখ্যা নেই। তোবা তখন ছোট ছিলি তোবা জানিস না, আমরা খববেব কাগজে পড়েছি। সেইজন্তু এবাবেব লড়াইয়েব পব সহজে হাত গুটোতে পাবছে না—নানা উপায়ে লড়াইয়েব গবম বাতাস জ্বীয়ে বাখছে। এই যে সোভিয়েট বাশিরা, সর্বপ্রকাব কাবখানা বাডিয়ে যাচ্ছে—শুধু মাল, শুধু মাল,—লোকগুলোকে খাটিয়ে পিষে তাতেবও যন্ত্ৰে পবিত্ত কবেছে—একদিন যখন তাব নিজেব অভাব মিটবে, তখন এই বাক্ষুসে কলকারখানাগুলো নিষে কী কববে বল ত ? এত মাল বেচবে কোথায় ? লোকগুলোকে কী কাজ দেবে ?...তখনই তাব দবকার হবে বাইবেব বাজাব, সাম্রাজ্য। এখনই ত ছোটখাটো সাম্রাজ্য সে গড়ে নিষেছে, মালও বিক্রীচ চেষ্টা চলছে। এখন আছে খুব ছোট স্কেলে, তখন সেইটেই বেড়ে যাবে। আমাদের ভাবতেবও এই হাল হবে একদিন। কোন দিন না কোন দিন নিজেদেব দবকাবকে ছাডিয়ে যাবে মালেব প্রোডাকশন ! তখন ? না বাবা বিমল, ইন্ডাস্ট্রি অগ্রগতি, বৃহৎ শিল্পপ্রচেষ্টা—অর্থাৎ এক কথায় বড় বড় কল-কাবখানা স্থাপন—এটাই যে সমস্ত সমস্তাব একমাত্র সমাধান তা আমি মানতে বাজী নই।’

পূর্ণবাবু কতকটা শাবৌবিক ক্লাস্তিতেই, বোদ কবি দম নেবাব জন্তু এইবাব খামলেন একটু। পশ্চিম আকাশে অনেকক্ষণ ধবেই মেঘ জমছে, তাই হঠাৎ যেন চাবিদিক অন্ধকাব হয়ে এসেছে—ঘড়িচ হিসেবে একটু বেশি তাডাতাড়িই। এখন মুখ তুলে সেদিকে চেযে বিমল ব্যস্ত হয়ে উঠল, বললে, ‘এখান থেকে উঠতে হবে মাষ্টাব মণাই—ঝড় উঠবে বোদ হয়।’

কথাটা পূর্ণবাবুব কানে পৌছল না। প্রবল উত্তেজনায অনেকক্ষণ বকে গেছেন, তাব প্রতিক্রিয়া শুক হয়েছে। সমস্ত দেহ খব খব কবে কাঁপছে। তবু কিছু তিনি তখনও তাঁব নিজেব বক্তব্যেই ডুবে আছেন।

একটু পবে বেশ একটু ক্লান্তভাবেই বললেন, ‘যাবা একদা লিবাবেল এডুকেশন পেয়েছিল তারাই আজও ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি ক’বে চেষ্টাচ্ছে। নেহেরু গান্ধীজি—এঁরা ইংবাজেব খাস প্রভাষ্ট। যে শিক্ষা এঁরা পেয়েছেন সে শিক্ষাকে বিদায় দিচ্ছি আমরা—কোন কোন দেশ আগেই দিয়েছে।’

ফলে নতুন ধরণের অধীনতা, নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদকেই কি ডেকে আনছি না? আজ কেউ কারুর কথা শুনতে প্রস্তুত নয়, সবাই চায় জোর কবে অপবকে নিজের মতে আনতে। যে আমার দিকে নয়—সে আমার শত্রু। এ মনোভাব ভাল নয় বাবা, মোটে ভাল নয়। মানবজাতিব কোন কল্যাণ এব মধ্যে নেই। তুই কি বলতে চাস চল্লিশবছর পবেও আজ সোভিয়েট বাশিয়ায় জনসাধারণ জাবের আমলেব চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে? ...যন্ত্র-সর্বস্ব নাগরিক সভ্যতার মধ্যে মানুষেব কল্যাণ নেই, এটা সেই সত্য-দ্রষ্টা ঋষি, গান্ধীজি উপলব্ধি করতে পেবেছিলেন, তাই তিনি চবখা, থন্দর, কুটিব-শিল্প ওপব অত জোব দিয়েছিলেন, সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ স্বাস্থ্যকর গ্রাম্য জীবন কল্পনা করেছিলেন—যেখানে বোগ থাকবে না, অভাব থাকবে না, অথচ কর্মহীন জীবনে বসে বসে শুধু পবেব অনিষ্ট-চিন্তা এবং পরচর্চা করবে না লোকে — সবাই খেটে খাবে। অভাব যেমন থাকবে না, তেমনি সহস্রবিধ বিলাসের সবজামও থাকবে না। পরম্পবেব পবিশ্রমের ফল নিজেরা ভাগ ক'বে নিয়ে স্থখে থাকবে। ঐ কুটির থেকেই আবাব সাহিত্য শিল্প দর্শন আসতে পারে—যা মানুষকে এতকাল ধরে অপর জন্তব থেকে স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দলিল জুগিয়েছে। এই সব আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনেব ধাবে কাছেও তাব অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। ওখানে বড জোব সরকাব বা বাজর্নৈতিক দলের উৎসাহ দেওয়া ফবমাসী সাহিত্য শিল্প হৈবী হ'তে পাবে, কাবখানাব ছাঁচে ঢালা অপব কোন মালেব মতই।'

ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু কবেছে। মেঘ ডেকেছে ইতিমধ্যে। আকাশে আসন্ন দুর্ধোগেব সূচনা। বিমল একেবাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিন্তু আব নয়, উঠুন মাষ্টার মশাই, জল এল ব'লে।'

সে সযত্নে পূর্ণবাবু হাত ধবে ওঠাল। হাত ধবেই নিয়ে যেতে হ'ল তাঁকে। এতক্ষণের উত্তেজনা বস্ত্রব্যোর সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, অবগাদ এসে চেপে বসেছে, মনে শুধু নঃ—দেহেও। পা ভাবী হয়ে উঠেছে, কোন মতে টেনে নিয়ে চলতেই পাবছেন না তিনি। খানিকটা গিয়েই ভাগ্যে একখানা বিক্সা পাওয়া গেল। রিক্সা করে ধর্মতলার মোড়ে পৌছে অতিকষ্টে একখানা বাসে উঠল ওরা। আর এক মিনিটও দেরী করলে অস্ববিধাব অন্ত থাকত না। কারণ বাস ছাড়ার

সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল ঝড় উঠল—একটু পরে জলও শুরু হয়ে গেল।

বাসে বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। বিমল পাশ থেকে ওঁকে জড়িয়ে ধরে রইল। পূর্ণবাবুও তন্দ্রাতুৰ শিশুর মতই সমস্ত দেহের ভারটা ওর ওঁপর ছেড়ে দিয়ে ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

খানিকটা যাবার পরই হঠাৎ বোধহয় মনে পড়ে গেল কথাটা।

‘তুই এদিকে যাচ্ছিস বাবা—তোব, তোব টিউশনো নেই?’

‘আছে—তবে আজ না গেলেও এমন কোন ক্ষতি হবে না। আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি।’

পূর্ণবাবু আব কোন প্রতিবাদ কবলেন না। বোধকবি কববার উপায়ও ছিল না। পা ছ’খানা তখন সত্যিই ভেঙ্গে আসছে তাঁব।

## ২১

পূর্ণবাবু সেদিন যখন কোনমতে বাড়ীতে পৌঁছে এক বকম নিঃশব্দেই শয্যা গ্রহণ কবলেন—তখন তাঁর এবং বিমলের হৃঙ্গনেবই মনে হয়েছিল এ ক্লান্তিটা সাময়িক, একটা বাত বিশ্রাম নিলেই সেবে যাবে। বিশেষত অনেকদিন পশ্চিমে থেকে খানিকটা স্বস্থ হয়েই এসেছেন, খুব একটা দেবি লাগবে না নিজেকে সামলে নিতে। মানসিক অবসাদেবই দৈহিক প্রতিক্রিয়া বৈ ত নয়, স্নায়ু বিশ্রাম পেলে পেশীও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

কিন্তু পূর্ণবাবু পবেব দিনও উঠতে পারলেন না। তাব পবেব দিনও না। কে যেন তাঁব পা-ছুটো থেকে সমস্ত শক্তি হরণ কবেছে। শুধু পা ছুটোই বা কেন—হাতও নাড়তে ইচ্ছা কবে না তাঁব, বিছানায় উঠে বসতেও যেন কষ্ট হয়। এ যে কী একান্ত অবসাদ—তা তিনি বোঝাতে পারেন না স্ত্রীকে। হয়ত নিজেরও বুঝতে পারেন না ভাল ক’বে। উৎকণ্ঠিতা প্রিয়ষদা বার বার প্রশ্ন করেন, ‘কী কষ্ট হচ্ছে বলো না, ব্যথা করছে হাঁটু? বুকে কোনও কষ্ট আছে?’ কিন্তু

পূর্ণবাবু ভাল রকম উত্তর দিতে পারেন না। কথা কইতেও ক্লান্তি বোধ হয় তাঁর, অপরিণীত ক্লান্তি। শুধু তিনি যেন ডুবে যাচ্ছেন কোন্ এক অতলে। আর এই ডুবে যেতেই যেন ভাল লাগছে। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, চেতনা—সব কিছুই একটা বিস্মৃতি, একটা পবিপূর্ণ স্থপ্তির মধ্যে ডুবে গেলে যেন তিনি বাঁচেন। আর পারছেন না নিজের সঙ্গে লড়াই করতে।

কে জানে, হয় ত এই অবসন্নতা তাঁব দেহের মধ্যে ঘনিষে আসছে অসুস্থ করেই তিনি সেদিন অমন ক'বে ছুটে গিয়েছিলেন বিমলের কাছে, কলকাতাতে পা দিয়েই হয় ত বুঝেছিলেন যে এখনই না গেলে আব তাঁব যাওয়াই হবে না। অথচ যাওয়াটাও যে সেদিন একান্ত দরকার ছিল। তাঁব আচরণে ভুল হয় নি, তিনি ভুল কবেন নি, এটা প্রমাণ না করা পর্যন্ত যে তাঁব শাস্তি নেই। জীবনের প্রচণ্ডতম ব্যর্থতাকে স্বার্থত্যাগের তাজমহল দিয়ে ঢেকে বেগেছিলেন এতকাল, সে তাজমহল যদি হাওয়ার প্রাসাদের মত হাওয়াতেই মিলিয়ে যায় ত তিনি বাঁচবেন কি ক'বে? এমন কি মরেও যে শাস্তি হবে না তাঁর! এতবড় অসুস্থোচনার বোঝা নিয়ে পরলোকের পথেই কি চলতে পাবেন?...

অথচ বিমলের সঙ্গে সেই সংবর্ধনার দিনটিতে দেখা হওয়ার পব থেকে এই দীর্ঘকাল যে সংশয়ের ভারে নিপীড়িত হচ্ছিলেন দিনরাত—তা থেকে মুক্তি পেয়ে নিতান্ত লঘুচিত্তে নিশ্চিন্ত মনে এবং স্বস্থ দেহেই ত তিনি ফিরছিলেন। এ অবসাদ ত তাঁব আসবার কথাও নয়। তবে কি মূলেই কোথাও কোন গোলমাল থেকে গিয়েছিল?

বিমলকে তার ভুল বোঝানোর মধ্যে নিজের কৃতকর্মের যে সাফাই নিহিত ছিল সেটার আসল জোরটা কমে এসেছিল ভেতরে ভেতবে?...

কে জানে, পূর্ণবাবু যেন আর গুছিয়ে কিছু ভাবতেও পারেন না।

শুধু কেউ যখন থাকে না, প্রিয়স্বদাও স্নানমুখে গৃহকর্মে কোথাও ব্যস্ত থাকেন—তখন নিজের শিথিল চিন্তাশক্তিকে গুছিয়ে নিয়ে সেই দিনকার ইতিহাসটা ভাবতে চেষ্টা করেন, সব ঘটনাগুলোকে দুর্বল চেতনার মধ্যে আনবার চেষ্টা করেন—

—সেই রুগুদের বাড়ী থেকে আসবার দিনটি।

কী ঝোঁকের মাথায়, কী বিজয়গর্বেই না ছুটে আসছিলেন তিনি! ঝৈনের



কামরাটা খালি পেয়ে যেন বেঁচে গিয়েছিলেন। যে অকাটা যুক্তিতে বিমলকে তিনি অভিভূত করবেন সেইগুলোই মনে মনে মহড়া দিতে দিতে আসছিলেন। আব কোন কথাই তাঁর মনে ছিল না—এমন কি এবই মধ্যে আসানসোঁলে কখন ট্রেন এসে থেমেছে, একটি বিধবা মহিলা কতকগুলি ছেলে-মেয়ে নিয়ে উঠেছেন, তা পূর্ণবাবু অত লক্ষ্যও করেন নি।

কিন্তু একসময়ে সচেতন হ'তেই হ'ল।

কেমন হবে যেন তিনি অনুভব করলেন যে ভদ্রমহিলা তাঁর দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

নিজের অজ্ঞাতেই বোধকবি একটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, আর তার কাবগটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে চোখে পড়েছিল একজোড়া অত্যন্ত শাস্ত চোখের দৃষ্টি।

অস্বস্তিটা বেড়েই গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এমনি দৃষ্টিব সঙ্গে তাঁর মনে ঘেন কাব একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

তাছাড়াও কেমন যেন খাবাপ লেগেছিল ব্যাপারটা—কোন মহিলা তাকিয়ে আছেন—এটা অনুভব করলে পুরুষ সব বয়সেই বুঝি অস্বস্তি বোধ করে।

নিতান্ত সাধারণ চেহাবাব ভদ্রমহিলা, বয়সও হয়েছে। এমন কি হয় ত আর প্রৌঢ়াও বলা চলে না। অন্তত দু'দিনবাদে চলবে না; বুঙ্কার পর্যায়েই পড়বেন তখন। তবু—

মহিলাটিই চোখ ফিবিষে নিয়েছিলেন—দু'তিন-বার ওঁর চোখে চোখ পড়তে। লজ্জাই বোধ করেছিলেন একটু—সেটা তাঁর মাথা নিচু করার ভঙ্গীতে বুঝতে অস্ববিধা হয়নি পূর্ণবাবু।

পূর্ণবাবুর অস্বস্তি কিন্তু কমে নি। ঐ দৃষ্টিব সঙ্গে কোন্ স্তরব অতীতে কোথায় যেন একটা যোগাযোগ ছিল, সে স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে, তবে তাঁর সমস্ত মন বলছিল যে সেটা সামান্য নয়। মনেব মধ্যকার থেইটা ধবতে পারছিলেন না—তবে যোগসূত্রটা সামান্য নয়, এটা অনুভব করতে পারছিলেন।...

আর দুটি সাঁওতাল যাত্রী ছিল গাড়ীতে, তাবা পবেব স্টেশনেই নেমে গেল। এ ধাবেব একজোড়া বেকিতে তিনি একা এবং ওধারের বাকী জোড়ায় সেই

মহিলা এবং তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। বড়টি ছেলে, বাকী দুটি মেয়ে। ছেলেটি বছর-দশেকের হবে।

একটু পবে ছেলেটি পূর্ণবাবু পাশে এসে বসল।

অলস কৌতূহলে, অথবা অগ্নমনস্ক হবার জন্মেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘তোমার নাম কি থোকা?’

অপ্রতিভ চোখে তাকিয়ে ছেলেটি উত্তর দিলে, ‘পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী!’

‘তাই নাকি?’ পূর্ণবাবু হেসে বললেন, ‘তবে ত তুমি আমার মিতে! আমারও নাম পূর্ণ।’

অগ্নমনস্ক হয়েই পূর্ণবাবু মুখটা ফিবিয়েছিলেন ওদিকে। মহিলাটি যেন প্রাণপণে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন, নিচের দিকে—জুত অপস্রিয়মান থোদা-পাথরগুলোর দিকে।

ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে বললে, ‘বা বে, বেশ ত মজা। দিদার কে গুরু ছিলেন, তাঁর নামও পূর্ণ। সেই জন্মেই নাকি আমার ঐ নাম বেখেছে।’

‘দিদা? মানে তোমার দিদিমা?’

‘না ঠাকুমা। এই যে, যিনি সঙ্গে যাচ্ছেন!’

আর প্রশ্ন করেন না পূর্ণবাবু। মহিলাটির ভাব দেখে মনে হয় তিনি যৎ-পবোনাস্তি লজ্জিত হয়ে পড়ছেন।...যেটুকু কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, তাই হয়ত অশোভন হয়ে পড়ছে—

আবও দুটো তিনটে ছোট ছোট স্টেশন পেবিয়ে চলে যায়। ছেলেটিই নানা-বিধ প্রশ্ন কবে ওঁকে। ঐ তাবের চাকার মত কী একটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওগুলো কি হয়? এ ইন্টিশানগুলোয় দাঁড়াল না কেন? এ ইন্টিশানের লোক তবে কোন্ গাড়ীতে যাওয়া আসা কবে? সবুজ নিশেন দেখায় কেন?

পূর্ণবাবুও ওদের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। ক্লাস সিক্স-এ পড়ে ছেলেটি। বোন দুটির একটি ক্লাস ফোর-এ, আর একটি সবে ইন্ফ্যান্টে ঢুকেছে।

কথায় কথায় ছেলেটিই বলে, ইনি ওব বাবার পিসীমা। ওদের আসল ঠাকুমা নেই, মা-ও মারা গেছেন বছর দুই আগে। এই দিদাই ওদের সব। ওরা কলকাতায় থাকে, পড়াশুনোর সুবিধের জন্মে—বাবা বার্মাপুরে চাকরী করেন।

বাবার শবীব খাবাপ হয়েছে শুনে দিদা দেখতে এসেছিলেন, ওদেব নিয়ে। দশদিন ছিল ওবা। বাবা এখন সেবে গেছেন বেশ, তাই ওবা ফিরে যাচ্ছে। বাবাও আসবেন সামনেব মাসে ছুটি নিয়ে।

অনর্গল বকে যায় ছেলোট। নিজে থেকে কিছু তথ্য দেয়, আবাব প্রণও কবে নানাবকম। কিছু পূর্ণবাবুব কানে যায়, কিছু যায় না। শুধু যেন তিনি বড বেশী অস্থির হয়ে ওঠেন ভেতবে ভেতবে। ফিসেব এ অস্থিরতা তাও বুঝতে পাবেন না। নাম-না-জানা একটা আবেগ অকাবণেই অস্থবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

পূর্ণব ছোট বোন উমা হঠাৎ বলে ওঠে, ‘ক্ষিদে পেয়েছে দিদা।’

মহিলাটি যেন অনিচ্ছাতেই মুখখানা ভেতবে ফেবান। সম্ভবত বাইবেব দিকে চেয়ে থাকাতেই, চোখে কলা পড়েছিল—ছুটি চোখই অসম্ভব লাল, চোপেব পাতা ছটোও ভিজে। পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেন কিন্তু তার ভেতরই এটুকু তাঁর নজবে পড়ে—

ভদ্রমহিলা টিফিন কেবিদ্যাবে হাত দিতে গিয়েও কী ভেবে খেয়ে যান। ডাকেন, ‘খোকা, এদিকে শুনে যাও।’

পূর্ণবাবাব আগে ফিস্ ফিস্ কবে বলে যায়, ‘দিদা আমাকে কখনও নাম পরে ডাকবে না। যাব-তাব সামনে বলবে খোকা। কী যেন দিদাটা।’

সে ওদিকে যেতে ভদ্রমহিলা পূর্ণবাবুব ক্ষতি-গোচব ভাবেই বললেন, ‘খোকা তোমাৰ ঐ দাছুকে বলো, আমি নিজে পবিস্কাব ভাবে খাবাব তৈবী ক’রে’ এনেছি, পথেও কাকুব হোওয়া লাগে নি—উনি খাবেন কিছু?’

প্রস্তাবটা এতই অপ্রত্যাশিত যে পূর্ণবাবুব কথাটা বুঝতে বেশ একটু সময় লাগল। তাবপব উনি অবশু একটা প্রতিবাদ কবতে গেলেন কিন্তু খুব গুছিয়ে কিছু বলতে পাবলেন না। বললেন, ‘আমি ত—মানে এসময় কিছু খাওয়ার অভ্যাস নেই—শবীবও তেমন—’

‘খোকা ওঁকে বলো যে যেখান থেকেই আসুন—কোন সকালা খেয়ে বেবিয়েছেন, এতক্ষণে নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে। বাডী পৌছতে বাতই হবে। পথেব খাবারও বোধ হয় উনি খান না।...গাডীতে ত ভীড়ও নেই তেমন—

সামান্য কিছু খেতে দোষ কি ?

প্রস্তাবের অভাবনীয়তাতেই বোধ হয়—পূর্ণবাবু যেন কোন কথা কইতে পারলেন না। ছেলেমেয়েগুলোও কেমন একটু অবাক হয়ে গেছে। হয়ত অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গে এতটা আত্মীয়তা ওদেব দিদার স্বভাব-বিরুদ্ধ। পূর্ণবাবুও রীতিমত বিস্মিত হয়েছেন, তবে ওঁরা দুজনেই বার্ধক্যে পৌঁচেছেন—নইলে অশোভনই মনে হ'ত ওঁর আচরণ।

পূর্ণবাবু অনিচ্ছাসঙ্গেও চেয়ে রইলেন ঐ দিকে। টিফিন ক্যাবিয়াবেব সঙ্গে কয়েকটি পাতাও এনেছেন গুছিয়ে; পাতাগুলি একটি ফবসা কাপড়ে মুছে নাতি-নাতনীদেব আগে খেতে দিলেন। তাবপর পূর্ণবাবুব খাবাব সাজালেন তিনি ক্যাবিয়াবেবই একটা বাটীতে। সঙ্গে ফ্যালুমিনিয়ামেব বড জায়গাতে জল ছিল, একটা গ্লাসে তাই থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে এনে ওঁব সামনে বেঞ্চিবই একটা খালি জায়গাতে জল ছিটিয়ে ঠাই ক'বে দিয়ে অল্পক্ষণে বললেন, 'হাতটা ধুয়ে নিন একটু।' তাবপর ওদিক থেকে খাবাবেব বাটিটা এনে বসিয়ে দিয়ে ফিবে গিয়ে নিজেব জায়গাতে বসলেন আগেব মতই স্থিৰ ভাবে। কেবল এদিকে আসবার সময় মাথাব কাপড়টা অনেকখানি মুখেব ওপব টেনে দিয়েছিলেন বলে—এবাব আব ওঁব চোখ দুটো দেগা গেল না।

সম্পূর্ণ অপবিচিত্ত এক মহিলাব এই অকাবণ আত্মীয়তায় বিবক্ত হবাবই কথা—কিন্তু পূর্ণবাবু ঠিক ততটা বিবক্ত হ'তে পাবলেন না। শুণু অপবিসীম বিশ্বাস বোধ কবতে লাগলেন। আব মনে কববাব চেষ্টা কবতে লাগলেন কোথায় যেন এই ধরণেব কাজকর্ম, এই ধরণেব সেবা দেখেছিলেন এব আগে। যেন সবটাই একেবাবে অপবিচিত্ত নয়।

পূর্ণবাবুব ব্যাবহাবিক জ্ঞান খুবই কম। এক হাতে গ্লাসটা ধবে বাইবে হাত বাড়িয়ে হাত ধুতে গিয়ে জলটা উড়ে এসে গায়ে পড়ে অনেকখানি জামাসুদ্ধ ভিজিয়ে দিয়ে গেল। অপ্রতিভ ভাবে এদিকে একবাব চেয়েই তিনি তাভাতাডি খাবারের বাটিটা টেনে নিলেন কিন্তু খাওয়ায় সত্যিই তাঁব তখন বিশেষ কোন রুচি ছিল না। এমনিতেই তিনি এ সময়ে কিছু খান না, তার ওপর আজকের এই মনের অস্থিরতায় আরও খেতে পারলেন না। সামান্য কিছু খেয়েই হাত গুটিয়ে

বাঁ-হাতে জলের গ্লাস মুখে তুললেন।

মহিলাটি সম্ভবত ঘোমটার মধ্যে থেকেও লক্ষ্য করছিলেন ঠঁর খাওয়া। তিনি হয়ত আরও খাওয়াব জ্ঞা অমুরোধ উপবোধ ক'রে বিরক্ত ও বিরত ক'রে তুলবেন—পূর্ণবাবুওই রকম একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা সেদিক দিয়েই গেলেন না। জলের পাত্রটা নিয়ে এগিয়ে এসে তেমন অমুরোধই বললেন, 'আপনি হাতটা ঐ বাটিতেই ধুয়ে নিন, আমি ফেলে দেব।'

পূর্ণবাবু এই বয়সেও লাল হয়ে উঠলেন নিজের অকর্মণ্যতার লজ্জায়। তাড়াহাড়ি বললেন, 'না, না, আমি কলঘবে গিয়ে ধুয়ে আসছি। এটাও—'

এবার কণ্ঠে বেশ একটু জোব দিয়েই তিনি বললেন, 'না না। আপনি ঐতেই জল ফেলুন, তাতে কিছু দোষ হবে না।'

বিহ্বল, হতচকিত পূর্ণবাবু অনিচ্ছাসম্বন্ধে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। হাত ধোওয়া শেষ হ'লে দেখা গেল মহিলাটি তাব পবেব পর্বটার জ্ঞাও প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। আঁচলের মধ্য থেকে একটি পাট-কবা ফর্সা গামছা বাব ক'রে সম্ভরণে ঠব পাশে বেষ্টিব ওপবই আলগোজা বেখে দিলেন।

আব সঙ্গে সঙ্গে যেন এক বলক দমকা হাওয়ায় পূর্ণবাবু স্বতিব বন্ধকপাটটা—যাব কঠিন দেহলিতে এতক্ষণ বুখাষ্ট মাথা খুঁড়ে মবজিলেন উনি—অকস্মাৎ উন্মুক্ত হয়ে গেল। যেমন মেঘঘন-বজ্রনীতে চাব পাশেব অন্ধকারকে জমাট একাকাব বস্ত্র বলে মনে হয়—অথচ বিদ্যাস্করণ হওয়া মাত্র বহুদব অবধি সমস্ত পবিচিত বস্ত্র তার বিভিন্ন চেহারা নিয়ে জেগে ওঠে—তেমনিই পূর্ণবাবু সমস্ত মন একটা বিদ্যাস্ক-চমকে জেগে উঠল। সমস্ত বিস্মতিব অন্ধকাব ভিক্ষিয়ে বহুদিনেব বহু পবিচয একসঙ্গে মানস-চক্ষুতে উদভাসিত হয়ে—তিনি নিজেও যেন চম্কে কেঁপে উঠলেন—

'তকবালা!'

বিধবা মহিলাটিব মুখখানা সেই কুক্ষিত লোল চর্মের মধ্যেও লজ্জায় আর অভূতপূর্ব এক আনন্দ-আবেগে বলমল কবে উঠল এবং এক বিচিত্র কাবণে একই সঙ্গে তাব দুই চোখের কুল ছাপিয়ে নামল জল। সেই লজ্জা এবং অশ্রু ঢাকতেই তিনি গলায় আঁচল দিয়ে পূর্ণবাবু দুই পায়ে মাথা বেখে গাড়ীর মেঝেতেই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন।

‘চিনতে পেরেছেন এতক্ষণে ?...আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি !’

অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে চুপি চুপি বললেন তরুবালা। তারপর তাড়াতাড়ি গামছাটাতে চোখের জল মুছে নিয়ে ছেলেমেয়েদেব বললেন, ‘তোমরা কলঘর থেকে হাত ধুয়ে এসে ওঁকে প্রণাম কবো, ইনিও তোমাদের দাছ হন !’

‘সেই বুঝি প্রথম অনুভব করেছিলেন পূর্ণবাবু তাঁর হাঁটু দুটো অবশ হয়ে আসছে। স্নায়ুগুলোর এমনি দুর্বলতা সেই মুহূর্তেই প্রথম বোধ হয়েছিল। কিছু যেন ধারণা কবতে পাবেন নি—বহুক্ষণ পর্যন্ত।...

তরুবালা ওঁর সামনে বসে নিঃশব্দে বহুক্ষণ ধরে কঁদেছিলেন সেদিন। নাতদেব সামনে লজ্জায় পড়বাব ভয়ে প্রথমটায় অল্প কিছুক্ষণ নিজেকে সম্বরণ কবেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সম্ভব হয় নি সামলানো।

তারপর বহুকথাই জেনেছিলেন পূর্ণবাবু। বহু ইতিহাস।

পূর্ণবাবু চলে আসার ছ’ মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়েছিল তরুবালাব। কিন্তু বেশীদিন স্বামী-স্ত্রী ঘব কবা তাব অদৃষ্টে ঘটে নি। বিয়ের সময়েই নাকি যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল পাত্রের—‘পবের মেয়েব ভাগ্যে হয়ত ঝাঁচবে’ এই বিশ্বাসেই তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন তাব মা। কিন্তু বিবাহের অষ্টাহ কাটবাব আগেই রক্ত দেখা দিল। তখন ওকে বাপের বাড়ী আসতে দিলেন না তাবা, তেরোবছরের মেয়েকে দিয়ে সেই মৃত্যু-পথযাত্রীর সেবা-শুশ্রূষা কবিবে নিলেন। সাংঘাতিক বোগে সেবা কববাব লোকের অভাব হবে বলেই বোধ হয় তাবা বিয়ে দিয়েছিলেন—কে জানে !’ কিন্তু সে যাই হোক—তখন বাপের বাড়ী আসতে দেন নি বটে, বিধবা হবাব পব আব কাল বিলম্ব কবেন নি,, শ্রাদ্ধ চুকে যাওয়া মাত্র নিজেরা গাড়ী কবে এনে বাপের বাড়ীর সামনে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রাণগোপাল বাবুর সঙ্গে দেখাও কবেন নি একবাব। অবশ্য সে নাকি লজ্জায়—তাঁরা আব মুখ দেখাবেন কোন্ মুখে ?

তারপর থেকে এই স্বদীর্ঘকাল সেই বাড়ীতেই কেটেছে—যে বাড়ীতে পূর্ণবাবু তাঁকে দেখেছিলেন সেই প্রথমদিন। বাবা থাকতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি কিন্তু ছোট ভাইয়ের সংসারে এক সময় খুবই লাঞ্ছনা সহিতে হয়েছে তাঁকে। অত দুঃখ দিয়েছিলেন ভগবান কিন্তু মৃত্যুটা দেন নি। ছমাস ধরে ঐ সর্বনেশে রোগের

মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও সে রোগেব বীজাণু তাঁর প্রাণশক্তিকে জখম করতে পাবে নি। তিনি বেঁচেই বইলেন। আশ্চর্য্যত্যাগ কবতে পাবেন নি—কারণ মা তখনও বেঁচে। বৌয়ের হাতে পড়লে মা বোধ হয় খেতেই পেতেন না। আর কোথাও যেতেও পাবেন নি—ঐ একই কারণে। তাবপবও নডতে পারেন নি, কারণ মা আব ভাঙ্গ প্রায় একই সঙ্গে মাঝা গেলেন। ভাইপো তখন বালক মাত্র। নবগোপাল আব বিয়ে কবে নি, বোধ হয় দিদিব মুখ চেয়েই, কিংবা ছেলেব কথা ভেবে—কে জানে! সেই ভাইপোব বিয়ে দিলেন—সে বৌও পাঁচল না। এই তিনটি ছেলেমেয়েব ভাবও আবার তাঁব ওপব এসে পডল। হতভাগী একে একে সকলকে খাচ্ছেন—কেবল নিজে আকন্দব ডাল মুড়ি দিয়ে ঠিক বসে আছেন—মৃত্যু নেই শুধু তাঁবই।...

এই দীর্ঘ দুর্ভাগ্যেব ইতিহাসেব মধ্যে আবও একটি ছোট্ট কথা বলেছিলেন তরুণাল। নানা কথাব ফাঁদে একসময় বলে ফেলেছিলেন—কিন্তু পূর্ণবাবুব কানে তা এডায় নি। বরং সেই কথাটিই সহস্র হাহাকাবেব মত মর্মমূলে গিয়ে বেজেছিল।

তরুণাল বলেছিলেন, ‘আশা কাকে বলে তা জানি না, ভগবানেব কাছে কিছু চাওয়াও ছেড়ে দিগেছি আজকাল, জানি আমার কোন ভিক্ষে তাঁব কানে পৌঁছয় না। এদাস্তে শুধু দিনবাত ইষ্টকে এইটুকুই জানিয়েছি—মববাব আগে যেন আপনাব সঙ্গে একবাব দেখা হয়। জানিয়েছি কিন্তু আশা কবি নি যে সত্যিই, দেখা পাবো। কী ভাগ্যি ভগবান এই শেষ প্রার্থনাটা শুনেছেন! আব আমার কোন আর্জি নেই তাঁব কাছে। যেদিন তাঁব সময় হবে—টেনে নেবেন। একদিন ত নিতেই হবে। যত দুর্ভাগাই হোক, ডংগ দেবাব জ্ঞাতও চিবকাল কাউকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পাবেন না—এইটুকুই যা নিশ্চিন্তি।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন কথাগুলো শেষ কবাব সঙ্গে সঙ্গে।

দেবতারও ঈপ্সিত ধন তরুণাল।

তাঁকে পেলে পূর্ণবাবুব জীবন দগ্ধ, সার্থক হয়ে যেত। সেদিন প্রাণগোপাল বাবুব কথা শুনে অফিসে ঢুকলে আজ এই দাবিদ্র্য, এই অশান্তিও বহন করতে হ’ত না। তবে কি বিমলেব কথাই—

নতুন গড়ে ওঠা বিশ্বাসেব ভিদ আবার নতুন ক’বে আলাগা হয়ে যায় দেখে

পূর্ণবাবু জোর ক’রে সে প্রসঙ্গ মন থেকে দূর করেছিলেন। কতকটা সেই জন্মেই, এ বিশ্বাসের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বার আগেই ছুটে ছিলেন বিমলের অফিসে—

বিমল খবর পায় নি অনেকদিন পর্যন্ত। সেদিনেব পব সে যেতেও পাবে নি কয়েকদিন। প্রধান কারণ সময়ভাব। তাছাড়া সেদিন পূর্ণবাবুর ক্লাস্তি, নিতান্তই সাময়িক বলে বোধ হয়েছিল। দীর্ঘকাল স্বাস্থ্যকর স্থানে থেকে সেরে এসেছেন, কাজেই বড রকম কোন ভাবনের কথা কল্পনাও কবা যায় নি তাঁব সস্থক্ষে।

সুতরাং প্রিয়দ্বন্দ্যব চিঠিখানা পড়ে সে বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। প্রথমটা বুঝতেই পাবে নি কাব চিঠি। একে অনভ্যস্ত হাত, তায় বয়সে ও উদ্বেগে হাত কেঁপে কেঁপে গেছে—সে লেখা পড়াও দুঃসাধ্য।

প্রিয়দ্বন্দ্য লিখেছেন—

কল্যাণীধববেশু, বাবা বিমল, আশা কবি ভগবানের কৃপায় তোমাদেব সব কুশল। বোধ হইতেছে আমাব সর্বনাশেব আব বড বেশী বিলম্ব নাই। একেবাবে আচ্ছন্ন অবস্থা, তাহাব ভিতব শুধু দুইটি নামই মাঝে মাঝে কবেন—বিমল আব তরুবালা। তরুবালা কে তাহা জানি না। ইহাব আগেও একবাব ভাবী অসুখেব সময় বিকাবের ঘোবে ঐ নামটি কবিতেন। কিন্তু পবে জিজ্ঞাসা কবিদা কোন উত্তর পাই নাই। যাহা হউক অতিকষ্টে তোমাব ঠিকানা সংগ্রহ কবিদা এই চিঠি দিলাম। উনিই তিন চাব দিন চেষ্টা কবিদা এই ঠিকানা দিবাছেন—হযত ভুল হইতে পাবে। যাহা হউক যদি চিঠি পাও এবং উহাকে শেষ দেখা দেখিবাব ইচ্ছা থাকে ত পত্রপাঠ আসিও। আশীর্বাদ লইও।

ইতি—হতভাগিনী প্রিয়দ্বন্দ্য

ঠিকানায় অবশু খানিকটা ভুলই ছিল। নিতান্ত অদৃষ্টক্রমেই চিঠিটা এসেছে। কিন্তু প্রিয়দ্বন্দ্য কে? কাব কথা লিখেছেন ইনি?

অনেকক্ষণ ভাববার পর অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা—ছেলেবেলাতেই কে যেন ঠাট্টা করেছিল, ‘পূর্ণমাষ্টার মশাইয়ের বোয়ের নাম জানিস? প্রিয়দ্বন্দ্য! অননুয়া প্রিয়দ্বন্দ্য। হি, হি। সত্যি সত্যি কেউ ঐ নাম রাখা?’



প্রিয়দর্শনা তাহলে কি পূর্ণমাষ্টার মশাইয়ের কথাই লিখেছেন ?

সর্বনাশ, এবই মধ্যে কী এমন অবস্থা হ'ল ? এই ত পনেরো কুড়ি দিন আগেই—

অফিসাবকে বলে তখনই বেবিয়ে পড়েছিল বিমল । কিন্তু তখনও তার বিশ্বাস হচ্ছিল না !

অবশ্য পূর্ণবাবুকে দেখবাব পব আব কোন সংশয় বইল না । এই পনেরো কুড়ি দিনেই যেন পাত হযে গিয়েছেন, বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে বয়েছেন । বুকটার কাছে একটু জাবগা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে গুঠা নামা কবছে মাত্র । তা নইলে কোথাও কোন জীবনের লক্ষণ নেই । এমন কি বিমলকে দেখে প্রিয়দর্শনা প্রায় হাহাকার কবেই কেঁদে উঠলেন, সে শব্দও তাঁর কানে গেল বলে মনে হ'ল না ।

‘এমন কী ক’বে হ’ল ? কেন হ’ল ? কী এমন অসুখ কবল গ’র ? আমাকে খবব দেন নি কেন ?’ ব্যাকুল হযে প্রশ্ন করতে থাকে বিমল ।

‘কী ক’বে হ’ল বাবা তা কি আমিই জানি ! সেদিন সেই যে তুমি শুইয়ে দিয়ে গেলে—সেই ত শেষ । আব ত গুঠেন নি । অথচ এমনি কোন বোগও নেই । ভাগ্যে ডাক্তার এনেছিল—তিনি বলে গেলেন অস্বাভাবিক ক্লাস্তি, স্নায়ু সব অবশ হযে এসেছে নাকি । অথচ কেন যে এমন হ’ল তাও ত জানি না । বেশ সুস্থ হযেই ফিবলেন রুগুণ ওগান থেকে, দেখে আমার আনন্দ হ’ল । হতভাগী আমার চোখ-লেগেই বোপ হয এমন হ’ল । কী কষ্ট হচ্ছে তাও যদি বলতে পারতেন । কথাই ত কইছেন না, এদিকে তবু যা হয় একটু ছিল, এই কদিন ত আব কিছুই খাওয়ানো যাচ্ছে না । একটু ম্লকোজব জল আব লেবুব বস—তাও জোব কবে খাওয়াতে গেলে অনেক সময় গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, গিলতে পাবছেন না ।’

‘আচ্ছা উনি যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানে কোন শক্-টক্—কি আব কোন কারণ-..?’

‘সেখানে কী হবে বাবা । উনি ত খুবই আনন্দে ছিলেন । নিজে এসেও সে কথা বলেছেন । রুগু ত খবব পেয়ে ছুটে এসেছে, দিনবাত কান্নাকাটি কবছে । কিন্তু সেখানে কি হবে ?’

বিমল বিছানায়ই এক প্রান্তে বসে পড়ে আস্তে আস্তে গুঁব পায়ে হাত রাখল ।

‘ডাকো না বাবা—ডাকো। এ ঘুম নয়। অমনিই দিনরাত, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন।’ বলতে বলতে নিজেই ডাকলেন প্রিয়ষদা, ‘ওগো শুনছ, তোমার বিমল এসেছে যে! একবারটি চোখ চেয়ে তাকাও—’

অনেকক্ষণ ধরে ডাকবার পর পূর্ণবাবু চোখ চাইলেন। নিশ্চয়, শূন্য দৃষ্টি। পায়ের দিকে চোখ পড়তে বোধ হয় কে বসে রয়েছে এটা অসম্ভব ক’রে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মিনিট-দুয়েক পরে বিহ্বল দৃষ্টিতে পরিচয়ের জ্যোতি ফুটে উঠল। একটু প্রসন্নতাও ফুটল মুখে। অতিকষ্টে বললেন, ‘কে বে বিমল এলি?’

‘হ্যাঁ মাষ্টারমশাই। কিন্তু আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, আপনি বেশী কথা কইবেন না, আমি ববং যে ডাক্তার দেখছেন তাঁর কাছে একবার যাই!’

‘না না।’ প্রবল চেষ্টায় যেন ধাক্কা দিয়ে কথাগুলো বেরোয় পূর্ণবাবু, ‘আব সময় নেই। আমার কাছে আয়। খুব কাছে।’

বিমল ওপর দিকে খানিকটা সবে এসে একেবারে মুখের কাছে মাথা নামাল, কিন্তু ততক্ষণে পূর্ণবাবু আবাব চোখ বুজেছেন। আবাবও সেই একান্ত স্নান।

মিনিট দুই এইভাবে কাটাবাব পর বিমল ভয় পেয়ে গেল। সে হত উঠেই পড়ত, প্রিয়ষদা ইঙ্গিতে নিষেধ কবলেন। কাবণ পূর্ণবাবু চোখের পাতা ছুঁতে কাপতে শুরু করেছে, চোখ মেলবাব পূর্ণলক্ষণ।

সত্যিই চোখ খুললেন আবাব।

আগেব কথাগুলো বলতে গিয়ে বোধ হয় আবও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই আগেব চেয়ে আবও ক্ষীণ শোনাচ্ছে গুঁব কণ্ঠ। একেবারে মুখের কাছে কান এনে বিমল শুনল—উনি বলছেন, ‘বাবা তোকে যা বলেছি, তা বলাব কোন অধিকাব আমার নেই। আমার সব গুলিয়ে গেছে, কোন্টা সত্যি তা আব জোব ক’বে বলতে পাবব না। এতদিন পরে, দীর্ঘ জীবনের শেষে পৌঁছে এইটুকুই শিখলুম যে কোন্টা কর্তব্য তা মানুষ বোধ হয় কখনও বোঝে না। ভগবান তাকে বুদ্ধিব অহঙ্কার দিয়েছেন, বুদ্ধি দেন নি। তাই মনে হয়, হৃদয় যা বলে সেইটে শোনাই ভাল। তাতে ভুল হ’লে ডবল অসুশোচনা থাকে না।’

অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথাগুলো বললেন পূর্ণবাবু। তার পর আবার স্নগভীর শান্তিতে চোখ বুজলেন। একেবারেই অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

বিমল তাড়াতাড়ি ওঁর বুক হাত দিয়ে দেখল। না, এখনও নিঃশ্বাস আছে।  
বহুক্ষণ সেই ভাবেই কাটল। প্রিয়ম্বদা একটু জল খাওয়াবার চেষ্টা করলেন।  
কিন্তু পূর্ণবাবুকে হাঁ করানো গেল না।...

সন্ধ্যাব একটু আগে ডাক্তার এলেন। আবও একটু পরে সোমেশ এসে  
পৌছিল। কণু, সোমেশ, রুণুব বাবা—বহু লোকই এলেন। কিন্তু কারুব উপস্থিতিই  
তিনি অনুভব কবলেন ব'লে মনে হ'ল না। পাথবেব মূর্তি ব মতই অনড হয়ে পড়ে  
বইলেন। এখন যেন বুকটাও তেমন উঠছে নামছে না, গলাব কাছটা ধুক্ ধুক্  
কবছে মাত্র।

ডাক্তার কোন ভবসাই দিয়ে যেতে পাবেন নি। কিছু একটা কববাব আছে  
কিনা—বিমলের প্রশ্নেব উত্তবে বলেছিলেন, ‘আশ্চর্য বোগী মশাই। আশ্বে আশ্বে  
সিদ্ধ কবছেন। ...কোন বোগ নেই, বিশেষ কোন কষ্টও আছে বলে মনে হয় না—  
আলোব তেল ফুটিয়ে আসছে, এই মাত্র। ...কী আব কবব। এখন এমন অবস্থা,  
ইঞ্জেকশনেব শকটাও হযত সহিতে পাববেন না।— খাওয়াব ওষুধ এক, তা যা  
দিবেছি তা-ও ত পড়েই আছে, কিছুই ত খাওয়ানো যাচ্ছে না।’

বাত দশটা নাগাদ পূর্ণবাবু আব একবাব চোগ থুললেন। বিমল, প্রিয়ম্বদা,  
কণু, সবাই মাথা নামিয়ে আনলে ওব মুখেব কাছে—

অনেকক্ষণ পবে বোঝা গেল যে উনি সত্যিই কিছু বলছেন। খুব অস্পষ্ট,  
জড়ানো জড়ানো অসংলগ্ন কতকগুলো কথা। অন্তত ওবা কেউই বুঝতে  
পাবলে না।

পূর্ণবাবু বলছিলেন, ‘নামবাব আগে তব্বালা জিজ্ঞাসা কবেছিল,—দুই চোখে  
ওব জ্ঞান—বলেছিল, ঠিক ক’বে বলে যান, আপনি কি শুধু কৰ্তব্যেব জন্তেই  
আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন? সত্যিই কি ওটা আপনাব তপস্বী? না কি  
আমাকে পছন্দ হয়নি ব’লে, আমাকে ঘেন্না কবতেন ব’লে? সাবা জীবন ভেবেও  
আসল জবাবটা পাই নি। ...আমি তাকে উত্তব দিয়েছি বাবা বিমল, উত্তব দিয়েছি।  
সে বললে এতদিনে আমি শাস্তি পেলাম। আর আমাব কোন দুঃখ নেই। ...

কিন্তু আমি কি ক'রে শাস্তি পাবো বাবা ? মলে কি মানুষ শাস্তি পায় ? এ জীবনেও তুমি কি পরজন্মে পৌছো না ?...'

আরও কী যেন বললেন, কিন্তু সেগুলো আর বোঝা গেল না একটুও। তারপর একটু চুপ ক'বে থেকেই আবাব যেন বহু চেষ্টায় চেয়ে দেখলেন। চোখ দুটি একবার যেন বিস্ফাবিত হয়ে কাকে খুঁজল।—প্রিয়দর্শন দিকে চোখ পড়তে যেন প্রাণপণ চেষ্টায় বললেন, 'ক্ষমা, ক্ষমা—'

তারপর আবাব শুরু হয়ে গেল তাঁর কষ্ট।

অনেকক্ষণ পবে বোঝা গেল যে আর কোন দিন, আর কখনই তাঁর সে কষ্টে স্বর ফুটেবে না। আর কোন দিন চোখ মেলে তিনি তাকাবেন না। ইতিমধ্যে কখন সকলের অজ্ঞাতে একান্ত নিঃশব্দেই তিনি বিদায় নিয়েছেন—তাঁর দীর্ঘদিনের এই বাসাটা থেকে !

## ২২

পূর্ণবাবুব মৃত্যুতে বিমলেন মনের মধ্যে যেন মস্তবড় একটা গুলট-পালট হয়ে গেল। প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেল যেন তাঁর ওপর দিয়ে। পূর্ণবাবুকে সে শ্রদ্ধা করত, ভালও বাসত—এটা ঠিক। কিন্তু মধ্যে বহুকাল তাঁর সঙ্গে দেখাশুনা ছিল না ; তাছাড়া নিজের জীবনসংগ্রামে বড় বেশী ব্যস্ত ছিল সে—সে সংগ্রামের ধূলি আব ধূমে পূর্ণ মাষ্টারমশাই কোন্ আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সংবর্ধনা সভাব সেই ছ পয়েন্ট না আট পয়েন্ট টাইপের তিন লাইন বিজ্ঞাপন চোখে না পড়লে জীবনে কোন দিন এমন ক'বে তাঁকে মনে পড়ত কিনা সন্দেহ। আর হৃদয় দেখাও হ'ত না, তাঁর মৃত্যুতে এতখানি শূন্যতা, এতখানি অভাব বোধও হ'ত না। কিন্তু এই গত বছর দুই কাল এমন ভাবেই আবার তিনি মনের এমন একটি ঘনিষ্ঠতম গণ্ডীর ভেতর এসে পড়েছিলেন যে আজ আব কিছুতেই যেন তাঁকে ভোলা—এমন কি একটু আড়ালে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়।

প্রথম দুটো দিন সে অফিসেই সেতে পাবে নি। ঘবে ত থাকতে পারেই নি। সকালে গিয়ে একবার ক'বে প্রিয়দর্শন সংবাদ নিত—বাকী সময়টা একা গদ্য দাবে দাবে ঘুবে বেডাত। কিন্তু তৃতীয় দিনে এই নৈকর্য্য আবও অসহ্য বোধ হওয়াতে সে অফিসেই এসে হাজির হ'ল।

ওকে দেখে পবিচিত সবাই অবাক হয়ে গেলেন। কাবণ ঝড়টা শুধু অন্তবকেই বিপর্যস্ত কবে যায় নি, দেহেও ছাপ বেগে গেছে। শুকনো মুখ, রক্ষ লীর্ণ চেহারা এবং চোখের কোলে কালি—সবই একটা বিপর্যয়ের চিহ্ন বহন কবছে। প্রথম দিন সে জুতোও পায়ে দেয় নি, খালি পায়েই ঘুবেছিল কিন্তু পবে ব্যাপারটা নিজেব কাছেই বড বেশী নাটকীয় মনে হ'ল। পূর্ণবাবু সঙ্গে তার যা সম্পর্ক তা বাইবেব কোন দেখানো-সম্মানের অপেক্ষা বাগে না। তবু, যথাবীতি জুতো-জামা গায়ে থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখেই মনে হ'ল যেন সে একটা অশৌচ বহন কবছে।

সবাই অবিবাম প্রশ্ন-বাগে তাকে বিব্রত কবে তুললেন।

‘ব্যাপার কি বিমলবাবু? কেউ মাঝা গেছেন না কি?’ কে মবেছেন—আত্মীয় কেউ?’

‘এ কী চেহারা হয়েছে হে বিমল? খবর কি? বাড়ীতে কিছু বিপদ-আপদ?’

‘তোমার অন্তঃ কবেছিল না কি বিমল ভাই? ইস্—এ কী অবস্থা কবেছ শবীবের?’ ইত্যাদি ইত্যাদি—

কতকটা এই ভয়েই দু'দিন অফিসে আসে নি সে। কাউকে কাউকে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে, কাউকে বা একবারেই এড়িয়ে কোনমতে নিজেব দীর্ঘ গিয়ে বসে পডল। আবও দিন আটেক পবে আসা হয়ত ওব উচিত ছিল, নিজেব মানসিক এবং দৈহিক অবস্থাটা খানিকটা প্রকৃতিস্থ হ'লে। নেহাৎ বাড়ীতে থাকাও অসম্ভব বলেই—বাবা ত স্পষ্টই বলেন, ‘আদিগ্যোত।’ কবেকার বুডো মাষ্টাবেব জগ্রে এত হা-ছতাস কবার কী আছে! মা বাপ প্রত্যক্ষ গুরুজন, তাদের ত গ্রাহ্যেই আনেন না বাবু। ইস্কুলেব মাষ্টার হ'ল ওব বেশী আপন।’ মা মুখে কিছু বলেন না বটে তবে তাঁব মনোভাবও অনেকটা এই বকম তা সে জানে। আব সে জগ্রে খুব বেশী দোষ দেওয়াও যায় না তাঁদের—

ওর সব চেয়ে ভয় ছিল ওর সিন্টের সামনের টেবিলেই যে ছজন বসে—বেখা

‘আর পূর্ণিমা—তাদের আত্মীয়তার আক্রমণকে। কিন্তু দেখা গেল যে অপ্রত্যাশিত ভাবেই সেদিক দিয়ে একটি প্রশ্নও এল না। পূর্ণিমা সে সব কথা উত্থাপনই করল না—বরং যেন নিববচ্ছিন্নভাবেই ওদের প্রত্যহ দেখা হচ্ছে, এই ভাবে অফিসেব প্রসঙ্গই হু’ একটি তুলল। বরং আসা-মাত্র বেগাই কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, বিমল লক্ষ্য করল, পূর্ণিমা চোখ টিপে নিষেধ কবল তাকে।

পূর্ণিমার এই বিবেচনায় বিমল কৃতজ্ঞ বোধ না ক’বে পারল না। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সে। বাস্তবিক এতটা সহজবুদ্ধি এবং বিবেচনা পূর্ণিমার কাছ থেকে কখনও আশা কবে নি। খুব কাছে যে থাকে তাকেও মানুষ কত পবে চিনতে পাবে! হয়ত শেষ অবদি সম্পূর্ণ চেনা হয়ে ওঠে না—কত মতঃ পবিচয় প্রত্যাহেব মালিগে ঢাকা পড়ে থাকে চিবকাল! বিমল যেন নতুন ন. ব এই সত্যটা সম্বন্ধে অবহিত হ’ল।

সেদিন অফিসেব কাজ বিশেষ কিছু হবে—এ বিশ্বাসে অফিসে আসে নি সে, কিন্তু পূর্ণিমাই স্বকৌশলে তাকে দিয়ে খানিক খানিক কাজ কবিযে নিলে,—‘এইটে যদি আপনি একটু দেখে ছান।। এই কাইলটা তিনদিন ধবে আট্কে আছে, আব দেবী কবা ঠিক নয়।...আমিই সেবে নিতুম কিন্তু কতকগুলো পয়েন্ট আমি ঠিক ধবতে পাচ্ছি না। আচ্ছা এই চিঠিটার কী জবাব দেব বলুন ত—?’—এই ভাবেই। একটু একটু ক’বে কাজেব মধ্যে এসে পড়ে বিমলেবও ভাল লাগল। সে খানিক পবে বেশ সহজভাবেই কাজ-কর্ম কবে যেতে লাগল।

ছুটির পব সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পূর্ণিমা বললে, ‘আমাব একদিন খাওয়ানো পাওনা ছিল—মনে আছে আপনাব? আজ সেইটে ক্লেম কবিচি! আজ আপনি আমাব অতিথি।’

চা খাওয়া! আজ!

থমকে দাঁড়াল একটু বিমল। আজ এখন কোলাহলেব মধ্যে গিয়ে বসে বসে কতকগুলো খাবাব গেলবার মত মনেব অবস্থা নয়। সে ববং আব একদিন হবে, আজ নয়।

কিন্তু এখন কীই বা কববে সে? বাড়ী ফেবা অসম্ভব। সত্যশবণ বাবুব কাছে আগেই চিঠি লিখে তিনদিনের ছুটি নিয়েছে সে—অবশ্য তৎসঙ্গেও যাওয়া

যেতে পাবত, তবে সেখানেও ত সেই নানা প্রশ্ন, নানা কৈফিয়ৎ। এক সেই একা একা উদ্দেশ্যহীন কর্মহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। কিন্তু একা থাকতেও আব ইচ্ছা কবছে না। ববং পূর্ণিমাৰ সাহচৰ্য ঢ়েৰ ভাল। ওৱ আচৰণে একটি সংবেদনশীল অন্তৰেৱই পৰিচয় পাওৱা গেছে আজ, আব যাই হোক তা লোক-দেখানো সহানুভূতিৰ মত পীড়া দেবে না।

সে মন স্থিৰ কৰেই ফেলে।

‘চলুন, কোথায় যাবেন। আমি প্রস্তুত।’

পূর্ণিমা খুশী হয়ে ওঠে। উৎসাহেৰ আৱিক্যে বীতিমত তবতবিয়ে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে, পথে নেমেও সে জোৰে জোৰে হেঁটে এগিয়ে যায়।

কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত পার্কস্ট্রীটের যে বেস্তোবাঁটিতে এনে হাজির কবে, তাব ব্যবহৃত্যতাব খ্যাতি এমন কি বিমলেবও অজ্ঞানা নয়। সে বিব্রত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, ‘কিন্তু এ কোথায় আনলেন মিস বায়, এদেব যে বড্ড দাম। এ রীতিমত বডলোকের জায়গা!’

‘কত সাধ্য-সাধনায় আপনাকে অতিথি পেয়েছি, সাধাবণ কোন বেস্তোবাঁয় নিয়ে যেতে ইচ্ছে কবল না। আপনি একবাব দয়া ক’বে বাজী হয়েছেন, আবাব কবে এ সৌভাগ্য হবে তাব ত ঠিক নেই।’

‘তাই বলে অকাবণ এত খবচা কববেন? আব কোন ভদ্ৰ জায়গা কি খোঁজ কবলে মিলত না?...আপনাব বাজেটে ত বেশ বড বকমেব ঘাটতি পডবে। চালাবেন কি ক’বে?’

ওব আপত্তিতে আমল না নিয়ে ভেতবে ঢুকতে ঢুকতে পূর্ণিমা বললে, ‘নতুন টিউশনী পেয়েছি একটা, ক্লাস দিক্‌স্-এব একটি’মেয়ে বাড়ীতে এসে পড়ে যায়। পনেবো টাকা দিয়েছে কালই। সেটা যে টাকাব টিউশনী, এখনও বাড়ীতে জানাই নি।...কাজ কৰ্মেব ফাঁকে ফাঁকে পডাই—বেগাব, তাই সকলে ভেবেছেন। আমি অবশ্য তিল তিল কবে এই বিশেষ দিনটির জন্তে কিছু জমিয়ে বেখেছিলাম, টিউশনীৰ টাকা থেকেও কয়েকটা নিয়েছি—আমাব অবস্থা এখন রীতিমত স্বচ্ছল!’ বলতে বলতে অকাবণেই বাঙা হয়ে উঠল পূর্ণিমাৰ মুখ।

তারপর বললে, ‘আর কোথাও নিরিবিলি বসা যায় না। আপনাব যা নেনব’

অবস্থা, আপনার বেশী হট্টগোল ভাল লাগত না।’

তা ঠিক। বিমল আবারও মনে মনে ক্রতজ্ঞ বোধ করে পূর্ণিমার কাছে। এই প্রথম পূর্ণিমার কথাব মধ্যে আভাস পাওয়া গেল যে বিমলের মানসিক অবস্থাব খবর সে জানে। ওব মনে যে এত সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধ আছে তা কখনও কল্পনা কবে নি সে।

দুজনে একটি কোণে নিবিবিলি বসে।

‘কী থাকেন’ অনাবশ্যক বোধে এ প্রশ্নও কবে না পূর্ণিমা। ‘বয়’কে ডেকে দু-একটা সাধারণ খাবারের ফরমাস করে। অর্থাৎ দামী কোন খাবার বললে বিমল প্রতিবাদ করবে—ততটুকুও ব্যস্ত করতে চায় না সে ওকে।

বিমল ক্রান্ত ভাবে তাব চেগাবটায় যেন এলিয়ে পড়েছিল। সেদিকে চেয়ে চকিতের মধ্যে পূর্ণিমাব চোখ ছলছলিয়ে এল কিন্তু সে প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন ক’বে বললে, ‘আচ্ছা, একটা কথা বলব? অলুবোধেব সাহস নেই—কিন্তু বিবেচনা ক’বে দেখবেন?’

‘কী বলুন ত?’ বিমল অবাক হয়ে তাকায।

‘আচ্ছা, নাম ধবে ডাকলেই কি খুব একটা ঘনিষ্ঠতা হয়? মানে অপ্রীতিকর কোন ঘনিষ্ঠতা? ছোট বোনদেবও ঐ নাম ধবে ডাকে মাছুষ।...আপনি ঐ মিস্ বায় বলাটা বন্ধ কববেন? আমাব কানে যেন ওটা আঘাত কবে। নাম ধবেই না হয় আপনি আক্ষে কববেন।’

যেন মবীয়া হযেই বলে ফেলে সে—চবম সাহসে ভব ক’বে। সঙ্গে সঙ্গেই অপমানের আশঙ্কায় তাব কানের ডগা থেকে ঘাড পর্যন্ত অরুণবর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু আজ আব কোন রুচ কথা বিমলেব মুখ দিয়ে বেকল না, ববং একটা ম্লান অথচ সস্নেহ হাসিই দেখা দিল। সে কোমলকণ্ঠে উত্তর দিল, ‘কেন, তুমি বলতে দোষ কি?’

‘সে সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতেও সাহস পাই না যে।’ পূর্ণিমার গলাটা কেঁপে যায় অনিচ্ছাতেও।

‘আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। হঠাৎ হয় ত একদিনেই হয়ে উঠবে না। এত দিনের অভ্যাস বদলাতে সময় লাগবে—’



‘দেখুন যেদিনই আবস্ত করবেন সেদিনই বাধো বাধো ঠেকবে। যা করবার এখনই কবে ফেলা ভাল। প্লীজ। প্রসন্ন হয়েছেন ত আব মত ফিরিয়ে নেবেন না।’

কতকটা অস্থানযের ভঙ্গীতেই হাত দুটো যেন টেবিলের ওপৰ জড়ো করে পূর্ণিমা। সেই সময় তাব মুখেব ভাবে যে এক বকমেব সশঙ্ক আশা প্রকাশ পায়, সমস্ত দেহেব ভঙ্গীতে যে দৈন্ত ও অস্থানয ফুটে ওঠে—তা দেখে আবাবও আজ বিমলেব মনে ক্ষণকালেব জ্ঞাত মোহেব সঞ্চাব হয়; সে টেবিলেব ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে ওব হাত-দুটোব ওপব সম্মুখে গোটা-দুই চাপড মেবে বলে, ‘হবে বলছি ত। অপ্রয়োজনে শুধু শুধু ডাকি কি কবে!’

আনন্দে পূর্ণিমা যেন ঝলমলিয়ে উঠল। কিন্তু সে অলক্ষণেব জ্ঞাতই, পবমুহূর্তেই মুগ্ধতা স্নান ক’বে বললে, ‘এ সময়ে এসব কথা তোলা হয়ত আমাব পক্ষে উচিত হয় নি। মাপ কববেন।’

বিমলেব মুখ থেকে সে স্নান হাসিটুকুও মিলিয়ে গেল। কিন্তু পূর্ণিমাৰ হাতেব ওপব থেকে হাত সবাৰ না, ববং ঈষৎ একটু মুঠি-কঁবাৰ ভঙ্গীতেই ধবে বইল।

পূর্ণিমা একটু পবে আবাব আস্তে আস্তে বললে, ‘মাষ্টাব মশাইকে আপনি বড্ড ভালবাসতেন, না? সাধাবণত আজকাল এবকম গুরু-শিষ্যেব সম্পর্ক দেখাই যায় না। আপনাৰ এতখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যিনি পেয়েছিলেন তিনি না জানি কী আশ্চর্য মাছুষ ছিলেন! .

এব উত্তবে কথা বলতে গিয়ে বিমল সামলে নিলে নিজেৰে। অভ্যস্ত ‘আপনি’ শব্দই মুখ দিয়ে বেবিয়ে আসছিল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেৰে সহজ ক’বে নিয়ে বললে, ‘কিন্তু মাষ্টাব মশাইযেব মৃত্যুৰ পবব তুমি শুনলে কী ক’বে?’

একটা অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণিমাৰ সমস্ত দেহটা শিউবে বোমাক্ৰিত হয়ে উঠল। এ তাব জীবনে অভাবনীয় এক বিজয়গৰ্ব। কিন্তু সে সহজভাবেই উত্তব দিল, ‘আমাদেব অফিসেব বাদল বলছিল। ও যেন কাব কাছ থেকে শুনছে। আপনি দু’দিন অফিসে না আসাতে আমি—আমবা সকলেই একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম। বলাবলি কবছি শুনতে পেয়ে বাদল বললে, কে এক ওর ছেলেবেলাৰ মাষ্টার বুকি মাৰা গেছে—সেই শোকে ও একেবারে নাকি মুষড়ে পড়েছে।...বাদলেব যা অভিজ্ঞতা, নিজের চোখ দিয়েই ছুনিয়ার সব কিছু দেখতে অভ্যস্ত ওরা—খবরটা

দিয়ে অনায়াসে বলে বসল, ছোকরার সব তাইতেই যেন বাড়াবাড়ি।’

ইতিমধ্যে ‘বয়’ চা ও খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। প্লেটে খান-দুই প্যাষ্টি তুলে ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে পূর্ণিমা আস্তে বললে, ‘আপনার বোধ হয় এক-দিন খাওয়াও হয় নি।’

‘না না খেয়েছি বৈকি। আমাকে ভুল বুঝো না তোমরা। ঠিক সবটাই হয়ত আমার শোক নয়।...একটা ঝড় বয়ে গেছে আমার মনের ওপর দিয়ে ঠিকই—কিন্তু সেটা শুধু এই মৃত্যুই নয়।...এতদিনেব অভিজ্ঞতায় যে মতটাকে সত্য বলে ভেবে আঁকড়ে ধরে ছিলুম হঠাৎ একদিন, মাত্র কুড়ি বাইশ দিন আগে মাষ্টাব মশাই এসে সব উল্টে দিয়ে গেলেন। তিনি সাধারণ মানুষ নন, আমার কাছে নন অস্বস্ত—তিনি দীর্ঘ দিন ধরে ভেবে যা সত্য বলে স্থির করেছেন তাই আমাকে বলেছেন! এ সব ব্যাপারে কিছুই সামান্য ছিল না তাঁব কাছে, তা আমি জানি—। কাজেই তাঁব সেই কথাগুলোই যথেষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে আমার মনে। নতুন ক’রে সব কিছুর মূল্য-মান নির্ণয় করা, জীবনের পবিচিত্র মূল্যবোধের ধারণা পাল্টে ফেলা ত সহজ কথা নয়! তাঁব জ্ঞানও প্রস্তুত হচ্ছিলাম—কিন্তু মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আবার সব উল্টে দিয়ে গেলেন মাষ্টাব মশাই, আমার ওপবই বিবেচনার ভার দিয়ে গেলেন! এ যে আমার কাছে কতখানি গুরুতব ব্যাপার, তা কেউ বুঝবে না পূর্ণিমা!’

আবারও একটা প্রচণ্ড খুশী ব চেউ বয়ে গেল পূর্ণিমাব ওপব দিয়ে, একটা অসহ পুলকের আঘাতে হৃদয়ের সব ক-টা তন্ত্রী বিন্ বিন্ করে উঠল কিন্তু সে প্রাণ-পণ চেষ্টায় স্থির হয়েই বসে বইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, ‘আপনি খাবাব কিছু মুখে তুলুন, চা একেবারে জুড়িয়ে যাবে নইলে—’

‘হ্যা—এই যে!’ তাডাতাডি চামচে দিয়ে খানিকটা ওমলেট তুলে মুখে দেয় বিমল। পূর্ণিমাও একটুখানি প্যাষ্টি ভেঙ্গে মুখে দিয়ে বললে, ‘দেখুন অনেকদিন আমার একটা কথা মনে হয়েছে আপনার সম্বন্ধে—সাহস ক’বে বলতে পারি নি। বলব?’

‘বলো না—’কৌতূহলী হয়ে ওঠে বিমল।

‘আমার কেমন মনে হয়, চাকরী করাটা আপনার একেবারেই বেমানান।...

আপনার উচিত ছিল মাষ্টারী করতে যাওয়া। আপনার মত চিন্তাশীল এবং সিবিয়াস টাইপের লোক শিক্ষকতা করতে গেলে সত্যি-সত্যিই দেশের ছেলেমেয়ে-গুলো মানুষ হ'ত !' .

বিমল যেন অকস্মাৎ ছেলেমানুষের মত হয়ে ওঠে ; সামনেব দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'তুমি সত্যি বলছ ! মাষ্টারী করতে গেলে ভাল হ'ত ? তাই যাবো ?... এখনও ত সময় আছে !'

পূর্ণিমা'ব মুখ নিমেষে স্নান হয়ে ওঠে, 'ওমা। তাই ব'লে এখন যেন যাবেন না। দোহাই আপনাব।'

'কেন ?'

'তাহলে আপনাব সঙ্গে আব দেখাটুকুও যে হবে না। ঐ অফিসে আমি একা—আপনি নেই, সে আমি ভাবতেও পারি না।'

'ও, এই কথা !' বিমল হেসে ফেলে, 'আমি বলি না জানি কি ! তুমিই কি চিবকাল এই অফিসে চাকরী করবে ! বিয়ে-থা ক'বে কোথায় চলে যাবে—আমবা আব পাত্তাই পাবো না।'

জোব ক'বে যেন হালকা হয় সে !

কিন্তু পূর্ণিমা'ব মুখখানা যেন নিমেষে বিবর্ণ, বক্তৃহীন হয়ে যায় কথাগুলো শোনা'ব সঙ্গে সঙ্গেই। সে অগ্নমনস্ক ভাবে ওমলেটে'ব ওপর ছুবি চালিয়ে সেটাকে অকারণেই টুক'বো টুক'বো করে—কোন কথা বলে না।

অত্যন্ত কোন ব্যথা'ব স্থানে ঘা দিয়েছে বুঝতে পেবে বিমল অমৃতপ্ত হয়ে ওঠে।

বেস্তো'ব'। থেকে বেবিষে সাড়ে-সাতটা নাগাদ পূর্ণিমা'কে যখন তার বাড়ীর বাস্-এ ডুলে দিল বিমল, তখন কে জানে কেন, নিজে'কে অনেকটা প্রকৃতিস্থ বোধ হ'ল ওর। কিন্তু তবু তখনই বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা হ'ল না। সংকীর্ণ দুটি ঘরে অতগুলি প্রাণী। ভাই-বোনেরা আজকাল সকলেই অল্পবিস্তর পড়ায় মন দিলেও—সে যেন

বড় বেশী জনতা, বড় বেশী কোলাহল। তার চেয়ে এমনি উদ্বেগহীন, কর্মহীন ভাবে খানিকটা পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো ঢের ভাল।...

সে পায়ে পায়ে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ তার বাড়ীর উল্টো দিকেই এগিয়ে চলল।

কিন্তু খানিকটা চলার পরই দেখা হয়ে গেল—প্রায় ধাক্কা লেগে গেল—ওর বন্ধু কুমুদীশের সঙ্গে।

‘আরে, এই যে বিমল! ভালই হয়েছে, তোর বরাত ভাল! আয় আমার সঙ্গে—’

সে একরকম ওকে টানতে টানতেই নিয়ে চলল আবাব পার্ক স্ট্রীটের দিকে।

‘আবে থাম্ থাম্—ব্যাপাব কি? চললি কোথায়?’ বিস্মিত বিমল প্রশ্ন কববার চেষ্টা কবে।

‘এই যে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে। একটা ট্যাক্সি নিতে হবে। নইলে সাড়ে আটটার মধ্যে বালিগঞ্জে পৌছনো যাবে না। সেই তে-কোণা পার্কের কাছে জায়গাটা। একটু আগেই যাওয়া ভাল।’

‘তুই যা ভাই। আমার আজ আব ভাল লাগছে না।’

‘আগেই ভাল লাগছে না? কোথায় যাচ্ছি বল্ দিকি?’

‘কী জানি, কোন মিটিং হবে আব কি। কিংবা জলসা।’

‘না হে বাপু না। তুই বুঝি আজকাল খবরের কাগজও পড়িস না? খাস একজন ইংবেজ কবি ভাবতে এসেছেন সে খবরটা বাখো? জলজ্যান্ত, living কবি। ইংবেজীতে কবিতা লিখে যিনি জীবিকা চালান! তাঁকে আমরা কজন মীট করব আজ এক জায়গায়। চল—দেখে আসবি। মন খাবাপ থাকে—মন ভাল হয়ে যাবে, চল।’

বিমল আর বাধা দিলে না। শিক্ষা ও সাহিত্যের ব্যাপাবে আজও তাব যথেষ্ট অলুবাগ আছে। মন যদি ভাল হয় ত—ববং এইতেই হবে।

ট্যাক্সিতে উঠে কুমুদীশ ব্যাপাবটা বুঝিয়ে বললে, ভদ্রলোক এসে অবধি সভা-সমিতি যথেষ্ট কবেছেন। এখন তিনি চান এদেশের ক’জন সাহিত্যিককে মীট করতে। সাহিত্য-পরিষদেও গিয়েছিলেন কিন্তু সে ফর্মাল সভা, উনি চান নিভৃত ‘তোতাতে’ গোছের কিছু। সেই জন্তেই বালিগঞ্জে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে

একটু বসবার আয়োজন করা হয়েছে।

‘বড় জোর শ’থানেক লোক হবে। আমাদের এক অধ্যাপক বন্ধু উদ্যোক্তার মধ্যে আছেন, তাই আমি খবর পেয়েছি।’

বিমল একটু সঙ্কোচেব সঙ্গে বললে, ‘তা এত প্রাইভেট ব্যাপারে অনিমন্ত্রিত আমাব যাওয়া কি ঠিক হবে?’

‘ওহে সন্ধিবেচক মশাই, নাহ’লে আমি নিয়ে যাবো কেন? ব্যাপাবটা এত তাড়াতাড়ি ঠিক কবা হয়েছে যে সাহিত্যিকদের বেশীভাগকেই কোন খবর দেওয়া যায় নি। যাব সঙ্গে যাব অর্থাৎ ইন্টারেস্টেড কোন লোকের দেখা হবে, সে ই তাকে ধবে নিয়ে যাবে, এছাড়া ত কোন উপায় নেই! কিছুই যদি লোক না থাকে ত তিনিই বা কি ভাববেন!’

বিমল আব কিছু বললে না।

ক-দিন সে খবরের কাগজ পড়ে নি সত্যিই। পৃথিবীর কোন খবরই সে বাখে না। কেন যে তাব এত দুশ্চিন্তা, মনের মধ্যে এ অস্থিরতা তাও ত বোঝে না। জগতের সকলের ভাব কিছু ভগবান তাব ওপব দিয়ে এখানে পাঠান নি। যে ক-জনের সম্মুখে তাব প্রাথমিক দাখিল—তাদের ভাবই কি সে স্বর্ভূভাবে বইতে পাবছে? মিছিমিছি তাব এত আকুলতা এবং ব্যাকুলতা সত্যিই হাস্যকর।...

বালিগঞ্জে যেখানে কবির সংবর্ধনাব আয়োজন হয়েছিল, সেটা নিতান্তই মাঝারী গোছেব বাড়ী। বাড়ীর পেছনে সামান্য একটু ‘লন’—যে-কোনদিকে তাকালেই রং-কবা বড় বড় নর্দমাব নল চোখে পড়ে, কাবণ সব বাড়ীরই পিছন দিক এটা—এমন কি এই বাড়ীরও। হযত ওদের দেশেও সহবে এমনি ব্যবস্থা ছাড়া উপায় থাকে না—কিন্তু বিমলের একটু লজ্জাই কবতে লাগল। লনের মধ্যে শ’ দেড়েক ভাঁজ-কবা চেমাব পাতা, কিন্তু লোক এসেছে এখনও অবধি জনা-কুড়ি। চায়ের ব্যবস্থাও কবা হয়েছে ছোট বকম।

এই কবির নাম বিমল জানে, ওঁব দু-একটি কবিতা পড়াবও স্রযোগ হয়েছে তাব। এমন খুব বড় দবের কবি নন, ওদেশ ব’লেই কবিতা লিখে খেতে পাচ্ছেন, এখানে হ’লে খবরের কাগজের অফিসে চাকবী খুঁজতে হ’ত। ভদ্রলোক আলে

ঘোর কম্যুনিষ্ট ছিলেন—এখন নাকি একেবারে উল্টো। বর্তমানে পৃথিবী ভ্রমণে  
বেরিয়েছেন—কী উদ্দেশ্য কে জানে। কিংবা শুধু ভ্রমণই উদ্দেশ্য।

ঠিক সময়েরও দশ মিনিট পরে কবি এলেন। সন্ধ্যায় একটা প্রেস কন্ফারেন্স  
ছিল, সেখানে আসতে দেরি হয়ে গেছে। সেজন্য আগেই সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা  
করলেন। হাত জোড় করতে শিখেছেন ইতিমধ্যেই, নমস্ते শব্দটাও আয়ত্ত ক’রে  
নিষেছেন।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। সৌম্য মুখকান্তি। ভালই লাগল বিমলের। চা-পান  
শেষ হ’লে তিনি কিছু বলবেন, নিজের কবিতা থেকেও আবৃত্তি করবেন শোনা  
গেল। বিমল একটু সামনের দিকে এগিয়ে এসে বসল।

এখানকার দু-একটি বাঙ্গালী কবি কবিতা পাঠ কবলেন। একজন নিজেবই  
তর্জমা কবা পক্ষু ইংবেজী অনুবাদও শোনালেন। তারপর কবি স্বয়ং উঠলেন।  
অনেক কথা বললেন তিনি। কথায় কথায় গান্ধীবাদের প্রসঙ্গ উঠল। তিনি  
বললেন, ‘গান্ধীবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা ছিল, নিন্দা প্রশংসা দুই-ই। এখানে  
এসে ওঁর কতকগুলি বই উপহার পেয়ে পড়ে দেখেছি। ওঁর লেখা পড়তে পড়তে  
আমার আদিম ক্রীষ্টানিটি বা খৃষ্টধর্মের কথা মনে পড়ে যায়। তেমনি সহজ  
সরল, তেমনি স্বীয় বিশ্বাসে অটল। অনেকে দোষ দেন যে বড় বেশী উনি ঈশ্বর  
ঈশ্বর কবেছেন—কিন্তু তাতে দোষ কি? What’s wrong with God? প্রথম  
যুগে সরল, প্রায়-মূর্খ যে সব বিশ্বাসী ক্রীষ্টানের কথা পড়ি তাঁদের দ্বারা মানুষের বহু  
উপকার হয়েছে—এখনকার সংশয়বাদী পণ্ডিতবা তাব শতাংশও কাজে লাগছেন  
না মানুষের!’

আরও অনেক কথা বললেন কবি। যা বললেন তাব সাবাংশ এই : যা কিছু  
একালের তা যেমন খাপাপ হ’তে পাবে না, তেমনি তাব সবটাই ভাল, তা-ও মনে  
করার কোন কারণ নেই। আমবা হয়ত একদিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তেমনি আব  
একদিকে পিছিয়ে পড়ছি। গান্ধীজি যদি ইন্ডাষ্টিয়ালিজেশনকে সমর্থন না  
ক’রে থাকেন ত বিস্মিত হবার কিছুই নেই। যন্ত্রবিস্তারই মানবসভ্যতার স্বাভাবিক  
প্রগতি তা কে বললে? বিলাত শেক্সপীয়ার, শেলী, কীটস্, ওয়ার্ডসওয়ার্থের  
দেশ—কিন্তু সেখানে কাব্য আজ মাত্র জনাকতকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

কাব্যের পাঠক নেই। এ হ'ল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজেশনের প্রত্যক্ষ ফল। আমরা হয়ত যন্ত্রশিল্পে এগোচ্ছি—তেমনি কারু-শিল্পে পিছিয়ে যাচ্ছি। কেউ কেউ তীক্কে উপদেশ দেয়, তোমরা 'পিপ্ল'-এব জগ্ন লেখো না কেন? গণসাহিত্য রচনা করো, পাঠক পাবে। কিন্তু তাঁদের উপদেশমত লিখলে—কবির মতে—একজন পাঠকও পাওয়া যাবে না। যাদের 'পিপ্ল' বলা হয়,—তিনি ইংলণ্ডের কথা অন্তত জানেন—তাদের কাছে আজও শেলীর কবিতাই সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু শেলী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পিপ্ল-এব একজন ছিলেন না।

আবও অনেক কথাই বললেন তিনি। সব কথা বিয়ল শোনেও নি ভাল ক'বে। সে ভাবছিল পূর্ণমাষ্টাব মশাইয়ের কথা। তিনিও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন সম্বন্ধে এই আশঙ্কাই প্রকাশ ক'বে গেছেন। গান্ধীবাদ সম্বন্ধেও সেই অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত অর্দাশনী সামান্য ইঞ্চলমাষ্টাব যা বলে গেছেন এতবড় পণ্ডিত ইংবেজ কবি—বাজনৌতি যাব কাকব চেয়েই কম জ্ঞান। নেই—তাঁর মতের সঙ্গে আশ্চর্য বকম ভাবে মিলে যায় না কি?

তবে কি সেই বুদ্ধের কথাই ঠিক!...

'কী ভাবছিস? তুময় হয়ে?' কল্পুয়ের গুঁতো মেবে কুমুদীশ বলে ফিস্ ফিস্ ক'বে, 'লোকটা ধবেছে কিন্তু ঠিক। এদেশেও একদল লোক গণ-সাহিত্য বলে চেষ্টায়। তাদের কান ধবে এনে শোনাতে ইচ্ছে কবে। এই নিয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই তর্ক হয়। আমি ত তা-ই বলি। রামায়ণ মহাভাবতের চেয়ে গণসাহিত্য আমাদের দেশে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। যেমন ওদেশে বাইবেল।... যে গবীর, যে শ্রমজীবী, যে দাবিদ্রো দুঃখে নিষ্পেষিত সে বাজা বাজকতাব কাহিনী শুনতে চাইবে—এইটেই ত স্বাভাবিক। মজুবদের কথা মজুবদের কি চাষীদের কাছে ভাল লাগবাব কথা নয়। তথাকথিত গণসাহিত্য পড়ে বাহবা দিই আমরা—মধ্যবিত্ত ও ধনী পাঠকবা। আমাদের কাছে ওটা বিষ্ময়। সমাজের যারা অবহেলিত বলে পবিচিত, ব্যাকওয়ার্ড মাস, তাদের নিয়ে গল্প লিখলে সবচেয়ে বেশী বাহবা পাওয়া যায়—কিন্তু তাবা সে বাহবা দেয়, না তাবা সে-বই পড়ে? তাদের কাছে ঐ বাজাবাজডা বা দেবদেবীর কাহিনীই সব চেয়ে ভাল লাগাব কথা!'

কুমুদীশের বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে যেত হয়ত—কে একজন ওদিক থেকে চাপা ধমক

দিলেন। কারণ কবি তখন স্বরচিত কবিতা শোনাতে শুরু করেছেন।

—কিছুক্ষণ পরেই বৈঠক শেষ হ'ল। কুমুদীশ এগিয়ে গেল কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু আলোচনাব স্রবিধা পাওয়া যায় কিনা দেখতে। বিমল সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে। সে চায় কিছুক্ষণ নির্জনে কথাগুলো ভেবে দেখতে। লোকজনের ভীড় বা উত্তেজিত আলোচনা, কোনটাই তাব সহ হবে না।

রাত প্রায় দশটা বাজে। ট্রাম বাস প্রচুব। একটু ইতস্তত করলে সে। পথ দীর্ঘ, বেশীবাতে হ'লে বাড়ীর সবাই ভাববে। কিন্তু দু'একখানা বাস-এব অবস্থা দেখে তাব আর উঠতে ইচ্ছা হ'ল না। এখনও সমান ভীড়। কোন বকম ভীড়ই ভাল লাগছে না।...সে সোজা হাটতেই শুরু করলে।

তাহ'লে সেদিন সেই মাঠেব মধ্যে বসে পূর্ণ মাষ্টাবমশাই যে কথাগুলো তাকে বলে গেছেন—সেই কথাই ঠিক! গান্ধীজিই ঠিক বুঝেছিলেন? সারা পৃথিবী যে উন্নত আবেগে এগিয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক-শিল্প-প্রসাবে—সেটা কি আগাগোড়া একটা বিরাট ভুল হচ্ছে? কাব্য সাহিত্য শিল্প এবং সেই সঙ্গে চিরকালীন মানবের যা সর্ব-প্রধান আশ্রয় ও সাহুনা, সহজ সরল ঈশ্বর-বিশ্বাস সব কিছু ধুয়ে মুছে দেবে এই যন্ত্রদানব—তার জায়গায় ডেকে আনবে স্বার্থ-সংঘাত আর তাব অবশস্তাবী পরিণতি যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র!...

কে জানে!...

What's wrong with God?...

এলোমেলো অসম্বন্ধ কথা সব মনে হচ্ছে কেন?

কিসের কথা ভাবছিল সে? পূর্ণবাবুব কথা? দেশ এবং জাতিব উন্নতির ফলে যদি পূর্ণবাবুব মত লোক দু'চার-জনও না তৈবী হয়, তাহলে দেশের সেইটেই হবে দুর্ভাগ্য!...

না। এসব কথা ভাববার সময় তার নেই, সে মাথাটা নাড়া দিয়ে যেন নিজেকে চিন্তামুক্ত করতে চায়।...অতবড় চিন্তায় তার কি দরকার। কীই বা কবতে পারে সে? কতটুকু পারে? তিনটে বোনের বিয়ে দিতে হবে তাকে। অন্ধ বাবা, ক্লম মা। ছোট ভাইটাকে জোর ক'রে লেখাপড়া ছাড়িয়েছে।... যদি এখনও সম্ভব হয় ত তাকে পড়াবে। তার ঘাড়ে কারখানার কাজ চাপিয়ে দেবার



হয়ত বিমলের সত্যিই কোন অধিকার ছিল না। ওব মতই যে অভ্রান্ত, এমন অহঙ্কারেব ভূত কেন তাব মাথায় চেপেছিল কে জানে !

পথ ক্রমশ জনহীন হয়ে আসছে। কচিং ছ একটা গাড়ী এবং ট্রাম বাস।... উত্তর-পশ্চিম দিকে মেঘ জমেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্রবণে তাব ঘনকৃষ্ণ আডম্বটা চোখে পড়ে।...এখনও দীর্ঘ পথ তাকে চলতে হবে। শেষ অবধি বাস-এই চাপতে হবে নাকি ?

সে আবও জোবে হাঁটতে শুরু কবল।

## ২৩

ঝড়টা ওঠবাব আগেই বিমল কোনমতে বাড়ী এসে পৌঁছল। একেবাবে এড়াতে পাবে নি অবশ্য, গলিব মোড়ে পড়বাব সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম ঝাপটটা উঠে পড়েছিল, তাব ফলে ধূলো আব জঞ্জালে মাথা-মুখ ভবে গেছে। মুখের মধ্যেও ঢুকেছে ধূলো।... শেষ-এটুকু ছুটেই এসেছে তবু। আব এক মিনিট দেরি হ'লেই জলও এসে পড়ত—চৌকাঠ ডিঙ্কোবাব সঙ্গে সঙ্গেই বড বড ফোঁটায় বুষ্টি নামল।

দীর্ঘ পথ জোবে হেঁটে আসতে হয়েছে, তাব ওপব শেষটা ত ছোটাই—সদবেব ভেতবে পড়ে নিঃশ্বাস নেবাব জুই থামতে হ'ল তাকে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে তখন—কোনদিকে তাকিয়ে দেখবাব মত অবস্থা তাব নয়। প্রথম নিঃশ্বাসটা ফেলে সে সবে পকেট থেকে কমালটা বাব কবে কপাল ও ঘাড়ের ঘাম এবং ধূলো মুছতে শুরু কবেছে—কে একজন সেই অন্ধকাবের মধ্যেই পায়ের ওপব লমড়ী খেয়ে পড়ে প্রণাম কবলে এবং ব্যাপারটা কী ঘটে গেল ভাল ক'রে বোঝবার আগেই উঠে ওকে সজোবে জড়িয়ে ধবল।

‘দাদা এতক্ষণে ফেরবার সময় হ'ল আপনাব! আমি সেই সন্ধ্যা থেকে এখানে বসে আছি খবরটা আপনাকে দেব বলে। এখনও বাড়ীতে কাউকে বলি নি। আপনাকেই আগে দেব বলে চেপে রেখেছি!’

অন্ধকারেও না চেনবার কোন কারণ নেই। এমনি ক’রে জড়িয়ে ধবা পুর্ণকের এক বদভ্যাস।

বিমল হেসে বললে, ‘ব্যাপাব কি বে পুলক, ছাড় ছাড়। শ্রাণ গেল যে ! একটু দম নিতে দে। অনেকটা ছুটে এসেছি।...এত উচ্ছ্বাস কিসেব ? মাইনে বেড়েছে ?’

পুলক আলিঙ্গনটা একটু শিথিল কবলেও একেবারে ছাড়লে না। বললে, ‘একটু আধটু নয় দাদা। একেবারে হু’শ’ কুড়ি টাকা হয়ে গেল। আমি গ্যাসিস্ট্যান্ট ফোবম্যান হয়েছি !’

‘সে কি ? কবে পরীক্ষা দিলি, আমাকে ত বলিস নি।’

‘পরীক্ষা দিতেই হয় নি। শুধু না কী ব্যাপাব। পবন্তু শুনলুম আমাদের ফোবম্যান হঠাৎ মারা গিয়েছেন। তিন চাব দিন আগেই একটা স্ট্রোক হয়েছিল, তাইতেই মাঝে গেলেন। কাল শুনলুম সে জাঘগাঘ—তাঁব যিনি গ্যাসিস্ট্যান্ট তাঁকেই প্রমোশন দেওয়া হবে, আব গ্যাসিস্ট্যান্টের জ্ঞান বিজ্ঞাপন করা হবে কাগজে।... অনেকক্ষণ ভাবলুম কথাটা শুনে। হু’পা এগুই—তিন পা পিছুই। শেষে চবম সাহসে ভব ক’বে ছুটিব পব দেখা কবলুম ইঞ্জিনিয়ার বড সাহেবের সঙ্গে। একবকম মরীয়া হয়েই চলে গেলুম, কী আব কববেন, বড জোব তাড়িয়ে দেবেন, এইত।... তিনি আমার কথা শুনে প্রথমটা বিরক্ত ভাবেই হুরু কুঁচকে ছিলেন, তাবপব কী ভেবে বললেন, “তুমি জানো যে গ্যাসিস্ট্যান্ট ফোবম্যানের কতকগুলো কোষালি-ফিকেশন, খানিকটা লেখাপড়া দবকার। আমার এসব কাজে পরীক্ষা ক’বে লোক নিই।” আমি বললুম, “জানি স্যাব। আমার কলেজের ডিগ্রী সার্টিফিকেট নেই কিন্তু পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি। আমাকে আপনি দয়া কবে প্রশ্ন করুন।” একটা কথা দাদা, আপনাব আশীর্বাদে ইংবেজীতেই কথা বলছিলুম। বোধ হয় তাইতেই সাহেব একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, একজন মজুবের মুখে ইংবেজী কথা আশা করেন নি।...তিনি তখন হু’ একটা এমনি খুচবো প্রশ্ন কবলেন।...ববাতটাই ভাল ছিল, ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে ফেললুম। তখন তিনি আবও কয়েকটা কঠিন প্রশ্ন করলেন। ছুটোব উত্তর দিলুম, একটা পাবলুম না।...ওঃ, তখন যা মনব অবস্থা দাদা, ঘেমে গিয়েছিলুম, ভয়ে লজ্জায়।...সাহেব কিন্তু রাগ কবলেন না, বরং কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, “সাবাস্। তোমাব লজ্জার কোন কারণ নেই, এ

প্রশ্নেব উত্তর অনেক পাস-কবা ইঞ্জিনিয়ারও দিতে পাবত না। তুমি এত লেখাপড়া করলে কোথায়? এসব ত কলেজে পড়তে হয়।...আব তাহ'লে মজুরেব কাজই বা কবছ কেন?" তখন ভবসা পেয়ে সব খুলে বললুম ওঁকে। উনি শুনে বললেন, "অল বাইট, তুমি এখন বাড়ী যাও। আমি এখনই ম্যানেজিং ডাইবেক্টাবেব কাছে যাবো, তোমাব কেস তাঁকে জানাব—তাবপর তাঁব ইচ্ছা।"।

এক নিঃশ্বাসে এই দীর্ঘ কাহিনী বলে বোধ কবি দম নেবাব জন্মেই থামল পুলক।

বিমল বললে, 'তাবপর?'

'আমি কোন আশা বাগি নি দাদা। তাই কাউকে বলিও নি, আজ অফিসে গিয়েই শুনলুম ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ডেকেছেন। বুক ছুর ছব কবতে লাগল, ঘেমে নেমে উঠলুম। সাহেবেব ঘবে যেতেই সাহেব হাসিমুখে উঠে এসে আমাব সঙ্গে শেক্-হাও কবলেন, বললেন, "যাও—তোমাব চার্জ বুঝে নাও। আশা কবি তুমি আবও উন্নতি কববে। তোমাব কেস শুনে ডিবেক্টাবেব সকলেই অবাক হয়ে গেছেন। তাঁবা তোমাকে দেখতে চান। এব পবেব মীটিং-এব দিন তোমাকে সঙ্গে ক'বে নিয়ে যাবো।"...ব্যস। আজ কাজ ক'বে আসছি একেবাবে।'

পুলক আবাব হেঁট ওকে প্রণাম ক'বে বললে, 'এ শুধু আপনাব দযাতেই সম্ভব হ'ল দাদা।'

এবাব বিমলই ওকে বুক চেপে ধবে বললে, 'আমাব দয়ায় নয়, তোমাব চেষ্টাতেই হয়েছে। এ তোমাব পুরুষকাব!'

সে ভেতবেব দিকে এগোচ্ছিল—পুলক বাবা দিলে। বললে, 'আবও একটা কথা সেবে নিই দাদা।...আমি যে এই অসাধ্য সাধন কবলুম, আমাকে কী দেবেন? বংশীষ?'

বিমল হেসে ফেলে বললে, 'বা বে, উল্টো চাপ। তুই কোথায় আমাদের খাওয়াবি—না আমি দেব বংশীষ।'

'ছোট কেউ পবীক্ষায় পাশ কবলে গুরুজনবা তাকে নানাবকম উপহার দেন—এ ত বহুকালেব বেওয়াজ দাদা!'

'কী উপহার চাস বল!'

‘দেবেন—যা চাইব ?’

‘সান্দ্যে কুলোলে দেব !’

‘প্রতিজ্ঞা করছেন ত ?’

‘হ্যাঁ রে হ্যাঁ—ব্যাপাব কি বল তাড়াতাড়ি। বাত হয়ে যাচ্ছে।’

‘অমলের এ কাজ একদম ভাল লাগছে না। সে চায় পড়তে, পাস করতে। হয়ত সে সময় চলে যায় নি। তাকে পড়তে দিন, যতদিন না সে লেখাপড়া শেষ ক’রে রোজগার কবতে শেখে—তাব ভার আমাকে বইতে দিন দাদা।...দোহাই আপনার, না বলবেন না !’

অনেকক্ষণ চুপ ক’বে দাঁড়িয়ে বইল বিমল। ওবই ছোট ভাই অমল, তাব কথাই আজ সে বেশী কবে ভাবছিল না ? ..বাইরে ভীষণ দুর্ধোগ চলেছে, প্রকৃতির উন্মত্ত উদ্দাম মাতামাতি। কিন্তু তাব চেয়েও তাব অস্তবের দুর্ধোগ বুঝি বেশী।

খানিক পরে প্রায় ভগ্নকণ্ঠে পুলক বললে, ‘এটা কি আমার খুবই ধৃষ্টতা হচ্ছে ? এটুকু ভিক্ষে আমাকে দিতে পাবেন না ?’

আন্তে আন্তে বিমল উত্তর দিলে, ‘কিন্তু এটা ত দেওয়া নয় ভাই, এ যে নেওয়া ! যত ক’বেই ঘুরিয়ে বল না কেন—সত্যি যা তা হচ্ছে এই যে, তুই আমাদের সাহায্য করতে চাস।’

‘আপনিই ঘুরিয়ে ধরছেন দাদা। এত দুঃসাহস আমার জীবনে হবে না।... আপনি এইটুকু শুধু নিন—আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে !’

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিমল বললে, ‘পুলক, আমি তোকে সত্যি কথাই বলছি, অমলকে আবার পড়াব—অবশ্য যদি সে বাজী থাকে—আজই একটু আগে মন স্থির কবেছি। টাকাকড়ির কথাটা আমি এখনও ভাবি নি।...আচ্ছা, যদি দরকার হয় তোর কাছ থেকেই নেব !’

পূর্ণিমার সেই দিন থেকে কেমন যেন একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে। সে বোজ্জই এসে একবার ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে বিমলের চেয়াবটাব দিকে। বোজ্জই একটা যেন আশঙ্কা থাকে যে হয়ত এর মধ্যেই বিমল অফিস ছেড়ে কোথাও চলে গেছে—গিয়ে দেখবে সে চেয়ার খালি কিংবা অল্প কেউ বসেছে।

বিমল তাব সে দৃষ্টিব অর্থ বোঝে কিন্তু বিবক্ত হয় না। বরং একটা কৌতুক অনুভব কবে। পূর্ণিমা সন্ধ্যা তাব মত অনেকটাই বদলে গেছে, আজকাল ওকে দেখলে সে খুশীই হয়, একটা স্নেহ প্রশ্ন ফুটে ওঠে তাব দৃষ্টিতে।

শুধু তাই নয়, পূর্ণিমাবই অনুবোধে এস-এ-এস পবীক্ষাতেও বসতে হয়েছে তাকে। পূর্ণিমাই প্রত্যহ খোঁচাত। বিমলের সাহায্যে অরুণ গত বছর পবীক্ষা দিয়ে পাশ কবেছে—বিমলের পবীক্ষায় বসতে ভয় কি? এটা দিয়ে ফেলুক সে, যেমন কবে হোক—না হয় প্রথম বছর না-ই পারল পাশ কবতে।

বিমল শঙ্কিত সকৌতুকে তাব দিকে চেয়ে বলত, ‘তুমি আমাকে আট্টে-পৃষ্ঠে এই অফিসের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে চাও, না? এই পবীক্ষাটায় পাশ কবলেই কি আমি বাঁধা পড়ব।’

‘না, আয় ত বাডবে কিছু। ভবিষ্যতেও একটা উন্নতির আশা থাকবে—’

‘উন্নতির জগ্গেই কি আমি আব কোথাও যাবো—এই তোমার বিশ্বাস?’

‘জানি না। আমি আপনাব সঙ্গে তর্কে পাবব না। আপনি পবীক্ষাটাই দিন না। আপনি পবীক্ষা দিতে পাবেন নি, এটা ত কেউ বলবে না।’

‘কিন্তু আমার যদি উন্নতি হয়ে যায়—আমি হয়ত অল্প কোথাও চলে যাবো পূর্ণিমা, সে ও ত সেই একই কথা হবে। তোমাব পাশেব এই সীটটি জুড়ে চিবকাল বসে থাকব, এমনই বা ভাবছ কেন?’

হেসে বলত বিমল। পূর্ণিমার ছ’ চোখ ঝাপসা হয়ে আসত, সে অল্প দিকে মুখ ফিবিয়ে বলত, ‘তা বলে আমি আপনাব উন্নতি কামনা করব না, এমন কথাই বা আপনি ভাবছেন কেন?’...

ওর কণ্ঠস্বরেই ওব অবস্থাটা টের পেত বিমল, কথা ঘুবিয়ে নিয়ে বলত, ‘তুমিও প্রাইভেটে বি. এ-টা দিয়ে ফ্যালো পূর্ণিমা। এসো একসঙ্গেই পরীক্ষার জন্ম তৈরী হই।’

মুহূর্তের জন্ম আশাতে আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত পূর্ণিমা, তারপরেই আবাব স্নান হয়ে গিয়ে বলত, ‘সে কী আব হবে। মালুটা মাহুষ হয়ে না উঠলে—। দিনরাতে বাড়তি পাঁচটা মিনিটও সময় পাই না যে!’

আব কথা বাড়াত না বিমল।

সেদিন ছুটির পর বিমলই প্রস্তাব কবলে, ‘চলো মাঠে গিয়ে একটু বসা যাক— আজ বেশ খানিকটা সময় আছে হাতে!’

প্রস্তাবটা শুনে খুলীতে বাড়া হয়ে উঠল পূর্ণিমা। আজও সে ঠিক ছেলে-মাহুষের মত খুলী হয়। যদিও ওবা ছুটির পর আজকাল মাঝে-মাঝেই মাঠে গিয়ে বসে। টিউশনীর আগে একঘণ্টা কেন—অংঘণ্টা সময় পেলেও। এইটুকুই—পূর্ণিমা মনে হয় ওর জীবনে ওয়েসিস। সে সাবাদিনেব নিশ্চিত নিরবসবেব মধ্যে সমস্ত সময়ই যেন মনেব অবচেতনে এই সময়টুকুর অপেক্ষা করে। অবশ্য প্রায়ই ওদের অফিসের ‘কাজ সেবে বেবোতে দেবী হয়ে যায়—দুজনেব একজনেব দেবী হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, আর তাহ’লেই আড্ডাব স্যোগ যায় নষ্ট হয়ে। সে সব দিনগুলো ফাঁকা ফাঁকা লাগে পূর্ণিমা। বিমলেব বাহু কাঠিন্তেব আববণটা ভেঙ্গে যাবার পব ওব মিষ্ট, ভদ্র, সহানুভূতিশীল আসল চেহারাটা বেবিয়ে পড়েছিল। তাই পূর্ণিমা মনে হয়, ওব সামান্য মাত্র সাহচর্যেই মনের ক্লান্তি অনেকখানি দূর হয়ে গিয়ে একটা নবীনতার আন্তরণ পড়ে সেখানে।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আজও ছোলাভাজা কিনলে। চা-ওলা একটি প্রায় চেনাই হয়ে গেছে, সে ঠিক আসবে চা দিতে। সে আজকাল চা দিয়ে দু একটা স্নগ-দুঃখেব গল্পও ক’বে যায়। লেখাপড়া শিখতে পারে নি বলে তার ভাবি আফশোষ। তবে সে ছেলেকে প্রাণপণে ‘লিখাপড়ি’ শেখাচ্ছে। ছেলে পাটনা কলেজে পড়ে—যদি ভাল ভাবে পাশ করে ত ডাক্তারি পড়াবে। ওদের গায়ে

একদম ‘ভাগদার’ নেই—কারুব অস্থবিস্ত্র হলে সাত ‘কোশ’ পথ ভেঙ্গে সরকারী দাওয়া-খানায় যেতে হয়, তাও সেখানে অর্ধেক ওষুধ মেলে না। ভাগদারও দেখেন না ভাল ক’রে। যাবা কিছু দিতে পারে তাদেবই দেখেন। যদি বজরজী, ‘কিবপা’ করেন ত সেই হুংসে সে ঘোচাবে—

এখানে এসেই চা-ওয়ালার কথা মনে পড়ল। আলোচনাটাও চলল সেই পথ ধবে।

কথার পৃষ্ঠে কথা : বিমল বললে, ‘ছাথো—লোকটি অশিক্ষিত সামান্য লোক। কিন্তু সে চাইছে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে গাঁয়েই বসাতে, নিজেব দেশেব, গ্রামের উন্নতি। আমাদের মত কেবলই শহরের মুখ চেয়ে নেই। বান্ধালীব পেটে কালিব আঁচড় পড়লেই সে চায় শহরে এসে চাকরী কবতে। শিক্ষিত লোক যদি গ্রামে না থাকে ত গ্রামের উন্নতি হবে কেমন ক’বে?’

পূর্ণিমা বললে, ‘আপনি ত কখনই গ্রামে যান নি। কিন্তু আমি গিয়েছি। একবাব—দিদিমার অন্তরেব সময় ছ’ মাস গিয়ে ছিলুম মামাব বাড়ী। সে কী পবিবেশ—প্রাণ যেন হাঁকিয়ে ওঠে।’

‘সেই পরিবেশটাই বদলাতে হবে। আর শিক্ষিত লোকেবা যদি না থাকে ত কোনদিনই সে কাজটা হয়ে উঠবে না যে।’

ততক্ষণে ওবা মাঠে নিবিবিলা একটু বসবাব জায়গা পেয়েছে। অভ্যাস-মত রুমাল পেতে ছোলাভাজাগুলো ঢেলে দিখে নিজেই সর্বাগ্রে কষেকটা দানা মুখে পুরে বিমল বললে, ‘তোমাব সঙ্গে এই ব্যাপাবেই একটু পবামর্শ কবতে চাই পূর্ণিমা—’

পূর্ণিমা কষেকটা ছোলাভাজা মুখে তুলতে যাচ্ছিল। কথাটা কানে যেতেই যেন কেমন আডঠ, কাঠ হয়ে ওব মুখেব দিকে তাকিয়ে বইল।

ওব সেই আডঠতা এবং আতঙ্ক বিমলেব চোখ এড়াল না। সে হেসে বললে, ‘ভয় নেই—এখনই কিছু কবছি না। কথাগুলো মন দিখে শোন আগে, তাবপব অমন কবে তাকিও।’

পূর্ণিমা চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীবে ধীবে ছোলাভাজাগুলো মুখে তুললে বটে কিন্তু কোন উত্তর দিলে না।

বিমল বললে, ‘একটা সুযোগ পাচ্ছি। নিখিল বলে আমার যে ছাত্রটি আছে, তার বাবা সত্যশরণ বাবু ঊর্দুর দেশের ইস্কুলের সেক্রেটারী। ঊর্দু কাছে একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিলুম যে যদি মাথার ওপর এতগুলো দায়িত্ব না থাকত, তাহলে আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাষ্টারী করতুম।... উনি হঠাৎ পবন দিন একটা অফার দিয়েছেন। ওঁদেব ইস্কুলে এখন যিনি হেডমাষ্টার আছেন--আর বছর খানেকের মধ্যেই তিনি রিটায়ার কববেন। সে চাকরীটা উনি আমাকে দিতে চান। বলেন, আমবা ত দেশেব কোন কাজেই লাগলুম না—আপনি যদি যান তবু হয়ত কয়েকটা ছেলে মানুষ হতে পারবে!’

পূর্ণিমা অনেকক্ষণ পবে ধীরে ধীরে বললে, ‘শুনেছি আজকাল নাকি বি-টি ছাড়া হেডমাষ্টার করার নিয়ম নেই!’

‘একেবাবেই যে নেই তা নয়। সেটা সত্যশরণ বাবুই ঠিক ক’বে দেবেন বলেছেন। ওঁবাই ওয়ার্ধা ট্রেনিংটা নেবাব ব্যবস্থা কববেন।’

আবও কিছুক্ষণ চুপ ক’বে রইল পূর্ণিমা। তাবপর বললে, ‘কিন্তু আপনাব ফ্যামিলি?’

‘সেদিকটায় একটু স্ববাহা হয়েছে বলেই ত এ সব কথা ভাবতে পারছি। কলু এবাবই পবীক্ষা দেবে, আব আমাব বিশ্বাস ভাল ভাবেই পাস কববে। মণি ওব জন্তে কাজ ঠিক ক’বে বেখেছে। আষাঢ়েই ওদেব বিয়ে হয়ে যাবে। ওধাবে মণিব লাম্বাবিলিটিও কমে আসছে। ওব বড় ভাগনেটি একটা অফিসে ঢুকেছে, বছর-খানেক পবেই সে আলাদা বাসা কবতে পাববে। মণি বলেছে যে ঐ বাসাটাই ওদেব ছেড়ে দিয়ে মণি সহবতলীতে কোথাও গিয়ে থাকবে। তা হলে অন্তত অশান্তির ভয় থাকবে না। কলুব মাইনেটা ভাগেব সংসাবে কন্ট্রিবিউট কবলেই ওরা মণিব মা-বাবাব ভাবও নিতে পাববে। মল্লু বিয়ে কববে না—তবে সে-ও আসছে বছর পবীক্ষা দিতে পাববে বলে মনে হচ্ছে। লতুকে পুলক পড়াচ্ছে, মনে হয় লতুও অন্তত স্কুল-ফাইনালটা দিতে পাববে।’...

মজ্জমান ব্যক্তি তৃণখণ্ড দেখলে আঁকড়ে ধরে—পূর্ণিমা ক্ষীণকণ্ঠে বললে, ‘লতুর বিষয়েও ত দিতে হবে।’

এবার বিমলের চুপ করে থাকার পালা। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসে বসে কয়েকটা



‘ছোলাভাজা নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, ‘আমরা সবাই স্বার্থপর—স্বযোগ সুবিধা পেলেই আমাদের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। মুখে যতই পুলককে বলি যে আমাদের কাছে তাব কৃতজ্ঞ থাকার কোন কাবণ নেই—কিন্তু এব ভেতরই একদিন তাব কৃতজ্ঞতার মূল্য চেয়ে বসেছি।... সমস্ত লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সেদিন তাকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা ক’বে বসলাম, যদি তাব বাবাব কাছে তাব সঙ্গে লতুব বিয়েব কথা পাড়ি ত তার আপত্তি আছে কিনা?...অভিলাষ বাবু পুলকেব জগ্ন মেয়ে খুঁজছেন সেটা শুনেই অবশ্য—। ওঁবা, ঠিক যাকে আমাদের পালটি ঘব’বলে, তা নন। তবে অভিলাষবাবু মানুযটা মোটেব ওপব ভালই—আধুনিক দৃষ্টিও আছে অনেকটা, হয় ত রাজীও কবাতে পাবব। পুলকেব ওপব খুব অবিচাব না হয়—মনে একথাটাও ছিল বৈকি। কাবণ পুলক সত্যিই রূপবান, আব লতু—খুব বেশি হয় ত চলনসই। ওব মনটা জেনেই কথা পাডব ভেবেছিলাম—কিন্তু সে দায় থেকেও পুলক আমাকে অব্যাহতি দিলে। প্রণাম কবে বললে, দাদা আপনি চিবদিনেব মত সত্যিকাবেব দাদা হবেন আমার, এব চেয়ে আনন্দেব কথা আমাদের কাছে কিছুই নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে বাবাব কাছে কথা পাড়ুন, তাঁকে বাজী কবানোব চেয়ে মাকে বাজী করানোই কঠিন কাজ—সে ভাবটা আমি নিজেই ববং নিচ্ছি!’

আবাবও একটু অপ্রস্তুত ভাবে হাসল বিমল। তাবপব বললে, ‘অমলের ভাবও পুলক নিতে চেয়েছিল, তবে তাব দবকাব হয় নি।...এখন দেখছি আমিই ঋণী হয়ে পড়লাম ওব কাছে।’

কোমু দূব থেকে যেন পূর্ণিমা বলে, ‘আপনি অভিলাষবাবুব কাছে কথাটা পেড়েছিলেন?’

‘না। এখনও ঠিক পাড়া হয় নি। তবে সেটা খুব কঠিন হবে ব’লে মনে হচ্ছে না। এব ভেতরই পুলক তাব মাকে অনেকটা বাজী ক’বে এনেছে।... তাই মনে হচ্ছে যে বছবখানেকের ভেতর আমি অনেকটা হাক্কা হ’তে পাবব—অতটা দায়িত্ব আর থাকবে না। এদেব ব্যবস্থা হয়ে গেলে—মা-বাবা আমার কাছে গিয়েই থাকতে পাববেন। আব যদি মনু পাস কবে এবং কাজ-কর্ম একটা পায়—ত সেও থাকতে পারে ওঁদের নিয়ে।’

ইতিমধ্যে ওদের পরিচিত চা-গুয়ালা এসে গিয়েছিল। সে দু' ভাঁড় চা দিয়ে একটু গল্প করে চলে গেল। আবাবও এদেব মধ্যে নামল একটা কষ্টকর নীরবতা।

দুবে 'হুটি-তিনটি ছোকরা বসে ছিল। তাদের মধ্যে একজন একটা আধুনিক গান ধরেছে। বড় রাস্তা থেকে ভেসে আসছে বহু মোটরের হন' আর চলতি বাসের আওয়াজ। কোলাহলের শেষ নেই—তবু এই দুটি প্রাণীব কাছে ওদের এই বাক্যহীন নিশ্চুপতা যেন দুঃসহ হয়ে উঠছে।

একটু পরে, নিজের অসাড মনটাকে যেন চাবুক মেরেই সক্রিয় ক'রে তুলল পূর্ণিমা। সে ঘাসেব ওপব থেকে বিমলের রুমালগানা তুলে নিয়ে বেড়ে পাট করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'নিম এটা পকেটে পুফুন। এবার উঠতে হবে!'

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, অকস্মাৎ বিমল এক কাণ্ড ক'রে বসল।

হয়ত সে এতক্ষণ ধবে এই কাণ্ডটাই করতে চাইছিল, মনে মনে এই কথা-গুলোরই রিহারসাল দিচ্ছিল—ভরসা বা সাহসের অভাবেই এতক্ষণ তাব এই নিরবতা; হয়ত পূর্ণিমা'ব শেষেব কথাগুলোতে—আজকেব এই নির্জন অবসবেব এখনই পরিসমাপ্তি ঘটবে, এমন স্বযোগ আব হয়ত মিলবে না—এই সচেতনতাই তাকে মরীয়া ক'বে তুলল শেষ পর্যন্ত—

রুমালস্থদ্ধ পূর্ণিমা'ব ডান হাতখানা নিজের দু' হাতের মধ্যে ধবে ফেলে, মাথাটা একটু নামিয়ে কেমন একরকম চুপি চুপি বললে, 'একা একা এ জীবনে দাঁড়িয়ে লড়াই কবা বা এগিয়ে যাওয়া—দুই-ই বড় কষ্টকর পূর্ণিমা। জীবনে স্মৃথ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা ভাগ ক'বে নেওয়ার একটা সাথী দরকার—পুরুষেরও, মেয়ে'বও। .. তুমি, তুমি আমাকে বিয়ে কববে?'

সন্ধ্যা নেমে এসেছে মাঠে। একটু একটু ক'রে সেই অব্যবহিত মাঠেও ঘনিঘে আসছে অন্ধকার। তবু পশ্চিম আকাশেব রক্তাভা একেবাবে বিদায় নেয় নি তখনও—কাছের জিনিস তখনও নজবে পড়ে।

বিমল কথাগুলো বলবার সময় পূর্ণিমা'ব মুখের দিকে তাকাতে পারে নি, মাটি'ব দিকে চোখ রেখেই বলেছিল। এখন—কথা'শেষ হ'তে ওর হাতখানায় অস্বাভাবিক একটা কম্পন অহুভব ক'রেই চোখ তুলে তাকাতে নজরে পড়ল—পূর্ণিমা'র সমস্ত

মুখ যেন এই এক নিমেষেই রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে; তাব দৃষ্টিতেও কেমন একরকম প্রাণহীন বিষ্ময়তা। সে চেয়ে আছে বিমলের মুখের দিকেই—কিন্তু তাতে না আছে পবিচয়ের নিশ্চয়তা আব না আছে এতটুকু অস্থভূতির চিহ্ন!

অনেকক্ষণ—বোধ হয় এক মিনিটকাল বিমল বিশ্মিত, কিছুটা উদ্ভিগ্ন হয়ে চেয়ে বইল ওব সেই প্রায়-মৃত্যুপাপুর মুখের দিকে—তারপব তখনও-মুঠোব-মধ্যে-ধবা হাতখানায় একটু চাপ দিয়ে মুহূৰ্ণে ডাকল, ‘পূর্ণিমা।’

আহ্বানেব যেন এক মর্মান্তিক আঘাতেই চমকে কেঁপে জেগে উঠল পূর্ণিমা। তাবপব অকস্মাৎ—ব্যাপাবটা কী ঘটে গেল বিমল তা বোঝাবাব আগেই—প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে।...সামান্য নয়—আকুল, বুক ফাটা কান্না। যেন বহু দিনেব বহু হতাশা একসঙ্গে বেবিযে আসতে চাইছে ওব অন্তর ভেঙ্গে, বৃকেব প্রাচীর বিদীর্ণ ক’বে। কান্নাব আবেগে সে এক সময় সেই মাঠেব ওপবই লুটিয়ে পড়ল। ..

আব যাই হোক—এতটাব জ্ঞান প্রস্তুত ছিল না বিমল। সে ঠিক বুঝতেও পাবল না এব কাবণ।... বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। ভাগ্যে আশে-পাশে তেমন লোকজন নেই। কিন্তু এখনও অন্ধকাব হয় নি—বহু লোকই মাঠে বেড়াচ্ছে, কেউ এদিকে এসে পড়তে কতক্ষণ?

সে ওকে প্রকৃতিস্থ কবাবাব জ্ঞান বাব বাব উদ্ভিগ্ন কঠে ডাকতে লাগল, ‘পূর্ণিমা, পূর্ণিমা—ওঠো। লক্ষ্মীটি, অমন ক’বো না।...কেউ এসে পড়লে—লক্ষ্মীটি—পূর্ণিমা—’

সম্ভবত সে ডাক তাব কানে পৌছল না--নিজের আবেগ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই তখন অবশ করে দিযেছে—অথবা কানে পৌছলেও নিজেকে সামলে নেবার শক্তি ছিল না, সে তেমনই আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। যতটা সম্ভব নিঃশব্দেই কাঁদছিল সে—কিন্তু তাব আবেগেব বিপুলতা বোঝা যাচ্ছিল বিমলের সামনে উপুড় হয়ে পড়া পিঠটা এবং কাঁধ দুটোব ফুলে-ফুলে ওঠা থেকেই—

আরও একটু ইতস্তত ক’বে বিমল তার মাথাটায় হাত দিয়ে একবকম জোব ক’রেই তুলে ধরল। ধূলো, ঘাসেব কুঁচি, শুকনো কুটো চোখেব জলেব সঙ্গে মাখামাখি হয়ে মুখখানার অবস্থা যৎপরোনাস্তি করুণ হয়ে উঠেছে, সেদিকে চেয়ে

ক্ষণকালের জন্তে বিমলেরও চোখ বাপ্‌সা হয়ে এল অকারণেই। কিন্তু সেও জোর ক'রে নিজেকে শাসন করলে। তার রুমালখানা তখনও পূর্ণিমার হাতেই ধরা ছিল, সেইটেই টেনে নিয়ে অপটু হাতে ওর মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, 'পূর্ণিমা, শাস্ত হও, এমন হবে জানলে— ছি ছি, কী হয়েছে বলো ত! কেউ দেখলে কী মনে করবে। একটু সামলে নাও নিজেকে।'

বহিঃপ্রকাশেই বেদনার প্রচণ্ডতা কমে। হয় ত সব হৃদয়াবেগেরই এই নিয়ম। এতক্ষণের এই বিপুল অশ্রুবিসর্জনে পূর্ণিমাও বেদনা অনেকটা কমে এসেছিল। এইবার সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে একটু সামলে নিলে। যদিও কাম্রাব বেগ একেবারে দমন করা সম্ভব হ'ল না, বরং নিরুদ্ধ বোধনে তাব সমস্ত দেহটা আবণ্ড বেশী করে কৈপে কৈপে উঠতে লাগল—কিন্তু তবু সে মুখ থেকে কাদাধুলোব দাগ ভাল ক'বে মুছে ফেলে খানিকটা ভদ্র হ'ল। আন্দাজে আন্দাজে চুলগুলোও যথা-সম্ভব ঠিক ক'বে নিলে।

বিমল তাকে একটু অবসর দিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'আমাকে মাপ করো। আমি এতখানি কোন বেদনাও জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেলব বুঝলে কখনই কথাটা তুলতুম না। আমারই অত্যাঘ হয়েছে। হয়ত একটু বেশী স্বাধীনতা নিয়ে ফেলেছি, কেবলই নিজের দিক থেকে সবটা ভেবেছি। নিজের মূল্যও বেশী ক'বে ধবেছি হয়ত। যাই হোক—তুমি শাস্ত হও পূর্ণিমা। এমন ধৃষ্টতা আব কখনও হবে না—'

অসহায়, ব্যাকুলভাবে ওব দিকে একবার তাকাল পূর্ণিমা। বাপ্‌সা আলোতে সেটা ঠিক নজবে না এলেও সে ওব হাত-ছুটো নিজের থব-থব-কম্পিত হাতে চেপে ধরতে ভুল বোঝাব আব কোন সম্ভাবনাই রইল না। আকুল, অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে পূর্ণিমা বললে, 'কেন মিছিমিছি এসব কথা ব'লে আমাকে আরও দুঃখ দিচ্ছেন। ...আপনি কি কিছুই বুঝতে পাবেন না? আমি যে—আমি যে আপনাব বদলে ঈশ্বরকেও পেতে বাজি নই। আপনি আমাকে যে অল্পগ্রহ কবেছেন—তাতে আমি এই মুহূর্তে মরে গেলেও স্বপ্নে মরতে পাবতুম। ...কিন্তু আমি যে কী অসহায় তা আপনি জানেন না! ...বুদ্ধ রুগ্ন বাপ-মা, নাবালক ছোট বোন—আমার যে হাত-পা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। সৌভাগ্য যেচে এলেও যে নিতে পাবে না—তার মত দুর্ভাগা আব কেউ নেই! কেউ নেই!'

আবারও উজ্জ্বলিত কান্নায় কণ্ঠ বুজে এল পূর্ণিমার, সারা দেহ কান্না চাপবার প্রাণপণ চেষ্টায় কেমন একবকম বেকে বেকে উঠতে লাগল কিন্তু এবার আর সে ভেঙ্গে পড়ল না। ববং কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে, কোন রকম বিদায় সম্ভাষণ মাত্র না ক'বে, অভিজ্ঞত স্তম্ভিত বিমলকে একটিও কথা কইবার অবকাশ না দিয়েই—এক-রকম ছুটে চলে গেল সে। মাঠ পেরিয়ে জনবহুল বাজপথেব দিকে, সেই জমাট-হয়ে-আসা অন্ধকার থেকে উজ্জল আলোকসজ্জাব দিকে, যেন প্রাণপণেই ছুটে লাগল সে। শুধু বহুলোকের মধ্যে এসে প্রকৃতিস্থ হওয়ার জগ্নাই নয়—দুর্ভাগ্যকে পেছনে ফেলে আসাব একটা আশ্বাসও যেন তাকে এই দুর্নিবাব আকর্ষণে ছুটিয়ে নিয়ে গেল।

## ২৫

পূর্ণিমা চলে যাওয়ার পবও বিমল বহুক্ষণ ওখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। ওর সমস্ত মনেন বল—এবং খানিকটা দেহেব শক্তিও—যেন হবণ ক'রে নিয়ে গেছে ঐ মেয়েটি—যাকে কিছুদিন আগেও ককণাব চোখে দেখত সে।

বাস্তবিক সে যে ঠিক এতটা ভবসা কবেছিল পূর্ণিমাব ওপব, তা এই প্রস্তাবটা কবাব কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত কল্পনাও কবে নি। অথচ এই মুহূর্তে নিজেকে একে-বাবেই অসহায় বিস্ত্র মনে হচ্ছে। যতখানি উত্তম, যতখানি উৎসাহ নিয়ে এই ক-দিন ভবিষ্যতের কর্মজীবন সে কল্পনা কবেছিল—তাব যেন কিছুই আব অবশিষ্ট নেই। এই বিপুল ভাব কি সে পাববে একেবাবে একাকী বহন কবতে ?...

অদৃষ্ট ঠিক নিজের কথাই সে ভাবছিল এটা বললেও বিমলের ওপর একটু অবিচাব কবাই হয়।... পূর্ণিমাব অসহায় অবস্থাটাও একটা যন্ত্রণাদায়ক কাঁটার মত তাব বুকেব মধ্যে বিঁধে খচ-খচ কবছে। রূপকথাব বাজকন্ঠাব মতই পূর্ণিমা যেন কোন দৈত্য অথবা বক্ষপুৰীতে বন্দিনী—সাহায্যেব জগ্ন তাবই মুখ চেয়ে আছে। ...অথচ তাবও যে কিছুই করবার নেই এক্ষেত্রে। সেও একান্ত অপমর্থ—নিম্ন মধ্য-

বিশ্বের সংসারে বাধা, নিজের দুর্ভাগ্যের বাইরে আর কোন দিকে তাকাবার তার 'অধিকার' কোথায়? অপর কারুর দুঃখ-দুর্দশাব কথা ভাবতে যাওয়াই যে তার পক্ষে হাস্যকর বাতুলতা।...না কোথাও কোন উপায় নেই। শুধু শুধু প্রতিকার-হীন ক্ষোভে ক্ষত-বিক্ষত হওয়াই সার।...

অনেকক্ষণ সেইভাবে কার্টল বিমলের—এলোমেলো চিন্তাব গহন গভীরে ডুব দিয়ে। নির্জন অন্ধকার মাঠ, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও এখানে পূর্ণিমা ছিল—তার উপস্থিতি যেন এখনও একটা মৃদুগন্ধে তাকে ঘিবে আছে, হাত বাড়ালেই তার স্পর্শও সে অনুভব করতে পাববে সামনেব ঘাসে। এখনও ওধাবের খানিকটা অংশ হয়ত তার অশ্রুতে ভিজে। তাই এই চিন্তাগুলো বেদনাদায়ক হলেও সে-চিন্তাবিলাস ছেড়ে ওগান থেকে তাব উঠতেও ঠিক ইচ্ছে কবছিল না।

কিন্তু উঠতেই হ'ল শেষ পর্যন্ত। একটা লোক কোথা থেকে এসে ধপাস্ ক'রে বসে পড়ল পাশে।

'দেশলাই আছে দাদা!—একটা জ্বালুন ত, কী একটা কুড়িয়ে পেলুম—দেখি!'

অন্ধকার মাঠের অন্ধকার কাহিনী, অনেক শুনেছে বিমল। সে একটু দ্রুত হয়েই উঠে দাঁড়াল। সংক্ষেপে 'না' ব'লে দ্রুত এগিয়ে চলল এসপ্লানেডের দিকে।

তাকেও ঠকাত্তে আসে লোক, আশ্চর্য!

অথবা তাদের মত লোককে ঠকানোই সহজ। যে ডুবছে সে ই নাকি কুটো আঁকড়ে ধরে, বিচার-বিবেচনার সময় পায় না।

পড়াতে যাওয়ার মত তখন মনের অবস্থা নয় বিমলের, বাতও অনেক হয়ে গেছে। স্মৃতির সং-চেষ্টাও সে করলে না। লক্ষ্যহীন ভাবে চৌবঙ্গীর ফুটপাথটা ধরে হাঁটতে লাগল, হাঁটতেও যে খুব ভাল লাগছে তা নয়—কিন্তু বাড়ী ফেরাও এখন অসম্ভব।

'বিমলবাবু!'

হঠাৎ পরিচিত-কণ্ঠের ডাকে তার চমক ভাঙ্গল একসময়। বহুদূর এসে পড়েছে সে, পার্ক স্ট্রীটের মধ্যে এসে ঢুকেছে কখন।

একটু বিস্মিত হয়ে চারিদিকে তাকাতে নজরে পড়ল—পিছনে নয়, বহুদূরেও নয়, ঠিক তার সামনেই দাঁড়িয়ে হাসছে জয়ন্তী।

হাসছে, তবে বড় স্নান সে হাসি।

‘আবে, আপনি! নমস্কার, নমস্কার!’

‘তবু ভাল, আমাকে চিনতে পাবলেন শেষ পর্যন্ত। কখন থেকে ত চেয়ে আছেন—আমাকে কি দেখতে পান নি?’

‘সত্যিই পাই নি। মাফ কববেন।’

‘আপনাকে এমন উদ্ভাস্ত দেখাচ্ছে কেন বলুন ত? খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চলুন ঐ বেস্তোবাঁটাতে বসে একটু কফি খাওয়া যাক।’

‘চলুন।’ বিমল খানিকটা অনিচ্ছাতেও বাজী হয়ে গেল। সত্যিই তখন বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল তার।

বেস্তোবাঁতে ঢুকে একটা কোণ বেছে নিয়ে বসল জয়ন্তী।

এই বেস্তোবাঁতেই আরও একদিন এসেছিল বিমল। সে আব পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা—

বিমল জোব ক’বে জয়ন্তীব দিকে মনটা ফিবিয়ে আনল।

লক্ষ্যেব চিন-কাজ-কবা সাদা সাড়ী এবং বহুমূল্য প্রসাধনে আজও তাকে দেখাচ্ছে ফুলের মতই। কিন্তু ঠিক সচ-প্রস্ফুটিত ফুল নয়। অনেকদিন আগে পুলক কোথা থেকে একটা বড় ম্যাগনোলিয়া ফুল এনে দিযেছিল, সেটা একটা ফুলদানীতে রাখা ছিল তার ঘবে—কযেকদিনই। অনেকদিন ছিল সেটা, কিন্তু একদিন পবেই ওপবেব পাপড়িটা একটু খসখসে হয়ে গিযে ফুলটা কেমন যেন মুড়ে পড়েছিল। আজ জয়ন্তীকে দেখে বিমলেব সেই ম্যাগনোলিয়া ফুলটাব কথাই মনে পড়ল।

‘তাবপব, আপনাব বিজনেস কতদূব? কী যেন ছবি তুলছিলেন—বেবিযেছে সে ছবি? কেমন চলল?’

কফির পেয়ালাটাতে চামচ নাড়তে নাড়তে মাথা নত ক’বে জয়ন্তী বললে, ‘ঠাট্টা কবছেন বুঝি?’

‘ঠাট্টা!’ অপ্রতিভ হয়ে উঠল বিমল, ‘সত্যিই, বিশ্বাস করুন, আমি খুব সহজ-ভাবে প্রশ্নটা করেছি। আমি ও জগতের কোন খবরই রাখি না জানেন ত—

নিজের সংসার এবং জীবন নিয়েই বিব্রত !...কেন, সে ছবিতে লাভ হয় নি ?’

‘সে ছবি শেষ হ’ল কোথায় ?...ব্যাপারটা ভাল ক’রে না বুঝেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম, সামান্য পুঁজি তলিয়ে গেল, কিছুই হ’ল না। যে লোকটি নামিয়েছিল—সে বহু ভরসা দিয়েছিল আগে, শেষ অবধি তাব টিকিও দেখতে পেলুম না। মিহিমিছি গুঁব অনেক কষ্টেব টাকা সবটাই নষ্ট হয়ে গেল।...অনেক ঘোবাবুবি করলুম, তাতে শুধু—এ লাইনটাই বড খাবাপ বিমলবাবু।...আমি আব গুঁব কাছে মুখ দেখাতে পাবি না।...উনি অবশ্য কিছু বলেন না—কিন্তু গুঁব খুব কষ্ট হয় তা বুঝি। আরও যেন তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলেন এই ক-মাসে।...কী যে করব।...আমি অবশ্য হাল ছাড়ি নি, প্রাণপণে যুঝছি।...কিন্তু এখনও হাজাব-বিশেক টাকার দবকার।...ডিস্ট্রিবিউটারদেব ভরসা কবেছিলুম, তারা এখন নানা সৰ্ত্ত দিচ্ছে, অমুককে নামাতে হবে, অমুককে চাই। অথচ আমাদের ছবি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, এখন আর কান্ট বদলানো কি সম্ভব ?’...

আরও বহু কথা বলে গেল জয়ন্তী। কতক বিমলের কানে গেল কতক গেল না। ফিল্ম জগতেব অধিকাংশ কথাই তাব কাছে দুর্বোধ্য।...কফি শেষ হ’তে জয়ন্তীই দাম চুকিয়ে দিয়ে বাইবে আসতে আসতে বললে, ‘এখন এগন মনেব অবস্থা, একটা ভাল চাকবী-বাকবী পেলেও কবতুম।...আমাব ভবিষ্যৎ ভেবেই আরও যেন ওঁর পর্বমায়ু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আমাব একটা ব্যবস্থা হয়েচে জানলে উনি অন্তত নিশ্চিত হতেন।...ওঁব জগ্গেই এগন আমাব বেশি ভাবনা।’

বলতে বলতে জয়ন্তীব দুই চোখ জলে ভবে এল।

এই প্রথম ওর সম্বন্ধে খানিকটা শ্রদ্ধা বোধ কবল বিমল। সচাষুভূতিব স্ত্রবে বললে, ‘কোন ভাল মার্চেন্ট অফিসে চেষ্টা কবে দেখুন না। আপনাব ত বহুলোকবে সঙ্গে জানান্তনো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—। সবকারী চাকবীব চেয়ে মার্চেন্ট অফিসের কাজেই আজকাল সুবিধে বেশী।’

‘তাই দেখি।’ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে জয়ন্তী, ‘আসবেন না একদিন আমাদের ওখানে। একটা রবিবার দেখেও ত এলে পারেন ! আসবেন একদিন ?’

কেমন যেন অচুনয়ের ভাব ওর সমস্ত ভঙ্গীতে।

‘দেখি—।’ বিমল সংক্ষেপে উত্তর দেয়।



এর পর কয়েকটা দিন বিমলের কাটল যেন একটা ছঃসহ বুচ্চাপা স্বপ্নেব মধ্য দিয়ে। ঐ একান্ত যন্ত্রণাদায়ক চিন্তাটা থেকে মুক্তি পাবাব জগ্ন মন ছট্‌ফট্‌ কবে—অথচ কোথাও পথ দেখতে পায় না মুক্তিব। উপাধ্যহীনতার পাষণ-প্রাচীবে মাথা খুঁড়ে ভেতবে ভেতবে শুধু বক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়!

বিস্মিত হয় বিমল নিজেব মনোভাবেও।

পূর্ণিমা যে কবে এমন ভাবে তাব কাছে অপবিহার্য হয়ে উঠেছিল তা সে একটুও টেব পায় নি। অথচ আজ জীবন-পথে তাবই অভাবের সম্ভাবনায় নিজেকে একান্ত অসহায় ও নিঃস্ব মনে হচ্ছে।

বিশেষ ক'বে সে দিন—ওদেব সেই স্ববর্ণীয় সন্ধ্যার পবেব দিনে যে কাটা বিমলের বুকে বিঁধেছিল—তাকে অস্বীকার করাব মত একটুকু ছলনার আশ্রয়ও সে খুঁজে পায় নি।

পূর্ণিমা এসেছিল দেবী ক'বে। ট্রাম বাসেব বিজ্রাটে সেদিনও তাকে হেঁটে আসতে হয়েছিল—সে কথাটা বেথাব সঙ্গে পূর্ণিমা'ব প্রমোত্তবে জানা গিয়েছিল, পবে। বিমল প্রশ্ন কবে নি—কোনদিনই কবে না আজকাল—পূর্ণিমাই অগুদিন নিজে থেকে এসে বলে কিন্তু সেদিন বোধ হয় তাব সঙ্গে কথা কইবাব মত মানসিক শক্তি ছিল না ওব। বহুক্ষণ সময় লেগেছিল পূর্ণিমা'ব—সহজ হয়ে কথাবার্তা বলতে। এমন কি অফিসেব কাজেব প্রদক্ষ তুলে সহজ হবাব স্বযোগটাও সে নিতে পাবে নি অনেকক্ষণ।

হ্যা—এডিযেই গেছে সে বিমলকে। আব সেট্টেই হৃদয় স্নানবিক।

কিন্তু সে মুখ তুলে না চাইলেও বিমল ওব দিকে চেয়ে দেখেছিল বৈকি।

এমন বিবর্ণ যে মানুষেব মুখ হব—তা বিমল আজ ওকে না দেখলে কোনদিন কল্পনাও কবতে পাবত না। এতদূব হেঁটে আসাব পবিশ্রম তাকে ক্লান্ত ও স্বেদসিক্ত কবলেও এতটুকু আরক্ত কবতে পাবে নি। তাব মুখেব সেই একান্ত রক্ত-শূন্যতা—তার বসে পড়বার অবসন্ন ভঙ্গী এবং সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে একটা বিষন্ন

হতাশার স্বর—এক কথায় ওর উপস্থিতিটাই যেন চাবুকের মত তার মনে গিয়ে লেগেছিল। সেদিনকার সেই অব্যক্ত প্রতিকারহীন যন্ত্রণা সহজে ভোলবার নয়।

তারপর এই ক-দিন অহরহ ভেবেছে সে। পথ দেখতে পায় নি এটা ঠিকই কিন্তু হারও মানে নি। একটা কথা মনে মনে এই কদিনে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিল—পূর্ণিমাকে এতখানি আঘাত দিয়ে সে চলে যেতে পারবে না। কোন আদর্শের জুই নয়। কাবণ তাহ'লে যে শূন্য অস্থব নিয়ে তাকে যেতে হবে, আর যাই হোক তা দিয়ে তার সংকলিত কাজ সুসম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকবে না কোনদিনই—

বিমল পৌছবার অনেক আগেই খবরটা পৌছে গিয়েছিল। সাধারণত অফিসে আসবার সময় সে ট্রামে-বাসে চড়ে না—সেদিন দেবি হয়ে গেছে বলেই বাস দ্বাবার চেষ্টা কবতে গিয়ে আবার গানিকটা দেবি হয়ে গেল—অফিসে পৌছল অফিস বসবার ছাঁকা কুড়িটি মিনিট পবে।

অফিস—বিশেষ ক'রে তাব সেক্ষনটি তখন তাবই আলোচনায় মুগ্ধ—সে ঘবে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল, বাদল এগিয়ে এসে তাব পিঠে প্রচণ্ড একটা চাপড় মেবে বললে, 'ওসব শুনি না দাদা—মোটামুটি ছাড়তে হবে। বেশী নয়, গোটা পঞ্চাশ হ'লেই এই ক-টা লোকের একরকম চলে যাবে?'

সুখবর ত বটেই—এবং কী সুখবর তাও আন্দাজ কবতে অস্ববিধে হ'ল না। তবু বিমল মুখে বিষয় প্রকাশ ক'বে বললে, 'কিন্তু হয়েছে-টা কি? তোমাদের এই ক-টা লোকের জন্যে সামান্য পঞ্চাশটি টাকা জোগাড় করা কী এমন অকসম ঘটল?'

'আহা। কিছুই যেন জানেন না।' স্তব্ধ বলে উঠল ওদিক থেকে।

বাদল বললে, 'তা নাও জানতে পাবে অবশ্য। এই ত এল। পাসের খবর এসেছে—পাস করেছ বুঝলে?'

'ও, এটাই।' তাজিল্যেব স্বরে বললে বিমল।

'এই মানে কি? ক-টা লোক এক চান্স-এ এ পরীক্ষায় পাস করতে পারে তাই শুনি? এখনই ত একটা ইনক্রিমেন্ট বাধা—তারপর অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বড় সাহেব!...সরকার সালাম!'

আভূমিনত হয়ে সেলাম করবার একটা ভঙ্গী করে বাদল।

‘থাম্—থাম্। বখামি করিস নি!’ হাসি হাসি মুখে উত্তর দেয় বিমল।

‘না না। উড়িয়ে দিলে চলবে না। সামনেব শনিবারেই ভোজটা লাগানো হবে।  
মেহুও তৈরী। এখন টাকটা কবে ছাড়বে বলো—’

‘হচ্ছে হচ্ছে।’ বিমল এগিয়ে যায় তাব সীটের দিকে। আসলে তাব দৃষ্টি  
তখন খুঁজছিল একটি বিশেষ লোককে।...এ সংবাদে যাব সবচেয়ে উল্লসিত হবার  
কথা—সে কৈ ?

পূর্ণিমা'ব সীট খালি।

এখনও আসে নি পূর্ণিমা! পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে!

অস্বাভাবিক দেবি এটা—ওব পক্ষে।

সে সাধারণত যা কবে না তা-ই কবে বসল। বেথাকে প্রশ্ন কবল, ‘পূর্ণিমা  
এখনও আসেনি আজ ? কী হ'ল তাব ?’

‘কে জানে।’ কুট ক'বে কামড দেয় বেথা, ‘আপনাব সঙ্গেই ত তাব মেলামেশা  
বেশি। তাব লেটেষ্ট খবর আপনাবই ত জানবাব কথা!’

মুখ টিপে হাসে একটু সে—কথাটা শেষ ক'বে।

যতই সতর্ক থাক ওবা—ওদেব ঘনিষ্ঠতাটা সহকর্মীদের চোখ এড়ানোর কথা  
নয়। নিজেব নিবুদ্ধিতায় নিজেই বিবর্ত্ত হয়ে ওঠে বিমল। তবে আব কথাও  
বাড়ায় না। গম্ভীর মুখে একটা ফাইল টেনে নেয়। ..

খবরটা পাওয়া গেল ছুটোবগু পব। কে একজন অগ্নি সেকশন থেকে এসে  
খবরটা দিলে, ‘শুনছেন বিমল বাবু, আপনাদেব সেকশনের পূর্ণিমা বায়েব খবব ?’

‘না ত।...কী খবব ?’

বুকেব মধ্যে ধুক্ ক'বে উঠল বিমলেব। মুখটা নিমেয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

‘কৈ না ত। কী খবব ?’ কোনমতে ঢোক গিলে প্রশ্ন কবে সে।

‘ভয় নেই—এমন কিছু নয়। অব। তাই নিখেই নাকি অফিসে আসছিল,  
পথেব ধারে মাথা ঘুবে বসে পড়ে। দৈবক্রমে সেটা ওদেব পাড়াব মধ্যেই—  
আর ওদের যিনি দেখেন সেই ডাক্তারও সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনিই ওকে  
বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছেন।’

‘কে—কে বললে ?—মানে খবর দিলে ?’ অতিকষ্টে কণ্ঠস্বর এবং ঠোঁট দুটোকে আয়ত্তে এনে প্রশ্ন করলে বিমল।

‘সেই ডাক্তার বাবুটিই এইমাত্র ফোন কবেছিলেন।...’

খুবই সাধারণ ঘটনা। এমন কোন ভাবী অস্থখ কিছু নয়। সামান্য জ্বর—তার জন্মই একটু দুর্বলতা। কিন্তু তবু বিমল সাবান্ধই কেমন একটা অস্থিত বোধ করতে লাগল। বার বার জোব ক’বে কাজে মন বসাতে গেল—বাব বাবই মন সেখান থেকে সবে এল। টাকা-আনা-পাইয়েব শুষ্ক নীবস হিসেব এবং হিসেব-পরীক্ষকের কঠিন বস্তু-তাত্ত্বিক নোট-এব মধ্যে বাব-বাবই জেগে উঠতে লাগল নিরতিশয় ক্লান্ত এবং রক্তহীন একপানা মুখ! কাজে ভুল হয়ে যেতে লাগল বাব বার, ফাইলগুলো কাটাকুটিতে অপবিস্কাব হয়ে উঠল।

শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে বিমল মাথাঘ মুখে-জল দিয়ে এল।

রেখা আবারও একটা কামড় দিলে, মুচকী হেসে বললে, ‘বিমলবাবুব আজ হ’ল কি, কাজে যে মনই বসছে না।...আপনারও কি শরীর খাবাপ হ’ল না কি ?...বরং সকাল ক’বে বাড়ী চলে যান !’

ইজ্জতিটা স্পষ্ট। আগে হ’লে বিমলও কড়া জবাব দিত। হয়ত সত্যিই উঠে চলে যেত। কিন্তু মনের মধ্যে সত্যি-সত্যিই কোথায় একটা অপবাদীর ভাব, একটা সঙ্কোচ অনুভব করছিল—সেটা অস্বীকার কবাব উপায় নেই। সে বিরক্ত-ভাবে ভ্রু কুঞ্চিত কবলে একবার—কিন্তু কোন জবাবই দিতে পাবলে না।...আর কতকটা সেই জন্মেই—পাঁচটাব পবও আদ ঘণ্টা পর্যন্ত বসে ফাইলগুলো নিয়ে অকারণেই নাড়াচাড়া কবলে। এটা বেখাব কাছে একটা শোচনীয় পবাজ্জই বলতে হবে—তার পক্ষে অস্বত—কিন্তু, সেই একান্ত-বক্তহীন, ক্লান্ত, স্বেদসিক্ত একটি মুখের সৰুৰুপ অবসন্নতাৰ জন্ম মনে মনে নিজেৰে সত্যিই অপবাদী বোধ করছিল। বেখার বিজ্ঞপকে অবহেলা কবাব মত মনের জোর ওব আর ছিল না।

অফিস থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরল বিমল। পূর্ণিমার কাছে এখনই ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে, এটা অস্বীকার ক’রে লাভ নেই।

একটা খবর নেওয়া অবশ্যই উচিত ওর। এটা সাধারণ ভদ্রতা। কর্তব্যও বটে।

কিন্তু কোথা থেকে যেন বাজ্যের দ্বিধা এবং সঙ্কোচ এসে জড়ো হচ্ছে। পূর্ণিমা  
বাবা-মা কিছু ভাববেন না ত? যদি তাকে আবাব এব জন্ত কোন বক্রোক্তি শুনতে  
হয়?...অফিসে জানাজানি হ'লেও একটা ঠাট্টা তামাসাব বাড় উঠবে নিশ্চয়। নিজের  
জগৎ কিছু ভাবে না সে—কিন্তু বেচারী পূর্ণিমা—মিছিমিছি সে হয়ত কতকগুলো  
ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়ে উঠবে।...

এমনি কত কি মনে হয়। তবে থানিকটা পবেই একটা আত্মদিকাব জাগে  
মনেব মধ্যে। সে এত দুর্বল হয়ে গেছে? লোকের বিদ্রূপের ভয়ে বিবেককে  
বিসর্জন দিতে বসেছে। ছি।

সে অকস্মাৎ সমস্ত জড়তা ও সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে এক সময় পূর্ণিমাব বাড়ীর  
দিককাব ট্রামে চেপে বসল।

এব আগে কখনও যায় নি বটে—কিন্তু ঠিকানাটা বহুবাব শুনেছে ওব মুখে।  
একদিন ওদেব বাস্তাব মুখ অবদিত পৌছে দিয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীব্যাং বাড়ীটা খুঁজে  
পেতে অস্বীকার হ'ল না একটু?।...

কড়া নাড়তেই একটি কিশোরী মেয়ে এসে দোব খুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে  
বইল। ভেতর থেকে—সম্ভবত পূর্ণিমাব বাবাই প্রশ্ন কবলেন, 'কে বে? কে  
ডাকে?'

বিমল সরাসরি প্রশ্ন কবলে, 'তোমাব নাম মালু ত?'

মালু ঘাড় নাড়ল।

'তোমাব দিদি কেমন আছেন? তাঁব খবর নিতে এসেছি। তাঁব অফিসেই  
ফাজ কবি আমি।...আমাব নাম বিমল।'

মালুব মুখে পরিচয়ের আভাস ফুটে উইল। বোঝা গেল যে ওব নামটা  
একেবারে অপরিচিত নয়।

'আসুন। আসুন।...আচ্ছা একটু দাঁড়ান। বাবাকে বলছি।'

ভেতরে গিয়ে মালু ফিস্ ফিস্ ক'বে কী বললে। পূর্ণিমাব বাবা হাঁপাতে  
হাঁপাতে উঠে এলেন, 'আসুন আসুন।...আর আমাদের যা অবস্থা—এই দু'খানা  
ঘরের ভেতরই সব।...ঐ যে পূর্ণিমা ও ঘবে। আসুন!'

বড় ঘরটাতেই বাবা ও মা'র ছ'খানা চৌকি এবং হরেক রকমের আসবাব। পাশের ছোট ঘরটাতে একটা বড় তক্তাপোশে এরা দুই বোন শোয়। সেটাতেও রাজ্যের ডেপু-টাকনা। তারই মধ্যে থেকে একটা চেয়ার উদ্ধার ক'রে ঝেড়ে মুছে বিছানার পাশে টেনে দিয়ে মালু বললে, 'বহ্নন।'

বিছানার ওপব অবসন্ন ভাবে চোখ বুজে পড়েছিল পূর্ণিমা। তাব সেই নেতিয়ে পড়ে থাকার ভঙ্গীতে বিমলের বুকেব মধ্যোটা আবারও ধক্ ক'রে উঠল...এই ভঙ্গীটি তার বিশেষ পবিচিত।

বেশী দিনেব কথা নয়, কয়েকমাস আগেই সে দেখেছে।

পূর্ণিমাষ্টাব মশাই। তিনিও ঠিক এমনি ভাবে পড়ে ছিলেন।...

পূর্ণিমা'ব বাবাও ওর সঙ্গে সঙ্গে এষবে এসে বিছানারই একপাশে বসে পড়ে-ছিলেন। হযত বা উষ্বেগেই, তাঁব হাঁপানিটা আজ খুব বেডেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বলবেন না মশাই।...এই মেয়ের জন্মেই আমাদের আবও অশাস্তি। বড় অব্যাব। একশ বার বলেছি যে শবীবটা আগে। অত ছুটোছুটি পবিশ্রম কবিসনি। কী দবকাব—যা আছে তাইতেই চালাব। না হয একবেলা ধাবো। কিছুতেই মশাই কোন কথা শুনবে না।...জব হযেছে তাব ওপব বাহাজুরী ক'বে অফিসে যাবাব কী দবকাব? এমনি ত শবীব তেমন মজবুত নয়।...আর ওর মা-টিও হযেছে তেমনি। কত কবে বললুম যে মেয়েকে অফিসে পাঠিও না। আমাদের বংশে কেউ কখনও মেয়ে পাঠায় নি বোজগাব করতে।...তা নয়—করুক চাকবী। চাব হাতে থাবেন মেয়েব বোজগাবে।...খাও এখন কত থাবে।...মেয়েকে না খেলে ওঁব শাস্তি হবে না!'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে সাঁই-সাঁই কবে হাঁপাতে লাগলেন।

এই ফাঁকে মালুব দিকে চেয়ে বিমল অনেকগুলি প্রশ্ন কবল, 'এখন কেমন আছে? অমন ভাবে মাথা ঘুরে উঠল কেন? ডাক্তাব কী বললেন?'

এই পরিবেশেব মধ্যে বাইরের লোককে এনে বসানোর লজ্জাতেই মালু রাঙা হযে উঠেছিল, বাপের কাণ্ডকারখানায় সে রীতিমত ঘেমে উঠল। ঘাড় হেঁট ক'রে পূর্ণিমা'ব শিয়রের কাছে পাড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, এখনও মুখ না তুলেই জবাব দিলে, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন অতিরিক্ত exhaustion—এই নাকি এমনিটা হযেছে।

জ্বটা কোন চিন্তাব কাবণ নয়। শবীৰটাই নাকি অতিবিকৃত দুৰ্বল। রক্তশূণ্য হয়ে পড়েছে খুব।...ইদানীং মাসকতক ধবেই দিদিভাই বড় অবহেলা কবছিল, শরীবের ওপৰ—কিছুই প্রায় খেতো না। দুপটুপ ত নয়ই, মাছ পর্যন্ত অর্ধেকদিন আমার পাতে তুলে দিত।...আবাব গত পনেবো ষোল দিন যে কী হ'ল—ভাত খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল বলতে গেলে।’

কথা শেষ ক'বে মালু এবাব মাথা তুলল এবং বেশ স্থির দৃষ্টিতেই বিমলের দিকে তাকিয়ে বইল।

অর্থাৎ বৎসে ছোট হলেও মালু বুদ্ধিতে খুব ছোট নয়। দিদিভাইয়ের ভাবান্তরের সঙ্গে আগন্তুক কুশলপ্রার্থীর একটা যোগাযোগ কল্পনা ক'বে নেবাব মত বুদ্ধি তাব যথেষ্ট আছে।

পূর্ণিমাৰ বাবা এতক্ষণে খানিকটা দম নিতে পেবেছেন—ইপাতে ইপাতে তিনি আবাবও বললেন, ‘ভাল নয় বুঝলেন, একদম ভাল নয়—এইসব সোমখ মেয়েদের কাজ কবতে পাঠানো।...কী বলব বলুন, নিজে পড়ে আছি বোগে—স্ত্রী-বুদ্ধিতে সংসাব চলছে। এক কৰ্তা মেয়ে আব এক কৰ্তা তাব মা। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী জানেন ত! ভগবান মেবেছেন আমাকে কিনা—নইলে অতবড় উপযুক্ত ছেলে থাকতে—’

কথা শেষ কবতে পারলেন না—দু'হাতে বুক চেপে ধবে ইপাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

পূর্ণিমা এতক্ষণ চোখ বুজে তেমনি স্থির ভাবে পড়েছিল—যে ভাবে ঘরে ঢুকেই দেখেছিল বিমল। জেগে আছে, কি ঘুমিয়ে আছে বোঝাই যাচ্ছিল না। এইবার সে চোখ খুললে, ক্রান্ত মুহূর্তে বললে, ‘মালু, বাবাকে ও ঘবে নিয়ে গিয়ে বুক একটু মালিশ ক'বে দে—কী করছিস দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছিস না!’

মালু অপ্রস্তুত হয়ে তাডাতাড়ি বাবাব পাশে এসে দাঁড়াল। তিনি ইঙ্গিতে ওকে অপেক্ষা কবতে বলে খানিকক্ষণ চুপ ক'বে থেকে একটু নিঃশ্বাসটা সহজ ক'বে নিয়ে মালুর হাত ধবে বিনা প্রতিবাদে ওঘবে চলে গেলেন।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আবাব চোখ বুজেছিল পূর্ণিমা। তেমনি স্থির—অবসন্নভাব।

বিমল বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে আন্তে আন্তে ডাকলে, ‘পূর্ণিমা।’

পূর্ণিমা আবাব চোখ খুলল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক—বিমলের চোখে চোখ রাখতে পাবলে না। ওব হাতটাব দিকে চেয়ে বললে, ‘বলুন।’

‘এখন কেমন বোধ করছ?’

‘ভালই। কাল অফিস যেতে পাবব।’

‘না—এখন তোমাকে অফিস যেতে হবে না। লক্ষ্মী মেয়েব মত দু’চাব দিন শুয়ে থাকো দিকি!’ বেশ একটু আদেশের সুরেই বলে বিমল।

ওপক্ষ থেকে হযত একটা প্রতিবাদ আসা কবেছিল বিমল কিন্তু পূর্ণিমা কোন উত্তর দিলে না। শুধু অবসন্ন ভাবে আবাব চোখ বুজল!

একটু পরে বিমল আবাবও আন্তে আন্তে ডাকল, ‘পূর্ণিমা।’

পূর্ণিমার সমস্ত দেহটা একবার শিউবে উঠল কি?

উঠলেও তাব কণ্ঠস্বরে অন্তত কোন চাঞ্চল্য ধরা পড়ল না। আগেব মতই বললে, ‘বলুন।’

‘এমন করছ কেন?’

‘কী করছি?’ বিম্মিত হয়ে দুই চোখ বিক্ষাণিত ক’বে তার দিকে তাকায় পূর্ণিমা।

‘না খেয়ে খেয়ে এমন ভাবে শরীর পাত ক’বে ফেলছ কেন? আমাকে শাস্তি দেবে বলে?’

উত্তর দিতে গিয়ে হযত পূর্ণিমাব দুই ঠোঁট কেঁপে উঠতে লাগল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় খানিকক্ষণ দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধব চেপে নিজেকে সস্থবণ কবলে, তাবপর শাস্ত কণ্ঠেই বললে, ‘আপনাব সস্থদে ও শব্দটা। পর্যন্ত কল্পনা কবাও আমাব কাছে চবম ধুষ্টতা—তা ত আপনি জানেনই। অত দুঃসাহস আমাব নেই।’

বিমল এব উত্তবে ঈষৎ উত্তেজিত ভাবেই কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মালু এসে পড়াষ থেমে গেল। মালু সবাসবি বিমলকে প্রশ্ন না কবে পূর্ণিমাব মুখেব ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, ‘মা বলছেন একটু চা ক’বে দিতে। দেব দিদিভাই?’

‘দিবি?’ উৎসুক ব্যগ্রভাবে পূর্ণিমা তাকায় মালুব দিকে, ‘পারবি?’

‘কেন পারব না। -বা রে!’



বিমল কী একটা বাধা দিতে গিয়েও চূপ ক'রে গেল।

মালু চলে গেল—সম্ভবত চা কবতেই। দুজনেই চূপ ক'বে রইল, কিছুক্ষণ। তাব পব পূর্ণিমা আস্তে আস্তে—তেমনি বিমলের জামাব হাতটা বদিকে চেয়েই বললে, 'আপনি যে আমার বাড়ীতে আসবেন—আমি কিন্তু আশা কবি নি!'

'কেন?' বিমল আস্তে আস্তে পাশে-পড়ে-থাক। ওব বাঁ হাতটা ওপব নিজেব একটা হাত বাখে। সামান্য একটু কঁপে ওঠে পূর্ণিমা—কিন্তু আর কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না। ওব নিখব হয়ে পড়ে থাকাব ভঙ্গীতে।

একটু পবে বিমল বলে, 'জানো—আমি পাশ কবেছি। আজই খববটা এল—অথচ তুমি নেই।'

এই প্রথম একটা বক্তাবা খেলে গেল পূর্ণিমাব বিবৰ্ণ পাণ্ডুব মুখে। খুশী হয়ে চোখ তুলে বললে, 'এ আমি জানতুম। আমি ঠিক জানতুম।'

'তুমি খুশী হয়েছ পূর্ণিমা?' হাতটা ওপব একটু চাপ দিয়ে প্রশ্ন করে বিমল।

'আমি?' আবাব স্তিমিত হয়ে যায় ওব মুখ ভাব। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'হবেছি বৈকি! আমার অহুমান ঠিক হয়েছে—এ আত্মপ্রসাদ কি কম!'

মালু এসে ঢুকল চা নিয়ে। চা আব একটা বেকাবীতে খান-দুই বিস্কুট। টেবিলেব অভাবে আব একটা চেয়ারেব ওপবই নামিয়ে—চেয়ারখানা টেনে দিতে দিতে সে বললে, 'আনাডিব হাতেব চা, খেতে পাবলে হয়!'

বিমল হেসে বললে, 'আমবা পেতলেব কলসীব চা খাই। অত খাবাপ চা তুমি নিশ্চয়ই কবো না।'

পূর্ণিমা ওব চায়েব কাপটা বদিকে তাকিয়ে কেনন একবকম করুণভাবে বললে, 'আপনি আজ প্রথম আমার বাড়ী চা পাচ্ছেন—অথচ আমি নিজে ক'বে দিতে পাবলুম না!...সত্যি, এত বিস্ত্রী লাগছে!'

'তাতে খুব ঠকলুম ব'লে ত মনে হচ্ছে না। মালু ভালই চা কবেছে।' জোব ক'রে হাল্কা হয় বিমল। তাবপব বলে, 'তুমি ভাল হও, তোমাব হাতেও খাবো। ভয় কি!'

'হ্যাঁ, আপনি আবাব এসেছেন!'

পূর্ণিমা আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে।

‘তার মানে ! এখন ত রোজই আসতে হবে। তোমার ডাক্তার ওষুধ, এদের’  
বাজ্রাব হাট—আমি না এলে এসব কববে কে ?’

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস কবতে পাবে না পূর্ণিমা। খানিকটা অবাধ হয়ে  
তাকিয়ে থেকে বলে, ‘না না, মিছিমিছি আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। এ আমার  
কিছুই নয়। অফিস না যাই—ডাক্তারখানায় অন্তত যেতে পারব। ওপরের  
ভাড়াটেরা দেখাশুনো কবেন—বাজ্রাব হাটের জগু ভাবনা নেই—’

মালু মুহু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ‘খুব হয়েছে দিদিভাই, তোমার আব বাহাদুরীতে  
কাজ নেই। জানেন ডাক্তার কি বলেছে ? পনেরো দিন এখন বিছানা ছেড়ে  
ওঠাই বারণ ওব। এমন কী বেশী কথাবার্তা কইতেও বারণ ক’রে গেছেন !’

বিমল কথাটা শুনেই সোজা উঠে দাঁড়াল।

‘ইন্। আমারই বড অন্ডায় হয়ে গেছে মালু, মিছিমিছি তোমার দিদিভাইকে  
কতখানি বকালুম !’

পূর্ণিমা ব্যাকুল হয়ে বললে—‘না-না—তেমন কিছু নয়। কী পাগলামি কবছিস  
মালু।...আব একটু বসুন না। আমি ত বেশী কথা কইছি না—’

বিমল ঘাড় নেড়ে বললে, ‘তুমি চুপটি ক’বে শুয়ে থাকো। আমি আবার কাল  
ঠিক আসব !’

পূর্ণিমা আর কিছু বলবাব আগেই বিমল একেবাবে ঘরের বাইবে গিয়ে  
দাঁড়াল।

আসবার আগে বিমল ওদের ডাক্তারের নাম-ঠিকানা জেনে এসেছিল। অবশু  
তখন আর সময় ছিল না। কারণ নিখিলদের বাড়ী যেতেই হবে সেদিন—পরের  
দিন ওর কী একটা পরীক্ষা।

কোন মতে বাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকাল বেলাই সে এ পাড়ায় এসে  
ডাক্তার বাবুটির সঙ্গে দেখা করলে।

ডাক্তারবাবু একটু বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘মিস পূর্ণিমা রায় ?’

‘ও আমাদের বিপিনবাবুর মেয়ে ।...হ্যাঁ ।...তা আপনি ওর কে হন ?’

অকারণেই বিব্রত হয়ে ওঠে বিমল । বার-দুই ঢোক গিলে বলে, ‘আমি ওর এক-অফিসে কাজ করি । বন্ধু !’

‘অ ।...বড় স্ট্রেঞ্চ কেস্ মেয়েটির । জ্বরটা কিছু নয় । কিন্তু মর্নে হচ্ছে ঘেন ইচ্ছে ক’রে নিজেকে ক্ষয় ক’রে এনেছে । Case of extreme exhaustion. কত দিন ধরে যে ভূতের মত খেটেছে অথচ শরীরের কোন যন্ত্র নেয় নি, তার ঠিক নেই । এনিমিকও খুব । হার্টটার সাউণ্ডও মোটে ভাল নয় । ভাল নারিশমেন্ট দরকার । আমি যাবো একবার । একটা ইন্জেকশন দিতে হবে ।...’

তারপর একটু চুপ ক’রে থেকে বললেন, ‘কাল ওকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল মেয়েটি বোধ হয় কোন মেন্টাল শক পেয়েছে, খুব প্রচণ্ড । ওর ঘেন বাচবার ইচ্ছেও নেই তেমন !’

বিমল উঠে দাঁড়াল ।

‘তাহ’লে ওর পথ্য-টথ্য ?’

‘ফলের রস, গুঁকোজ, দুধ—অল্প অল্প, এই-ই চলুক আপাতত । জ্বর না থাকলে ভাতও দিতে পারেন । তারপর—আমি ত যাচ্ছি, দেখে ব্যবস্থা করব ।’

ওখান থেকে বেরিয়ে বিমল বাজারে গেল । কাল সত্যশরণ বাবুর কাছ থেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে এনেছে সে—আজকের প্রয়োজন বুঝেই । ঘুরে ঘুরে একরাশ ফল কিনলে—সেই সঙ্গে একটা ভাল ফুড । এদের জন্ত কিছু বাজার করলে ।... বাস্তবিক নিজেস্ব আচরণে নিজেই যৎপরোনাস্তি বিস্ময় বোধ করছিল বিমল । কোনদিন যে কোন একটি অনাশ্রীত মেয়ের সংসারের জন্ত সে বাজার করবে—মাত্র কয়েকমাস আগেও এটা ছিল ওর স্বপ্নের অগোচর !

মালু ওকে দোর খুলে দিয়ে পেছনে মুটে দেখেই চোঁচামেচি ক’রে উঠল ।

‘এ কি ! এ সব কী কাণ্ড করেছেন আপনি—না...না, এসব কিন্তু আপনার ভারি অগায় ।’

‘কে রে মালু !’ হাঁপাতে হাঁপাতে বিপিনবাবুও বেরিয়ে এলেন ।

‘সত্যিই ত । না না—এসব কী দবকাব ।...দেখুন—’

আরও কী বলতে গিয়ে কাশির ধমকে চুপ ক’রে গেলেন তিনি ।

বিমল হাত জোড় ক'রে বললে, 'আমিও আপনার সন্তানের মতই। কেন মিছিমিছি সঙ্কোচ করছেন। পূর্ণিমা আমার বন্ধু—ও ভাল হয়ে উঠুক, না হয় আমাকে দামই বুঝিয়ে দেবে। তাছাড়া ধরুন, যে-কোন পরকেই ধরে ত বাজারে পাঠাতে হ'ত আপনাদের—আমি করলেই বা আপত্তি কি?'

ওর বিনীত ভঙ্গীতে বিপিনবাবু আর কিছুই বলতে পারলেন না। পূর্ণিমার মাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সেকলে মাছ, সোজাহুজি একজন পরের ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতে তাঁর সঙ্কোচে বাধে। তিনি স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'শোনদিকি কেমন মিষ্টি কথা, কান জুড়িয়ে যায়। ঐ জন্মেই বলে আপনার চেয়ে পর ভাল। পেটের ছেলেও ত রয়েছে—কাল থেকে একবার খবর নিতেও এল না।'

মুটে রান্নাঘরের রোয়াকে জিনিসগুলো নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার পরশা চুকিয়ে দিয়ে বিমল আগের দিনের মতই পূর্ণিমার বিছানার পাশে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসল।

পূর্ণিমা এতক্ষণ একান্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত দৃষ্টি মেলে নোরের দিকেই তাকিয়ে ছিল। বিমল এসে বসতেই যেন ফেটে পড়ল সে। চাপা কঠিন কণ্ঠে বললে, 'এসব কি করছেন বলুন ত? কেন বরছেন? আমাকে বাঁচিয়ে আপনার লাভ কি?...এসব সামান্য কথা নিয়ে—সামান্য জীবন নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপনার বিরাট কর্মক্ষেত্র সামনে পড়ে আছে—বিপুল দায়িত্ব।...আমাদের জীবন ঠিকই কাটবে—সহস্র মেয়ের জীবন যেমন এই শহরে কাটছে।...আপনি চাকরি ছেড়ে দিন, চলে যান আপনার কর্মক্ষেত্রে। দোহাই আপনার! আপনি আর পিছন ফিরে তাকাবেন না কোন দিকে, কান্নার দিকে।'

বহু দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ ওর, বহুদিনের ব্যথা। কঠিন কণ্ঠে তাই একসময় অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, দুই চোখের কুল প্লাবিত ক'রে নামে অশ্রুর বন্যা।

স্থির হয়ে বসে থাকে বিমল। তারপর আশ্চর্য শাস্ত কণ্ঠেই উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ তাই যাবো। কোনদিকেই তাকাব না। কিন্তু তার আগে তোমার অন্তত ভাল হয়ে ওঠা দরকার পূর্ণিমা।'

‘আমি ? আমার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক ! আপনার মহৎ জীবনে আমার মত মেয়েৰ স্থান কোথায় ?’

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠেও ব্যঙ্গের স্বর ফোটে ।

‘সম্পর্ক এখন নেই, কিন্তু সেই জন্মেই ত এত ব্যস্ত হচ্ছি । তোমার ওপর একটা অধিকার, তোমার সঙ্গে চিবকালের একটা সম্পর্কই যে দবকাব । না—না, বাধা দিও না, বলতে দাও । সেদিনই ত তোমাকে বলেছি, একা কোন ভাল কাজই করা যায় না । মাহুঘ একা বড় অসহায়, বড় দুর্বল । সেই জন্মেই আমাদের শাস্ত্রে সতীক ধর্ম-আচরণের ব্যবস্থা—। তাত্ত্বিক সাধকবা সাধনা-সঙ্গিনীকে বলেন শক্তি, জানো ত । উপযুক্ত শক্তি না পেলে সিদ্ধিৰ আশা যে দুবাশা !’

পূর্ণিমা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রায় ফিস্ ফিস্ ক’রে বললে, ‘কেন আপনি সেদিন থেকে আমাকে এমন ভাবে দৃষ্টাচ্ছেন বলুন ত ! ওসব স্বপ্ন-কল্পনা আমার জ্ঞান নয়...এ কী আপনি কিছুতেই বুঝবেন না ? আপনার কর্তব্য আপনার কর্মক্ষেত্র বৃহৎ, বিপুল । ওসব আমি বুঝি না । আমি বুঝি আমার এই ছোট্ট পরিসরে ছোট্ট কর্তব্য । আপনার কাছে হয়ত এসবের মূল্য নেই—কিন্তু আমার কাছে আমারই মুখ-চাওয়া বুদ্ধ অশক্ত মা-বাবার প্রতি কর্তব্য আগে ।’

‘কে বলেছে সে কর্তব্যে আমি বাধা দিতে যাচ্ছি ।...তুমি উত্তেজিত হয়ো না পূর্ণিমা, তোমার শরীর খাবাপ । এসব কথা বলা হয়ত তোমার এ অবস্থায় উচিত হচ্ছে না—কিন্তু না বললেও নয় । তুমি অকারণে মন খাবাপ করো না । তুমি আমার কাছে সব কর্তব্যের চেয়েও বেশী মূল্যবান । এই কথাটি আজ শেষবারের মত জেনে বাথো—বৃথা বাজে কথা নিয়ে মন খাবাপ করো না ।’

আব একটু কাছে সবে আসে বিমল । পূর্ণিমার একটি শিথিল হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আবও আস্তে, প্রায় চুপি চুপি বলে, ‘আমাদের বিয়ে হ’লেই যে তোমাকে এই কর্তব্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবো—এমন কথা ভাবছ কেন ? বিয়ে হবে আমাদের কিন্তু যতদিন না তোমার এই দায়িত্ব শেষ হচ্ছে ততদিন তোমাকে আমি দাবী করব না, কথা দিচ্ছি । তুমি যেমন চাকরী করছ, এখানে আছ, তেমনিই থাকবে । তোমার এখানকার কাজ শেষ হবার আগেই

যদি আক্ষর বিদেশ-যাত্রার ডাক আসে, আমার কর্মক্ষেত্রে আমি চলে যাবো কিন্তু তখন আমার সাস্থনা থাকবে—যেখানেই থাকো। তুমি—তুমি আমারই আছ, তোমার শুভ কামনা, তোমার ভালবাসা এখান থেকেই আমাকে শক্তি জোগাবে, কর্ম-প্রেরণা জোগাবে।’

অবিশ্বাস্ত—অবিশ্বাস্ত। বার বার মনে মনে উচ্চারণ কবতে থাকে পূর্ণিমা। কল্পনাভীত সৌভাগ্য এমন ক’বে মাছুষের জীবনে আপনা থেকে আসে নাকি কখনও? এ নিশ্চয়ই ও ভুল শুনছে। এ ওর ব্যাধিবই একটা প্রকাশ—বিকারের ঘোর।

‘অবশ্য আমি চেষ্টা করব তোমাকে সেখানেই কোন কাজ দিয়ে নিয়ে যেতে। যদি সত্যশরণ বাবুদের ইস্কুলেই যাই—ওখানে একটা মেয়ে ইস্কুল খোলবারও কথা আছে—সে সময় হয়ত তোমাকেও নিয়ে যেতে পাবব। তোমাব বাবা-মা না হয় সেখানে তোমার কাছে গিয়েই থাকবেন। এ বাড়ীর বাকীটুকু ভাড়া দিলে মালু বোর্ডিং-এ থেকেই পড়তে পাববে।’

পূর্ণিমাব বিহ্বল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিমল বলে, ‘অবাক হয়ে যাচ্ছ, না? ভাবছ এত কথা কবে ভাবলুম?...এই কদিন যে দিনবাত শুধু এই সব কথাই ভেবেছি পূর্ণিমা। তুমি আমাকে যতটা হৃদয়হীন ভেবে মনে মনে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করছিলে, সত্যিই আমি ততটা নই।...তোমাকে এই ভাবে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়ে আমি কোন কাজই যে কবতে পাবতুম না।...না, তোমাকে আমাব চাই।...অনেক কাজ পূর্ণিমা, অনেক স্বপ্ন আমাব। যে দিকে তাকাই দেখি অকারণ ঔদ্ধত্য, পবন-অসহিষ্ণুতা—আব জ্ঞান ত দুবেব কথা, জ্ঞানের আগ্রহেব ও অভাব! আমবা দুজনে মিলে সারা জীবনে যদি দুটো চাবটে ছেলেমেয়েব মনেও ষথার্থ শিক্ষার আগ্রহ জাগাতে পাবি—যে শিক্ষা দল মত স্বার্থ সকলের ওপরে মহুশ্বে পৌছে দেয় মাছুষকে, যদি পাবি দুচার-জনকেও সেই মহুশ্বে মস্তে দীক্ষা দিতে—তবেই আমাদের স্বপ্ন সফল হবে, আমাদের জীবন সার্থক হবে পূর্ণিমা।’

পূর্ণিমার চোখ দুটি এইসব কথা শুনতে শুনতে কখন আবার নিমীলিত হইছে গেছে; সে সমস্ত সত্তা দিয়ে, বাকী সবকিছু ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন অমুভব করছে এই

অচিন্তিত-পূর্ব সৌভাগ্যের স্বপ্নছবি। তার দুই চোখের কোল বেয়ে এখনও জল নামছে তবে তা যে আনন্দেরই অশ্রু—একথা মুখের দিকে চাইলে বুঝতে ভুল হয় না।

মালু ঢুকল ডিম ভাজা ও চা নিয়ে।

বিমলের বসে থাকার ভঙ্গী, তাব চোখে হৃদয়ের স্বপ্ন এবং পূর্ণিমার নিমীলিত চোখে অশ্রুর ঝরণা দেখে কী বুঝল সে তা সে-ই জানে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না, সামান্য একটু হাসির আভাস মাত্র ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল সে।

পূর্ণিমা চোখ খুলল এবাব। আঁচলে দুই চোখ মুছে চুপিচুপি বললে, ‘একটু চা খাও। আমার জন্য অনর্থক সকাল থেকে অনেক ছুটোছুটি করেছ!’

বিমল তখনও বোধকরি তাব নিজের আঁকা ভবিষ্যতের ছবিতেই তন্ময় হয়েছিল, এবার যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

‘হ্যাঁ, এই যে নিই।’ তাড়াতাড়ি মুখ তুলে মালুকে না দেখতে পেয়ে অপ্রতিভ ভাবে চাষের পেয়লাটা তুলে নিয়ে বললে, ‘ইস, মালু কি মনে কবলে!’

পূর্ণিমা সে কথাব জবাব দিলে না। বিমলের জামাব প্রাস্তটা নিয়ে হুটো আঙ্গুলে নাড়া চাড়া কবতে কবতে বললে, ‘জানো, এই কদিন অহোবাত্র ভেবেছি কী ক’রে তাড়াতাড়ি মবতে পাবি।...আজ এখন মনে হচ্ছে যেমন ক’বেই হোক বাঁচা দবকাব। অস্তুত তোমাব স্বপ্ন সফল করতেও।’

স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে ওব দিকে চেয়ে বিমল বললে, ‘এইত লক্ষ্মী মেয়েব মত কথা।... এখন একটু ভাল কবে বিশ্রাম নিয়ে আর ভাল ক’বে খেয়ে চটপট সেবে ওঠো দিকি।’

মালু বোধকরি বাইরেই ছিল কোথাও। ঘবে ঢুকে বললে, ‘আপনি একটু ভাল ক’রে বলে যান। কিছু খেতে চায় না।...আপনি ত একরাশ ফল কিনে এনেছেন—খাবে কে?’

‘আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। তোকে আর বেশী গিম্মিপনা করতে হবে না। যা!’...মুহূ ধমক দেয় পূর্ণিমা।

বিমল চায়ের পেয়ালার্টা নামিয়ে রেখে একেবারে উঠে দাঁড়ায়। হাতের ঘড়িটার দিকে তার নজর পড়ে গেছে।

‘চলি এখন। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।’

বহুপথ ফিবে গিয়ে আবাব বেবোতে হবে। সে রাস্তায় পড়ে সেই থর রৌদ্রের মধ্যেই ক্ষত হাঁটতে শুরু করে।

সমাপ্ত































